CONTENTS

Friday, the 11the March, 1994	Page
1. Question & Answers:— Oral answers to Starred Questions Nos 64, 72, 101, 128, 135, 142, 153, 154 & 164.	1 — 17
2. Reference Period :	
a) Reference cases were raised by Shri Makhanlal Chakraborty, Shri Pabitra Kar and Shri Jitendra Sarkcr	18
b) Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, made a statement regarding relay starvation strike in front of S.D.O. office, Gandacherra by some families of Ranipukur	19 — 22
3. Calling Attentoin ...	
a) Shri Makhanlal Chakraborty and Shri Sahid Choudhury called the attention of the Chief Minister ...	22
b) Shri Baidyanath Majumder, Minister made a statement regarding crisis of drinking water in remote and hill areas of the state	23 - 31
c) Dr. Braja Gopal Roy, Minister, made a statement regarding price increase of rice in the Ration shops in the State	31 — 32
4. Statement by the Chief Minister... Shri Dasaratha Deb, Chief Minister made a statement on the incident of attack on T. R. T. C. bus and thereby causing injury to some police personnel..........	33 — 35

i) inc'dent of dacoity in the house of
Ayat Ali and other three houses at
Maniknagar under K.lamohuora P. S......... 22 — 26
ii) bu-ning to ashes of Moharoherra market

3. Calling Attention :—

a) Shri Sudhan Das and Shri Khagendra
Jamatia called attention of the Chief
Minister........ 30 — 31

b) Shri Dasaratha Deb, Chief Minister made
a statement regarding the incident of murder of
Shri B joy Deb Nath by armed miscrent at
Maraohara village under Fatikroy P. S.... ... 31 — 34

4. General Discussion on the Budget Estimates
for 1994-95 :

Shri Jitendra Sarkar...... ... 34 — 37
Shri Khagendra Jamatia...... 38 — 39
Shri Jitendra Choudhury, Minister, of State... 39 — 43
Shri Arun Bhowmik 43 — 49
Shri Pranab Deb Barma,......... 49 — 51
Shri Makhanlal Chakraborty .... 51 — 54
Shri Prasanta Deb Barma ... 54 — 55
Shri Anandamohan Roaija ...... 56 — 58
Shri Sukumar Barman, Minister... - 64 — 64
Shri samar chouphury, Minister...... 64 — 67
Shri Dasaratha Deb, Chief Minister 67 — 80

5. Papers laid on the Table :

a) Written replies to the supplementary
Questios to Statred
Questions Nos 195 and 188...... ...... 81 — 84

b) Written replies to Starred and Unstarred
Questions .... 84 — 110

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 11th March, 1994, Friday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Speaker in the chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Ten Ministers, four Minister of State and 26 Member's.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক। উনি অনুপস্থিত। উনার প্রশ্নের ইন্টারেস্টে কেউ আছে। (একটু থেমে) কেউ নেই। মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নাম্বার- ৬৪।

শ্রীফয়জুর রহমন (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নাম্বার ৬৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ফরেস্ট কর্পোরেশনের অধীনে এ পর্যান্ত কতটি প্রজেক্ট চালু হয়েছে ;

২। ইস্ট প্রজেক্টের লাভ বা ক্ষতির পরিমান কত ;

৩। কোন্ কোন্ ফাইনান্স ইনস্টিটিউট থেকে প্রজেক্ট চালু করতে কত টাকা এখন পর্য্যন্ত লোন নেওয়া হয়েছে, এবং কত টাকা পরিশোধ হয়েছে ?

৪। ইয়ার ওয়াইজ ব্যালেন্স সিট আপটু ডেট আছে কিনা ?

৫। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ফরেস্ট কর্পোরেশনে এ পর্য্যন্ত একটি প্রজেক্টই কার্য্যত চালু হয়েছে।

২। ঐ প্রজেক্টি রূপায়ন কালে অর্থাৎ ১৯৭৬-৭৭ হইতে ১৯৮৫-৮৬ ইং সন পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের অনুমতি ক্ষতির পরিমান ৫৫.৯৯ লক্ষ টাকা।

৩। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মোট ৩১৪.০৭ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে মোট ১০৮.২৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তার প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের পরিমান	ঋণ পরিশোধের পরিমান
১) ভারতীয় ইউনাইটেড ব্যাংক।		
বটতলা ব্রাঞ্চ, আগরতলা।	১৫৭,০৩৫ লক্ষ টাকা	৫৪,২৯ লক্ষ টাকা
২) ভারতীয় ষ্টেট ব্যাংক।		
আগরতলা ব্রাঞ্চ।	১৫৭,০৩৫ লক্ষ টাকা	৫৪,০০ লক্ষ টাকা
মোট :—	৩১৪,০৭০ লক্ষ টাকা	১০৮,২৯ লক্ষ টাকা

৪। ফরেষ্ট কর্পোরেশনের বাৎসরিক হিসাব (ব্যালেন্স সীট) ১৯৯১-৯২ইং সন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১৯৯২-৯৩ইং সনের বাৎসরিক হিসাব তৈরীর কাজ চলছে।

৫। ৪ নং প্রশ্নের উত্তর অনুসারে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রজেকটকে যে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করা হয়েছে সেই ঋণের সুদ সহ বর্তমানে ব্যাংকের টাকা সহ যা হয় তা ফেরত দিলে পরে এই কর্পোরেশনে কি পরিমান টাকা থাকবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীফয়জুর রহমন (মন্ত্রী) :— আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রীসুধন দাস (রাজ নগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একটি মাত্র প্রজেকট চালু করা হয়েছে। এই ফরেস্ট কর্পোরেশনকে আরও সম্প্রসারণ করার জন্য দ্বিতীয় কোন প্রজেকট নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই ব্যাপারে চেষ্টা করছি এবং রাজ্য সরকারের সংগেও আলোচনা হয়েছে কি করে দ্বিতীয় প্রজেক্ট চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যায়।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফরেষ্ট কর্পোরেশনের আওতায় রাবার বাগান করা হয়েছে। অর্থের অভাবে বেশ কিছু বাগান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং এই সমস্ত বাগানের অসংখ্য শ্রমিক কাজ পাচ্ছেনা। যেমন আকিন, চিতত্তা ও মতাই রাবার বাগানগুলি। সেগুলিকে সম্প্রসারিত করার অন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত বাগানের কথা উল্লেখ করেছেন যে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেনা সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। অর্থের অভাব কিছুটা আছে কারণ পূর্বাঞ্চল পরিষদ এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেট থেকে কিছু বরাদ্দ পাওয়ার কথা এবং এই বরাদ্দ পেলে ববস্থা নেওয়া হবে।

মীঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ৯২,

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়শচন নং ৯২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সারা ত্রিপুরায় যে সমস্ত হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে বোর্ডিং হাউস আছে ঐ সমস্ত বোর্ডিং-এর জন্য কোন স্থায়ী সুপারিনটেনডেন্ট পোষ্ট নেই ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, তবে প্রত্যেক বোর্ডিং হাউসে অস্থায়ী সুপারিনটেনডেন্ট আছেন।

প্রশ্ন

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আলাদাভাবে সুপারিনটেনডেন্ট পদ সৃষ্টি করে বোর্ডিং গুলিতে সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হবে কি না ?

উত্তর

২) প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন

৩) যদি না করা হয় তবে তার কারণ ?

উত্তর

৩) যেহেতু অস্থায়ী সুপারিনটেনডেট সুপারভিশনের কাজ সুষ্টভাবে চালাচ্ছেন সেই জন্য আলাদাভাবে বোর্ডিং হাউসের সুপারিনটেনডেনটের পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সুপারিনটেনডেন্টের পোষ্ট সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটা স্কুলে অস্থায়ী সুপারিনডেন্টেরা মাসিক একশো টাকা করে পান। সেই জন্য রাজ্যের অধিকাংশে এই সুপারিনটেনডেন্টরা কাজে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন যে মাষ্টার মহাশয়রা টিউশানি করে এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা পান। ফলে আমরা দেখছি ওয়েস্ট ডিসট্রিকটের প্রত্যেকটা ছাত্রাবাসে গতবার এক-জনও পাশ করেনি। কাজেই এই সমস্ত ট্রাইবেলদের দিকে নজর দিয়ে সরকার অতি সত্তর স্থায়ী সুপারিনটেনডেনটের পোষ্ট ক্রিয়েট করবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এনেছেন স্থায়ী সুপারিনটেনডেনটের পোষ্ট ক্রিয়েট না করলে ছাত্ররা পরীক্ষায় পাশ করবে না। অন্য দিকে অস্থায়ী সুপারিনটেনডেনটরা ১০০ টাকা করে পান অথচ মাষ্টাররা টিউশনি করে তার চাইতে অনেক বেশী টাকা পান।

স্যার, প্রশ্নটি এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, উপজাতি ছাত্রাবাসের পড়াশুনার ব্যাপারে বিষয়টি এইভাবে কখনও আসে নি। আমি আশা করব, যিনি অস্থায়ী সুপারিনটেনডেন্ট তিনিও সুপারিনটেণ্ডেন্টই। সেখানে ২০ থেকে ২০০ জন ছাত্রকে তার তত্বাবধানে থাকতে হয়।

সুপারিনটেণ্ডেণ্টই হোক বা মাষ্টার মহাশয়ই হোক, তাদের চাকুরী আর ১০টা, ৫টা চাকুরীর মত নয়। এটা মিশনারী সার্ভিসের মত। সেখানে আশা করব, সুপারিনটেণ্ডেটকে ২০টি ছেলের পড়াশুনাটা দেখা উচিত। আমি আশা করছি, দেখছেনও। মাননীয় সদস্য যে ভাবে বিষয়টি তুলেছেন তা সিরিয়াস্‌লি ভাবা দরকার এ কথা আমি বলতে পারি।

শ্রী জীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া):— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে, বিগত ১০-৫-৯৩ ইং সনে তেলিয়ামুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের তফসিলী ছাত্রাবাসের ওপেন করেছেন। সেখানে স্থায়ী সুপারিনটেনডেণ্ট ছিল না। এই স্থায়ী সুপারিনটেনডেণ্ট না থাকার ফলে ঐ স্কুলে হেডমাষ্টার মহাশয় চার মাস কাটিয়ে দিলেন, এবং ১৯৯৪ এর কিছুদিন আগে (১০-১৫ দিন আগে) ষ্টার্ট হয়েছে। স্থায়ী বা অস্থায়ী যাইহোক হোস্টেল নুতন উদ্বোধন হলে বা পুরাতন হোস্টেলগুলিতে সুপারিনটেনডেণ্ট থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। নাইলে, ছাত্রদের বোর্ডিংএ থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কাজে কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহন করবেন কিনা তা জানতে চাই।

শ্রী অনিল সরকার [মন্ত্রী]:— স্যার, এটা খুবই স্বাভাবিক, বোর্ডিং ওপেন করার পর ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে আসবে। তাদের দেখার জন্য স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী সুপারিনটেডেণ্ট থাকা দরকার। চার মাস দেরী হয়েছে, এরকম অনেক জায়গায় হয়। হোস্টেলের আবাসিকদের পড়াশুনার জন্য যে সমস্ত নিয়ন্ত্রন, তত্বাবধান সবটা মিলিয়ে আমার মনে হয়, নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে, এবং এ ব্যাপারে আমি আশা করছি, আপনারাও সাহায্য করবেন। কিন্তু প্রশ্নটি স্থায়ী সুপারিনটেনডেণ্ট।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধুভুষণ মালাকার [পাবিয়া ছড়া]:— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১০১।

মিঃ স্পীকার:— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০১।

শ্রী অনিল সরকার [মন্ত্রী]:— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০১।

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট এলাকাধীন আশ্রমপল্লীতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই। বিষয়টি যথা সময়ে বিবেচনা করা হবে।

শ্রী বিধুভুষণ মালাকার:— ঐখানে স্কুল করার জন্য সোয়া ছয় কানি জমি দান করা হয়েছে এ খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী অনিল সরকার [মন্ত্রী] ঃ— মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন অবশ্যই ঠিক। তবে আমার জানা ছিল না। এখন জানলাম।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রী অশোক দেববর্মা (অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) ঃ—এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১৪ স্যার।

শ্রীম বর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)ঃ— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১৪ স্যার।

প্রশ্ন

১ ন্দ্রের সংখ্যা কত ;

২ চা এবং কতটি ঘর পাকা ;

৩ বছরে নতুন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৪ ই বিভাগের কল্যানপুর থানার অন্তর্গত গগন চৌধুরী বালোয়াড়ী কেন্দ্রটি য় অন্য একটি বাড়ীতে বালোয়াড়ী স্কুলের কাজ চলছে ;

৫ নের মধ্যে এই কেন্দ্রটির জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করা হবে কি না ?

উত্তর

১ লায়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা ১২২৭ টি।

২ র কাঁচা এবং ৬১টি ঘর পাকা।

৩) হ্যাঁ, আছে।

৪) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৫) উক্ত কেন্দ্রটিতে পাকা ঘর নির্মাণ করার জন্য বি.ডি.ও, তেলিয়ামুড়া মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তীঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া এখানে বলেছেন যে ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে নতুন বালোয়াড়ী কেন্দ্র খোলা হবে। কতটা নতুন কেন্দ্র খোলা হবে মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

শ্রীমতী কার্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)ঃ— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মাঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গতকাল আমি দেখে এসেছি যে বোরাখা বালোয়ারী সেন্টারে ফিডিং চলছে, ছাত্রছাত্রী আছে অথচ কোন শিক্ষক নেই। এরকম কতটা সেন্টার আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ— স্যার কিছু কিছু বালোয়াড়ী সেন্টার আছে যে গুলি এ.ডি.সি অন্তর্ভুক্ত। এ.ডি.সির অন্তর্ভুক্ত কোন বালোয়াড়ী সেন্টারের রেফারেন্স দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মাঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বালোয়াড়ী সেন্টারের নাম আছে এবং সেখানে ফিডিং ও চলছে, কিন্তু কোন শিক্ষক নেই। এই ধরনের কয়টা সেন্টার আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ— স্যার, সঠিক তথ্য পেলে উত্তর জানাব।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মাঃ— স্যার, বোরাখা বালোয়াড়ী সেন্টার।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তীঃ— স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া এখানে বলেছেন যে পাকা ঘর আছে ৬১ টা এবং কাঁচা ঘর আছে ৬৫৩ টা। এই বছর নতুন ভাবে পাকা ঘর তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ?

শ্রী মতি কার্তিক কন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)ঃ— হ্যাঁ, আছে।

শ্রী তপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর)ঃ— মি স্পীকার স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করা সম্পর্কে খুব ইন্টাররেস্টেড। প্রশ্নটির নাম্বার হলো— ১২৮।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে কয়টি শূন্যপদ রয়েছে,

২) রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব পূরনের জন্য অবিলম্বে শূন্যপদগুলো পূরন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ,

৩) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ পূরন করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৪) ঐ সকল শূন্য পদ পূরনে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে ?

উত্তর

১) শিক্ষা দপ্তরে বর্ত্তমানে রেগুলার পে স্কেলে ৯২৭টি এবং ফিক্সড্ পেতে ২,৪৭৯টি শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী ভাবে পরিচালিত স্কুলে ৮৫টি শূন্যপদ রয়েছে।

২) হ্যাঁ,

৩) যথা শীঘ্র সম্ভব শূন্য পদগুলি পূরন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৪) প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি মেনে উপযুক্ত প্রার্থীদের দ্বারা শূন্য পদগুলি পূরন করা হবে।

শ্রী তপন চক্রবর্তীঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই শূন্য পদগুলির মধ্য এস.টি এবং এস.সি তাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কয়টি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার [মন্ত্রী]ঃ— স্যার, এটার সঠিক তথ্য আমার কাছে বর্ত্তমানে নেই। নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীসুধন দাস ঃ—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েচান নাম্বার ১৪২।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

প্রশ্ন

১। টি.এন.ভি. চুক্তিমূলে এখন পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা দিয়েছেন,

২। এই টাকা কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ এবং এখন পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে,

৩। টাকা খরচ করা সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন দুর্ণীতির অভিযোগ আছে কিনা,

৪। যদি থাকে সরকার একটি কমিটি গঠন করে তদন্তের ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

উত্তর

১। টি.এন.ভি. চুক্তি মূলে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৩৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন।

২। যে যে খাতে এই টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

ক) ভর্তুকীতে চাল, লবন, কেরোসিন এ ডি.সিতে সরবরাহ করার জন্য।

খ) চাকুরী প্রাপ্ত টি.এন. ভিদের বেতন ও ভাতা দেওয়ার জন্য।

গ) অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য।

ঘ) ২৫০০ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য,

ঙ) ৪৩৭ জন আত্মসমর্পনকারী টি.এন.ভিদের প্রাথমিক অনুদানের জন্য,

চ) ৪৩১ টি.এন.ভিকে গৃহ নির্মানের জন্য,

ছ) গঙ্গানগর শান্তি ক্যাম্পের জন্য,

জ) গোবিন্দবাড়ী শান্তি ক্যাম্পের জন্য,

ঝ) পার্বত্য অঞ্চলে মিনি ওয়াটার শেড প্রকল্পের জন্য,

ঞ) ভারত দর্শন প্রকল্পে;

ট) প্রত্যাগত টি.এন.ভি দের সার্কিট হাউস অথবা গেষ্ট হাউসে থাকার জন্য,

ঠ) কারিগরী শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরীর জন্য,

ড) জল সেচ প্রকল্পের জন্য,

ঢ) জুমিয়া পুনর্ববাসন এলাকায় পরিকাঠমো তৈরীর জন্য,

ন) কৃষি ঋণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য,

ত) উপজাতি সমবায় নিগমের মূলধনের অংশ বাড়ানোর জন্য,

থ) রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্ব্বাসন প্রকল্পের জন্য।

উপরোক্ত বিভিন্ন খাতে এখন পর্য্যন্ত মোট ৩২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে।

৩। উক্ত টাকা খরচ করা সম্পর্কে সরকারের নিকট কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন টি.এন.ভির টাকা খরচ করা সম্পর্কে কোন দুর্নীতি নেই। কিন্তু আমরা শুনেছি আগরতলায় আমতলী রামকৃষ্ণ মিশনের নামে ৭ কোটি টাকা দিয়েছেন এই ঘটনাটা ঠিক কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী)ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য টি,এন,ভি চুক্তির টাকা থেকে ৭কোটি টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওয়ার কথা নিয়ে যে সাপ্লিমেন্টারী এনেছেন এই ঘটনাটা সত্যি। তবে এই টাকাটা বিগত জোট আমলেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টাকা টি,এন,ভি চুক্তির যে বরাদ্দের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা বা প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটাত বলাই হয়েছে টি,এন ভির চুক্তির টাকা।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে আমার প্রশ্নটা ছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে এই টাকাটা টি এন,ভি পরিকল্পনার মধ্যে ছিল কিনা ? যদি না থেকে থাকে তাহলে কিভাবে এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে তদন্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আসলে এইটা টি,এন, ভি চুক্তির টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে এইটা ঠিক, কিন্তু চুক্তির মধ্যে এটা ছিলনা। কারন টাকাটা জোট সরকারের আমলে দিয়েছিলেন তারা, এই অভিযোগও আছে, অভিযোগটা প্রাথমিক তদন্ত করে দেখা হয়েছে তাতে দেখা গেছে টাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি, এন, ভি চুক্তির প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে কার্যকরী না করে এভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বা এই রকম অন্যান্য সংস্থাকে টাকা দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে এটাই মাননীয় মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য থেকে এইটা পরিস্কার। এভাবে টি, এন, ভি চুক্তির জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে দুর্নীতি করা হয়েছে এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- স্যার, টি, এন, ভি চুক্তির টাকা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে টাকা দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক। রামকৃষ্ণ মিশন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এখানে একটা এডুকেশান কমপ্লেক্স করবে এবং সেখানে উপজাতি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস করে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের একটা ব্যবস্থা করবে। ট্রাইবেল ডেভোলাপমেন্টের চিন্তাধারা করেই তখনকার সরকার টি, এন, ভি চুক্তির টাকা থেকে দিয়েছিল এবং টি, এন, ভি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত টাকার মধ্যেই ছিল বলে আমি যতটুকু জানি এবং টি, এন, ভি চুক্তির মধ্যেই ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্টর কথা ছিল। কাজেই ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের জন্য, তাদের অ্যাডুকেশানের জন্য মিশনকে দেওয়া হয়েছে। মিশন সেই টাকাটা দিয়ে অ্যাডুকেশান কমপ্লেক্স করেছে, সেখানে ট্রাইবেলদের ছেলেরা লেখাপড়া করছে এবং সেখানে শুধু জেনারেল লেখাপড়া না, কারিগরী ব্যবস্থাও তারা করবে বলে আমি যতটুকু জানি

এবং সেটা ভালই চলছে এবং সেখানে ছাত্ররা এখনও আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইযে টাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করা হয়েছে এইটা বিজয় রাংখল বা টি, এন, ভির যারা এড-হক কমিটিতে ছিল তাদের সম্মতি নিয়ে এই টাকাটা দেওয়া হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব [মুখ্যমন্ত্রী] ঃ— এটা আমাদের জানা নেই, তখনকার গভর্ণমেন্ট এটা করেছে এবং সেই টি, এন, ভি ইমপ্লিমেন্টেশান কমিটিতে বিজয় রাংখল নিজেও ছিলেন বলে আমরা জানি। কাজেই তাদের কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু টাকা দেওয়া হয়েছে এটা জানি এবং বিজয় রাংখলের পক্ষ থেকে কোন রকম আপত্তি অমরা শুনিনি অন্তত পক্ষে তখন। এখন জোট সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর বিজয় রাংখল সেই কথা বলতে পারে। যতদিন পর্যন্ত জোট সরকার এখানে ছিল তখন আমরাওতো বিরোধী দল হিসাবে ছিলাম, কখনও আমাদের কাছে কোন কাগজ আসেনি, কাগজে পত্রে বিজয় রাংখলের কোন অভিযোগ আছে বলে আমার জানা নাই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কি কাজ করবেন তার কতগুলি তথ্য এখানে দিয়েছেন। আমি বলতে চাই তিনি এখানে বলেছেন যে এই টাকা থেকে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য সেখানে টাকা ব্যয় করা হবে এবং উপজাতি সমবায় ব্যাংক-গুলিতেও মূলধন বাড়ানোর জন্য টাকা দেওয়া হবে। এই স্কীমগুলিতে, এই টাকা থেকে কি পরিমান টাকা জুমিয়া স্কীমে দেওয়া হয়েছে বা সমবায় ব্যাংকগুলিকে দেওয়া হয়েছে বা উপজাতি সমবায় ব্যাংকগুলিকে অনুদান দেওয়া হয়েছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা [মন্ত্রী] ঃ— মাননীয় সদস্য যদি এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করেন তথ্য ভিত্তিক তাহলে হয়তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এখন পর্যন্ত কয়টা টি, এন, ভি পুনর্বাসন কলোনী করা হয়েছে এবং এই কলোনীগুলিতে বর্তমানে যাকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এই রকম পরিবার কয়টা সেখানে থাকে এবং টি, এন,ভির নেতাদের কয় জনকে সরকারী গাড়ী দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা জানা-বেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা [মন্ত্রী] ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তাতে আমরা দেখলাম ৩২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার চুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে ৩২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, আরও ৪২ কোটি টাকা রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। এদিকে টি, এন, ভির চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে বিজয় রাংখল কিসের ভিত্তিতে এবং কি কি তার চুক্তি,

যে তথ্য পেলাম তাতে টাকাতো প্রায় শেষ। অথচ তার চুক্তি রূপায়ন হচ্ছে না বলে গত কয়েক-দিন আগে রাস্তা রোধ আন্দোলন করে সারা ত্রিপুরাকে আর একটা দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়ে-ছিল। কাজেই তার কি উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে টাকাটাতো বেশীর ভাগ খরচ হয়ে গেছে এবং বাকী টাকা যেটা আছে সেটাও খরচ হবে তাদের স্কীম অনুযায়ী। কিন্তু তার পরও বিজয় রাংখল কেন আন্দোলন করেছেন কি উদ্দেশ্যে এইটাতো আমার পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না। কারন যদি এই স্কীম গুলি প্রপার ইমপ্লিমেনটেশান না হয়ে থাকে তাহলে তার অভিযোগ আসতে পারে সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এখন সেই কাজগুলি হচ্ছে এবং আমি যতটুকু জানি বিভিন্ন দপ্তরে টাকা দেওয়া হয়েছে। সেটা পুর্নবাসনের টাকা হোক বা তার যে যা, যা করনের কথা সেগুলি সবই সুষ্টভাবে হচ্ছে। এবং বিজয় রাংখল সেই কমিটির তিনি একজন মেম্বারও, তিনি দলেরও নেতা। তিনি কি উদ্দেশ্যে এটা করেছেন সেটা তো আমার পক্ষে বলা মুস্কিল।

শ্রীসহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি-যে এই টি, এন, ভি, চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আর কোন টাকা পয়সা দেবেন কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার টাকা দেবেন কি না সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই নির্ভর করছে।

শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য (কদমতলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন মনোনীত কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু টি, এন, ভি, নেতা বিজয় রাংখল যে টি, আর, পি, সি,র চেয়ারম্যান হয়ে আছেন সেটা কি টি. এন, ভি, চুক্তির মধ্যে আছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম বিজয় রাংখলকে টি, আর, পি, সি,র চেয়ারম্যান করতে হবে এই ধরণের কোন কিছু টি, এন, ভি, চুক্তিতে ছিল না।

শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তবে এখন পর্যন্ত বিজয় রাংখল কিভাবে টি, আর, পি, সি চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা ভ্যারী ক্রিটিক্যাল ম্যাটার। কাজেই এটার উপর আর আলোচনা করা ঠিক নয়। এটা বাদ দিন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে দেখা গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর থেকে যে টি. এন, ভি,র সিংহভাগ টাকাই খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এই টাকা যাদের জন্য খরচ করার কথা ছিল, তাদের কাছে সেই টাকা গিয়ে পৌঁছয়নি এবং সেই প্রকল্পগুলি সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়নি। এই ক্ষেত্রে এখন একটা অংশের উপজাতিদের মধ্যে থেকে

আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের স্পিরিট অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বিজয় রাংখল রাস্তা রোকো আন্দোলন করছেন। এই কারনে এখানে প্রশ্ন উঠেছে - এইগুলি সুষ্ঠভাবে খরচ করা হচ্ছে না- এটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্ত কমিশন গঠন করার মত কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে বিজয় রাংখলের অভিযোগ মূলে রাজ্য সরকার সরকারী স্তরে একটি কমিটি গঠণ করেছেন সেই কমিটিতে বিজয় রাংখল আছে। এই কমিটি নতুন করে রিভিউ করবে এটা বলা হয়েছে। কোন্ কোন্ শর্তগুলি পূরণ হয়নি, কোন্ কোন্ শর্ত-গুলি বাকি ছিল এইগুলি রিভিউ করার জন্য সরকারীস্তরে বলা হইয়াছে। এবং বিজয় রাংখল যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিল তখনও আমি তাকে বলেছি। একটা রাউণ্ড ডিসকাশনও হয়েছে বিজয় রাংখলের সঙ্গে চীফ্ সেক্রেটারী সহ অন্যান্য অফিসারদের এই সম্পর্কে। কিন্তু আমি যা শোনেছি সেই মিটিংএ বিজয় কোন সদুত্তর দিতে পারেনি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিছু দিন আগে যে রাস্তারোকো আন্দোলন হয়েছিল ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে সেই ৬ দফা দাবীগুলি টি, এন, ভি, অ্যাক্টে ছিল কি না? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব [মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, সব দাবী এই অ্যাক্টে ছিল না। মাননীয় সদস্যরা জানেন তাদের এই ৬ দফা দাবী কি কি ছিল। সেই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আমরা আগেই বলেছি। তার মধ্যে এ, ডি, সি, এলাকা পুন বিন্যাসের দাবী ছিল। কিন্তু আগেই আমরা এ, ডি, সি, এলাকা পুর্নবিন্যাসের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছি। এটা বিজয় রাংখলের দাবী হিসেবে না, অন্য কারোর দাবী হিসেবে না, এটা বামফ্রন্ট বা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বরাবরই বলেছে যে এ, ডি, সি, এলাকা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন আছে। কারন, তখন যে ভিত্তিতে করা হয়েছিল, তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল। তার মধ্যে কিছু এলাকা যা এ, ডি, সির এলাকার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত ছিল সেটা বাদ পড়েছে। আবার যেসব এলাকা এ, ডি, সি, এলাকা থেকে বাদ পড়ার কথা ছিল সেগুলি এ, ডি, সির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কাজেই এটাকে আবার রিভিউ করে যাতে নতুনকরে করা যায় এ, ডি, সি, এলাকা, তার জন্য আমাদের একটা দাবী ছিল। এবং এই রাস্তারোকো আন্দোলনের আগেই আমরা বলেছি যে আমরা ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেছি। কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এটা করা হবে। তা সত্ত্বেও বিজয় রাংখল এই রাস্তারোকো আন্দোলন করেছে- তারা তিনিদিনও রাস্তারোকো আন্দোলন করেছে। এটা তার ব্যাপার আমাদের দিক থেকে আমরা তার যা' যা' দাবী ছিল সে সম্পর্কে আগেই বলে দিয়েছি আমরা কি কি করতে যাচ্ছি কি কি প্রস্তুতি নিচ্ছি। এইটা বলা হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই মহোদয়।

শ্রীদেবব্রত কলই (ভজিপুরপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -১৩৫ ।

মিঃ স্পীকারঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৩৫ ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৩৫

প্রশ্ন

১) গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুর্বে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বহির্ভুক্ত উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে এ, ডি, সির অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রাজ্যে সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি না থাকে তাহার কারন, এবং

৩) গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সহিত এ, ডি, সি এলাকায় ভিলেজ কমিটি বা ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচন করা হবে কি না ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বহির্ভুত উপজাতি গ্রামগুলিকে জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যেশ্যে দুই জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে । উক্ত কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই যাবতীয় ব্যবস্থা চুড়ান্ত করা হবে।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) এ, ডি, সি, এখন পর্যন্ত পঞ্চায়েতের সংগে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠায় নি ।

শ্রীদেবব্রত কলইঃ— সাপলিমেন্টারী স্যার ,এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন যে দুই জন সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সীমানা পুনর্নির্ধারন হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা কমিশনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে। কমিশনকে ক্ষীপ্র গতিতে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু কমিশনকেতো সময় বেঁধে দেওয়া যায় না কাজেই কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার আগে সীমানা পুনর্বিণ্যাস কি করে হবে ?

শ্রীদেবব্রত কলই :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গাঁওসভাগুলির কাজ শুরু হবে। এরপর যদি সীমানা পুনর্নির্ধারিত হয় তাহলে অন্তর্ভুক্ত করা বা এ ডি. সি এলাকার যে সমস্ত এলাকা বাদ যাবে সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন পুনরায় করা আইনগত দিক দিয়ে কোন বাধা আছে কিনা

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : —মিঃ স্পীকার স্যার, আইনগত কোন অসুবিধা নেই সেখানে। যেখানে পঞ্চায়েত হয়ে গিয়েছে সেখানে পঞ্চায়েত থাকবেই। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও যদি কোন এলাকা এ. ডি. সির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ভিলেজ

কমিটির নিজস্ব আইন অনুযায়ী এ, ডি, সির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এবং এ. ডি, সি. সেখানে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে পারবেন। কাজেই সেখানে আইনগত কোন অসুবিধা নেই। সেটা বিজয় রাংখল যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, রাস্তা রোখো আন্দোলন করার আগে, আইনের ধারাগুলি তুলে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল, এবং আমাদের বিবৃতিতে সেকথাই আছে। কাজেই, এখানে কনফিউশান হওয়ার কোন কারন নেই। নূতন কোন এলাকা যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, যেখানে যেটা অন্তর্ভুক্ত না, সেই জায়গায় যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে যায় তাহলে সেই পঞ্চায়েত থাকবে না এ. ডি, সির অর্ন্তভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ. ডি, সির ভিলেজ কমিটির আইন সেখানে প্রয়োজ্য হবে। সেই আইন অনুসারে সেখানে ভিলেজ কমিটি গঠন করতে পারবেন।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে এ, ডি, সি, এলাকার উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলি অন্তর্ভুক্তের কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি যে মহকুমা শাসকদের কাছে একটা নোটিশজারী করা হয়েছে যে উপজাতি এলাকার এ. ডি, সি, তে ডির্মাগেশান করার ক্ষেত্রে কোন কোন রেভেনিউ এলাকা নিয়ে করা হবে। এবং কতটা রিজার্ভ আছে রেভেনিউ এলাকার মধ্যে সেটা নির্ধারন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে রেভেনিউ এলাকা পুর্ণগঠনের ক্ষেত্রে উপজাতি এলাকর রিজার্ভ এলাকার মধ্যে পড়ে না। কাজেই যে গ্রামগুলি পড়ে না সেই গ্রামগুলিকে এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে ঢুকানোর ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটার জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন ঠিক করবে তারা কি কায়দায় কাজ করবে। তারাই ঠিক করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, তিনি অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ মহোদয়। আপনারা যে কেউ প্রশ্নটি উৎথাপন করতে পারেন।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মাঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৩।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৩।

প্রশ্ন

১) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই,

২) যে সকল স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই সেগুলিতে অতিসত্বর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কিনা?

৩) যদি নিয়োগ করা না হয়, তবে তাহার কারণ কি, এবং

৪) কতটি জুনিয়র বেসিক স্কুলে মাত্র একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন?

উত্তর

১) ৭৮টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং ১৮৭টি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই।

২) সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) ১৯৭টি জুনিয়র বেসিক স্কুলে একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ঃ - স্যাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই, সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফকেট নেওয়ার সময়; সেই সার্টিফিকেটে যিনি সই দেন, তিনি কি প্রধান শিক্ষক বলে সই দেন নাকি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বলে সই দেন, কোনটা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী)—, স্যার, যিনি প্রধান শিক্ষক তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে সার্টিফিকেটে সই দেন। আর যিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তিনি ভারপ্রাপ্ত হিসাবে সই দেন। আর সরকারের পক্ষে সরকারী স্কুল হলে সেখানে সীল থাকে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে প্রধান শিক্ষক বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এখানে যে তথ্য দিলেন যে ১৯৭টি স্কুলে একজন করে শিক্ষক আছেন। কিন্তু এই রাজ্যে এমন কতগুলি স্কুল আছে যেখানে ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক বেশী হয়ে আছে আমরা বহু তথ্য দিয়ে দেখাতে পারি ছাত্র যতজন তার থেকে শিক্ষক বেশী থাকা সত্বেও এইগুলিকে পরিবর্তন করে যেখানে শিক্ষক একজন রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় কেন দেওয়া হচ্ছে না ? বিশেষ করে ঐ সমস্ত জায়গায় শিক্ষার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পুনর্বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার [মন্ত্রী] ঃ— স্যার, একজন করে শিক্ষক এটা দীর্ঘদিনের ব্যাপার। আবার কোন কোন জায়গায় অতিরিক্ত শিক্ষক সেটাও পাশাপাশি চলছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আগামী শিক্ষা বর্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৭৮টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং ১৮৭টি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। এই প্রধান শিক্ষক না থাকার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। যারজন্য আমি প্রধান শিক্ষক-এর কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। সেই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য অতিসত্বর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, একটা স্কুলের জন্য প্রধান ছাত্রদের জন্য এবং শিক্ষকদের জন, প্রশ্নটা এইভাবে আসছে কিন্তু। আমরা সাধারনত জানি যে একটা স্কুলের পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন এবং স্কুলটা শিক্ষার জন্য। মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা

এনেছেন যে প্রধান শিক্ষক না থাকলে শিক্ষকদের অসুবিধা হয়। বুঝতে আমার একটু কঠিন হচ্ছে। এবং এটা কিন্তু একটা গভীর সমস্যাও। স্কুলে শিক্ষক থাকলে ছাত্ররা মোটামুটি স্কুলে যায় আসে, পড়াশুনা করে, নিয়ম শৃঙ্খলা মানে। তাতে কিন্তু প্রধান শিক্ষকের প্রশ্নটা আসছে না। এখন প্রধান শিক্ষক না থাকলে পরে প্রধান শিক্ষকের অসুবিধা হয় এর অর্থ হল তিনি এই কথাটাই বলতে চাইছেন যে শিক্ষকরা সেখানে অথারিটি আছে বলে কিছু মানেন না এবং কে কখন কোন ক্লাসে যাবেন সেটা হয়তো এক বিশৃংখলা অবস্থা হয়ে থাকে এবং নিশ্চই শিক্ষকদের এসম্পর্কে এই প্রসঙ্গটা আমি আলোচনা করতে চাই না এবং আলোচনা খুব মানায় না। কাজেই আমি আরো একদিক দিয়ে বলছি শিক্ষকের প্রসঙ্গটা এই দুইটা দিক মিশিয়ে আছে এবং ভবিষ্যতে যাতে প্রত্যেক স্কুলে প্রধান শিক্ষক দেওয়া যায় সেটা নিশ্চই বিবেচনা করতে হবে কিন্তু তবু এতগুলি স্কুলে প্রধান শিক্ষক শূন্যপদ সৃষ্টি করা এবং যেভাবে ফিনান্সিয়াল অবস্থা তাতে আমরা ভাবছি যে প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষক দেওয়া যায় কিনা। প্রধান শিক্ষক দিতে না পারলেও প্রধান শিক্ষকের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক করা যায় কিনা। সেই জন্য তাকে প্রধান শিক্ষকের যে অথরিটি সেই স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা, স্কুলের দায়িত্ব গ্রহন করা এবং শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন ক্লাশে পাঠানো কখনও শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে একটা নুতন শিক্ষককে দেওয়া, সেই দিক দিয়ে অথরিটিটা দিতে হবে এবং তাতে যদি কোন বিশৃংখলা হয়, কি শিক্ষকের পর্যায়ে কি ছাত্রদের পর্যায়ে তাতেও যাতে অন্তত পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি শাস্তি অথবা পুরস্কার সে অথরিটিও দেওয়া দরকার এবং আমি মনে করি, লিষ্ট করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে না পারলেও তা একটু চিন্তা করা দরকার। যেখানে যেখানে শিক্ষকরা নিযুক্ত অন্য শিক্ষকরা, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং একটা স্কুলে প্রধান কাজটা কিন্তু খুবই কঠিন জটিল এবং দায়িত্ব পূর্ণ, এটা যে কোন অফিসের দায়িত্বের থেকে কম নয়। সেই দিক থেকে যারা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক থাকবেন সেইগুলি বিবেচনা করে দেখা যাবে এবং তা উচিত যে সেখানে অন্তত পক্ষে তাদের একটা রিমিউনারেশান দেওয়া যায় কিনা এবং প্রাইমারী স্কুলে যিনি থাকবেন। হাইস্কুলে যিনি ভারপ্রাপ্ত থাকবেন, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে থাকবেন, তা হলে এখনি প্রধান শিক্ষক দেওয়া যায় এবং তাঁতে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়না। কাজেই বারবারই বিভিন্ন সময়ে একটা বিষয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কতটা স্কুল, কতটা ছাত্র, কতটা প্রধান শিক্ষক এবং কেন নেই ইত্যাদি। এই সমস্যাটা এই ভাবে বারবারই উঠছে। কাজেই এটা সমাধান করার জন্য দেখা যেতে পারে। আমি এই কথাটা এখানে উপস্থিত করলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যোগ্যতা সম্পূর্ণ শিক্ষক নেই বলেই কি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না? না অন্য কোন কারণ আছে, তার কোনটি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মি: স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে যোগ্যতা সম্পন্ন

প্রধান শিক্ষকরা বিবেচনা করা হয় না। আমরা সিনিয়রিটির ভিত্তিতে করি এবং দীর্ঘদিন যাবত সিনিয়র থাকলে তারা যোগ্যতা অর্জন করেন, তাতে হয়তো কিছু গোলমাল হয়ে যেতে পারে কিন্তু সিনিয়রিটির ভিত্তিতে হয়।

শ্রীপ্রণব দেববর্মাঃ— সাপলিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অনেক স্কুলে প্রধান শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু শিক্ষকের যে সমস্যা তা আমরা দীর্ঘ দিন লক্ষ করছি। বিশেষ করে উপজাতি এলাকার স্কুলগুলিতে সমস্যা আরো বেশী। এমন স্কুল আছে যেখানে ৪০০ থেকে ৫০০ ছাত্রছাত্রী আছেন এবং সেখানে মাত্র ৬ থেকে ৭ জন গ্রেজুয়েট শিক্ষক, তার মধ্যেও বিজ্ঞানের কোন শিক্ষক নেই। কাজেই এই সব এলাকার স্কুলগুলির জন্য এবার যে শিক্ষাবর্ষ চলে গেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এই সব স্কুলের প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষক দেওয়া হবে কিনা? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী)**ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার এই প্রসঙ্গটা আরো কয়েকবার উঠেছে। কারন, এই বৎসর বা বৎসরের মাঝামাঝি বা সমস্ত কিছু জন্য তথ্য সংগ্রহ করা, তার ভিত্তিতে একটা স্কীম গ্রহন করা। স্কীমটা হলো যেন শিক্ষক গ্রামাঞ্চলে যান। এটা হয় নি। এই জন্য আমার শিক্ষা দপ্তর প্রস্তুত হচ্ছে। কি করে গ্রামাঞ্চলে, উপজাতি এলাকায় তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাঠানো যায় এবং সেই জন্য সেই উপজাতি এলাকায় গ্রামাঞ্চলে যাতে শিক্ষকের অবস্থান করার, শিক্ষকদের সেখানে নিয়ে কাজ করার সমস্ত সুযোগ যাতে সৃষ্টি হয় সেই জন্য সেই এলাবাসীকে, সেই সব অঞ্চলের নাগরিকদের যাবতীয় নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব নিতে হবে এবং সংঙ্গে সংগে যারা শিক্ষক তাদেরও বুঝতে হবে তারা শিক্ষকতার জন্য নিযুক্ত এবং যেখানে শিক্ষক সমস্যা সেখানে তাদের যাওয়া কর্তব্য। কাজেই এটাকে চ্যালেন্স করাই হল শিক্ষা দপ্তরের সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা এবং সেই কাজটা করার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য পান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর)**ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৬৭।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নম্বর- ১৬৪।

প্রশ্ন

১) স্কুল স্তরে খেলাধুলার উন্নয়নের স্বার্থে প্রাইজ মানি দেওয়ার নিয়ম কবে থেকে চালু করা হয় এবং ঐ টাকা কোথা থেকে দেওয়া হয়,

২) ১৯৮৮ হইতে ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন মহকুমায় প্রত্যেক খেলার আইটেমের উপর কত টাকা এ বাবদ দেওয়া হয়েছিল,

QUESTIONS & ANSWERS

৩) প্রাইজ মানির টাকা খরচ করার নিয়ম কি, এবং

৪) এই নিয়মের কোন ব্যত্তিক্রম হয়েছে এমন নজির সরকারের নিকট আছে কিনা ?

উত্তর

১) বিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলা উন্নয়ন কল্পে ১৯৮৬ ইং সন হইতে কেন্দ্রিয় সরকারের মানব সম্পদ মন্ত্রকের দ্বারা প্রাইজ মানি পরিকল্পনা ত্রিপুরাতে আরম্ভ হয়। বর্তমানে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া ইহা দিয়া থাকে।

২) ১৯৮৮ ইং সন হইতে ১৯৯২-৯৩ সন পর্যন্ত যে সমস্ত মহকুমায় প্রত্যেক আইটেমে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এনেক্‌চারে দেওয়া হইল। এবং এনেক্‌চার হাউসের টেবিলে পেশ (লে) করছি।

[ANNEXURE— 'A']

৩] প্রাইজ মানির টাকা কেবল ক্রীড়া প্রসঙ্গেই খরচ করার কথা এবং বিদ্যালয়গুলি সাই (এস, এ, আই) এবং ক্রীড়া দপ্তরের নির্দেশে তাই করে থাকে।

৪] এখন পর্যন্ত কোন ব্যত্তিক্রমের রিপোর্ট পাওয়া যায় নি ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন খেলার প্রাইজ মানি দেওয়া হয়েছে এখানে বলা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সনে প্রাইজ মানির টাকা বিভিন্ন স্কুলে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই সব ব্যাপারে তদন্ত করে দেখতে হবে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রাইজমানি দেওয়ার যে নিয়ম আছে যে স্কুলে স্পোর্টস্ বা স্পোর্টস্ সংক্রান্ত জিনিষ কেনার ব্যাপারে এই রকম নজির যেহেতু সরকারের কাছে নেই। কিন্তু, আমার কাছে তথ্য আছে যে প্রাইজমানি টাকা দিয়ে টেলিফোন কানেকশন হয়, বা এ ধরণের আরও কাজ কর্ম করা হয় এবং উদয়পুরের চন্দ্রপুর হাইস্কুলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই রকম খবর মানীনয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমাদের কাছে উপস্থিত করলে নিশ্চয় আমরা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (X) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES –"B" & "C")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকারঃ— আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো- "গত ৯—৩—৯৪ ইং মোহরছড়া বাজার আগুনে পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে।" আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি এখন প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৫/৩/৯৪ ইং তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৬/৩/৯৪ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন। আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো— "গত-৯-৩-৯৪ ইং তারিখে সন্ধ্যায় আগরতলা মটর স্ট্যানডের নিকট কং (ইং) দুষকৃতকারীদের দ্বারা যাত্রী বোঝাই টি. আর. টি. সি. বাস ভাংচুড় করা ও মহিলা ও শিশু সহ কয়েকজন আহত হওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সমস্ত চাইতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৭/৩/৯৪ ইং তারিখে এই বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৭/৩/৯৩ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন। আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র সরকার মহোদয়ের কাছে থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্তথাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো— "গত ৬-৩-৯৪ ইং তুইসিনত্রাই বাজার আগুনে পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে" এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতিটি দেওয়ার জন্য যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৭/৩/৯৪ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৭/৩/৯৪ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন। আরকটি নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছিলেন মাননীয় সদস্য আনন্দমোহন রোয়াজা। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো- "গত ফেব্রুয়ারী মাসে

গণ্ডাছড়া এস, ডি, ও, অফিসের সামনে রানীপুকুর গ্রামনিবাসী কিছু পরিবারের রীলে অনশন করা সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গত ১৮/২৯/ ১৯৯৪ ইং তারিখ একটি সশস্ত্র দুস্কৃত-কারীদল মারাত্মক অস্ত্র অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রইস্যাবাড়ী থানাধীন ক্ষেত্রনালা নিবাসী শ্রী জগামনি চাকমার বাড়ীতে ডাকাতি সংঘটিত করে এবং শ্রীমতি রঙ্গবালা চাকমা নামে এক মহিলাকে বল পুর্বক বলাৎকার করে। এই দুস্কৃতকারী দলটি শ্রীজগামনি চাকমার পুত্র শ্রী সহদেব চাকমার বাড়ীতে এবং ঠাকুরছড়াও রানীরপুকুর নিবাসী শ্রী অনিল দেব ও অন্যান্য তিন ব্যক্তির বাড়ীতেও ডাকাতি সংঘটিত করে। এই ডাকাতির ঘটনাটি ক্ষেত্রনালা নিবাসী শ্রীজগামনি চাকমার অভিযোগমূলে রইস্যাবাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬/৩৯৭/৩৭৬ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(১)৯৪ নথিভুক্ত করা হয়। এই ঘটনার পর ঠাকুরছড়া, রানীরপুকুর, ক্ষেত্রনালা, কমলাথাল ইত্যাদি অঞ্চলের জাতি উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং যার ফলে বেশ কিছু অ-উপজাতি পরিবার গণ্ডাছড়ায় উপজাতি বিশ্রামাগারে আশ্রয় নেয়। প্রকাশ থাকে যে, আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, এর সমর্থক। ইহছাড়াও ১৬টি চাক্‌মা পরিবার পঞ্চরতনে তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে এবং পঞ্চরতনের কাছাকাছি খাস জমিতে অস্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে বাস করতে থাকে।

শ্রী জগামনি চাকমার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রইস্যাবাড়ী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালীণ পুলিশ জানতে পারে যে, ঐ সব অঞ্চলের মানুষজন তাহাদের বাসস্থানের প্রতিনিয়ত ডাকাতির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত ডাকাতির ঘটনায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে পূর্বে কেহই পুলিশের নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। যাহা হউক শ্রী জগামনি চাকমার অভিযোগের পরই পুলিশ তদন্ত চালায় এবং তদন্তকালীন ডাকাতির সংস্রবে জড়িত দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপক প্রয়াস চালায় এবং ফলস্বরূপ পুলিশ ডাকাত দলের নেতা শ্রীকামিনী চাকমা ওরফে ডেংকা সহ ৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং কিছু সংখ্যক লুণ্ঠিত মালামাল নগদ অর্থ ও দেশী পিস্তল ইত্যাদি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত অঞ্চলগুলি কখনও উগ্রপন্থীদের কার্য্য-কলাপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। কিছু সংখ্যক ডাকাত নিজেদের লাভের জন্যই এই সব অঞ্চলে ডাকাতি করত।

যে সমস্ত পরিবারগুলি গণ্ডাছড়া উপজাতি বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিয়েছিল এবং যে ১৬টি উপজাতি পরিবার পঞ্চরতনে আশ্রয় নিয়েছিল তারা সকলে গত ১৯-২-৯৪ ইং তারিখ থেকে

গণ্ডাছড়ায় তাদেরকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া, সরকারী সাহায্য প্রদান, স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন এবং এই ব্যাপারে প্রশাসনের উচ্চ প্রদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে গত ১. ৩. ৯৪. ইং তারিখ থেকে তাদের অনশন প্রত্যাহার করে নেয়। পুলিশ অত্র অঞ্চলের গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার জন্য সর্ব প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা কমছে। বর্তমানে এলাকায় অবস্থা আয়ত্তাধীন আছে।

গণ্ডাছড়া ও পঞ্চরতনে আশ্রয় নেওয়া ৩৮টি জাতি-উপজাতি পরিবারকে জি, আর. হিসাবে ও বাড়ী ঘর পুনর্নির্মান বাবদ ৩৫০ টাকা করে গণ্ডাছড়া মহকুমা শাসকের তরফ থেকে সাহায্য বাবদ দেওয়া হয়।

অনশনভঙ্গকারী পরিবারগুলি বর্তমানে রানীরপুকুরে বসবাস করতে এবং তাদের বাড়ীঘর মেরামত ও পুনর্নির্মান হওয়ার পর অতিশীঘ্রই তাহারা যার যার বাড়ীতে ফিরে যাবে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন স্যার, গত ২৭ তারিখ কামিনী চাকমার গ্রামে বাঙ্গালী বস্তী থেকে অ-উপজাতিরা এসে লুট পাট করে। এমন কি তাদের পরিবারের উপর ধর্ষনও করা হয়। ৩৪টি পরিবার উচ্ছেদ হয়ে কমলাশ্রম এবং ঠাকুরছড়ায় তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে চলে যায় এবং পরদিন রইস্যাবাড়ী থানায় নামধাম দিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু তারপরও ২৯. ১. ৯৪ তারিখ ক্ষিতিশ সরকারের নেতৃত্বে গণ্ডাছড়ায় এসে অপপ্রচার করে যে, চাকমারা বাঙালী বস্তী আক্রমন করেছে এবং ৫০ জন বাঙালীকে বেধে নিয়ে গিয়ে খুন করেছেন। এই ভাবে নন-ট্রাইবেলরা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ গণ্ডাছড়া বাজারে এসে অপপ্রচার করে এবং এর সাথে সাথে দুইটা নৌকার ব্যবস্থা করে গণ্ডাছড়া থানা থেকে পুলিশকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে কিছুই হয় নি, সব মিথ্যা। এবং খাগড়াছড়ি নন ট্রাইবেল বস্তিও কিছু জানায় নি। গত ২৮ তারিখে চাকমা, ক্ষেত্রনাল, খাগড়াছড়ি ২/৩ টা গ্রামে ডাকাতি হয়েছিল। তারপরই তারা ওখান থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়েছে। তার জন্য তারা ভয় পেয়েছে। তাদের উপর কোন ঘটনা ঘটে নি। এ কারনে ক্ষিতীশ সরকারের নেতৃত্বে ২৯ তারিখে সেখান থেকে চলে এসে শর্মা গাঁওসভায় এসে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ওখান থেকে তারা লোক সংগ্রহ করে বাংলা দেশের ৬ পরিবার এবং বামনগর গাঁওসভা থেকে দুই পরিবার, তারা ওখানে চার বছর যাবৎ আছে, দুর্গাপুর এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক এনে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্থানীয় এস.. ডি. ও. অফিস ঘেরাও করে। তারপর তাদেরকে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসে রাখা হয় এবং সেখানে তাদেরকে সাহায্যও দেওয়া হয় এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দেবার জন্য প্রশাসন থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলি তারা মানেননি এবং ১২. ৩. ৯৪ ইং তারিখে তারা রিলে অনশন শুরু করে এবং ··—

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি কি ক্ল্যারিফিকেশান চান সেটা বলুন।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :— বাংলাদেশ থেকে ৬ পরিবারের সাহায্য নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা আন্দোলন সংঘটিত করে। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব [মুখ্যমন্ত্রী] :— মি : স্পীকার স্যার, এই হাউসের সবারই জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু এলিমেন্ট আছে। যারা যেকোন অজুহাত নিয়ে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়। এমন কি জাতি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যেও ওরা কাজ করছে। সরকার এই ব্যাপারে প্ররোচিত হবেন না। যারা ওখানে অনশন করেছে, নিরাপত্তার অভাব বলে দাবী করেছে সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দেবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং যারা অনশন করেছে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এটা আমি এর আগেও বলেছি। কাজেই এই ব্যাপারে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে এই ধরনের প্ররোচনাতে কেউ পা না দেন। যারা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার শক্ত-ভাবে পদক্ষেপ নেবেন। এই ধরনের কোন ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে কোন অশান্তি সৃষ্টি না করতে পারে, তার জন্য সরকার সজাগ আছেন এবং থাকবেন। এবং ত্রিপুরা-বাসীকেও এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজাঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ধরনের একটা বেকওয়ার্ড এরিয়াতে বার বার এই ধরনের একটা অপপ্রচার করে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেলের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তা-দের নামে কেইসও দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে এখনও পর্যান্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাদেরকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, সরকার এ ব্যাপারে সব সময় সতর্ক আছেন। একথা বলে রাখা ভাল যে, জনগণের সমর্থনের উপর বামফ্রন্ট সরকার এসেছে এবং জনগণের সমর্থনের উপরই থাকবেন। ত্রিপুরাবাসীই এই সব প্ররোচনাকারীদেরকে ব্যর্থ করে দেবেন এই বিশ্বাস সরকারের আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা যে, এই রিলে অনশন চলাকালীন সময়ে গণ্ডাছড়ার মহকুমা শাসক ষ্টেশনে ছিলেন না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— স্যার, এটা জানা আছে। মহকুমা শাসক কয়েক দিনের জন্য আগরতলায় এসেছিলেন তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সরকারী কাজে এসেছিলেন,

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলার পর চলে গেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছার পর ওদের কিছু সাহায্য দিয়ে মীমাংসা করার কথা আমি বলেছি। তারপর উনারা বিকেলে অনশন প্রত্যাহার করেছেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকারঃ— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। সেই নোটিশটি হলো — "গত ২রা মার্চ ৯৪ইং অনুমান ৮-৩০ মিনিটে খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন দ্বারিকাপুর গাঁওসভার আনন্দটিলায় সুব্রত গুরুদাসের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনাসম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখন তিনি এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে কোন দিন উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন সেটা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি ১৮-৩-৯৪ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ— আমি আজ দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং তারিখে সোনামুড়া মহকুমার তক্‌ছাপাড়া গ্রামে বুধা মিঞার বাড়ীতে ডাকাতি ও ছেলে আবদুল সত্তার ডাকাতের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য না রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখন তিনি এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে কোনদিন উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন সেটা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, ১৮. ৩. ৯৪ ইং ইং তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় গ্রামউন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী ও শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "ত্রিপুরায় পার্ব্বত্য ও প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে।"

CALLING ATTENTION

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):- গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের কর্মসূচী গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ যুগ্মভাবে রূপায়ন করে আসছে।

প্রতি বছর গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে পানীয় জল সরবারাহের বাৎসরিক পরিকল্পনায় মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো স্যানিটারী ওয়েল স্থাপন এবং সাধারণ নলকূপ পুনস্থাপনের সংস্থান করা হয়ে থাকে। মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং স্যানিটারী টিউবওয়েলের কাজ রুর্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশন-এর মাধ্যমে করা হয়। সাধারণ নলকূপের কাজ বি. ডি. ওদের মাধ্যমে জেলাশাসক করে থাকেন। বাৎসরিক বরাদ্দের একটি অংশ এ. ডি. সি.কে দেওয়া হয়ে থাকে যার সাহায্যে এ. ডি. সি থেকে এ. ডি. সি এলাকায় মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং সাধারণ নলকূপ বসানো হয়।

এছাড়া পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধীনে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের প্রকল্পে রূপায়িত হয়। উত্তর ত্রিপুরায় ছামনু ও কাঞ্চনপুর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার গণ্ডাছড়ার কিছু অংশে টেকনোলজি মিশানর মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ব্লক ভিত্তিক মার্ক-টু টিউবওয়েল, সাধারণ নলকূপ এবং রিংওয়েল-এর বর্তমান সংখ্যা এবং এগুলির মধ্যে অঁকেজো মার্ক-টু টিউবওয়েল, সাধারণ নলকূপ এবং রিংওয়েলের সংখ্যা নিম্নরূপ :-

১৭টা ব্লকে আগে নতুন নোটিফিকেশান যেগুলি আমরা রিকনস্টিটিউট করেছি সেটা বাদ দিয়ে এবং একটা সাব ব্লকে মোট মার্ক-টু টিউবওয়েলের সংখ্যা হচ্ছে ৫ হাজার ৫২০টি, তার মধ্যে অঁকেজো মার্ক-টু টিউবওয়েলের সংখ্যা ৬১১টি, সাধারন নলকূপের সংখ্যা ১৮ হাজার ১৮৫ তার মধ্যে অঁকেজো সাধারণ নলকূপের সংখ্যা ৪ হাজার ১০৭টি, রিংওয়েলের সংখ্যা ৭ হাজার ৭৭৮ টি তার মধ্যে অঁকেজো রিংওয়েলের সংখ্যা ২ হাজার ১৭৯টি। বিভিন্ন ব্লক এলাকাতে যে সমস্ত হ্যামলেটা বা গ্রাম বা পল্লী আমরা কাভার করেছি পার্শিয়েলি এবং যেগুলি আন-কাবারড্ হয়ে আছে তার তালিকা উপস্থিত করছি। পশ্চিম ত্রিপুরার যে কয়টা ব্লক আছে, ৭টা ব্লক আছে তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্বলিত হেমলেট হল ১ হাজার ২৩২টি, আংশিকভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্বলিত হেমলেটের সংখ্যা হল ৬১২, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি এমন হেমলেটের সংখ্যা হল ১ হাজার ৪৪৫ মোট ৩ হাজার ২৮৯টি। উত্তর ত্রিপুরায় ৫টি ব্লক এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্বলিত হেমলেট হল ৫৬৫, আংশিকভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্বলিত হেমলেটের সংখ্যা হল ৩০৯টি এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি এমন হেমলেটের সংখ্যা হচ্ছে ৮৯৫টি মোট ১ হাজার ৭৬৯টি। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৬টি ব্লকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্বলিত হেমলেটের সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৬৭৪টি, আংশিকভাবে পানীয় জলের সম্বলিত হেমলেটের সংখ্যা ১হাজার ২৬৯টি, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি এমন হেমলেটের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ১২৯টি মোট ২ হাজার ৩৫৪টি।

স্যার, মার্ক-টু টিউবওয়েল এর সারাইয়ের কাজটা ভ্রাম্যমান দলের সাহায্যে রুর‍্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। স্যার, এইরকম একটা মোবাইল ইউনিট আমাদের একটাই আছে। যার জন্য সারা ত্রিপুরায় কাভার করা মুশকিল। সাধারন নলকূপের সারাইয়ের কাজ ব্লকে কর্মরত মেকানিকের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। টিউব-ওয়েল সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার রুর‍্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশন পশ্চিম জেলার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রয়োজন মত এই সরঞ্জামগুলিকে অন্যান্য রুর‍্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনে এবং ব্লকে বিভিন্ন কাজের জন্য পাঠানো হয়।

বর্তমান আর্থিক বছরে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ৪৩০লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৮৮লক্ষ টাকা এ, ডি, সি,র জন্য ধার্য্য হয়েছে। এই অর্থে ৮৪৫ টি মার্কটু টিউবওয়েল স্থাপন এবং ২৪১০টি সাধারণ নলকূপ পুর্ণস্থাপনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। সেই সংঙ্গে ৯০টি স্যানিটারী ওয়েল স্থাপনের কর্মসূচীও হাতে নেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে এ, ডি, সি, এলাকায় ২০২টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো এবং ৬০০ টি সাধারন নলকূপ পুনস্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ১৭৬ টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো হয়েছেএবং ২৫৫৩ টি সাধারন নলকূপ পুনস্থাপন করা হয়েছে, সেই সংগে ৫টি স্যানিটারী ওয়েল তৈরী করা হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর থেকে জেলাশাসক, বি.ডি.ও এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়াদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই. সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি কর হয়।

পানীয় জলের পরিস্থিতির বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কাঞ্চনপুর, ছামনু, ডম্বুর নগর ইত্যাদি ব্লক সপুর্ণভাবে এ.ডি.সি,র অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অমরপুর সাঁতচান্দ, তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াই ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশও এ.ডি.সি, এলাকার অন্তর্গত রয়েছে। এই সব এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ উপজাতি গোষ্ঠীর। উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকাতে পানীয় জলের ব্যবস্থার বিষয়ে গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।

অকেজো রিং ওয়েলগুলোকে জওহর রোজগার যোজনা ও,ই,এ,এস, প্রকল্পে স্যানিটারী ওয়েলে রূপান্তরিত করার একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য এসটিমেট তৈরী হয়েছে এবং আগামী বছর রূপান্তরের কাজ শুরু হবে।

পাবলিক হেলথ বিভাগের অধীনে জল সরবরাহ কর্মসূচীতে ৩০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্প এ,আর, ডব্লু, এস, পি, তে ১৬৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং আরও ৬৮.৬৬ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী এসেছে। টাকাটা এখনও হাতে আসেনি।

CALLING ATTENTION

টেকনোলজি মিশন অন্তর্গত প্রকল্পের জন্য উত্তর জেলার ডি, আর, ডি, মরফৎ ১১০ লক্ষ টাকা সংগৃহিত হয়েছে। এছাড়া টেকনোলজি মিশন বাবদ বর্ত্তমান বৎসরে ৪৫.৫৮ লক্ষ টাকার কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী এসেছে।

বর্তমান বৎসরে পাবলিক হেলথ বিভাগের অধীনে ৩৮ টি নূতন ডিপ-টিউব-ওয়েল এবং ১১০ টি পূর্বে খনন করা ডিপ-টিউব-ওয়েল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ৪ টি ডিপ-টিউব-ওয়েল প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং আরও ৩০ টি ৩১ শে মার্চের মধ্যে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ২৬৯ টি ডিপ-টিউব-ওয়েল চালু অবস্থায় রয়েছে। যার দ্বারা প্রায় আট লক্ষ লোককে কাভার করা যাচ্ছে।

টেকনোলজি মিশন অন্তর্গত দুর্গম এলাকায় ৫৫৮ টি হেমলেট এ, ৫৫২ টি মার্কটু টিউব-ওয়েল, ৮৩ টি রিং-ওয়েল ও মেশনারী ওয়েল এবং ৬ টি সোলার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান বৎসরে ৬৪ টি মার্কটু টিউব-ওয়েল ও ১০৩ টি রিং-ওয়েল ও মেশনারী ওয়েল, ২০০০ লিটারের ৩৩৪ টি ট্যাংক এবং ৫০০০ লিটারের ৩২ টি ট্যাংক তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। এর-মধ্যে ৩৯ টি মার্কটু টিউব-ওয়েল, ৫১ টি রিং ওয়েল এবং মেশনারী ওয়েল, ২০০০ লিটারের ২৩২ টি, ট্যাংক এবং ৫০০০ লিটারের ১৬ টি ট্যাংক করা হয়েছে। এইগুলি প্রধান জম্পুই হিলে দেওয়া হয় আরও ৯ টি মার্কটু টিউব- ওয়েল, ৩৫ টি রিং-ওয়েল ও মেশনারী ওয়েল এবং ৯৬ টি ২০০০ লিটারের ট্যাংক মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং- এর অধীনে ৩ টি টেংকারের সাহায্যে অকেজো ডিপ-টিউব ওয়েলের এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আমাদের তিনটি টেংকার আছে একটা উদয়পুরে আছে আণ্ডার রিপেয়ার, একটা এখানে আছে এবং একটা কমলপুরে যেখানে খুব অভাব হয় জলের সেখানে আমরা সময় সময় দিয়ে থাকি। এছাড়া যে অঞ্চলে জলাভাব দেখা যায় সেখানে টেংকে ও ট্রাকের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

পাবলিক হেলথ বিভাগের অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়নের আর্থিক অপ্রতুলতার কারনে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান বৎসরে কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ ২৮৭ লক্ষ টাকা এবং কাজের জন্য মাত্র ১৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। আর, ডব্লু, এস-এর যে ৩০৩ টাকাটা তার কথা বলা হচ্ছে এখানে। আর টেকনোলজি মিশনের টাকাটা আলাদা টাকা। এর মধ্যে টেকনোলজি মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আরও ১৭৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া এ, আর, ডব্লু, এস পিতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত ৬৮, ৬৬ লক্ষ টাকা

জমা পড়ার খবর মানে জমা আমরা পেয়ে যাব, সেংশানটা আমরা জেনেছি। এই হল মোটামুটি এখন পর্য্যন্ত যে ব্যবস্থাটা আছে তার যথা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, এইটা আমি এখানে উপস্থিত করলাম।

শ্রীপ্রনব দেববর্ম্মাঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার পানীয় জলের যে সমস্যা এই সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে আমরা লক্ষ করছি ত্রিপুরা রাজ্যে জলের যে সমস্যা বিশেষ করে এখানে যে সিজনটা মার্চ এবং এপ্রিল মাসেই সব চেয়ে বেশী জলের অভাব থাকে। আমরা দেখি গ্রাম এবং শহরে যেখানে কিছু সমতল এরিয়া এবং দুর্গম এই তিনটা জায়গাতে পানীয় জলের সমস্যা এক রকম না। কাজেই, আমরা লক্ষ্য করছি গ্রাম এলাকাগুলিতে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে রিং-ওয়েল, সাপ্লাই, মার্কটু এবং টিউবওয়েল এবং মার্ক-টু রয়েছে সেগুলি সবই প্রায় অচল হয়ে রয়েছে। এবং বিভিন্ন ব্লকে এই টিউব-ওয়েলগুলি যখন রিপেয়ারিং এরজন্য লোক পাঠানো হয় তখন দেখা যায় যে এক দুইটা পাইপ দিয়ে সেটা করা হয়েছে অথচ জলের লেয়ার অনেক নীচে। অনেক টিউব-ওয়েল পাওয়া গেছে যেখানে জলের লেয়ারের সাথে তার কোন যোগাযোগই নেই। এইগুলি বিগত দিনে কিভাবে করা হয়েছে (কেননা আমরা দেখছি সেগুলির ১৫ পারসেন্ট থেকেও জল ইউজ করা যাচ্ছে না)। গ্রামাঞ্চলের সমতল এলাকাতেই এই রকম অবস্থা, আর দুর্গম এলাকাতে আরো বেশী শোচনীয় অবস্থা। এইজন্য আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে (আমরা আমাদের বি, এ, সি, তেও প্রস্তাব নিয়েছি)গ্রামাঞ্চলে যেখানে সমতল এলাকা সেখানে রিং-ওয়েল করতে গেলে প্রায় ১৫ হাজার টাকার মত খরচ করতে হয়। কাজেই, যেখানে মাটি ভাল আছে সেখানে কাঁচা কুঁয়া করে গ্রাম এলাকার মানুষকে এই সংকট থেকে রক্ষা করা যায়। আর যেখানে নুড়ি পাথর আছে সেখানে মার্ক-টু টিউব-ওয়েল বসানো সম্ভব নয়, সে সব জায়গাতে যেখানে প্রাকৃতিক জলের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন ঝরণার জল রয়েছে সেখানে একটি রিজার্ভার বা ট্যাংক তৈরী করে খাবার জলের সু-ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রস্তাব রাখছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে সাজেশান দিচ্ছেন। কিন্তু উনি সাজেশান দিতে পারেন না, শুধু ক্ল্যারিফিকেশান চাইতে পারেন-সে অধিকার উনার আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আপনি ডিপার্টমেন্টকে সাজেসট্ করতে পারেন না- আপনি কি ক্ল্যারিফিকেশাম চান সেটাই বলুন।

CALLING ATTENTION

শ্রীপ্রণব দেববর্মা ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ গ্রামাঞ্চলে এবং দুর্গম এলাকাতে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে সেখানকার মানুষকে যেন এই পানীয় জলের সংকট থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। আর বিগত দিনে এই যে অচল টিউব-ওয়েল এবং মার্ক-টু টিউব-ওয়েলগুলি রয়েছে যার সঙ্গে জলের কোন যোগাযোগ নেই, জলের লেয়ার অনেক নীচে সে টিউব-ওয়েলগুলি তখন কিভাবে বসানো হয়েছিল সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ? এবং এই গুলিকে বিশেষ ভাবে সচল করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী)ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে গ্রামাঞ্চলে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। আমরা সবটা কাভার করতে পারিনি সে তথ্য আমি এখানে দিয়েছি, যে আংশিকভাবে কোন কোন গ্রামে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে একেবারে পুরাপুরি করা সম্ভব হয়নি। এবং এই তথ্য থেকে মাননীয় সদস্য বুঝতে পারবেন যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আরো সময় লাগবে, এক দুই বছরের মধ্যে এটা কমপ্লিট করা যাবে সে আশা করা ঠিক নয়। তবে এবার আমরা ক্ষমতায় আসার পরে আমাদের সরকার যে সব অচল মার্ক-টু এবং শ্যালো টিউব-ওয়েল রয়েছে সেগুলিকে মেরামত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। তারজন্য অ্যাডভান্স অ্যাকসান সামনের বছরেই নিয়েছি এবং বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ডিসকাসন করছি-তারজন্য পরিকাঠামো যা দরকার তার উদ্যোগ নিচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে কনটিনিউযাস অ্যাকসন-একটা শ্যালো টিউবওয়েল দুই তিন মাস পরে নষ্ট হয়ে যায়, এটাতে কনস্ট্যান্ট যাতে ওয়াচ রাখা যায় যাতে এইটা নষ্ট হতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তা সত্বেও আমাদের সামনের বছরে যে টার্গেট রয়েছে অচল টিউব-ওয়েল বা শ্যালো টিউব-ওয়েল যেগুলি রয়েছে সেগুলিকে মেরামত যাতে করা যায় সেটা আমরা দেখব।

এখন রিং ওয়াটারের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া বলেছেন যে এগুলি সেইফ ট্যাংক ওয়াটার নয়। তারা বলেছেন এগুলিকে সেনেটারী ওয়েল করার জন্য। আমরা তারপর অফিসারদের নিয়ে আলোচনা করেছি যে জি, আর, ওয়াই-এর টাকা দিয়ে একটা করে পাম্প পাশে বসিয়ে সেইফ ট্যাংক ওয়াটার করা যায় কিনা। আমরা রিসেন্টলি এটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে সেটা কাভার করা যায় কিনা সেটা আমরা চেষ্টা করব।

আরোও একটা জিনিষ মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টিতে আনতে চাই, সেটা হলো, সেণ্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার কমিশনের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে আমাদের রাজ্যে কোন কোন এলাকার মধ্যে মাটির নীচে জল রয়েছে। যে যে জায়গাতে ডিপ-টিউব-ওয়েল বা মার্কটু করা যায় সেই ব্যাপারে। সেটা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কারেকট না হলেও মোটামোটি কাছাকাছি। তারমধ্যে বিলোনীয়ার একটি অংশ, সোনামুড়ার একটি অংশ, খোয়াইয়ের একটি অংশ অমরপুরের একটি অংশ

বড়মুড়া রেইঞ্জ, আঠারমুড়ার কমলপুর এবং আমবাসার কিছু এলাকা বাদে আঠারমুড়া রেইঞ্জের একটা বড় অংশ, কাঞ্চনপুরের জম্পুই এলাকা, ছামনু-ছৈলেংটার একটা অংশ বাদ দিয়ে কিছু এলাকায় মাটির নীচে জল পাওয়া খুবই কঠিন। যার জন্য এই সমস্ত কারনে মার্ক-টু এবং ডিপ্-টিউব-ওয়েল ফেইল করছে। কাজেই যারজন্য আমরা জম্পুইতে রেইন ওয়াটার-এর স্কীম করছি। এই সমস্ত সমস্যাগুলি আমাদের আছে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী . (সাব্রুম) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তার সংগে আমি দ্বিমত পোষন করছি। বিগত ৫ বছরে টিউব-ওয়েল নিয়ে যে ধরনের লুট-পাট হয়েছে সেটার হিসাব এখানে থাকলে কিছু করা যাবে না। ব্লকগুলি থেকে নাকি রিং-ওয়েল এবং টিউবওয়েলও করা হয়েছিল গাঁওসভাগুলিতে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে এগুলি দেখা যায় না। টিউব-ওয়েল নেই। পুরানো যেগুলি ছিল সেগুলিও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এখন বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়ে এগুলি করতে হবে। কিছু কিছু জায়গাতে টিউব-ওয়েল-গুলি মেরামতির প্রয়োজন রয়েছে। মার্ক-টু টিউব-ওয়েল মেরামতির কাজটা দেখা হচ্ছে ডিষ্ট্রিক হেড কোয়ার্টার থেকে। একটা মেরামত করার জন্য ২০০ টাকা করে পাওয়া যায়। মেরামতির ব্যাপারে ২০০ টাকার জন্য সাব্রুম থেকে উদয়পুর আসতে হবে টেণ্ডার ড্রপ করার জন্য। তারপর সেখান থেকে তাকে আবার সেখানে গিয়ে কাজটি করে উদয়পুর এসে বিল নিয়ে যেতে হবে। এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব না। কাজেই, এটা কি কি ভাবে ইমপ্লিমেণ্ট করা যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় দেখবেম কিনা ?

আর একটা জিনিষ হচ্ছে, যেমন আমরা জম্পুই হিলে দেখি সেখানে রেইন ওয়াটার দিয়ে ট্যাংক করা হয়। রাজ্যের এই ধরনের অনেক জায়গা আছে যেখানে দু-এক হাত খুঁড়লেই মাটির তলায় পাথর দেখা যায়। টিউব-ওয়েল, মার্ক-টু, রিং-ওয়েল কিছুই করা যায় না। সেই সমস্ত জায়গাতে নেচারেল সিস্টেমে যে জল পাওয়া যায় সেটাকে সংগ্রহ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ? যেমন ঝর্ণা বা পাথরের মধ্য দিয়ে যেভাবে জল বেড়িয়ে আসে সেগুলি সংগ্রহ করার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী): — স্যার, আমি এখানে যে তথ্য দিয়েছি, তাতে দপ্তরের হাতে যে সংখ্যা আছে সেটা আমি দিয়েছি। আর জোট সরকারের আমলে কি করেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ করা এই সময় মুশকিল। কারন, ঐভাবে জিনিষটা আসলে পরে আমি দপ্তরকে বলতাম যে কোন কোন জায়গাতে কতটা হয়েছে না হয়েছে এইগুলি ভেরিফিকেশান করার জন্য। কিন্তু সেটা একটা কঠিন ব্যাপার। যাইহোক আমরা এসে এবার যেটা সার্বিক উদ্যোগ নিয়েছি যাতে সমস্ত মেটেরিয়ালস যেসমস্ত স্পেয়ারস্ দরকার সেগুলি সংগ্রহ করে

CALLING ATTENTION

আমরা কাজগুলি করতে পারি। এবং রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে সেটা আছে তাতে পশ্চিম জেলায় একটি ডিভিশন রয়েছে, দক্ষিণ জেলায় একটি ডিভিশন রয়েছে, উত্তর জেলায় একটি ডিভিশন রয়েছে। এবং তার পরিকাঠামোটা এত ছোট যে কাভার করা মুশকিল। যারজন্য আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যে সাহায্য ব্লককে দেওয়া দরকার, ওদের লিমিটেশনের মধ্যে সেই সাহায্য ওরা দেবেন। বরং বি, ডি ওরা সেই ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তাছাড়া আমাদের হাতে মেকানিকও কম আছে। কাজেই, যে পরিমান মার্কটু-টিউব-ওয়েল এবং সেলো-টিউব-ওয়েল আছে তারমধ্যে সেলো টিউব-ওয়েলগুলি বি, ডি, ওরা তাদের মেকানিক দিয়ে মেরামত করেন। আর মার্ক-টু সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করার জন্য যে স্পেয়ারস দরকার এবং লোকজন দরকার তাতে দপ্তরের কিছু ঘাটতি আছে। যারজন্য এত তাড়াতাড়ি করা যায় না। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যেমন জম্প্ই ছিল এবং বিভিন্ন জায়গাতে পাথর থাকার ফলে মার্কটু করা যায় না এবং অন্য ডীপ-টিউব-ওয়েলও করা যায় না। তবে সেগুলি পর্যায়ক্রমে দেখা যেতে পারে অনুসন্ধান করা যেতে পারে কিন্তু তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা করা যাবে সেটা আমার মনে হচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।
মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, একটা জিনিষ হচ্ছে যে মার্কটু সেটা উদয়পুর থেকে কনট্রোল হয়। কিন্তু আমি বলতে পারি যে আমাদের ওখানে যে শরণার্থীর শিবিরগুলি আছে, সেখানে রিলিফ থেকে মার্ক-টু করা হচ্ছে এবং মেরামতও করা হচ্ছে। কাজেই, সেখানে যেটা বলা হচ্ছে কনট্রোল করা যায় না এটা ঠিক না। ইচ্ছা করলে রিলিফে যারা কাজ করছে তাদের দিয়ে মার্কটুগুলি মেরামত করা যায় কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেগুলি খোঁজ খবর নিয়ে মেরামত করার নির্দেশ দেবেন কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই ব্যাপারে বলা যাচ্ছে না কারন, রিলিফের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানকার টাকাটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া দিচ্ছে। এবং আমি দেখছি ইদানিংকালে যে টেণ্ডার গ্রুপ করা হয়েছে তাতে ৫টা ১০টা টিউব-ওয়েল একসঙ্গে গ্রুপ করে ওয়েস্টে টেণ্ডার কল করা হয়েছে কিন্তু সাউথে কিভাবে হয়েছ সেটা আমার জানা নেই। তবে এটা একটা কঠিন ব্যাপার, সমস্যা থাকবে এবং সমাধানও করতে হবে। এইভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পানীয় জলের যে তথ্য দিয়েছেন টিউব-ওয়েল নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে এবং যে সংখ্যাগুলি দিয়েছেন নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে এটা ব্যাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। এই তথ্য আমাদের হাতে রেখে বলছি। যেমন মার্ক-টু টিউব-ওয়েলের সংখ্যা দিয়েছেন ৫৫১০টি এবং নষ্ট হয়েছে ৬১১টি, এটা কোন অবস্থায় সত্য নয়। স্যার, আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে এই পানীয় জলের ব্যপারে দেখেছি যে ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মার্ক-টু টিউব-ওয়েল নষ্ট হয়ে আছে। তারপরে আগরতলা থেকে মেকানিক গিয়ে ঠিক করে আসলে পরে একদিন জল পড়ল পরের দিন আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই রকম তথ্য আমাদের কাছে আছে।

মার্ক-টু টিউব-ওয়েল সম্পর্কে সরকারের যে ধারণা পানীয় জল দেবার জন্য এটা আমি মনে করি বাস্তবের সঙ্গে এই মার্ক-টু টিউব-ওয়েল অন্যান্য ব্লকে কি রকম ব্যবস্থা আছে বলতে পারব না। তবে আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না এবং যেটা চলছে সেগুলির জলও লাল হয়ে পড়ে। এখন আমার প্রস্তাব হলো সরকার সরজমিনে তদন্ত করে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই স্কীমটা পাল্টানো যায় কিনা? আমাদের কল্যাণপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে মার্ক-টু টিউব-ওয়েল বসানোর পরে দুইদিন জল পড়ল তারপর দেখা গেল লাল হয়ে জল পড়ছে, এই জল খাওয়ার উপযুক্ত নয়। কাজেই, আমার প্রস্তাব হলো প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে অবশ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, রিং-ওয়েলগুলি করা হয়েছিল তাতে কিছুটা সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু গত ৫ বছরে কোন রিং-ওয়েল করেননি বরং যেগুলি নষ্ট হয়েছিল সেগুলিও মেরামত করেননি। এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এবং আমরাও দেখছি যে নষ্ট রিং-ওয়েল গুলি ইতিমধ্যে মেরামত করার পরে কিছুটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই সমস্ত রিংওয়েল আমাদের এলাকাতে বসানোর পরিকল্পনা নিলে পরে আমরা আশা করি কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী)ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে সংখ্যা যেটা আছে আমি সেটা দিয়েছি। তবে আয়রনের কথা যেটা বলেছেন মাননীয় সদস্য এটা আমরা দেখছি যে সেলো টিউব-ওয়েল বা মার্ক-টু টিউব-ওয়েল কোন কোন জায়গাতে আয়রন একটু বেশী থাকে। এটা তো এমনিতে করার কিছু নেই। তবে তা এখন আমরা আলোচনা করছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে টেকআপ করেছি যে ফিল্টার ব্যবহার করা যায় কিনা। কম দামের ফিল্টার, মার্ক-টু টিউব-ওয়েল থেকে যে জল বের হয় সেটা ফিল্টার করে কিছু করা যায় কিনা। এই ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। ডিজাইন পরীক্ষা নীরীক্ষা চলছে। তারমধ্যেই আমাদের করতে হবে। এর বাইরে যদি

CALLING ATTENTION

পুরো এলাকার মধ্যে লেয়ারের মধ্যে আয়রণ বেশী থাকে সেই আয়রণকে মুক্ত করা যায় সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে তা আমরা চেষ্টা করছি এটা করা যায় কিনা। কিছু আয়রন কমানো যায় কিনা ফিল্টার করে।

মিঃস্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, সারা ত্রিপুরাতেই এই সমস্যা, যত প্রশ্ন করবেন ততই বের হবে, তা এখানেই শেষ করুন।

আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র মহাশয় আনীত নিম্ন লিখিত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে' "সম্প্রতি রেশনে চাউলের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি এনেছেন তার উত্তরে আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি যে পার্লামেন্টের অধিবেশনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে চাউল, গম, ইত্যাদি সামগ্রিক দর বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এর সর্বনাশা প্রভাব দেশের উপর পড়বে, গরীব মানুষের বিরাট ক্ষতি হবে এবং রেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। তারজন্য তাদের এই সিদ্ধান্তকে পুনঃ বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছি। কিন্তু ফল নিষ্ফল। কাজেই, তারা জিনিস-পত্রের দাম বাড়ানোর ফলে তার যে অনিবার্য্য পরিণতি সেটা আমাদের উপর এসে লেগেছে। আমরা দেখছি সরকারী হিসাবমত দেখা গেছে ১৯৯২-৯৩ ইং সালে প্রতি কুইন্টাল খাদ্য সামগ্রী ভারতীয় খাদ্য নিগমের গুদাম থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে পৌছাতে পরিবহন, রাজ্য সরকারের গুদামজাত করা, সংরক্ষন, ডিলারের কমিশন, আনুসঙ্গিক স্বাভাবিক অপচয় ইত্যাদি কারণে রাজ্যসরকারকে গড় পড়তা ৪৮ টাকা ১২ পয়সা খরচ করতে হয়। তদপুরি ইদানিংকালে রাজ্য সরকার গনবন্টন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য শতকরা ১৫ টাকা সুদে ৫ কোটি টাকা ঋন নিয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রতি কুইন্টাল খাদ্য সামগ্রী বন্টনের জন্য সরকারকে ৪ টাকা ১০ পয়সার উপর সুদের দায় বহন করতে হয়।

১৯৯৩-৯৪ সালে কুইন্টাল পিছু ৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বলা যায়, বর্তমানে প্রতি কুইন্টাল খাদ্য সামগ্রী বন্টনের জন্য সরকারকে রাজ্য কোষাগার থেকে ৫৫.৬২ পয়সার উপর খরচ করতে হচ্ছে। এর ফলে প্রতি বছর রাজ্য সরকারকে ৮২ কোটি টাকার উপর খরচ করতে হচ্ছে। দাম না বাড়ালে রাজ্য সরকারকে এই টাকা ভর্তুকি হিসাবে বহন করতে হতো। বর্তমান আর্থিক

পরিস্থিতিতে সরকার এই বিরাট আর্থিক দায়ভার বহন করা সম্ভব না। রাজ্যবাসীর আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার কুইন্টাল পিছু ৫৫,৬২ পয়সা করতে বাধ্য হয়েছে। এই মূল্য বৃদ্ধির পরও সরকারের বর্তমান বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকার উপরে ভর্তুকির দায় বহন করতে হবে। রাজ্যবাসীর স্বার্থে সরকার এই দায়ভার বহন করছে। ত্রিপুরা সরকার ন্যায্য দোকানে খাদ্য সামগ্রীর উপর নিম্ন দাম ধার্য্য করেছেন। ১-২-৯৪ইং থেকে। কেন্দ্র সরকার নির্ধারিত দর প্রতি কুইন্টাল-সাধারণ চাল ৫৩৪ টাকা, ফাইন-৬১৭ টাকা, সুপার ফাইন-চাল ৬৪৮ টাকা, গম-৪০২ টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালের হিসাব মতে ত্রিপুরা সরকার পরিবহন, সুরক্ষণ, ডিলারদের কমিশন ইত্যাদি বাবদ আনুসঙ্গিক খরচা প্রতি কুইন্টাল ৪৮.১২ পয়সা করে। প্রতি কুইন্টাল সামগ্রী বণ্টনে ব্যাঙ্কের প্রদেয় সুদের হার ৪.৫০ পয়সা। ১৯৯৩-৯৪ সনে প্রতি কুইন্টাল সামগ্রী বণ্টনের জন্য ন্যূনতম ব্যয় বৃদ্ধি ৩ টাকা। প্রতি কুইন্টাল খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের জন্য সরকারের ন্যূনতম ব্যয় ৫৯২.৬২ পয়সা সাধারণ চাল, ফাইন চাল ৬৭২, পয়সা সুপার ফাইন চাল-৭০৩,৩২ পয়সা, গম-৪৫০.৬২ পয়সা। ১.২.৯৪ সন থেকে ত্রিপুরা সরকারের নির্ধারিত খরচ প্রতি কুইন্টাল ৫৯০ টাকা সাধারণ চাল, ফাইন চাল ৬৭০ টাকা, সুপার ফাইন চাল-৭০০ টাকা, গম ৪৫৫ টাকা। আর পি ডি এফ এলাকা সাধারণ চাল ৫৪০ টাকা, ফাইন চাল-৬২০ টাকা, সুপার ফাইন চাল-৬৫০টাকা, গম ৪০৫ টাকা। ১-১-৯৪ ইং থেকে কেন্দ্র সরকার মূল্যবৃদ্ধি বলবৎ করে রাজ্য সরকারকে ৩০ জানুয়ারীর বিকালে জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারকে অতিশয় দ্রুততার সঙ্গে সরকারী নার্য্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে মারফট খুচরা বিক্রির মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রীসভায় এ ব্যাপারনিয়ে আলোচনা করার সময় হাতে ছিলনা। বিভাগীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে বর্ধিত খুচরা দর রাজ্য সরকার ১-২-৯৪ইং থেকে খাদ্য বিভাগ বলবত করেছেন

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সঠিকভাবে বলেছেন পার্লামেন্টকে সামনে রেখে, পার্লামেন্ট অধিবেশন যখন সামনে ওটাকে বাদ দিয়ে অর্ডিন্যান্সকে সামনে রেখে রেশনের খাদ্য সমগ্রীর দাম অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার ফল-স্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যেও রেশনের চালের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার চালের দাম প্রতি কে,জিতে কত বৃদ্ধি করেছেন এবং রাজ্য সরকার কত টাকা বৃদ্ধি করেছেন প্রতি কে, জিতে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— এটা কুইন্টাল থেকে বের করতে হবে। এটা হিসাবের ব্যাপার আমি এই মুহূর্তে বলিতে পারছি না। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য কালকুলেশন করে পরে বলব।

STATEMENT BY THE CHIEF MINIS---

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। একটা মোশান মোভ করেছিলেন মাননীয় সদস্য পবিত্র কর। আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই মোশানটি সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৬/৩/৯৪ ইং তারিখ খোয়াই বিভাগের কংগ্রেস (আই) কর্মী যথা যুব কংগ্রেস (আই) সহ সভাপতি দীপংকর নাথ শর্মার দুষকৃতকারী কতৃর্ক খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেস (আই) কতৃর্ক গত ৯-৩-৯৪ ইং তারিখ ১২ ঘন্টার ত্রিপুরার বন্ধের দিন টি,আর, টি, সি, বাসে হামলা ও বোমা নিক্ষেপের ফলে ১১ জন যাত্রী আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ৬-৩-৯৪ ইং তারিখ খোয়াই বিভাগের কংগেস (আই) কর্মী তথা যুব কংগ্রেস (আই) সহ সভাপতি দীপংকর নাথ শর্মা কতিপয় দুষকৃতকারী কর্তৃক খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯-৩ ৯৪ইং তারিখ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস (আই) কতৃক ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধ আহ্বান করা হয়। সরকার কংগ্রেস (আই) কর্তৃক আহুত এই বন্ধের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং সমগ্র রাজ্যে এবং আগরতলা শহরের আইন শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সমস্ত অফিস আদালত, বাসষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি সমূহে পর্য্যাপ্ত পুলিশীর ব্যবস্থা রাখে। বন্ধের দিন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের আগরতলাস্থিত কৃষ্ণনগর বাস ডিপো ও বটতলা বাস ডিপো থেকে জন-সাধারণের সুবিধার্থে দূরপাল্লার বাস সার্ভিস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই জন্য উক্ত দুইটি ডিপোতে পর্য্যাপ্ত পুলিশী ব্যবস্থা রাখা হয়। কৃষ্ণনগর সড়ক পরিবহনের বাস ডিপোতে পুলিশের স্থায়ী পিকেট ব্যতীত বাস সার্ভিসগুলিকে কৃষ্ণনগর থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশের এসকর্ট গাড়ীর ব্যবস্থা রাখা হয়। পুনরায় তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার মনুবাট পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য তেলিয়ামুড়া থেকে আরও একটি পুলিশের এসকর্ট গাড়ীর ব্যবস্থা রাখা হয়। বন্ধের দিন অর্থাৎ ৯-৩-৯৪ ইং তারিখ সকাল ৮ ঘটিকার সময় টি,আর-জিরো ওয়ান ১২৭০ নং বাসগাড়ীটি সহ ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের তিনটি বাসগাড়ী কৃষ্ণনগর ডিপো থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার উদ্দেশ্যে ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এর মধ্যে টি. আর-০১ ১২৭০ নং গাড়ীটির গন্তব্যস্থল ধর্মনগর পর্য্যন্ত ছিল এবং উক্ত গাড়ীটিতে ২৬ জন যাত্রী ছিল। সকাল প্রায় ৭ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরস্থিত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের বাস ডিপোর উত্তর গেটের সামনে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস (আই)-এর সমপাদক শ্রী সুদীপ বর্মণের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি কংগ্রেস (আই) কর্মীদল বাসগাড়ীগুলি যাহাতে ডিপো থেকে ছাড়তে না পারে সেই জন্য

পিকেটিং এর মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে এবং গাড়ীর চালকদের গাড়ী না ছাড়ার জন্য উত্তেজনামূলক শ্লোগানের মাধ্যমে ভয় ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে থাকে। কিন্তু গাড়ী চালকগণ তাদের বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণনগর ডিপো থেকে গাড়ীগুলিকে ছাড়ে এবং ঠাকুর পল্লী রোডের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। তৎক্ষণাত শ্রীসুদীপ বর্মন তাহার ৭/৮ জন অনুগামীকে পূর্ব দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। গাড়ীগুলি যখন ডাঃ পি, রায়ের চেম্বারের নিকট পেঁছায় তখন কংগ্রেস (আই) কর্মী যথা [১] বিধান ওরফে কুটু ধর, প্রগতি রোড, [২] জয়নীকান্ত ধর, প্রগতি রোড, [৩] সমীর দাস ওরফে টুটু, রাধানগর, [৪] রূপক সিন্‌হা, কৃষ্ণনগর দত্তপাড়া, [৭] প্রদীপ চক্রবর্তী ওরফে তবলা, পুরাতন কালী বাড়ী লেইন এবং [৮] মানব আচার্য্য কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য কয়েক জন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের টি, আর, জিরো ওয়ান ১২৭০ নং বাসগাড়ীটির বাদিকে হাতে তৈরী একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে। উক্ত গাড়ীটি সবার আগে ছিল। ঘটনাটি সকাল ৮-১০ মিঃ থেকে ৮-১৫ মিঃ এর মধ্যে হয়। বোমা নিক্ষেপ করার সংগে সংগেই দুষকৃতকারীরা উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগ অনুযায়ী বোমা নিক্ষেপের ঘটনাটি শ্রীসুদীপ বর্মণ ও তাহার অনুগামীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের ফলে নিম্নলিখিত ১১ জন যাত্রী যারা ৫৮ আর্টিলারী ওয়ারলেস ইউনিট এর জওয়ান বলে জানা যায় আহত হয় :—

সুবেদার এম, পাত্র, (২) এইচ, সি, কে মিশ্র (৩) এইচ, সি, এস, বাজন (৪) সিগন্যালম্যান, এ, কে, সিন্‌হা, (৫) জি, বি, তামাই (৬) এল, এন, কে, এন, কে দাস (৭) এল, এন, কে, এস, ভাবাঙ্গ (৮) সিগন্যালম্যান এম, সি, থাম্মু (৯) এল, এন, কে এস, বি, ঘোষ, (১০) এল, এন, কে, পি, কুমার (১১) এ এম, জেমস।

উপরোক্ত আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ল্যান্স নায়কে এন, কে দাস ও ল্যান্স নায়েক এস, বি, ঘোষের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে কলিকাতা সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রীদাসের ডান চোখে এবং শ্রীঘোষের মাথায় ও কানে আঘাত পান এই ঘটনাটি ত্রিপুরা সড়ক পরিবহনের টি, আর, জিরো ওয়ান ১২৭০ নং গাড়ীর চালক শ্রীবিমলেন্দু রায়ের লিখিত অভিযোগমূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/ ৩২৬/ ৪২৭/ ৩০৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩/৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫৮/৯৪ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ সম্ভাব্য সকল স্থানেই দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী অভিযান চালায়। কিন্তু তাহারা পলাতক বিধায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী অভিযান অব্যাহত আছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ঐ'

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

দিন অর্থাৎ ৯-৩-৯৪ ইং তারিখ সকালে শ্রীসুদীপ বর্মনসহ ১৬জন কংগ্রেস (আই) কর্মী যাহারা কৃষ্ণনগর বাস ডিপো্ উত্তর গেইটের নিকট পিকেটিং-এর মাধ্যমে গাড়ী চলাচলের বাধা সৃষ্টি করিতেছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অভিযুক্ত, সকলকেই ঐ'দিন বিকালে এম, বি, বি, কলেজের ক্যাম্পের কোর্ট থেকে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মুক্তি প্রায়। এখানে বলা দরকার যে বন্ধ আহ্বানকারী কং (ই) দল ত্রিপুরায় জনবিচ্ছিন্ন। এদের ডাকে তেমন সাড়া পাবেনা জেনেই তারা গুণ্ডামি করে বোমা নিক্ষেপ করে জনমনে আতংক সৃষ্টি করে বন্ধ সফল করার প্রয়াস নিয়েছে ওরা যে গনতন্ত্র চায়না শান্তি চায় না, ওরা যে গণ্ডগোল বাড়াতে চায় এই বন্ধের দিন তাদের আচরণই তা প্রমান করে। কং (ই নেতাদের আত্ম সমালোচনার প্রয়োজন। যদিও ওরা আত্মসমালোচনা করেন না। এই বিসফোরনের ঘটনায় যারা জড়িত বলে ইংগিত পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।

এখানে আরো একটি তথ্য আমি হাউসের কাছে দিতে চাই, গত সন্ধ্যার সময় আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রীদীপক নাগের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। উনি বলেছেন, বিধানসভায় নাকি তাঁদের উপরে সেন্সার করা হয়েছে। বিধানসভায় কারোর উপরে সেন্সার করা হয়নি। বিধানসভায় যারা এই সমস্ত কাজ করছে এই ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে। এবং সে অধিকার বিধানসভার আছে এটা তাঁরা সবাই জানেন যে, যারা খারাপ কাজ করে তাদের নিন্দা করার অধিকার আছে এবং তিনি বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনস্বার্থের খাতিরে এই বিধানসভায় ষ্টেটমেন্ট দেওয়া থেকে যেন বিরত থাকেন। তিনি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন। কারণ, বিধায়কদের জান, উচিত যে এই সব ঘটনাগুলি প্রত্যেক মানুষের জানার অধিকার আছে এবং হাউস মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি চাইতে পারে। সেই অধিকার থেকে হাউসকে বঞ্চিত করা যায় না। কিসের ভয়ে তিনি আমাকে এই চিঠি লিখেছেন, যেন আমি বিরত থাকি এটা তাঁরা নিজেরাই জানে। নিশ্চয়ই দুষ্কৃতকারীকে আড়াল করার জন্য যাতে পাবলিকের সামনে এই হাউস থেকে কিছু বলা না হয় তার জন্য সম্ভবত এই চিঠি লিখেছেন। এটা অন্যায় এই কথা আমাদের সবারই দৃষ্টির মধ্যে আমি আনতে চাই।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্যগণ এই হাউসের সামনে আমি একটি অনুমতি চাইছি। ব্যাপারটি হচ্ছে, এখনত ১টা বেজে গেছে। তারপরে আবার ২টায় বসব। আমাদের বিজনেস সামান্য কিছু আছে। যদি আমরা এখন চালিয়ে যাই, তাহলে বিকেলে আর আমাদের বসতে হয় না।

(হাউসের অনুমতি প্রদান)

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো:—

Laying of a copy each of—"The First Annual Report for the year 1987-88, the Second Annual Report for the year 1988-89, and the Third Report for the year 1989-90 of the Tripura Horticulture Corporation Limited, as required under section 619 A of the Companies Act, 1956."

এখন আমি কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ্যানুয়াল রিপোর্টগুলি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Bajuban Reang (Minister):— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of each— "The First Annual Report for the year 1987-88, the Second Annual Report for the year 1988-89, and the Third Report for the year 1989-90 of the Tripura Horticulture Corporation Limited as required under section 619 A of the Companies Act, 1956."

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি আজকের সভায় পেশ করা এ্যানুয়াল রিপোর্টগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR SUPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1993-94

মিঃ স্পিকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—" ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা মোটামোটি শেষ হওয়ার পথে। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি যেন উনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে রাখেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পিকার স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যাণ্টস ১৯৯৩-৯৪ এর ব্যাপারে যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে কি বাবদ আমরা বরাদ্দ চেয়েছি তা বিস্তারিত লেখা আছে। কাজেই নতুন করে বিভিন্ন বিষয়ে আমি বিস্তারিত কিছু

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1993-94

বলতে যাবনা। শুধু কয়েকটি কথা আমি বলব। কনসোলিডেটেড ফাণ্ড থেকে কোন টাকা খরচ করার জন্য বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় এবং আর্থিক বছর শুরু হওয়ার পূর্বেই সমস্ত বছরের জন্য দফাওয়াড়ী ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে বাজেটে পাশ করা হয়।

১৯৯৩-৯৪ ইং সালে বাজেট ও যাথারীতি পাশ হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য বছরের মত এই বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যয় সংকুলান সম্ভব হয় নি এবং এমন অনেক নূতন কিছু আরম্ভ করতে হয়েছে যা বাজেট করার সময় ঠিক ছিল না। এই জন্য অতিরিক্ত অর্থের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বাজেটের জন্য যে সকল ডিমাণ্ড ওয়াইস ব্যয় অনুমোদন নেওয়া হয় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্যও সেরকম ডিমাণ্ড ওয়াইজ হিসাবে অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। মোট ৫২টি ডিমাণ্ডের মধ্যে ৩২টির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। এর মধ্যে ১১টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ চার্জড এ্যাক্সপেণ্ডিচার বলে নট সাবজেকট্ টু ভোট অব এসেম্বলী। সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্রান্টস ফর এ্যাক্সপেণ্ডিচার অব দ্য গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা ইন ১৯৯৩-৯৪ পুস্তিকাতে দেওয়া হয়েছে। মোট ৫৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন। এই ব্যয়ের কিছু অংশ নির্বাহ হবে বিভিন্ন নূতন স্কীমের জন্য প্রাপ্ত অর্থে এবং চালু প্রকল্পের প্রাপ্ত অর্থ হতে ব্যয়ের বাকী অংশ নির্বাহ হবে ওভার অল সেভিং হতে। আমি কয়েকদিন পূর্বে ১৯৯৪-৯৫ ইং সালের বাজেট ভাষন সময় আপনাদের জানিয়েছি যে কোন ঘাটতি ছাড়াই ১৯৯৩-৯৪ সাল শেষ হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। যে ডিমাণ্ডগুলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে তার কয়েকটি এই রকম-ডিমাণ্ড নং ৩, ল্য ডিপার্টমেন্টের জন্য ১০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ একটা নূতন সেন্ট্রালী স্পনসড স্কীমের জন্য প্রয়োজন। ১৯৯৩-৯৪ ইং বাজেট তৈরীর করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পটি ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীমের টাকা পাওয়া গেছে এবং সেটাই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ক্ষেত্রে এখানে ধরা হয়েছে। ডিমাণ্ড নং ৯, সেক্রেটারিয়েট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ডিপার্টমেন্টের জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থ সরকারী ছাপাখানাতে বই ছাপানো এবং বাধানোর জন্য পেণ্ডিং বিলের পেমেন্ট করতে হবে। তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ডিমাণ্ড নং ২৯, রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট-এর জন্য ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন বাংলাদেশ থেকে আশা চাকমা উদবাস্তুদের রক্ষনাবেক্ষনের খরচ নির্বাহের জন্য। মূল বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত অর্থ সহ মোট বরাদ্দের পরিমান হবে ৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

ডিমাণ্ড নং ৪০, স্টেট প্ল্যানিং মেশীনারী ডিপার্টমেন্টের জন্য ৫ কোটি ৭৮ হাজার টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকা নূতন প্রকল্প বর্ডার এরিয়া ডেভেলাপমেন্টের জন্য প্রয়োজন। এই টাকা আগে ধরা ছিল না। এখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে সে টাকাটা খরচ করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কাজেই আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করছি এখানে আমি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে বাজেট উপস্থাপন করেছি সেটা আপনারা অনুমোদন করবেন।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

মিঃ স্পীকার: — মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

There is no Cut Motions on the following Demands

The Motion "that a sum not exceeding Rs. 40,00,000/—(excluding the charges expenditure, of Rs. 2,94,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 3 under the following Major Head ;—

4070—Capital outlay on Administrative Services Rs. 40,00,000/—

(The Demand was Put to Voice Vote and Passed.)

The Motion 'that a sum not exceeding Rs. 3,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 7 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Services Rs. 3,90,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

The Motion 'that a sum not exceeding Rs. 65,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 9 under the following major Head ;—

2052—Secretariat General Services Rs. 55,00,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion 'that a sum not exceeding Rs. 2,64,48,000/— be granted to defray The charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :

2055—Police Rs. 2,64,48,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion 'that a sum not exceeding Rs. 6,50,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31th March, 1994 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2235—Social Security and welfare Rs. 6,50,00,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion "that a further sum not exceeding Rs. 5,00, 78,000 /= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

3451—Secretariat Economic Services. Rs. 78,000/-

4070—Capital outlay on other Administrative Services. Rs 5,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The motion "that a further sum not exceeding Rs. 1,46,50,000/— (excluding the charges expenditure of Rs. 60,79,000/—) be granted to defray the charges 'which will come in course of payment during the ending of the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

2071—Pension and other Retirement Benefit Rs. 1,46,50,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

The motion " that a further sum not exceeding Rs. 5,95,000/—(excluding the charges expenditure of Rs 4,39,66,000/=) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 46 under the following Major Heads :—

7610—Loans to Government Servants. Rs. 5,95,000/=

(The Demand was put to voice vote and passed)

The Motion 'that a further sum not exceeding Rs. 45,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 14 under the following Major Head :—

2059—Public Works. Rs 45 000/ –

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion 'that a further sum not exceeding Rs 4,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No 15 under the following Major Head :—

4552—Capital outlay on North Eastern Areas—

Rs. 4,00,000/—

(The Demand was Put to Voice Vote and Passed.)

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

The Motion 'that a further sum not exceeding Rs. 40,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

4552 —Capital outlay on North Eastern Areas Rs. 40,40,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The Motion 'that a further sum not exceeding Rs. 4,33,62,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :—

2205 —Rural Employment Rs. 4,24,62,C00/—

6216 —Loans for Housing Rs. 9,00,0C0/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion "that a further sum not exceeding Rs 50,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No 39 under the following Major Head :—

2215—Other Rural Development Programme—Rs 50,00,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion "that a further sum not exceeding Rs. 61,30,000/— de granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 4 under following Major Heads :—

2020—Collection of taxes on income and expenditure.	Rs. 40,000/—
2029—Land Revenue	Rs. 43,27,000/—
2030— Stamps and Registration	Rs. 9,21,000/—
2040—Sales Tax.	Rs, 8 42,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The motion "that a further sum not exceeding Rs. 13,22,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2203—Technical Education	Rs. 11,90,000/—
2204—Sports and Youth services—	Rs. 1,32,000/—

(The Demand was Put to voice vote and passed)

The motion " that a further sum not exceeding Rs. 2,58,56,000/— be granted to defray the charges which will come in course payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 50 under the following Major Heads :—

2202—General Education—	Rs. 2,58,56,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

The motion 'that a further sum not exceeding Rs. 3,35,81,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on thc 31st March, 1994 in respect of Demand No. 26 under the following Major Head :-

2225—Welfare for Sch. Cast, Sch. Tribes and other backward classes.

Rs. 3,35,81,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

The Motion that a further sum not exceeding Rs. 74,30,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1994 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :

2425—Co-operation	—	Rs. 25,05,000/—
4425—Capital outlay on Co-operation	—	Rs. 17,40,000/—
6425—Loans to Co-operative	—	Rs. 31,85,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The Motion 'that a further sum not exceeding Rs. 2,27,73,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs. 27,73,000/—
4401—Capital outlay on Crop Husbandry—	Rs 2,00,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The Motion that further a sum not exceeding Rs. 21,35,000/— be granted to defra the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 49 under the following Major Heads.

2401—Crop Husbandry. — Rs. 18,83,000/—

2402—Soil and Water Connection. — Rs. 3 00,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The Motion 'that further a sum not exceeding Rs. 7,83,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 17 under the following Major Head.

2801—Power— — Rs. 7,83,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The Motion that further a sum not exceeding Rs. 2,64,42,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1994 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads.

2210—Medical and Public Health — Rs. 1,64,42,000/—

4210—Capital Outlay on Public Health.— Rs. 1,00,00'000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1993-94

The motion 'that further a sum not exceeding Rs. 6,03,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads.

2217—Urban Development. Rs. 19,00,000/—

4215—Capital Outlay on Water supply— Rs. 5,84,00, 000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The motion " that further a sum not exceeding Rs. 49,20,000/— be granted to defray the charges which will come in course payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :

2403—Animal Husbandary. Rs. 47,40,000/—

2404—Diary Development. Rs. 1,80,000/—

(The Demand was Put to voice vote and passed)

The motion "that further a sum not exceeding Rs. 13,47,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads.

2056—Jails. Rs. 13,47,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion "that further a sum not exceeding Rs. 1,04,000/— de granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 10 under following Major Head.

3454—Census Survey and Statistics. Rs. 1,04,000/—

(The Demand was Put to Voice Vote and Passed.)

The Motion 'that further a sum not exceeding Rs. 70,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 28 under the following Major Head.

2403—Food storage & ware Housing. Rs. 70,000/—

(The Demand was Put to voice vote and Passed)

The Motion 'that further a sum not exceeding Rs. 48,33,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 37 under the following Major Head.

2552—North Eastern Area. Rs. 48,33,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1993-94

The motion " that further a sum not exceeding Rs. 23,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 31 under the following Major Head.

2515—Other Rural Development Programme. Rs. 23,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

The motion "that further a sum not exceeding Rs. 34,85,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 30 under the following Major Head.

2405—fisheries — Rs. 34,85,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

The motion "that further a sum not exceeding Rs. 2,73,000—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1994 in respect of Demand No. 51 under the following Major Heads.

2204—Sports & Youth Programme.	Rs. 74,000/—
4204—Capital outlay on Education, Sports, Arts and Culture.	Rs. 1,99,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সভা আগামী ১৫ই মার্চ মঙ্গলবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE—"A"

Ref : Reply to the Item No. 1 of the Admitted Stareed Question No. 164

PRIZE MONEY—1988-89.

Sub Division	Name of the discipline	Year	Amount of Rs.
1	2	3	4
SONAMURA	Football	1988-89	10,000/—
KHOWAI	Basketball (Boys)	1988—89	10,000/—
	Volleyball (Boys)	do	10,000/—
			Total. 20,000/—
SADAR	Basketball (Girls)	1988—89	10,000/—
	Volleyball (Girls)	do	10,000/—
	Athletic (Boys & Girls)	do	20,000/—
	Hockey (Boys & Girls)	do	20,000/—
			Total 60,000/—
BELONIA	Football	1988—89	10,000/—
	Basketball (Boys & Girls	do	20,000/—
			Total. 30,000/—
AMARPUR	Volleyball (Boys)	1988—89	10,000/—
UDAIPUR	Volleyball (Girls)	1988—89	10,000/—
	Athletic (Boys)	do	10,000/—
			Total. 20,000/—
SABROOM	Athletic (Girls)	1988—89	10,000/—
DHARMANAGAR	Basketball (Boys)	1988—89	10,000/—
	Volleyball (Girls)	do	10,000/—
	Athletic (Girls)	do	10,000/—
KAMALPUR	Basketball (Girls)	1988—89	10,000/—
	Athletic (Boys)	do	10,000/—
			Total 20,000/—
KAILASHAHAR	Volleyball (Boys)	1988—89	10,000/—

All Prize Money of the year 1988—89 Total 2,20,000/—

PRIZE MONEY—1989-90

Sub-Division.	Name of the discipline.	Year.	Amount of Rs.
1.	2.	3.	4.
SADAR.	Football	1989-90	10,000/—
	Athletic (Boys & Girls)	do	20,000/—
	Volleyball (Boys & Girls)	do	20,000/—
	Basketball (Boys & Girls)	do	20,000/—
	Hockey (Boys & Girls)	do	20,000/—
		Total.	90,000/—
SABROOM.	Athletic (Boys & Girls)	1989-90	20,000/—
UDAIPUR	Basketball (Boys & Girls)	1989-90	20,000/—
	Football	do	10,000/—
	Volleyball (Girls)	do	10,000/—
		Total	40,000/—
AMARPUR	Volleyball (Boys)	1989-90	10,000/—
DHARMANAGAR	Athletic (Girls)	1989-90	10,000/—
KAILASHAHAR	Athletic (Girls)	1989-90	10,000/—
	Basketball (Boys)	do	10,000/—
	Volleyball (Boys & Girls)	do	20,000/—
	Football	do	10,000/—
		Total	50,000/—

1989-90—Total—Rs. 2,20,000/—

PRIZE MONEY OF THE YEAR—1990-91 NIL

PAPERS LAID ON THE TABEL

(Questions & Answers)

PRIZE MONEY—1991-92

Sub-Division	Name of the Discipline	Year	Amount of Rs.
1	2	3	4
SADAR	Football	1991-92	10,000/—
	Athletic (Boys & Girls)	Do	20,000/—
	Basketball (Boys & Girls)	Do	20,000/—
	Hockey (Girls)	Do	10,000/—
	Volleyball (Girls)	Do	10,000/—
			Total :— 70,000/—
UDAIPUR	Football	1991-92	10,000/—
	Basketball (Boys)	Do	10,000/—
	Volleyball (Boys & Girls)	Do	20,000/—
			Total :— 40,000/—
SONAMURA	Hockey (Boys)	1991-92	10,000/—
	Volleyball (Boys)	Do	10 000/—
			Total :— 20,000/—
BELONIA	Basketball (Girls)	1991-92	10,000/—
	Athletic (Girls)	Do	10,000/—
			Total :— 20,000/—
AMARPUR	Athletic (Boys)	1991-92	10,000/—
DHARMANAGAR	Football	1991-92	10,000/—
	Athletic (Boys)	Do	10,000/—
	Basketball (Boys)	Do	10,000/—
			Total :— 30,000/—
KAMALPUR	Athletic (Girls)	1991-92	10,000/—
	Basketball (Girls)	Do	10,000/—
			Total :— 20,000/—
KAILASHAHAR	Volleyball (Boys & Girls)	1991-92	20,000/—

1991-92= Total— Rs. 2,30,000/—

(Rupees Two lacs thirty thousand) only)

PRIZE MONEY—1992-93

Sub-Division	Name of the discipline	Year	Amount of Rs.
1	2	3	4
SADAR	Basketball (Boys & Girls)	1992-93	20,000/-
	Volleyball (Boys & Girls)	Do	20,000/–
	Athletic (Bcys & Girls)	Do	20,000/—
	Hockey (Girls)	Do	10,000/--
		Total :—	70,000/--
SONAMURA	Football	1992-93	10,000/—
	Hockey (Boys)	Do	10,000/—
		Total :—	20,000/—
UDAIPUR	Football	1992-93	10,000/—
	Volleyball (Boys & Girls)	Do	20,000/—
	Athletic (Boys & Girls)	Do	20,0 0/—
	Hcckey (Boys)	Do	10,00 /—
		Total :—	60,00 /—
AMARPUR	Basketball (Boys)	1992-93	10,000/—
KAMALPUR	Athletic (Boys & Girls)	1992-93	20,000/—
	Volleyball (Boys)	Do	10,000/—
		Total :—	30,000/—
KAILASHAHAR	Volleyball (Girls)	1992-93	10,000/—

1992-93 = Total— Rs. 2,00,000/—

(Rupees Two lacs) only.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE— 'B'

Admitted Starred Question No. 43

Name of the Hon'ble Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state .

QUESTION	ANSWER.
১) রাজ্যের বিভিন্ন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে কর্তব্যরত স্কুল মাদারগণ কত টাকা করে প্রতি মাসে বেতন বাবদ পেয়ে থাকেন; এবং	১) সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে কর্মরত Regular স্কুল মাদারের বেতন-ক্রম Rs ৭৭৫-১১৩০ এবং Fixed Pay স্কুল-মাদারেরা মাসিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পেয়ে থাকেন।
২) উক্ত স্কুলমাদারদের বেতন বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	২) না।

Admitted Starred Question No. 44.

Name of the Hon'ble Member :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in-charge Social Education Department Smti kartik Kanya Debbarma.

QUESTON.

১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি মহিলা আশ্রম আছে ;

২) দক্ষিণ জেলায় কোন মহিলা আশ্রম আছে কিনা ;

৩) থাকলে সেটা কোথায় ?

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে তিনটি মহিলা আশ্রম আছে।

২) হ্যা, দক্ষিণ জেলার জন্য একটি আছে।

৩) দক্ষিণজেলার মহিলা আশ্রমটি বর্তমানে বাঁধারঘাটে সাময়িকভাবে অবস্থিত আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 59.

Name of M.L.A. :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State :

১) রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থিক বছরের মিড-ডে-মিল বাবদ কত টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল ;

২) বর্তমানে রাজ্যের স্কুল ইন্সপেক্টরেটগুলি শিক্ষা বিভাগ থেকে কোন টাকা মিড্-ডে-মিল বাবদ পাওনা আছে কিনা ?

৩) থাকলে কত (তার স্কুল ইন্সপেকটরেট ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাবে)।

ANSWER

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরের মিড্-ডে-মিল বাবদ ৩,৬৫,০০,০০০ টাকা (তিন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা) ধার্য্য করা হয়েছে।

২) বর্তমানে রাজ্যের স্কুল ইন্সপেক্টরেটগুলি মিড্-ডে-মিল বাবদ কোন টাকা পাওনা নেই।

৩) প্রশ্নই উঠেনা।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answer)

Admitted Starred Question No. 107.

Name of M.L.A. :— Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to State :—

১) কুমারঘাটে চলতি আর্থিক বছরে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

Answer

১) না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 108

NAME OF M.L A Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Sports & youth Programmee Department be Pleased to State -

QUESTION

১] ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার নিরিখে কুমারঘাটে চলতি আর্থিক বছরে কোন খেলার মাঠ তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেন কি না ;

২] করলে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে ?

ANSWER

১] ক্রমবর্দ্ধমান লোক সংখ্যার তথা ছাত্র সংখ্যার নিরিখে বহু জায়গাতেই খেলার মাঠ তৈরী করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কুমারঘাটের বেলায়ও তাই সত্য।

২) চলতি আর্থিক বছরে অর্থের অভাবের জন্য মাত্র কয়েকটি মাঠ সংকার করা হবে । কুমার-ঘাট অঞ্চলের কোন বিশেষ মাঠের সংস্কারের প্রয়োজন থাকলে মাননীয় বিধায়ক প্রস্তাব এষ্টিমেট সহকারে পাঠাতে পারেণ ।

ক্রীড়া বিভাগ ঐ অঞ্চলের কোন প্রস্তাব এখনও পায় নি ।

Admitted Starred Question No. 120

Name of Member:— Shri Ashok DebBarma .

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Education Department be pleased to state :—

১) বিশালগড় ব্লকের অর্তগত পেকুয়ারজলা হাইস্কুল, সুতারমুড়া হাইস্কুল এবং লালসিংমুড়া হাইস্কুলগুলির জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি;

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) বর্তমানে আর্থিক বছরে পেকুয়ারজলা হাইস্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। লালসিংমুড়া এবং সুতারমুড়া হাইস্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই ।

২) বর্তমান আর্থিক বছরের পাকাগৃহ নির্মাণের অগ্রাধিকার তালিকায় পেকুয়ারজলা হাইস্কুলের নাম আছে । আগামী আর্থিক বছরে কাজটি হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ।

PAPERS LAID ON THE TABEL

(Questions & Answer)

Admitted Starred Question No. 121.

Name of the Member :— Sri Ashok DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির বোর্ডিং হাউসে অবস্থানরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কে পূর্বী সরকারী স্টাইপেণ্ড দেওয়া হইত, কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ;

২) যদি সত্য হয় তবে কবে হইতে উক্ত স্টাইপেণ্ড দেওয়া বন্ধ হইয়াছে এবং

৩) উক্ত স্টাইপেণ্ড দেওয়া বন্ধ করার কারণ কি ?

ANSWER

১) এ জাতীয় তথ্য শিক্ষা দপ্তরে নেই, প্রচলিত নিয়ম বিধি অনুযায়ী শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন প্রাপ্ত ৫টি ইংলিশ মিডিরাম স্কুলে উপজাতি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস. স্টাইপেণ্ড এবং অন্যান্য স্টাইপেণ্ড চালু বরিছাছে।

১) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) প্রশ্নই উঠেনা ।

Admitted Starred Question No. 122.

Name of the Hon'ble Member :— Shri Makhan lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Dapartment be pleased to state.

Minister-in-charge social Education Department smti Kartik Kanya Dabbarma.

QUESTION	ANSWER
১) বর্তমানে রাজ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কত ; (এস. সি., এস. টি এবং জেনারেলসহ আলাদা আলাদা হিসাব) ;	১) আনুমানিক ১৩,৭৬,২৬০ জন। এস, সি,- ২,২৫,১০৫ এস. টি.- ৪,২৫,৯৪৭ " জেনারেল- ৭,২৫,১২৮ "
২) এখন পর্যন্ত রাজ্যে কতটি গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করা হয়েছে ? এবং	২) ৬৮ (আষট্টি) টি গ্রাম।
৩) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে কত সংখ্যক গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?	৩) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১১২৫ (এক হাজার একশ পঁচিশ) টি গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 132

Name of the Hon'ble Member:— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Social Education Department be pleased to state

Minister-in-charge Social Education Department Smti kartik Kanya Debbarma.

QUESTION	ANSWER.
১) সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি অঙ্গনওয়াদী সেন্টার আছে,	১) সারা ত্রিপুরায় মোট ২,০৫৫ টি অঙ্গনওয়াদী সেন্টার আছে।
২) ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সারা রাজ্যের মোট কতটি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ঘর ছিল না এবং	২) ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্যান্ত ১৬৯২ টি কেন্দ্রের ঘর সম্পূর্ণ ছিল না।
৩) তার মধ্যে কতগুলি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের ঘর মেরামত করা হয়েছে বা সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরী করা হয়েছে ?	৩) ২৫৬ টি কেন্দ্রে ঘর নির্মাণ ও মেরামতের কাজ হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 139.

Name of M.L.A. :— Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble -in-charge of the Education Department be Pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে ছৈলেংটা শিক্ষা পরিদর্শকের এলাকাধীন থালছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে ১৯৯০ সাল থেকে পঠন পাঠনের কাজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষদের রীতিমতো বেতন দেওয়া হচ্ছে এবং

২) সত্য হলে উক্ত স্কুলে পঠন পাঠন চালু করার জন্য শীঘ্রই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

ANSWER

১) এ রকম তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে নেই ।

২) প্রশ্নই উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 155

Name of the Hon'ble Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state .

QUESTON.	ANSWER
১) বর্তমানে রাজ্যে কত সংখ্যক কৃষিমজুর, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, পঙ্গু, ভাতা পেয়ে থাকেন ?	১) বর্তমানে রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পাধীন ভাতা পেয়ে থাকেন :— কৃষিমজুর- ৩,০৬০ জন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জন ১২,৫২৪ এবং অন্ধ এবং পঙ্গু প্রকল্পে ভাতা পান ৩,৪৯৩ জন ।

২) ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে আর কত সংখ্যক লোককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে ?

২) ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে আরও নূতন দরখাস্তকারী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। তবে কত সংখ্যক নূতন লোক এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন তা স্থির হবে দরখাস্ত পাওয়ার পর।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 156

Name of the Hon'ble Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state.

১) সারা রাজ্যে মোট কয়টি হাইস্কুল আছে ;

২) তন্মধ্যে কয়টির পাকা গৃহ আছে এবং কয়টির গৃহ কাঁচা ;

৩) যেগুলির পাকা গৃহ নেই সেগুলির জন্য পাকা গৃহ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

৪) যদি থাকে তবে রাজনগর, পি. আর. বাড়ী রাঙ্গামুড়া, ঈশানচন্দ্রনগর, অভয়নগর প্রভৃতি হাই স্কুলের জন্য কবে নাগাদ পাকা গৃহ নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

ANSWER

১) রাজ্যে মোট ৩৩১টি হাইস্কুল আছে।

২) তার মধ্যে ৯৮টি পাকা হাইস্কুল এবং ২৩৩টি কাঁচা হাইস্কুল আছে।

৩) হ্যাঁ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

৪) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকার কাঁচা স্কুল গৃহগুলোকে পাকা করার পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন। ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে শিক্ষা বিভাগের স্কুল নির্মাণ তালিকায় রাজনগর, ঈশানচন্দ্রনগর ও অভয়নগর স্কুলগুলোর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলতি বৎসরে কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে শীঘ্রই ঐগুলিতে কাজ আরম্ভ হবে।

Admitted Starred Question No. :— 192

Name of Member :— Shri Madhab Ch. Saha,

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be pleased to State.

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে কত পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে,

২। বেসরকারী ভাবে যারা রাবার চাষ করেছেন তাদেরকে সরকারী কি কোন সাহায্য করছেন,

৩। ত্রিপুরার সরকারী পরিচালনাধীন বাগানগুলিতে উৎপাদিত রাবারের পরিমাণ কত.

৪। বেসরকারী ভাবে উৎপাদিত রাবার ক্রয় করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর :— বর্তমানে ত্রিপুরাতে মোট ১৮. ২৩২.০০ হেক্টর রাবার বাগান আছে। কিন্তু বর্তমান ১৯৯২-৯৩ সনে যে পরিমাণ জমিতে নূতন রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে সেই তথ্য এখনও চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়নি বলে এখানে তা যুক্ত করা হয় নি।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :— ভারতীয় রাবার বোর্ড থেকে বেসরকারী চাষীদেরকে এবং সরকারী সংস্থাগুলীকে নিম্নবর্ণিত সাহায্য করে থাকে :—

(১) তপসিল জাতি বা উপজাতি রাবার চাষী ৫০০ টি পলিব্যাগে রাবার চাষ জন্মানোর জন্য যে টাকা খরচ করে সেটাকা পরিশোধ করার জন্য চারা প্রতি ৮ টাকা এবং সাধারন সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীর ক্ষেত্রে চারা প্রতি ৬ টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়।

(২) সার, এবং কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি খরচের উপর প্রথম ৫ বৎসর হেক্টর প্রতি ৮৮, টাকা করে ভর্তুকী দেওয়া হয়।

৩) রাবার বাগানে জলসেচের জন্য কোন রাবার চাষীকে প্রতি হেক্টরে ২৫০০ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে কোন রাবার চাষীকে সর্বোচ্চ প্রদেয় সহায়তার পরিমাণ হল ৫০০০ টাকা।

৪) স্মোকহাউস তৈরী করার জন্য ক্ষুদ্র চাষীদেরকে (২০২৩ হেক্টারের কম) ৩,০০০ টাকা করে ভূর্তুকী দেওয়া হয়।

৫) তপসিলীভুক্ত কোন জাতি বা উপজাতি রাবার চাষীকে সীমানা রক্ষার কার্য্যাদির জন্য হেক্টর প্রতি ৪০০০ টাকা এবং সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীকে হেক্টর প্রতি ১০০০ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়।

৬] উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্ষুদ্র রাবার চাষীদেরকে সরঞ্জাম যেমন Rollers, Tapoing, Knife, Cup, Hanger, Spnt, Dish .... ইত্যাদি এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য একটি প্রকল্প আছে।

৭) Cover Crop .... এর বীজ যেমন Pueraria Phascoloides নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

৮) প্রতিটি তপসিলী জাতি বা উপজাতি রাবার চাষীকে মৌমাছি চাষের জন্য ১৫৭৫ টাকা এবং সাধারন সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীকে ১২২৫ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়।

৯) রাবার টেপারদের বিভিন্ন ট্রেনিং স্কুলে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে এবং রাবার চাষীদেরকে চাষ বাসের এবং প্রক্রিয়াজাত করনের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১০) এন, আর, ই, টি, সি, আগরতলা এবং ইহার বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিস এবং ফিল্ড অফিসগুলি থেকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১১) বর্তমানে প্রচলিত সুদেহারে NABARDS refinancing progamme থেকে credit linked Seheme এ— ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৯২-৯৩ ইং সনে ত্রিপুরায় রাবারের উৎপাদন ছিল ১৮৪০ মেট্রিক টন (শুকনা রাবার । বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ সনে উৎপাদিত রাবারের হিসাব এখনও চুরান্ত হয় নাই ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর :— বেসরকারীভাবে উৎপাদিত রাবার ক্রয় করার কোন্, পরিকল্পনা বনদপ্তরের নাই ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 199

NAME OF Memder :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon' Minister-in-charge of the Forcst Department be pleased to state.

১) ইহা কি সত্য যে Shri S,S, Hasurkar, Joint Secretary, Govt, of India, Ministry of Envrionment & Forests .... মেস্বা নং F,O-2/92/PF dated 2nd/27th July

1992 .... মূলে ত্রিপুরার মুখ্য সচীবকে এই বলে অবহিত করেন যে, ২৯ এপ্রিল । ১৯৫২ ত্রিপুরার যে সব এলাকাকে Protected Forest হিসাবে (Indian Forest Act,1927 এর ২৯ ধারায়) ঘোষনা করা হয়, তাহা যথাযথ না হওয়ায় বর্তমানে ত্রিপুরায় কোন protected Forest .... নাই,

২) যদি সত্য হয় তাহলে এখন কি অসংরক্ষিত বনাঞ্চল পূর্ণবাসন দেওয়া হইতেছে, এবং

৩) না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৫২ সনের ২৯ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ত্রিপুরা সরকার Unclassed Govt, open Forests কে Protected Forests হিসাবে ঘোষনা করে । উক্ত Protected Forest ...... ঘোষণাটি ৯,৮,১৯৮২ তারিখের এক বিজ্ঞপ্তিমূলে রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নেয় ।

১৯৯১ সনে রাজ্য সরকার পুনরায় উক্ত সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলকে Protected Forests হিসাবে গণ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সে কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য No,F,19-8/For-85/7498 dt, 12, 11, 91 মেহার চিঠিমূলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগত পরামর্শ চাওয়া হয়। উক্ত চিঠির উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার জানায় ৯,৮, ১৯৮২ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি শুধু প্রত্যাহার করে নিলেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলকে পুনরায় Protected Forests এর মর্যাদা দিতে হলে "ভারতীয় বন আইন ১৯২৭" এর ২৯ ধারামতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তিজারী করতে হবে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

না, পূর্বতন Protected Forests অর্থাৎ বর্তমান সরকারী বনভূমিতে এখন কোন পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

পূর্বতন Protected Forests ৯,৮,১৯৮২ ইং তারিখে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সরকারী বনভূমিতে পরিনত হয়। "কিন্তু বন সংরক্ষন আইন ১৯৮৩" অনুসারে কোন বনভূমি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যাতীত Non-Forestry কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই সরকারী বনভূমিতে এখন পুর্ণবাসন দেওয়া হচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 229.

Name of M L. A Sri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Education Department be pleased to State

১। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯৮৮ সনের ১লা জানুয়ারী হতে ১৯৯৩ সনের নভেম্বর পর্যন্ত কয়টি র‍্যাগিং (Ragging) জনিত ছাত্র অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে ? (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিসংখ্যান)

Answer

১। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শুধু মাত্র ত্রিপুরা ইনজিনীয়ারিং কলেজ, বড়জলা, জিরানিয়া, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নরসিংগড় ও রামঠাকুর কলেজে ১লা জানুয়ারী

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১৯৮৮ হইতে ৩১ শে নভেম্বর ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত মোট ৬টি (ছয়) র‍্যাগিং জনিত ঘটনার খবর জানা যায়।

১। ত্রিপুরা ইনজিনীয়ারিং কলেজ	মোট ৩টি
১৯৮৮-৮৯	১টি
১৯৯১-৯২	১টি
১৯৯৩-৯৪	১টি
২। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	মোট ২টি
৪-১২-৯১	১টি
১৯৯২-৯৩	১টি
৩। রামঠাকুর কলেজ	
২৯-৮-৯১ ইং	১টি

ANNEXURE— "C"

Admitted Un-Starred Question No 37

Name of the Member Shri Ashok Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state

প্রশ্ন	
১। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার অনুসারে তফ্-শীলি উপজাতি ও তফ্শীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত রাজ্য প্রশাসনের কোন দপ্তরে কত সংখ্যক এবং কোন শ্রেনীর চাকুরিপদ ১৯৯৪ ইং সনের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত শূন্য আছে ?	

	উত্তর
২। এই রোষ্টার অনুসারে সংরক্ষিত বিভিন্ন পদে চাকুরিতে প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য কত-জন তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি ভুক্ত কতজন কর্মচারী আছেন ?	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩। ঐ সমস্ত যোগ্য কর্মচারীদের প্রমোশন দেওয়ার জন্য এবং সংরক্ষিত পদসমূহ পুরন করার জন্য রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?	

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 43.

Name of M.L.A. Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sports & Youth Service Department be Pleased to State

QUESTION

১) রাজ্যে কতটি প্লে-সেণ্টার গঠিত হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২) এই প্লে-সেণ্টারগুলিতে খেলাধুলার মান উন্নয়নে সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন এবং

৩) কি কি খেলাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৪) উক্ত প্লে-সেণ্টারগুলিতে ক্রীড়া-ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, কিনা ?

ANSWER

১) বর্তমানে আগরতলায় ৪টি প্লে-সেণ্টার চালু আছে। ব্লক ভিত্তিক কোন প্লে-সেণ্টার এখনও চালু হয় নাই। ক্রীড়াপর্ষদ খুব শীঘ্রই রাজ্যের ১৮টি ব্লকে মোট ৪১টি প্লে-সেণ্টার গঠণের উদ্যোগ

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

নিয়েছে এবং আগামী জুন মাস থেকে এগুলি চালু করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে।

২। স্বীকৃত প্লে-সেন্টারগুলিতে বিভিন্ন ক্রীড়াসামগ্রী ও সম্ভববোধে ক্রীড়া শিক্ষকও পাঠান হয়।

৩। বর্ত্তমানে ফুটবল, এথলেটিকস্, ভলিবল, সাঁতার ও জিমনাসটিকস্ খেলাগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য খেলার মান উন্নয়নেও সরকার সচেষ্ট রয়েছেন।

৪। বর্তমানে আগরতলায় চালু ৪টি প্লে-সেন্টারে চারজন প্রশিক্ষক কাজ করছেন। যদিও বর্ত্তমানে ক্রীড়া প্রশিক্ষক ও কোচ নিযুক্তির সম্ভবনা নেই তবে ভবিষ্যতে এইরূপ নিযুক্তির সময় প্লে-সেন্টারগুলির কথাও সরকার চিন্তা করছেন।

Admitted Unstarred Question No. 46

Name of Member Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে বর্তমানে এ, ডি, সি, এলাকার অন্তর্গত মোট কতগুলি গ্রাম আছে ?	
২) ১৯৯০ ইং সনের ১লা আগষ্ট থেকে ১৯৯৩-৯৪ ইং এর আর্থিক বৎসর পর্যন্ত উক্ত গ্রাম সমূহে মোট কত শ্রমদিবস এর কর্মসংস্থান হয়েছে ?	তথ্য সংগ্রাধীন আছে।
৩) এর ফলে বছরে গড়ে কতজন নারী পুরুষ কতদিন কাজ পেয়েছেন ?	
৪) এইসব কর্মসংস্থান প্রকল্পে সৃষ্ট সম্পদের আর্থিক মূল্য কত ?	

Admitted Unstarred Question No. 70

Name of the Hon'ble Member :— Shri Madhab Ch Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১) ১৯৯৩ ইং সনে বিগত বন্যায় যে সকল সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও I. C. D. S. কেন্দ্র বিনষ্ট হয়েছে তা সেগুলো সারাইয়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

২) এখন পর্য্যন্ত কয়টি কেন্দ্র মেরামত করা হয়েছে এবং

৩) উক্ত কেন্দ্রগুলি মেরামতের জন্য কত টাকা ধার্য্য করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

১) বিগত বন্যায় যে সকল সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র বিনষ্ট হয়েছে সেগুলি সারাইয়ের জন্য নির্ধারিত ইন্সপেক্টরগন নির্দ্দিষ্ট B. A. C. মেম্বারদের মাধ্যমে ঘরগুলির সারাইয়ের কাজ চলছে। I. C. D. S এর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি সারাইয়ের ব্যাপারে কোন টাকা দেওয়া হয়নি, যেহেতু উক্ত কেন্দ্রগুলি কেন্দ্রীয় অনুদান ও জহর রোজগার যোজনা থেকে সারাই করা হয়।

২) সারাইয়ের কাজ চলায় এবং তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩) বিভাগ ভিত্তিক নিম্নরূপ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে ;

ক) I. S. W. E. খোয়াই ৫০,০০০ টাকা
খ) I. S. W. E. জিরানীয়া ৫০,০০ ,,
গ) I. S. W. E. মোহনপুর ৫০,০০০ ,,
ঘ) I. S. W. E. উদয়পুর ৫০০,০০ ,,
ঙ) I. S. W. E. বিলোনীয়া ৭৫,০০০ ,,
চ) I. S. W. E. সাতচাঁন্দ ৭৫,০০০ ,,
ছ) I. S. W. E. ধর্মনগর ১,০০,০০০ ,,
জ) I. S. W. E. কুমারঘাট ১,০০,০০০ ,,
ঝ) I. S. W. E. আমবাসা ১,০০,০০০ ,,

মোট—৬,৫০০,০০ টাকা

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 15th March, 1994, Tuesday at 11 A.M.

PRESENT

Shri Bimal Singha, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speakr, nine Minister's, four Ministers, of State and 29 Member.

QUESTIONS & ANSWERS.

Mr Speaker :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যাক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে ২১·১২·৯২ইং পর্যান্ত মোট সিনেমা হলের সংখ্যা কত? (মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব)।

২। ১৯৮৮ইং সনে সারা রাজ্য মোট কতটি সিনেমা হল ছিল?

৩। নূতন সিনেমা হল স্থাপনের অনুমতি দেবার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কি?

৪। সিনেমা হলগুলিতে দর্শকদের ন্যূনতম যে-সকল সুযোগ সুবিধা পাবার কথা বর্তমানে কতটি হলে সে ব্যবস্থা আছে?

৫। সিনেমা হলগুলি থেকে রাজ্য সরকারের ১৯৯১-৯২ইং আর্থিক বৎসরে মোট কত আয় হয়েছিল?

উত্তর

১। রাজ্যে ২১, ১২, ৯২ইং পর্যান্ত মোট সিনেমা হলের সংখ্যা ৪৩টি। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :--

মহকুমার নাম		সিনেমা হলের সংখ্যা
সদর	—	১০
খোয়াই	—	৬
সোনামুড়া	—	৩
কৈলাশহর	—	৩
ধর্মনগর	—	৩
কাঞ্চনপুর	—	২
লংতরাইভেলী	—	১
কমলপুর	—	৪
উদয়পুর	—	১
বিলোনীয়া	—	৪
সাব্রুম	—	১
অমরপুর	—	৩
গণ্ডাছড়া	—	১
	সর্বমোট :—	৪২টি

২। ১৯৮৮ইং সনে সারা রাজ্যে মোট ৫০টি সিনেমা হল ছিল।

৩। নতুন সিনেমাহল স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। ত্রিপুরা সিনেমা (নিয়ন্ত্রন) আইন ১৯৮৫ইং মোতাবেক আবেদন করা হয় এবং সাবেকীয় শর্তাদি পূরণ করা হয় তা হলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৪। সিনেমা হল মালিকগণ দর্শকদের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা দিবে, লাইসেন্স প্রদানের সময় এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৫। সিনেমা হলগুলি থেকে ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক বছরে মোট ৫১.৭০ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল।

শ্রী সমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৪নং প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন যে রাজ্যের সিনেমা হলগুলিতে দর্শকদের যে ধরণের সুযোগসুবিধা পাওয়ার কথা, সেই সব সুযোগ সুবিধার জন্য সর্ত্ত আরোপিত হয়। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি যে বসার অসুবিধা ও আরো অন্যান্য অসুবিধা, সেখানে যে ধরণের সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য যে-ধরণের সুযোগ সুবিধাগুলি থাকার

কথা সেইগুলি নেই। সিনেমা হলগুলি একটা অ-ব্যবস্থার মধ্যে চলছে। অথচ মালিকরা সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তা মানা হচ্ছে না।

(আমার প্রশ্নটা ছিল, কতটা সিনেমা হলে সরকারের সর্ত মেনে চলছে ?)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আইনে যে-সমস্ত শর্ত্তগুলি নির্দ্দিষ্ট করা আছে আমরা দেখছি যে হুবহু আইনের শর্ত্তগুলি যদি মানতে হয় তা হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের সিনেমা হলগুলি একটিও টিকবেনা। এই রকম অবস্থা। তবে আমরা যতখানি সম্ভব শর্ত্ত মেনে চলার জন্য নির্দ্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ে যেমন, ভেন্টিলেশান, এয়ার সারকুলেশান, এইগুলি ঠিকমত আছে কিনা, তা ছাড়া দর্শকদের কমফোর্ট, লেট্রিন, বাথরুম, এইগুলি আছে কিনা, এইগুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্ট্যাণ্ডার্ড মেন্টেন করছে কিনা তা নির্দ্দিষ্ট ভাবে দেখতে চেষ্টা করি। এইগুলি দেখে সিনেমা হলগুলিকে আমরা চালু করতে দেই। যদি নির্দ্দিষ্ট হল সম্পর্কে মাননীয় সদস্যের কোন অভিযোগ থাকে যে, এই হলটা সাংঘাতিক ভাবে ডিটরেট করেছে, তা হলে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব এবং এই শর্ত্তগুলি যেন পূরণ হয়, মিনিমাম্ কণ্ডিশানগুলি যাতে পূরণ হয় তা চালু করার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই শহরের উপর যে জ্যোতি সিনেমা হল সেই হলের অবস্থা যদি বলতে যাই তাহলে অনেক সময় নেবে। কারণ এমন একটি অবস্থার মধ্যে হলটি আছে দর্শকদের বসার জন্য আসনগুলো জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে পড়ে আছে। প্রাই তিন শত সাড়ে তিনশত আসনের মধ্যে মাত্র ৭৫ থেকে ৮০ টার মত আসন বসার উপযোগী। মারাত্মক ভাবে সেখানে দর্শকদের বিঘ্ন ঘটতে পারে। এছাড়াও আর একটা জিনিষ দেখেছি সিনেমা হলে যখন ১৬ মিঃ মিঃ দেখানো হচ্ছে সেটি ৩৫/৩৬ মিঃ মিঃ দেখানোর কথা ছিল। সেখানে কিভাবে ৬০ মিঃ মিঃ দেখানোর অনুমোদন পাচ্ছেন এবং তাতে সরকারের রেভিনিউ সেখানে কমে যাচ্ছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যেভাবে উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে হবে। তবে সব সময় ত আর বিধানসভা অধিবেশন বসে না। যে কোন সময় যে কোন নাগরিক, যে কোন সদস্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণী আনতে পারেন। আমরা নিশ্চয় সেটি দেখব। নির্দিষ্ট ভাবে যে সকল সমস্যা এখানে উল্লেখ করেছেন এইগুলি আমরা দেখে খোয়াই সিনেমা হলের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তার মধ্যে কতটি হল ৩৬ মিঃ মিঃ এবং কতটি হল ৬০ মিঃ মিঃ এবং যে সমস্ত হলগুলি আছে তার মধ্যে কয়টি হল সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালিত ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমার কাছে নেই তবে ১৬ মিঃ মিঃ স্বল্পদৈর্ঘ্য টেম্পুরারী সিনেমা হলগুলিতে হয়। এবং এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে কিছু বেকার যুবক যাদের কোন কর্মসংস্থান নেই তাঁরা কো অপারেটিভ করে কিছু জায়গায় পরিচালনা করছেন। আমরা তাদের সহযোগী মাত্র।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে আয়ের হিসাব দিয়েছেন, ১৯৯৩–৯৪ ইং এ ৫১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আয় হয়েছে। আমি লক্ষ্য করে'ছি, অনেক সিনেমা হলে ব্লেকে টিকেট বিক্রি হচ্ছে তারা সরকারের আয়ের ক্ষতি সাধন করছে। এই সমস্ত ব্লেক'ক বন্ধ করে যাহাতে সরকারকে ফাঁকি দিতে না পারে তারজন্য সরকার কোন রকম উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, সিনেমাগুলিতে যাহাতে ব্লেক না হয় তার জন্য সরকারের নির্দিষ্ট, কর্মচারী সেখানে আছেন। তারা এগুলি নজর রাখেন। তাছাড়া, এই সমস্ত ব্লেক করতে গেলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে নেয় এবং এগুলিকে কণ্ট্রোল করে। বর্তমানে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নির্দিষ্ট এই রকম কোন ঘটনা আমাদের কাছে স্পেসিফিক্ কিছুই আনেন নি। আমরা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রকম কোন নির্দিষ্ট ঘটনার কথা কেউ বলেনি। মাননীয় সদস্য যখন বলছেন, কবে কোথায় এই রকম ঘটনা ঘটেছে বলতেন, তাহলে আমরা তা দেখার চেষ্টা করতাম, কেন না আমাদের সরকার এসব ব্যাপারে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীস্বপন দাস।

শ্রীস্বপন দাস (রাজনগর) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩

শ্রীমনোজ দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, কোয়েশ্চন নম্বার ১৭৩

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি প্যাক্স ও ল্যাম্পস আছে ;

২। এর মধ্যে কয়টিতে নির্বাচন করা হয়েছে এবং কয়টিতে হয় নি ?

৩ প্যাক্স ও ল্যাম্পস কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ২১৩টি প্যাক্স এবং ৫৬টি ল্যাম্পস আছে।

২। মোট ৮১টি প্যাক্স এবং ১৯টি ল্যাম্পসে নির্বাচন করা হয়েছে।

৩। না। কারণ, সমবায় সমিতিগুলির কর্মচারীদের বেতন নির্ধারনের ব্যাপারটা সমিতিগুলির সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৮১টি প্যাক্সে এবং ১৯টি ল্যাম্পসে নির্বাচন করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো বাকী যেগুলিতে নির্বাচন করা হয়নি, সেগুলিতে কবে নাগাদ নির্বাচন করা হবে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এগুলির নির্বাচন প্যাইজ মেনারে হয়ে থাকে এবং সেগুলিতে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। একটার পর একটার নির্বাচন করার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে প্যাক্স এবং ল্যাম্পসের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি বর্ত্তমানে বাজারে জিনিস-পত্রের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে এবং এই সব প্যাক্স এবং ল্যাম্পসের কর্মচারীরা যে বেতন পান তা দিয়ে তাদের পরিবার পোষণ করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কাজেই এই ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে এই সমিতিগুলি এক একটা স্বয়ং সংস্থা, তাদের নিজস্ব ম্যানেজিং বোর্ড রয়েছে এবং তাদের ইনকামের উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মচারী বেতন নির্ধারণ করতে পারেন।

শ্রীসুবল রুদ্র :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই সমিতিগুলি স্বয়ং শাসিত সংস্থা এবং তাদের কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করাটা তাদেরই সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে তাদের ম্যানাজেরিয়েল সাবসিডি দেওয়া হয়, তার উপর নির্ভর করেই তাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে হয়, কাজেই তারা ইচ্ছা করলেই তাদের কর্মচারীদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে পারে না। কেন না, সরকার যদি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যানেজেরিয়েল সাব-সিডি এবং শেয়ার ক্যাপিটেল ইত্যাদি না দেয়। কাজেই, এই দিকটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, তাদের শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং আমরা তা দিই। আর ম্যানেজেরিয়েল সাবসিডি যেটা দেওয়া হয় সেটা সাধারণতঃ ১জন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ১ জন এ্যাকাউন্টেট এবং ১ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে। বোধ করি এর বেশী কর্মচারীর প্রয়োজনও নেই। তারপরেও দেখা যাচ্ছে ঐ সব সমিতিগুলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে এ'সব কর্মচারীদের বেতন দেওয়াই মুস্কিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলির প্রতি আমাদের নজর আছে, কিন্তু অতিরিক্ত কর্মচারীর

বেতন দেওয়া আমাদের সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সাবসিডি দেওয়া এবং শেয়ার কেপিটেল ও দেওয়া হয়। কিন্তু উদ্বৃত্ত কোন কর্মচারী নিয়োগ করলে সাবসিডি দেওয়া হয় না।

শ্রীসুবল রুদ্র :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ল্যাম্পসের চাইতে বেশী ইনভলবমেণ্ট হচ্ছে প্যাক্সে। ২১৩টি প্যাক্স আছে। ল্যাম্পসে ম্যানেজার থাকেন, একাউনটেণ্ট এবং অন্যান্য স্টাফ থাকে। কিন্তু প্যাক্স স্টাফ দেওয়া হয় না এবং সেখানে সমস্যাও বেশী।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্যাক্সগুলিতে সাধারণতঃ সেখানে শেয়ার কেপিটেল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শেয়ার দেওয়ার পরে ঠিক করবেন কতজন লোকের দরকার হবে, তারপরে এই সংস্থার বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই বেতন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখন ভেবে দেখছেন না।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ল্যাম্পস আছে সেখানে কতজন কর্মচারী কাজ করছেন এবং কতটি ল্যাম্পস চালু আছে এবং কতটি অচল আছে?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা যেহেতু রিলেটেড নয় সেই জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীসুধন দাস :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যারা কাজ করছেন তাদের বেতন ইত্যাদির জন্য সাবসিডি দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সাবসিডির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে কিনা তাদের প্রতি মাসের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কয়জন কর্মচারী আছেন তাদের বেতন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সরকার সাবসিডি দেয়। কাজেই প্রতি মাসে বেতন বাড়ানোর জন্য যে প্রশ্ন তুলেছেন সে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :— স্যার, আমার জানা মতে, গণ্ডাছড়া ল্যাম্পস-এর চেয়ারম্যান জোট সরকারের আমলে ল্যাম্পস্-এর ১৩ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই টাকা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান মূল প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়। আলাদা করে প্রশ্ন করবেন।

মাননীয় সদস্য সুধন দাস এবং খগেন্দ্র জমাতিয়া, দু'জন এক সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭২।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭২।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন কবে নাগাদ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

২। কি কি কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে ?

উত্তর

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দেওয়া হল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, তদন্তাধীন প্রণীত নিয়মাবলী ও গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ব্যাপারে মাননীয় গৌহাটী হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মাননীয় হাইকোর্টের অন্তর্বর্ত্তী আদেশে মার্চ মাসের ৭ তারিখ পর্য্যন্ত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি না করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু বিষয়টি বিচারাধীন, তাই মাননীয় হাইকোর্টের পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করবে পঞ্চাযেত নির্বাচন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাসহর) :— এই নির্বাচন বন্ধ করার জন্য হাইকোর্টে এই মামলা কে করেছেন তা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচন বন্ধ করার জন্য কংগ্রেস (আই) বিধায়ক মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ গৌহাটী হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের করেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মামলাটির বর্তমান অবস্থা কি ?

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় গৌহাটী হাইকোর্টের ডিভিশান বেঞ্চ (আগরতলা) ৭,৩ ৯৪ ইং এবং ৮,৩,৯৪ ইং তারিখে মামলাটির শুনানী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উক্ত মামলার রায় এখনও প্রদান করা হয় নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে।

(১) নির্বাচন আয়োগের নিযুক্তি।

(২) গ্রামের এলাকা পুনঃ নির্দ্ধারণ।

(৩) গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চয়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের নির্ব্বাচনী ক্ষেত্র নির্দ্ধারণ।

(৪) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ক্ষেত্র অনুসারে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমরা এখানে জানতে পারলাম, কংগ্রেস বিধায়ক শ্রীরতনলাল নাথ কেস্ করেছেন। আমরা বুঝতে পারছি, কংগ্রেস (আই) রাজ্যে নির্বাচন চাচ্ছে না। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, আগামী দিনে যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, তা কাটিয়ে উঠে কবে নাগাদ নির্বাচন করা সম্ভব হবে?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয় এটা সাবজুডিস ব্যাপার। সুতরাং আপনার এই সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪৮ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ ইং থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কত পরিবারকে আই,আর, ডি, পি এর বিভিন্ন স্কীমে ঋণ দেওয়া হয়েছে,

২) দেয় ঋণের পরিমাণ কত টাকা এবং তাতে ভুর্তকীর পরিমাণই বা কত?

উত্তর

১) ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ ইং থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ২৩১৮টি পরিবারকে আই.আর.ডি.পি-র বিভিন্ন স্কীমে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২) মোট ব্যাঙ্ক ঋণের দেয় টাকার পরিমাণ হচ্ছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮০০ টাকা। আর ব্যাঙ্ক থেকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ১৭৭,৩৯৮ লক্ষ টাকা।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৩১৮টি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল আই,আর,ডি,পির বিভিন্ন স্কীমে তাতে যে টারগেট ফিজিক্যালী এচীভমেন্ট হওয়ার কথা সেটা এ্যাচীভড হয়েছে কিনা এটা সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের টারগেট ছিল ১৮ হাজার বেনিফিসিয়ারীজদেরকে দেব। কিন্তু ব্যাংকগুলিকে মোটিভেট করা যাচ্ছিল না। আমাদের কনস্ট্যান্ট পারসুয়েশান আছে।

যে সময়টা মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এই এচীভমেন্ট হয়েছে। আপটু ফেব্রুয়ারী আরও অগ্রগতি হয়েছে। আমরা এই ১৮ হাজারের লক্ষ্য সামনে রেখে ১৭,৮৬৬টি কেইস স্পনসর করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। প্রশ্নে মাননীয় সদস্য মহোদয় যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ২৩১৮টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। আপটু ২২ ফেব্রুয়ারী ৪৫৩০টি কেস পেমেন্ট করা হয়েছে। পার্সেন্টেজের হিসাবে এটা ২৫.১৭ পার্সেন্ট।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে টারগেট ধরা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ২৫.১৭ পার্সেন্ট ব্যাংক ডিসবার্সমেন্ট করা হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরার সমস্ত ব্যাংকগুলি সময়মত এ কাজে এগিয়ে আসছে না। ব্যাংকগুলি ঠিক ঠিক ভাবে এই কাজে কো-অপারেট না করার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, স্যার ওরা বিভিন্ন কারণ দেখাচ্ছে, তার মধ্যে রিকভারীর পয়েন্টটাই রেইজ করেছে। বিভিন্ন জায়গায় রিকভারী করার জন্য ক্যাম্প করে চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা একটা দিক। এমনিতেই ব্যাংকগুলি রিলাকট্যান্ট। সবগুলি ব্যাংকই যে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে তা নয়। ব্যাংকগুলিকে কনস্ট্যান্ট পারস্যুয়েশান করে এই জায়গায় আনা গেছে। সময়মত টার্গেটে পৌঁছানো যাবে এই সম্ভাবনা কম। তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন কোন ব্যাংক তাদের যেগুলি নির্দ্দিষ্ট কোটা সেগুলি এখনও ফিলআপ করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে এই ভাবে বলা যাবে না। কোন কোন ব্যাংকে আমাদের কি টারগেট আছে সেটা বলা যাবে। ইয়ার এণ্ডিং ছাড়া ৩১শে মার্চের আগে ঠিক বলা যাবে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সমবায় ব্যাংক, আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে এই সমবায় ব্যাংকে আমাদের এই বছরের জন্য ১২ শতের মধ্যে ৫ শত দেবে সমবায় ব্যাংক এই ভাবে ভাগ করে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সবগুলি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে কিন্তু সমবায় ব্যাংক দিচ্ছে না। এইভাবে কেন দিচ্ছে না, সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এইগুলি পাবার ব্যাপারে, কি ভাবে পাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা কো-অপারেটিভ ব্যাংক বিভিন্ন জায়গায় একটা রিলাকটেন্ট দেখা যাচ্ছে। কারণ এটার সঙ্গে বস্তুত পক্ষে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট জড়িত এবং আমরা গেল কয়েক বছর দেখছি এমন কি লাষ্ট লেফটফ্রন্ট গভর্ণমেন্টের সময়েও বারে বারে এই গভর্ণমেন্টকে গ্যারান্টার হতে

হয়েছে। আমরা দেখছি রিকভারি টাকার জন্য এই করে করে ব্যাংকে খোলা রাখা হয়েছে। এই বছরও গভর্ণমেন্ট ওদের দাবীর ভিত্তিতে গ্যারান্টার হয়েছে। তবে রিকভারির প্রশ্নে ব্যাংকিং বিজনেসে আছে যদি রিকভারি ঠিক মত না হয় তাহলে খুব মুশকিল। ব্যাংক বলেছেন ৪০ পারসেন্ট অন্ততঃ রিকভারি না হলে নতুন করে ইন ভল্ট করা খুব কঠিন এবং সে জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা সত্বেও প্রগ্রেসটা ষ্টেট গভর্ণমেন্টের সে রকম হচ্ছে না।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে আই, আর, ডি, পি, স্কীমে যারা ঋণ পাবেন বিভিন্ন ব্যাংক তাদের টারগেট পূরণ করতে না পারলে কি ভাবে ঋণ পাবেন? কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি যে, মার্চ পর্য্যন্ত যদি টারগেট পূরণ না হয় তাহলে সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে। ৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে এমন যদি অবস্থা হয় এবং আগামী ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বিগত দিনে ঋণ তারা রিকভারি করতে পারবে না। আগামী দিনে নূতন ঋণ যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্য সরকার কি রকম পরিকল্পনা নেবেন। আমরা দেখেছি বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংকের এরিয়াগুলি সেখানে আরও বেশী করে বেনিফিসিয়ারিরা উপেক্ষিত হচ্ছেন। কাজেই সেখানে কো অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে ল্যাম্প-প্যাকসের মাধ্যমে সেই সমস্ত বেনিফিসিয়ারিদের লোন দেবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের সাবসিডি টাকার কোন ঘাটতি নেই, আমরা তো দিচ্ছি কিন্তু এটাও লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন রিকভারি ক্যাম্পে আমরা অংশ গ্রহণ করছি শুধু তাই নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবার কাছে আপিল করেছেন যাতে রিকভারি হয়, যাতে বেনিফিসিয়ারিরা সুযোগ পেতে পারেন এইগুলি দেখা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাংকগুলিকে তো ঐ ভাবে বাধ্য করা খুব কঠিন। আমাদের সাইডে যতটুকু সম্ভব চাপ ওদের উপর সৃষ্টি করছি এবং আমাদের সাবসিডির টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তারপরেও যে অ্যাক্সপেক্টেড প্রগ্রেস সেটা হচ্ছে না এবং এখানে শর্টফল হয়, আমাদের পারসুয়েশান আছে, কিন্তু পুরো টারগেট ফুলফিল করা যাবে বলে আমার মনে হচ্ছেনা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— এটা কি সত্যি ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক আই, আর, ডি, পিতে কোন ঋণই দিচ্ছেনা, যদি না দিয়ে থাকে তার কারণ কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু ৮৮, নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক ২৯কোটি টাকা ঋণ মেলা করেছিল এবং সেই সময়ে প্রায় সেটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারপর টেনে হেঁচড়ে ওরা একটু উঠবার চেষ্টা করছে. আমরাও চেষ্টা করছি। সেই ধাক্কা ওরা সামলাতে পারেনি। ঋণমেলা যখন দেওয়া হয় বলা হয়েছিল যে ফেরৎ দিতে হবেনা, সেই মানসিকতা নিয়েই এটা করা হয়েছিল। তারপর

চেষ্টা করে এটাকে তুলে আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওরা কিছু কিছু দেবে বলেছে, ওরা সাউথ ডিস্ট্রিক্ট মিনিমাম টারগেট নিয়েছে ৮০০ ফ্যামিলিকে দেবে। আমরা চেষ্টা করছি, দেখা যাক্ কি করা যায়।

শ্রীসুবল রুদ্র :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এইগুলিও যেসমস্ত স্কীমগুলি স্পনসর্ড হয়েছে, সেইক্ষেত্রে সেকশান থেকে যেসমস্ত স্কীম তৈরী করে দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত স্কীম গভর্ণমেন্ট থেকে ধরে দিয়েছে, ২টা অথবা ৩টা মিলে একটা ভায়েবল স্কীম হয়, যে স্কীমের মাধ্যমে বেনিফিশারীরা এই টাকাটা ব্যবহার করলে একটা রোজগারের ব্যবস্থা হয় এবং সেক্ষেত্রে আমি রিকভারী ব্যাপারে বলতে চাই রিকভারী নিশ্চয়ই করা দরকার, ব্যাংককে সাহায্য করতে হবে আমাদের। কিন্তু রিকভারী না হওয়ার অন্য কোন একটা কারণ আছে যেটা ভায়েবল স্কীম দিলে পরে ব্যাংক ২টো স্কীম কেটে ১টা স্কীমে দিয়ে দেয় ৩ হাজার, ৪ হাজার অথবা ৫ হাজার টাকা। যে স্কীম দিয়ে একটা ফ্যামিলিকে, আই. আর. ডি. পি. স্কীমের যে উদ্দেশ্যে দেওয়া, এটা সেই উদ্দেশ্যে সফল হয় না। সেজন্য ব্যাংকের টাকা রিকভারী করা কষ্টকর হয়ে উঠে, এটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আংশিক সত্য। কারণ যে সিলিং লিমিট আছে ২টা বা ৩টা স্কীম মিলে দিলে পরে যে টাকাটার পরিমাণ দেওয়া হয় এবং কিস্তিতে দেওয়া হয় তাতে সেলফ সাফিশিয়েন্ট হওয়ার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। এইযে গাইড-লাইন এইটা আমরা করিনি, এইটা গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে গাইড-লাইন করে দিয়েছে। আমার নিজের ধারনা যে এই টাকার পরিমাণটা সেটা আরও বাড়ানো দরকার। কিন্তু স্কীমের যে লিমিট করে দেওয়া হয়েছে, টাকার পরিমাণ যেটা করে দেওয়া হয়েছে, এক্ষুনি এই মুহুর্ত্তে সেটা বাড়ানোর কোন স্কোপ নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত সরকার আমাদেরকে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল ১কোটি ২লক্ষ টাকা। এই ব্যাপারে ৫৬টি ল্যাম্‌স, এবং প্যাক্‌স আমাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ১৬ হাজার। ৬৬ লাখ টাকা এখনও দেওয়ার বাকী আছে। এই টাকাটা দিলে পরে প্রায় ৬ হাজার বেনিফিশারী উপকৃত হবেন, এই টাকাগুলি দিলেই আমরা দিতে পারি, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কিছু জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যই বলেছেন কত টাকার মধ্যে কত টাকা দিয়েছেন। এখানে কোপারেটিভ মিনিষ্টার রয়েছেন, এটা দেখা হবে। আমার কাছে অ্যাক্‌চ্যুয়ালি কোপারেটিভ ব্যাংক থেকে কত দেওয়া হয়েছে সেই হিসাবটা আমার কাছে নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ব্যাংকগুলি রিকোভারীর প্রশ্ন

তুলেছেন, আমরা যতটুকু জানি ওয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য স্বীকার করেছেন যে ঋণ মেলা দিতে হবে না এই রকম একটা প্রচার করে ব্যাংককে অচল করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এই রিকোভারীর জন্য প্রত্যেকটা ব্লকে ব্যাংকের মেনেজার সহ মিটিং করেছি এবং মিটিং করে তারিখ ঠিক করে রিকোভারীর জন্য আমরা নিজেরাও চেষ্টা করেছি সেখানে অংশ গ্রহণ করতে। কাজেই ব্যাংকগুলিতে এই পর্যন্ত কত টাকা রিকোভারী করা হয়েছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? কারণ রিকোভারী করার পর তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আগামী বছরটাকে সামনে রেখে গ্রামের গরীব মানুষদের ঋণ না দেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত করছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ব্যাংকের এখন পর্যন্ত কত পারসেন্ট রিকোভারী হয়েছে তার কোন আপটুডেট ফিগার আমার কাছে নেই। এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো আমরা প্রতিটি ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে ঋণ যাতে পাওয়া যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— এখানে আমারও একটা প্রশ্ন আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, আপনি তো বললেন যে টোটাল ২৫ পারসেন্ট আই, আর, ডি, পি, দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক কোটির উপর সাবসিডি দেওয়া হয়েছে। তা সাবসিডি ব্যাংকগুলি নিয়ে রাখল জনসাধারণকে কে দিল না নানা অজুহাতে, তাদেরকে এই সাবসিডির টাকাটা না দিয়ে সরাসরি সরকার থেকে বিশেষভাবে গরীব কৃষকদের, ফ্লাড এফেকটেড কৃষকদের এই টাকাটা ব্যাংকে জমা না রেখে, ব্যাংকে আসলে পরে যেটা ব্যাংকে আছে, সেটাকে উইড্র করে সরাসরি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করবেন কি না জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো ই, আর মার্ক করা আছে যে, আই,আর,ডি,পি স্কীমে যে সাবসিডি পোর্শান আছে সেটা ওটার জন্যই ব্যবহার হবে, এটাকে এভাবে দিলে তো কোন কাজ হবে না। এটাতো খয়রাতির মত হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু সেটাতো কোন কাজে লাগবে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— আই, আর, ডি, পির স্কীমের আলাদা ব্যাপার আছে তাতে স্বনির্ভর হওয়া তার জন্য কাজ করা। কাজেই এই টাকাটার অন্যভাবে ব্যবহার করার কোন সুবিধাই নেই।

শ্রীশহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক থেকে ২৯ কোটি টাকার ঋণ মেলা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কিন্তু গ্রামীন ব্যাংকের ভবিষ্যৎতো নষ্ট

হয়েছেই, ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বেকার তাদের ভবিষ্যৎও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। কাজেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই মেলা করা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে। এই যে অন্যায় কাজ যার জন্য এই রাজ্যের বেকারদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়েছে এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— এখনতো আর কিছু করার নেই। যখন ঋণ মেলা দেওয়া হয়েছিল তখন আমরা বলেছিলাম যে এটা করাপশন এবং তার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষকে সেদিন জমায়েত করেছিলাম। তবু তারা সেদিন এটা করেছিল এবং তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও জড়িত ছিল এটা সবাই জানেন। এখন এটার ব্যাপারে কিছু করার নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা ব্যাংক রিকভারি কালেকশান করে দিচ্ছি, তবু ব্যাংক তালবাহানা করছে, এইসব দেখে কিন্তু আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখন মার্ক্সবাদ চলে যাবে, আমার তেলিয়ামুড়ার জনগণের মধ্যেই ব্যাংগুলিকে ঘেরাও করবে, তাতে আইন শৃঙ্খলার যদি কোন অবনতি ঘটে তো এই ব্যাপারে সরকার কি করবেন, এই জন্যই আমি বলছি সরকার চিন্তা করুন এই ব্যাপারে কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কেতো মাননীয় সদস্য উত্তর দিয়েছেন যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কোন ব্যাংকে কত টাকা রিকোভারী করছে না করছে। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— স্যার, উমেশচন্দ্র নাথ অনুপস্থিত, আমি ইন্টারেসটেড।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, আমি এই প্রশ্নটি তুলতে ইন্টারেস্টড।

অ্যাড্মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৮৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

প্রশ্ন নং- (১) : রাজ্যে যে ৯ টি নূতন ব্লকের ঘোষণা সরকার কর্ত্তৃক দেওয়া হলো, তন্মধ্যে কতটি এখন পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্থানে চালু হয়েছে ?

উত্তর :— নূতন ৯ টি ব্লকের মধ্যে একটিও নিজ নিজ স্থানে চালু করা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন নং (২) : কদমতলা ব্লক কদমতলায় চালু না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর :— কদমতলা ব্লক চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অফিসার, বি ডি ও, এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ এবং অফিস বিল্ডিং নির্মাণ না হওয়ায় কদমতলা ব্লকটি চালু করার সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন নং (৩) :— এই সমস্ত ব্লকগুলির অফিস গৃহ নির্মানের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

উত্তর :— এই সব ব্লকের অফিস গৃহ নির্মাণের জন্য এখনো কোন মঞ্জুরী দেওয়া হয়নি।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ৯টি নতুন ব্লক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার, এই ব্লকগুলির কতটির নিজস্ব জমি আছে এবং কতগুলির নিজস্ব জমি নেই এইজন্য জমি অধিগ্রহন করতে হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার,, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব সাহা। (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

শ্রীপবিত্র কর :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার-২৩৩।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ২৩৩।

প্রশ্ন নং (১) :— রাজ্যের পান চাষীদের কতটি কো-অপ্যরেটিভ রয়েছে ?

উত্তর : মোট ১২টি পান উৎপাদক সমবায় সমিতি আছে।

প্রশ্ন নং (২) :— কো-অপারেটিভের মাধ্যমে পান চাষীদের সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর :— কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে প্রথমে আমি জানতে চাই এই যে ১২টি কো-অপারেটিভ রয়েছে তাতে কতজন পান চাষী তার আওতাধীন আছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই। এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,. এই যে ১২টি কো অপারেটিভ এর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন তার মধ্যে সবগুলি সচল অবস্থায় আছে কি না ? আর যদি অচল অবস্থায়

থাকে তাহলে সেগুলিকে সচল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে এই কো-অপারেটিভগুলি যখন চালু করা হয় তখন আইনের প্রশ্নে কো-অপারেটিভ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কিন্তু এই পান উৎপাদক সমবায় সমিতিগুলি কৃষি দপ্তরের আওতাধীন কাজেই এই সম্পর্কে আমার দপ্তর থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন এইটা কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, কো-অপারেটিভ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু যেহেতু এইগুলি সমবায় সমিতি সেহেতু কো-অপারেটিভ দপ্তরের কিছু দায়িত্ব আছে—যেমন শেয়ার ক্যাপিট্যাল দেওয়া, তারপর বিভিন্ন প্রশাসনিক ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া এবং বিভিন্ন ব্যাংক এর সঙ্গে যুক্ত করে আর্থিক সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা করা।

এই পান চাষ ত্রিপুরায় একটি লাভজনক এবং তার সঙ্গে কয়েক হাজার পরিবার যুক্ত রয়েছে। এবং এই ব্যাপারে কো-অপারেটিভ যেহেতু যুক্ত রয়েছে সেহেতু এইজন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই এই যে চট করে যেভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন তাতে পান চাষীরা ক্ষুব্ধ হবেন।

কো-অপারেটিভ রেজিষ্ট্রেশান এ্যাকট অনুসারে তাদেরকে রিষ্টার করানো হয়েছে। পরিকল্পনা নেই বলা হয়েছে। আমি বলছি, পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য নতুন করে কোন প্রচেষ্টা ভাবা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, তা হলো এটা কৃষি দপ্তরের আওতাধীন। এখানে অর্থ সাহায্য শেয়ার ক্যাপিটেল দিয়ে পান চাষীদের আরোও উৎসাহ দেওয়া দরকার। যে দপ্তর সেটার আওতাধীন সেই দপ্তর এই কাজটা করতে পারেন। শুধু সমিতি করার ব্যাপারে আইন করার জন্য তারা আমাদের অর্থাৎ কো-অপারেটিভ দপ্তরে আসেন। এর বেশী আর কিছু করার দায়িত্ব আমাদের দপ্তরের নেই।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারীর স্যার, মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই এবং কৃষিমন্ত্রী এখানেই উপস্থিত আছেন। এই ধরণের কোন পরিকল্পনা উনার দপ্তরের আছে কিনা ? মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদি অনুমতি দেন, কৃষিমন্ত্রীকে যদি নির্দেশ দেন তাহলে এই সভা আশ্বস্ত হতে পারে। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এটা সম্পর্কে যদি কিছু জানানোর থাকে

আপনি জানাতে পারেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, নির্দিষ্ট করে দপ্তরের কাছে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ (অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৭।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৭।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯ সালের ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুর‍্যাল ডেবিট রিলিফ স্কীমে ক্রনিক ও নন ক্রনিক ওভারডিউ লোন মুকুবের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেই পরিকল্পনা অনুসারে ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক যে ঋণ মুকুবের প্রস্তাব দিয়েছিল তার সম্পূর্ণ টাকা মুকুব করা হয়েছে কি?

২। যদি না হয়ে থাকে তবে ঐ প্রস্তাবের ক্রনিক ও নন ক্রনিক কত টাকা মুকুব হয়েছে এবং এ বাবত কত টাকা ত্রিপুরা ষ্টেট কো অপারেটিভ ব্যাংক পেয়েছে?

৩। ক্রনিক ও নন ক্রনিক অংশের সম্পূর্ণ টাকা ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক না পেয়ে থাকলে সে টাকা পাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। না। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋণ মুকুব হয় নি।

২। সরকার থেকে নন ক্রনিক ঋণ মুকুবের জন্য কোন টাকা পাওয়া যায় নি। ক্রনিকের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মুকুব করেছে এবং এর মধ্যে ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। যদিও নাবার্ড এর মতে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

৩। ক্রনিক ওভারডিউ সম্পর্কে সমবায় ব্যাঙ্ক ও নাবার্ড এর হিসাবের মধ্যে গড়মিল সৃষ্টি হওয়ায় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এব্যাপারে সহসাই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে নন ক্রনিক ওভারডিউর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক মৌজাওয়ারী শস্যহানি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সমবায় বিভাগ রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সার্টিফিকেট না পাওয়ায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারছেনা।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ক্রনিক এবং নন

ক্রনিক-এর ব্যাপারে দপ্তর থেকে একটা রিপোর্ট না পেলে এই টাকাটা পাওয়া যায় না ফসল হানি এবং গত বছরের বন্যায় সর্ট টার্ম ও মিডিয়াম টার্ম ঋণের অনেক ফসলের ক্ষতি হয়েছে এগুলি পাওয়ার জন্য যাতে এগ্রিকালচার এবং রেভিনিউ দপ্তর থেকে ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে গেজেট নোটিফিকেশান ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে সুবিধা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিজেই উল্লেখ করেছেন যে রেভিনিউ এবং কৃষি দপ্তরের। নিশ্চয়ই কো-অপারেটিভ দপ্তর থেকে এই দুটি দপ্তরের সংগে পরামর্শ করে কি ভাবে করে এই টাকাগুলি আদায় করা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।)

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত (কেন্দ্রীয়) জনতা সরকারের আমলে ভারতবর্ষের কৃষকদের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যান্ত কৃষি ঋণ মকুব করার জন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা বলবত করার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জোট রাজত্বে, এবং সেটা কার্যকরী করতে গিয়ে এই দশ হাজার টাকা কৃষি ঋণ কিভাবে কার্য্যকরী করা হয়েছে এবং তারজন্য বর্তমান সরকার, জোট রাজত্বতো তালবাহানা করে চলে গেছেন এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে দশ হাজার টাকা মকুবের সিদ্ধান্ত সেটা কার্য্যকরী করতে পারেন, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার. এখানে যে নন-ক্রনিক অভার ডিউ যেগুলি এটার মধ্যে দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন তারাও পাবেন। কাজেই এখানে ক্রনিকের ক্ষেত্রে এর আগের অধিবেশনে উত্তর দিয়েছিলাম। প্রায় ৬০ হাজার-এর উপর কৃষককে এই ঋণ থেকে মুক্ত করা হবে এবং এই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার টাকাও দিয়েছে। তাতে এক কোটি টাকার কিছু কম এখনও বকেয়া রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়ানা রয়েছে। এই টাকা পাওয়া গেলে নিশ্চয় বাকীগুলি করা যাবে। তবে বিস্তারিত তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০১।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০১।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০১।

প্রশ্ন

১। খাস জমিতে বসবাসকারী ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ;

২। ইন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের অধীনে চানমারী ও ভালুকিয়া মুড়া এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত বসবাসকারী ভূমিহীনদের কবে নাগাদ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ?

উত্তর

১। খাস জমিতে বসবাসকারী ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত সব সময়ই চালু আছে।

২। ইন্দ্রনগর মৌজায় বর্তমানে রিভিশন সেটেলমেন্ট এর কাজ চালু আছে এবং কাজ শেষ হওয়ার পর আইন অনুযায়ী ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইন এবং তার অধীন যে সমস্ত রুলস্ আছে এলটম্যান্ট অব্ ল্যাণ্ড রুলস্ তাতে দেখা যাচ্ছে কাতার করে। যারা সেই আইন অনুযায়ী পাওয়ার উপযুক্ত ভূমিহীন তাদের বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রশ্ন, অন্য কাউকে দেওয়ার প্রশ্ন নয় কাজেই এই রকম লোক এই রকম খাস জায়গায় বসবাসকারীদের দীর্ঘদিন যাবত খাস জায়গায় আছে। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার তাদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, করা হবে। বার বার দরখাস্ত দিচ্ছে এস.ডি.ও অফিসে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এগুলি বন্দোবস্ত হচ্ছে না। এই হচ্ছে অবস্থা। আমার বড়জলা এলাকায় বহু জায়গায় খেজুরবাগান এলাকা, ইন্দ্রনগর বিভিন্ন জায়গায় বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বছর ধরে আছে কিন্তু তারা এখনও বন্দোবস্ত পায়নি এবং তারা ভূমিহীন তাদের কোথাও একটু জমি নেই, তারা দীন মজুর। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, একটা সিম্পল প্রসিডিউর করে প্রশাসনকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের বন্দোবস্তের জন্য ত্বরান্বিতর কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা ? তাছাড়া কমিটি কোথায় বসছে, কোথায় তার অফিস জানি না। এবং কিভাবে কমিটি হয়েছে তাও জানি না। আমরা চাই যে কমিটি তদন্ত করে যারা পাওয়ার উপযুক্ত তাদেরকে যেন অবিলম্বে দিয়ে দেন এবং দেরী না করে তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এলটমেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য যে এলাকার কথা বলছেন, সেই এলাকায় এখন রিভিশান্ অব ল্যাণ্ড রেকর্ড এর কাজ চলছে হল্কা ক্যাম্প করে। এই এলাকায় এখনই বন্দোবস্ত প্রদানকারী ক্ষমতা এস.ডি.ও এবং ডি.এম, এর। তাদের কাছে কোন কাগজপত্র নেই, স্বাভাবিক ভাবেই এই রিভিশান্ অব লেণ্ড রেকর্ড ফাইন্যাল পাব্লিকেশন না করবে এবং তারা যতক্ষন পর্য্যন্ত এই কাগজপত্র এস. ডি.ও এবং ডি.এম. এর কাছে পৌঁছে না দিবে, ততক্ষন পর্যন্ত এস,ডি,ও এবং ডি.এম. তারা এলটমেন্ট দিতে পারবে না। এটা হচ্ছে একটা সমস্যা। দ্বিতীয় হচ্ছে, এই যে সমস্ত এলাকার মধ্যে বহু লোক বসে আছেন তা সত্য, তাদের প্রত্যেকের দরখাস্ত করার অধিকার রয়ে গেছে বিভাগীয় কমিটির কাছে এবং এই বিভাগীয় এলটমেন্ট কমিটির প্রধান হচ্ছেন এস.ডি.ও। কাজেই

এস ডি,ও এর কাছে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে দরখাস্ত করলে পরে যত তাড়াতাড়ী সম্ভব এই রিভিশান ল্যাণ্ড রেকর্ড এর সঙ্গে সঙ্গেই এস ডি.ও এর যখন এলটমেন্ট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এলটমেন্ট কমিটি থেকে বাছাই করে, ঠিক সেই ভাবেই এলটমেন্টটা চলবে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

MATTER RAISED BY MEMBER (ANNEXURES—"A"&"B")

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত উদ্বেগ জনক একটা বিষয়ের উপর সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১১-৩-৯৪ ইং তারিখে রাজধানীর 'চিত্রকথা' সিনেমা হলে যখন সিনেমা আরম্ভ হয়নি, তখন একটি তাজা বোমা রাখা হয়েছিল, টাইম বোমা সম্ভবত। যাইহোক, সেই বোমাটি ফাটেনি এবং ক্ষয়ক্ষতিও হয় নি। ১৪-৩-৯৪ ইং অর্থাৎ গতকাল উদয়পুরে শিব মেলার পাশে একটি কালভার্টের নীচে একটি শক্তিশালী বোমা রাখা হয়েছিল এবং সেই বোমাটি বিস্ফোরণ হয় এবং এতে একজন লোক আহত হয়। আজকে কিছুক্ষণ আগে আগরতলা মিউনিসিপালিটি অফিসে একটি বোমা সেই রকম ভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। বোমাটি ফাটেনি কিন্তু তাতে জনমনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। যারা এই বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করছে তাতে আমরা লক্ষ্য করছি দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে যেমন দিল্লীতে, বোম্বেতে এবং কলিকাতায় এই ধরণের বোমা জনজীবনকে অশান্তি করবার জন্য, আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য প্রচেষ্টা হয়েছে। আমাদের এখানেও এই যে ট্রেনটা শুরু হয়েছে এতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় একটি মহল থেকে খুব পরিকল্পিত ভাবে এই চক্রান্তমূলক কাজ করা হচ্ছে। যাতে জনজীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং আতঙ্কিত হয় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট মহল থেকে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করছি। যে কোন সময় বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সেই দিক থেকে আমি এই বিষয়টির প্রতি সরকারের নজর দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করছি। এবং এই বিষয়ে আজকে হাউজে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা, কারণ মানুষের মনে আতঙ্ক, ভয়, বিভীষিকা সৃষ্টি করার জন্যই এই ধরণের কনস্পিরেসি চলছে। এই সম্পর্কে আমি ১৮ তারিখ একটি বিবৃতি দেব তবে আমি এখানে বলতে চাই এই ধরনের কনস্পিরেসি যারা করছে তাদের মোকাবেলা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরণের ব্যবস্থাই আমরা নেব। তবে বিস্তারিত তথ্য আমি ১৮ তারিখ দেব, সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে আগামী ১৮/৩/৯৪ ইং বিবৃতি দিতে পারবেন।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ নিম্ন উল্লিখিত বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। যিনি এই নোটিশটি দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে, ' অদ্য ১৫/৩/৯৪ইং তারিখে "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় কেন্দ্রের অসহযোগিতায় রুখিয়ার দ্বিতীয় বিদ্যুত প্রকল্প আটক টাকা দেয়নি এন, ই, সি এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে "

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পাবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ১৮-৩ ৯৪ইং তারিখে বক্তব্য রাখতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের রেফারেন্স পিরিয়ডের উপর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ৭-৩-৯৪ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্ন উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল, "সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত সাব্রুম অঞ্চলে সম্প্রতি আন্ত্রিকে তিনজনের মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিলকুমার চৌধুরী মহোদয় বিষয়টি এই হাউসে উত্থাপন করেছেন এই সম্পর্কে ডাক্তারের তরফ থেকে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে যে তথ্য জানানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে শ্রীমতি কমলা ত্রিপুরা আট বছর বয়স বাবার নাম কেশরী ত্রিপুরা সাব্রুম দক্ষিণ ত্রিপুরা গত ১০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং তারিখে আন্ত্রিকে মারা যান। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় উক্ত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তী করা হয় নি। কোন রকম ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয় কি বা তার কাছ থেকে কোন ঔষধও খাওয়ানো হয় নি। জানা গেছে গ্রামেরই যে চিকিৎসকরা আছেন তাদের কাছ থেকে ঔষধ খাওয়ানো হয়। এই ঘটনার পর সেই অঞ্চলের সাব্রুমে দুইটি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে।

দুটো মেডিক্যাল ক্যাম্প সেখানে করা হয়েছে যাতে ঐ এলাকার জনগণকে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে

শিক্ষিত করে তোলা যায়। কিন্তু সেখানে আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলে কোন খবর আমাদের কাছে নেই। তবে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত কেস একটা দুটো করে হচ্ছে এবং সেখানে আগামী ২২/৩/৯৪ ইং তারিখে মেডিকেল টীম যাবে বলে নির্ধারিত আছে। সেখানে একটা মাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের কাছে খবর আছে, দুটো মৃত্যুর ঘটনা নয়।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে ৩ জনের মৃত্যুর সংবাদ সম্পর্কে কোন তথ্যই দিলেন না, দিলেন মাত্র ১ জনের মৃত্যুর সম্পর্কে। স্যার, আসলে আন্ত্রিকের মূল কারণই হল বিশুদ্ধ জলের অভাব। আমরা দপ্তরের কাছে কিছু হেলোজিন টেব্লেট চেয়েছিলাম, কিন্তু তাও পাওয়া যায়নি। কাজেই, আমার জিজ্ঞাসা হল জলকে পরিশোধ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার সাধারণতঃ জলকে দুই ধরণের পরিশুদ্ধ করা হয়। তার মধ্যে হেলোজিন টেবলেট জলের মধ্যে ফেলে জলকে পরিশুদ্ধ করা হয়। অন্য দিকে জলকে সিদ্ধ করে জলের টেংকীতে রেখে যদি সেই জল ব্যবহার করা হয়, তাহলেও পরিশুদ্ধ জল পান করার মতই হয়। কিন্তু সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে হেলোজিন ট্যাবলেট দেওয়ার মত ব্যবস্থা আমাদের দপ্তরের নেই। তবে জলকে ফ্রিজ করে, সেই জল ব্যবহার করার মতো ব্যবস্থা আমরা করে চলেছি, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আমাদের মেডিক্যাল টিমগুলি যখন ঐ সমস্ত জায়গাতে যায়, তখন সাধারণ মানুষকে এই শিক্ষাটা দিয়ে থাকে। এখন, মাননীয় সদস্য যে দুই জনের মৃত্যুর কথা বলেছেন, আমি আবারও তার তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি যে মেডিক্যাল টীমটা করা হয়েছে, সেটা সাব্রুম হাসপাতাল থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু বনকুল জায়গাটা সেখান থেকে অনেক দূরে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মেডিক্যাল টীমটা যখন করা হয়, তখন সেটা সাব-ডিভিশন ওয়াইজই করা হয়ে থাকে, সেই টীমটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার থেকে অর্গানাজ করা হয় না, বরং পি.এইচ সিকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয় আমরা চেষ্টা করবো যাতে মেডিক্যাল টিমগুলি নির্দ্দিষ্ট সময় পর পর বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাম্প করে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এ' এলাকার জনগণকে শিক্ষা দেয়।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :- স্যার আমরা সাব্রুম হসপিটালে যোগাযোগ করলে আমাদেরকে বলা হয় এটা আমাদের কমাণ্ড এরিয়ার মধ্যে পড়ে না। তারপর, আমরা অনেক চেষ্টা করে সেই জায়গাতে মেডিক্যাল টিমটাকে নিয়ে যাই। তাই আমি বলি বনকুল এলাকার মধ্যে যাতে মেডিক্যাল টিম যায়, সেজন্য কি অর্গানাইজ করলে হয়, সেটা কেন করা হচ্ছে না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যে সব পি.এইচ.সি আছে, সেগুলি এক জিনিষ, আর, বিভিন্ন জায়গাতে মেডিক্যাল টীম করা, আরেক জিনিষ। তবে এই এলাকাটা আমাদের কমাণ্ডে নয়, এই কথা যদি এস.ডি.এমও বলে থাকেন, (উনি এই রকম বলতে পারেন না) তাহলে আমি সেটার তদন্ত করে দেখব। মেডিক্যাল টীমটা করা হয় কোন এক নির্দিষ্ট এলাকার জন্য। কাজেই এই টিম না কাম করার ফলে কোন এলাকাটা কাভার্ড হল, আর কোন এলাকাটা কাভার্ড হলো না, সেই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— প্রতি বছরই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের তৎপরতা থাকার দরকার। কাজেই, যেখানেই আন্ত্রিক রোগের আক্রমণ হয়েছে, সেখানে যাতে মেডিক্যাল টিম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তার কোন ব্যবস্থা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার এখনও তো আমরা সেই রকম তৈরী করে উঠতে পারিনি। আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া এই সব রোগ শুধু একটি কারণে হয় না। তার সঙ্গে অনেক কিছু বিষয় জড়িত আছে। যেমন পাণীয় জলের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি করার জন্য অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট আছে। তবে আন্ত্রিক ম্যালেরিয়া যখনই যেখানে প্রকাশিত হয় সেখানে আমরা যাচ্ছি। এখানে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। এই রকম তথ্য আমাদের কাছে নেই। প্রিকশনারী মেজার যেটা নেওয়ার কথা সেটা আমরা নিচ্ছি এবং বিভিন্ন জায়গায় অনবরত মেডিকেল টিম পাঠানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অর্গেনাইজ করছি।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ম্যালেরিয়ার কথা আমি বলিনি। কিন্তু সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। জল যে কোন সময়ে খারাপ হতে পারে। কাজেই সেখানে আন্ত্রিকের টীম পাঠানো হবে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এটা স্বাস্থ্য দপ্তরে পড়ে না। তবে আন্ত্রিক মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া দেখছে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চেষ্টা চলছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। বিষয়টি হলো "৭/২/'৯৪ ইং তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত ছাওমনুতে জনৈকা দেবকী চাকমার লাঞ্ছিত হওয়ার সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৭.২.৯৪ ইং তারিখ "দৈনিক সংবাদে" প্রকাশিত উত্তর ত্রিপুরা জেলার ছাওমনু থানার অন্তর্গত ছৈলেংটা নিবাসী জনৈকা দেবকী চাকমাকে বিএসএফ অবস্থায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় ছাওমনু রাস্তায় পুলিশের উপস্থিতিতে গত ১৩,১,৯৪ ইং তারিখ লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটি অতিরঞ্জিত ও অভিসন্ধিমূলক। পত্রিকায় ঘটনাটি ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়ার জন্য রাজ্যের মধ্যে নারী নির্যাতনের একটি মারাত্মক ও নজিরবিহীন ঘটনা মনে করে ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলা কমিশন ঘটনাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহিলা কমিশন গত ২২·১·৯৪ ইং তারিখ ঘটনাস্থলটি পরিদর্শনকালে কমিশনের সদস্যরা এলাকার জনসাধারণের সহিত বিশেষ করে পত্রিকার এই ঘটনার যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে বিশেষ করে তাদের সহিত ঘটনার বিষয়ে কথা বলার উদ্যোগ নেন।

মহিলা কমিশনের সদস্যরা ঘটনাটি অনুসন্ধানে গেলে তখন সেখানে শ্রীমতী দেবকী চাকমাকে এলাকায় পাওয়া যায় নি। কিন্তু এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলার সময় কমিশনের সদস্যরা শ্রীমতী চাকমাকে এ ডি,সি, বিরোধী দলের একজন সদস্য আগরতলায় নিয়ে যায় বলে জানতে পারেন।

কমিশনের রিপোর্টে শ্রীমতী চাকমার বয়স ৪০ থেকে ৪৬ বৎসর বলে উল্লেখ করা হয়। পত্রিকায় তাহার বয়স ২৯ বৎসর বলে উল্লেখ করা সত্য নহে।

শ্রীমতী চাকমা জনৈকা সূর্য্য চাকমাকে বিবাহ করে লালছড়া গ্রামে বসবাস করিত। ১৩/১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা প্রত্যেক নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এর পর থেকে তাহার থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছিল না। সে সাধারণতঃ মনু ছাওমনু এবং ছৈলেংটা কুমারঘাট অঞ্চলের মধ্যেই থাকত। তবে তাহাকে ছৈলেংটা এলাকাতেই সচরাচার দেখা যেত।

শ্রীমতী দেবকী চাকমা খুবই উশৃংখল জীবন যাপন করত এবং তার মদে আসক্তির কথা অনস্বীকার্য্য। সে একজন দেশী তৈরী মদ বিক্রেতা এবং তাহাকে ছাওমনু বাজারে সব্জি বিক্রেতা হিসাবে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সত্যের অপলাছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাহাকে মনু ও ছৈলেংটা এলাকায় কখনই সব্জী বিক্রয় করতে দেখা যায়নি বলে কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ। শ্রীমতী চাকমা কিছুদিনের জন্য ছৈলেংটায় জনৈক দেবপ্রিয় চাকমার বাড়ীতে একটি হোটেলের ব্যবসা করে। কিন্তু সে যখন দেশী মদ বিক্রয় ও অন্যান অসামাজিক কাজ কর্মে লিপ্ত হয়ে পরে তখন বাড়ীর মালিক শ্রীদেবপ্রিয় চাকমা তাহাকে স্থানীয় কিছু লোকজনের সাহায্যে শ্রীমতী চাকমাকে তাহার বাড়ী থেকে বের করে দেয়।

কমিশনের রিপোর্টে অনুযায়ী শ্রীমতী চাকমা তাহার ছেলেমেকে, মেয়ের জামাই এবং নাতিন সহ একত্রে বসবাস করার যে খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাহার কোন সত্যতা নেই।

কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে শ্রীমতী চাকমার ১৩ ১,৯৪ ইং তারিখের পরিবর্তে গত ১০,১,৯৪ ইং তারিখ ছাওমনু

খাদ্য গোদামের ষ্টোর কিপার শ্রীপ্রসন্ন দেববর্মার কোয়ার্টারে গিয়েছিল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী শ্রীমতী চাকমা শ্রীপ্রসন্ন দেববর্মাকে কুকুরের কামড়ের চিকিৎসার জন্য তাহার কোয়ার্টারে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীদেববর্মা তাহাকে কুকুড়ে কামড়ানোর জন্য ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কোন প্রকার চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেনি। কুকুরে কামড়ালে পর সচরাচর সবাই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যাপারে ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ মেডিকেল অফিসারের রিপোর্ট নেওয়া হয়।

কমিশন তাদের রিপোর্টে বলেন যে ছাওমনু খাদ্য গোদামের ষ্টোর কিপার শ্রীপ্রসন্ন দেববর্মার কোয়ার্টারে প্রকৃত কি ঘটনা ঘটেছিল তা জানা নেই। তবে শ্রীমতী চাকমা শ্রীপ্রসন্ন দেববর্মা কোয়ার্টার থেকে মদমত্ত অবস্থায় বের হয়ে আসে এবং কোয়ার্টারের অন্য বাসিন্দাও সেখানে উপস্থিত লোকজনদের প্রতি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও গালাগাল করতে থাকে।

পুরো ঘটনাটিই একটি বসতি পূর্ণ এলাকার মধ্যে ঘটে এবং এলাকার বসবাসকারী পরিবারগুলির মধ্যে ঘটনাটি একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলের নিকট কোয়ার্টারে বসবাসকারী ছাওমনু খাদ্য গোদামের গার্ড জামসেদ মিঞা এবং অনন্ত ভট্টাচার্য্য ঘটনাটি ছাওমনু থানার রিপোর্ট করলে পর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটি থানার ৪১২ নং দৈনিকেতে লিপিবদ্ধ করে এবং এ এস আই সুনীল দেব কনেষ্টবল অজিত তালুকদার এবং হোমগার্ড মালতি ভূষণ সাহা এবং অন্যান্য পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পৌঁছে। ঘটনাস্থলে এসে তাহারা শ্রীমতী চাক্‌মাকে মদমত্ত অবস্থায় অনবরত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও গালাগাল করতে দেখতে পায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে পুলিশের কোন মহিলার কর্মী ছিলনা বলে এ এস আই সুনীল দেব সেখানে উপস্থিত মকরছড়া নিবাসী জনৈক সাহার পত্নী শ্রীমতী শান্তিবালা সাহার সাহায্য নিয়ে শ্রীমতী দেবকী চাক্‌মাকে সি আর পি সি র ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। ছাওমনু থানার কার্য্য-কারণ ঘটনার দিন উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকার বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ সত্য নহে

কমিশন ইহাও উল্লেখ করেন যে, পত্রিকার খবর শ্রীমতি চাকমাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় পেরেড করানোর অভিযোগের তদন্তে জানা যায় যে শ্রীমতী চাকমার পরিধানে একটি পাছড়া ছিল এবং তাহার পরিধেয় কোন বস্ত্রই খোয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তাহাকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য রাস্তায় পেরেড করানোর ঘটনাও সত্য নহে। কাজেই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মূলে হোমগার্ড শ্রীমালতিভূষণ সাহা কোন অবস্থাতেই শ্রীমতি দেবকী চাকমার পরিধেয় বস্ত্র খোলে ফেলার ঘটনাটি সত্য নহে। শ্রীমতি শান্তি বালার সাহায্যে শ্রীমতি দেবকী চাকমাকে ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া যায়। ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার এস বরুয়া শ্রীমতি চাক্‌মাকে পরীক্ষা করে মদ্য পান করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করে সার্টিফিকেট দেন। ডাক্তারী পরীক্ষার পর শ্রীমতি চাকমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানা থেকে জনৈক মনুসেন চাকমার জামানতে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। জামানতে মুক্তি দেয়ার জন্য দস্তখতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শ্রীমতি চাকমা লেখা পড়া জানেনা বলে তাহার টিপ সই নেয়া হয়।

কাজেই জোর পূর্বক একটি সাদা কাগজে তাহার দস্তখত নেয়া হয়েছে বলে পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তাহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তী হয়েছে সময়ে খাদ্য গোদামের গার্ড জামসেদ মিঞা ও শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্যের অভিযোগের তদন্ত শেষ করে প্রসিকিউশন রিপোর্ট (ছাওমনু থানা নং ২/৯৪ তারিখ ১১.১.৯৪) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫১০ ধারায় দাখিল করা হয়।

কমিশনের রিপোর্টে ইহাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীমতি দেবকী চাকমা তাহাকে শারিরীক নির্যাতন করা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জানালে পর পুলিশ তাহা নথিভুক্ত করেনি বলে পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে তাহা আদপেই সত্য নহে। শ্রীমতি চাকমা উক্ত ঘটনার দিন বা তাহার পর এই ব্যাপারে কাহারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করেনি বলে প্রকাশ।

পত্রিকায় শ্রীমতি চাকমাকে নির্য্যাতন করার ব্যাপারে জড়িত স্থানীয় কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু কমিশনের সদস্যরা এলাকার জনসাধারণকে পত্রিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাহারা উল্লিখিত ব্যাক্তিগণকে এলাকার অতি সজ্জন ব্যাক্তি বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া পত্রিকায় উল্লিখিত ব্যাক্তিদের মধ্যে দুইজন ঘটনার দিন ছাওমনু এলাকার বাইরে ছিলেন। অন্যান্য উল্লিখিত ব্যাক্তিরাও ঐ দিন ঘটনাস্থলে ছিলেন না।

মহিলা কমিশন তদন্ত শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে উক্ত সংবাদটি উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও অতিরঞ্জিত ভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়ে শ্রীমতি দেবকী চাকমা গৌহাটি হাইকোর্ট আগরতলা বেঞ্চে একটি অভিযোগ সিভিল রুল নং ১১৩/৯৪ দাখিল করেন। বর্ত্তমানে অভিযোগটি বিচারাধীন আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এ্যাকচুয়েলী যে ঘটনার কথা "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশি হয়েছে সেটার তারিখ দেখানো হয়েছে ১৩.১.৯৭ ইং। আর দৈনিক সংবাদ পত্রিকা সে সংবাদটি ছাপলেন ২৪ দিন পর ৭.১,৯৪ ইং তারিখে। এবং টোটাল ফেব্রিকেটেড স্টোরিটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি থেকে পরিস্কার ভাবে বেড়িয়ে এসেছে। আমরা আরও বেশী কনসার্নড এই জন্য যে একটা মহিলার যত চারিত্রিক দুর্বলতাই থাকুক সে একজন মহিলা। তাকে পারপাসফুল্লী একটা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে ভায়লেটিং অল নর্মস এ্যাণ্ড ইথিকস অব এ জার্নাল নিউস পেপার। আর কমিশনের যে ফাইণ্ডিংস তা থেকে বুঝতে পারলাম যে এই কনস্পিরেসির সাথে একটা পত্রিকাই শুধু নয় টি,ইউ,জে,এস দলের স্থানীয় এ.ডি,সি সদস্য শ্রী যদুমোহন ত্রিপুরা সে মহিলাকে জানতেন। কমিশন প্রকাশ্য ভাবেই ইংকোয়ারী করেছেন, গোপন ভাবে করেন নি। প্রকাশ্য ভাবেই তারা ইণ্টার সেকশান করেছেন, এবং ক্লোজ ভাবে ইণ্টারভিউ নিয়েছেন যেমন যেমন প্রয়োজন হয়েছে।

এটা জানার পর উক্ত যদুমোহন ত্রিপুরা দেবকী চাকমাকে নিয়ে ছৈলেংটা ত্যাগ করেছেন এবং আগরতলার নির্দ্দিষ্ট কোয়ার্টারে রেখে তাকে ঘুরিয়েছেন। তারপর আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি গৌহাটি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ক্ষান্ত হোন নি যদু মোহন ত্রিপুরা তাদের অন্যান্য অভিভাবকদের পরামর্শ নিয়ে যে হেতু এখন পার্লামেন্টে অধিবেশ চলছে দিল্লীতে নিয়ে গেছেন ওরে। কংগ্রেসের মহিলা নেতৃ শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জীও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন পার্লামেন্ট ইন সেশান সেখানে দিল্লীতে একটা সিন ক্রিয়েট করার জন্য এবং অল ইণ্ডিয়া পেপারস্‌গুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং লেফট্‌ফ্রন্ট গভর্ণমেন্টের এ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশ্যান ডিটরিয়েট করেছে, কোন নিরাপত্তা নেই এবং মহিলাদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা হচ্ছে না এই রকম বানানো ষ্টোরি এখানে যেমন পত্রিকার ফ্রেশ করেছে সেই রকম দিল্লীতেও বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। আমাদের কনসার্ন হলো এই মহিলা তো ত্রিপুরা রাজ্যের এবং তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবার পর এমনও কোন কোন কোয়ার্টার থেকে শুনা যাচ্ছে যে তাকে খুন করে ফেলা হবে এবং সেই অপবাদ দেওয়া হবে লেফট্‌ফ্রন্ট গভর্ণমেন্টের এগেষ্টে। কাজেই সমস্ত বিষয়টকে আরও বিশদ তদন্ত করে এবং মহিলাকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে কি করছে খোজ খবর করে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি সেটার বিষয়ে সরকার নজর দেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তো এমনিতেই মহিলা কমিশনের রিপোর্টে বুঝা যায় ঘটনাটা যে ঘটছে তার ২৪ দিন পর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা দেরীতে খবর পেতে পারেন এটা জানি না কিন্তু এই ভাবে ঘটনা না জেনে মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য বা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বলার জন্য এই সব সংবাদ পরিবেশন করা এটা ঠিক আমি মনে করি না কারণ বিষয়টা পত্রিকা তার একটা দায়িত্ব আছে খবর যখন বের হয় এই ধরণের একটা খবর মহিলাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। এই ধরণের একটা খবর সবাইকে উত্তেজিত করবে এবং মহিলারা আরও বেশী উত্তেজিত হবেন এটা জেনে শুনে দৈনিক পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে: ছাপার আগেই তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। তারা আগেই এই সব ঘটনা ঘটলে গভর্ণমেন্টের কাছে বলতে পারতেন, লিখতে পারতেন। কনস্পিরেসিটা কি রকম এটা আপনারা বুঝতে পারেন যে এই রকম মুহূর্তে এই মহিলা কমিশন তারা জানালেন যে তারা তদন্তে যাবেন তার আগেই সেখানে শিফট্‌ করে নিয়ে আসল। তার সঙ্গে যদুমোহন ত্রিপুরা যিনি নিয়ে এসেছে তিনি শুধু একজন যুব সমিতির নেতা নন তিনি এ ডি সির মেম্বারও এবং কংগ্রেসের সঙ্গেও তিনি জড়িত। তারপর কি উদ্দেশ্যে তিনি নিয়ে আসলেন আগরতলায় এবং তারপর এখানে এসে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তার সঙ্গে শলা পরামর্শ করে, যদি তার বিচার করতে হয় তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে যেতে পারতেন। সরকারের কাছে নিয়ে আসতে পারতেন আমরা সবাই আগরতলায় আছি। কিন্তু তিনি কোথায় রেখেছেন কিছুই জানি না। তার পরবর্তী সময়ে আমি যখন খবর পেলাম যে কংগ্রেসের নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি

লক্ষ্মী নাগ তাঁর হেপাজতে রাখা হয়েছিল এবং দিল্লীতে তাকে নিয়ে গেছেন। আমি সমস্ত তথ্য, পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট এবং মহিলা কমিশনের রিপোর্ট সমস্তই হোম মিনিষ্ট্রীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই ঘটনাটা তো যাদের কাছে যে মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে এই হলো তারা ঘটনা। পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট এবং মহিলা কমিশনের রিপোর্ট সমস্তই ক্যাবিনেট পাঠিয়েছি, তারপর তোমরা কি করবে না করবে তোমরা ঠিক করবে। কাজেই ঘটনা আমরা কিছুই রাখি নি। তবে কংগ্রেস টি,ইউ,জে,এস এবং যুব সমিতিরা এরা যে বামফ্রন্টকে উৎখাত করার জন্য নানান ধরণের ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত আছেন এবং নানান মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি করে এইগুলি সব করা হচ্ছে। দেবকী চাকমার ঘটনা এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কাজেই এই সম্পর্কে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক মানুষকে বলি যে আসল ঘটনাটা জেনে সিদ্ধান্ত নেবেন। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখলেই যে পত্রিকার মত থাকতে হবে এমন কোন কথা নয় এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝে।

বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লিখলেই যে পত্রিকার মত লাফাতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ত্রিপুরার মানুষও বোঝে এবং আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই সমস্ত যেসব ঘটনা হচ্ছে সেগুলির বিরুদ্ধে তারা যথেষ্ট সচেতন থাকবেন এবং যথেষ্ট সতর্ক থাকবেন এবং দেবকী চাকমার বিরুদ্ধে যদি সত্যি কোন অন্যায় করা হয়ে থাকে আদালতে এখনও আছে, বিচারের ব্যবস্থা আদালতই করবে আমরাও শাস্তি দিতে গেলে আদালতেই যেতে হবে। কাজেই আদালতে যখন গেছে আদালতেই বিচার হবে। তবে এই ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার দিল্লী গেছে. দিল্লী গিয়ে কি করছে না করছে আমরা সেটা জানিনা, তবে আমরা খবর রাখছি কি করছে তারা।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছিলাম মাননীয় সদস্য পবিত্র করের কাছ থেকে। নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিচ্ছিনা। কারণ "গত ১২। ৩ ৯৪ ইং তারিখে আগরতলায় চিত্রকথা সিনেমা হলে বোমার ঘটনা সম্পর্কে"। এইটা ছিল নোটিশের বিষয়বস্তু। যেহেতু বিষয়টি জিরো আওয়ারে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী মহোদয় এনেছেন এবং এইটা সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কমিটমেন্ট দিয়েছেন কাজেই এইটা উত্থাপনের প্রশ্ন উঠেনা।

পরবর্ত্তী দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—'গত ১১/৩/৯৪ ইং সকাল ৯ ঘটিকায় মোহনপুর ব্লকাধীন গোপালনগর (আমগাছিয়া) ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দা শ্রীঅমরচাঁদ নমঃ কে উক্ত কলোনীর বাসিন্দা শ্রীরতন দত্ত ও তার তিন ভাই মিলে মারধোর করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।

এই সম্পর্কে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ

বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৮/৩/৯৪ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ১৮/৩/৯৪ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ১৫.২. ৯৪ইং তারিখে উদয়পুর মহকুমার ধূপতলী গ্রামের কাছে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা গাড়ী লুট হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গত ১৮-২-৯৪ইং তারিখ উদয়পুর মহকুমার ধূপতলী গ্রামের নিকট দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা কোন গাড়ী লুটপাট করার কোন ঘটনা ঘটে নি তবে ঐ দিনই সকাল ৯ ঘটিকার সময় বিলোনীয়া মহকুমাধীন পুরাতন রাজবাড়ী থানার অন্তর্গত বড়পাথারী তুলামুড়া রাস্তায় গলাচিনা (জসমুড়া) নামক স্থানে যাহা পুরাতন রাজবাড়ী থানা থেকে ২৪ কিঃমিঃ উত্তর পূর্বদিকে ২৫।৩০ জনের একটি অজ্ঞাত পরিচয় উপজাতি দল বন্দুক, পিস্তল, দা ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একটি বাসগাড়ী এবং তিনটি ট্রাক গাড়ীকে বন্দুক উচিয়ে রাস্তায় আটক করে এবং বাস ও ট্রাকের যাত্রীদের নিগৃহীত করে নগদ অর্থ অনুমান ৫৩ হাজার টাকা, হাতঘড়ি, সোনার জিনিষ বাসনপত্র, ব্রীফকেইস, গরম জামা ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি লুঠ করে নিয়ে যায় এবং ঘটনাস্থল ত্যাগ করে চলে যায়।

এই ঘটনাটি পুরাতন রাজবাড়ী থানার অন্তর্গত বড়পাথারী নিবাসী শ্রীপুলিন সাহার পুত্র শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার সাহার অভিযোগমূলে পুরাতন রাজবাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭।৩৯৮ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) (১) এবং ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫।৯৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ এই ঘটনায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাম

১।	শ্রী প্রদ্যুৎকুমার সাহা—	সাং বড়পাথারী নগদ ৫০০ টাকা।
২।	শ্রী দলীপকুমার দে—	সাং-ভবানীপুর নগদ-২৫, ১৫৩ টাকা।
৩।	শ্রীলাবন্ড দেববর্ম্মা —	সাং-বিদ্যাকুমার পাড়া-নগদ ৩০০ টাকা
৪।	শ্রীপ্রদীপ সরকার	সং-পিপারিয়াখলা, থানা বিলোনীয়া-নগদ ২০০
৫।	শ্রীস্বপনকুমার শীল	সাং-কাশারী রিজার্ভ-নগদ ১৩০০ টাকা ঘড়ি, ব্রীফকেইস, কাপড়চোপর।

৬।.. শ্রীবাসুদেব শীল — সাং-কাশারী রিজার্ভ নগদ ৬০০ টাকা।
৭। শ্রী প্রদীপ মজুমদার — সাং—বড়পাথারী-নগদ ৬, ৫০০ টাকা।
৮। শ্রীরতনচন্দ্র শীল — সাং-পিপারিয়খলা-নগদ ৭৩৫০ টাকা।
৯। শ্রীবাহার মিঞা — সাং-খিলপাড়া, উদয়পুর-নগদ ৮০০ টাকা, হাতঘড়ি শাল চাদর।
১০। শ্রীদিলীপ সরকার — সাং গর্জনমুড়া, উদয়পুর-নগদ ৩০০ টাকা, ঘড়ি।

উত্তম সরকার. সাং কমলপুর, নগদ ১৪০০ টাকা, হাতঘড়ি কাপড়। শ্রীপ্রদীপ সরকার, সাং-ভাটখলা, নগন ২০১৭ টাকা ভাম্পার। শ্রীমথুরা মোহন মজুমদার সাং-ভাটখলা নগদ ১২০০ টাকা। শ্রীরাহুল আমীন সাং-ভাটখলা নগদ ২৬০ টাকা হাতঘড়ি। শ্রীমিলন সাহা সাং বড় পাথারী নগদ ৫২৫০ টাকা ও একটি শাল।

উপরোক্ত ঘটনায় কেহ নিহত বা আহত হয়নি। গাড়ীগুলিরও কোন ক্ষতি হয়নি। দুস্কৃত-কারীরা অন্যায় ভাবে কিছু পাইবার আশায়ই এই ঘটনাটি সংঘটিত করেছে বলে প্রকাশ। এই ঘটনার পিছনে কোন প্রকার রাজনৈতিক বা উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তদন্তকালীন পুলিশ তল্লাশী চালালে ঘটনাস্থল থেকে অনুমান আড়াই কিঃ মিঃ দূরে যাত্রাপুর থানাধীন মাইকরোচা গ্রাম নিবাসী শ্রীব্রমোহন মুরাসিং এর বাড়ী সার্চ করিলে নগদ ১৩০০ টাকা, তিনটি দেশী তৈরী বন্দুক, ৬টি নূতন ষ্টীলের থালা ইত্যাদি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং শ্রীব্রজমোহন মুরাসিংকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু উক্ত ঘটনার নায়ক শ্রীব্রগোহন মুড়াসিং এর পুত্র শ্রীরাজপদ মুড়াসিং পলাতক থাকায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ ঘটনায় জড়িত আরও ৫(পাঁচ) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পলাতক শ্রীরাজপদ মুড়াসিং সহ অন্যান্য অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (সুরমা) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন প্রথমতঃ জায়গাটি সম্পর্কে, এটা ঠিক আছে। তিনটা সাবডিভিশানের সংযোগস্থলে এই স্থানটি, যেখানে ডাকাতি হয়েছে। উদয়পুর বিলোনীয়া ও সোনামুড়া মহকুমার এই তিনটা জায়গার সংযোগ স্থলটিতে দীর্ঘ দিন পর্যান্ত এই ধরণের লুটপাট হচ্ছে। স্যার, সেখানে একটা বিরাট এলাকা জুড়ে ধূপকাঠির শলা তোলা হয় এবং বিক্রী করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই ধূপকাঠির শলা কিনতে যারা সেখানে যেত তাদের কাছ থেকেও এই ডাকাত বা লুট পাটের গ্রুফটি সব সময় টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়ে যেত। ফলে সেখানকার সেই ব্যবসাটা বর্তমানে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি বা উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপের কোন

যোগাযোগ নেই। কিন্তু এর পেছনে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে সেটা অত্যন্ত পরিষ্কার। কারণ সেখানে টি ইউ জে এস এর এডিসির নির্বাচিত সদস্য অনন্ত মুড়াসিং এর বাড়ী জগৎরাম পুরগাঁও সভার সোনামুড়া বিভাগের মাইকরোসা পাড়া, এই পাড়া থেকে পুলিশ তল্লাশী চালিয়ে ব্রজমোহন মুড়াসিং এর বাড়ী থেকে অস্ত্র ও টাকা পয়সা উদ্ধার করেছেন এবং এই সময়ে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যার সঙ্গে অনন্ত মুড়াসিং এর আত্মীয়তা আছে। যেমন নাগিনী মুড়াসং অনন্ত মুড়াসিং এর বে সরকার দেহরক্ষী হিসাবে পরিচিত। আর একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন ওনার খুড়াতুত ভাই মহানন্দ মুড়াসিং। এছাড়াও এই যে ডাকাত গ্রুপটা এটা মাইকরোসা এলাকার আশপাশের এলাকার গ্রুপ দিয়েই তৈরী করা হয়েছে। এটা আরও প্রমাণ হয় গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী এই ঘটনায় যখন ডাকাত গ্রুপ ধরা পরে তখন সেই সব এলাকার জনগণ একটু সাহস পেয়েছেন যে তার প্রমাণ ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "ডেইলী দেশের কথা'' পত্রিকায় মিলেছে। মাইকরোসা পাড়ার জনগণ পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছে পত্রিকায় চিঠি ছাপিয়ে। সেই পত্রিকার মধ্যে এটা পরিস্কার যে অনন্ত মুড়াসিং-এর নেতৃত্বে সেই এলাকার মধ্যে ডাকাত গ্রুপটি তৈরী হয়েছিল এবং দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে এই ঘটনাগুলি ঘট ছল যে সেটা এই পত্রিকার মধ্যে সঠিক ভাবে তথ্য সহকারে দেওয়া আছে।

তাছাড়া এই এলাকার মধ্যে সরকারী উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যাতে ভালভাবে হতে না পারে তারজন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। একদিকে যারা চালের উপর নির্ভরশীল কাজেই সেখানে রেশনে যাতে চাল না যেতে পারে তারজন্য মেলাঘরের কাছে রাস্তার উপর যে কালভার্ট আছে সেটিকে তৈরী করতে দিচ্ছে না, এই কালভার্টের কাজ যাতে না হতে পারে তারজন্য বাঁধার সৃষ্টি করছে। অপরদিকে বড়পাথারী থেকে উদয়পুর পর্যন্ত যে রাস্তা সে রাস্তাটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে যাতে সেখানে কোন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম না হতে পারে। এবং এই সব কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে টি. ইউ, জে, এস এর অনন্ত মুড়াসিং। কাজেই আমি বলতে চাই যে এর পেছনে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে। এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এর প্রমাণও দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই সব কাজের পেছনে যে রাজনৈতিক মদত রয়েছে সেটি প্রমাণিত এবং এই সব কাজে যে টি. ইউ, জে, এস. এর অনন্ত মুড়াসিং নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই অনন্ত মুড়া সিং-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এটা কোন রাজনৈতিক ঘটনা নয়। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন এবং বিষয়টি যেহেতু পুলিশী তদন্ত চলছে তাতে এটা নিশ্চয়ই ধরা যাবে। এবং এই ব্যাপারে যদি কোন নির্বাচিত সদস্য তিনি এ, ডি, সি. অথবা বিধানসভারই হোক না কেন তিনি আইনের উর্দ্ধে নন, আইন তার পথে চলবে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ব্যাপারে শুধু পুলিশ নয় ত্রিপুরারাজ্যের সাধারন মানুষেরও সহযোগিতা নিয়ে সরকার এসবের মোকাবিলা করবে। এই আশ্বাস আমি হাউসের কাছে দিতে পারি।

(ANNEXURE—"C")

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ অন্ পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।'

গত বিধানসভার অধিবেশনে পোস্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নং-১৭০, ৩৯ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১২ এর উত্তর পত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১৭৫ এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৫ এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং-১২ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে লে করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৩৯ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৯ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে লে করছি।

MOTION FOR ELECTION OF MEMBERS TO ASSEMBLY COMMITTEES

Mr Speaker :— Honourable Members, as the term of office of existing 5(five) Elected Committee namely (1) Committee on public Accounts, (2) Committee on Estimates, (3) Committee on public Undertakings. (4) Committee on Welfare of Scheduled Tribes (5) Committee on Welfare of Schediled Castes will exprie on 31.3 94, it is necessary to constitute new Committees for the next financial year 1994-95 during the current session of the Assembly as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Now, I request the Hon'ble Chief Minister to move an Motion in this regard to obtain consent of the House.

Sri Dasharath Deb (Chief Minister) :— MR. SPEAKER SIR, In pursuance

of Rule 98 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that 'the House do proceed to elect eleven members in each of the Committees namely (1) Committee on public Accounts,, (2) Committee on Estimates, (3) Committee on public Undertakings, (4) Committee on Welfare of Scneduled Tribes (5) Committee on Welfare of Scheduled Castes according to the Principle of proportional representation by means of single transferable vote for the next financial year 1994-95, as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.'

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Motion to vote.

"The Motion before the House is that "The House do proceed to elect eleven Members in each of the Committees namely · (1) Committee on Public Accounts (2) Committee on Estimates (3) Committee on Public Undertakings (4) Committee on Welfare of Scheduled Tribes (5) Committee on Welfare of Scheduled Castes according to the principle of proporational representation by means of single transferable vote for the next financial year 1994-95 as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly."

(THE MOTION WAS PUT TO VOICE VOTE AND PASSED)

Mr. Speaker :— Now I announce the Prognamme for conducting the Election of 5 (five) Elected Committees.

1. Date & Time for submission of nomination papers —17 3-94 (Thursday) upto 4 P. M.
2. Date and Time of Scrutiny of nomination papers —18-3-94 (Friday) at 1 P. M.
3. Date & Time for Withdrawal of nominaton papers —18-3-94 (Friday) apto 5 P. M.
4. Date of Election, If necessary —19-3-94 (Saturday) from 11 A M. to 2 P. M,

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো — ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা (জেনারেল ডিসকাশান অন্ দি বাজেট এষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৯৪-৯৫)

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফ হুইপকে অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মাহাদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাশহর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার. গত সাতই মার্চ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী রাজ্যের ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরের জন্য বাজেট পেশ করেছেন। আমরা দেখেছি এ পর্যান্ত ত্রিপুরার সাধারণ অংশের মানুষের তরফ থেকে পত্র-পত্রিকায় যেভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে এটা স্পষ্ট বুঝাযায় যে এই বাজেট জনকল্যাণমুখী বাজেট। করহীন এবং ঘাটতি শুন্য বাজেট। যে বাজেটটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যকে তার শক্তির উপর দাড করানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি এই বাজেটের যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে অর্থাৎ ৯৬৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা অত্যন্ত ন্যায় এবং যুক্তি সঙ্গত। বাজেট বক্তব্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছেন নীট আয় ও নীট ব্যয়ের মাঝখানে যে ফারাক আছে সেই ফারাক কিভাবে মেটানো হবে সেটা তিনি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। কোন ভাঁওতা নেই, কোন ধোঁকাবাজী নেই এই বাজেটের মধ্যে যেগুলি আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি বা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত গত পাঁচ বছরের রাজ্যের বাজেটগুলিতে এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে। পার্লামেন্টে পাশ কাটিয়ে মানুষের মধ্যে বোঝা চাপাতে অভ্যস্ত। যারা মানুষের জীবনের অধিকার কেড়ে নিতে অভ্যস্ত. যে বাজেট আজকে মানুষের জন্য কল্যাণকর পথ বয়ে নিয়ে আসে না, যে বাজেট মানেই মানুষকে আতংকগ্রস্ত করে তুলে এবং প্র্যাকটিসও আজকে পুরানো হয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে পার্লামেন্টের আগেই যে পার্লামেন্টকে ভারতবর্ষের মানুষ আগে যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ নীতি নির্দ্ধারক সংস্থা, জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা তাকে পাশ কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়ে এমন সমস্ত কাজ করেছেন, আজকাল ভারতবর্ষের মানুষকে অতিষ্ট করে তুলেছেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে এখানে পরিস্কারভাবে বলেছেন। যে ফারাকটা আছে

আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে তা মেটানো হবে পাবলিক এ্যাকাউন্টস-এর উদ্বৃত্ত থেকে। এখানে জনগণকে না বোঝার মত কোন ফাঁক সৃষ্টি করে রাখেন নি। যার থেকে ব্যাখ্যা করা যায় যে পরবর্তী সময়ে আজকে কিছু উল্লেখ করা হল না কালকে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে পরোক্ষ কর বসিয়ে ট্যাকস্ আমাদের মাধ্যমে সেই ঘাটতি মেটানো হবে। কাজেই খুব পরিষ্কারভাবে আমরা বলতে পারি যে একটা করহীন ঘাটতিশূন্য বাজেট যে বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রাজ্যের মানুষকে স্বয়ংভর করে তুলে তার সীমিত সংহতির মধ্যে এক কথায় জনকল্যাণমুখী বাজেট। কাজেই এই বাজেটকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। দ্বিতীয়—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি পরে দ্বিতীয় বেলায় আপনার অসমাপ্ত ভাষণ আরম্ভ করবেন এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS-AT 2-00 P M

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি বলেছিলাম, যে. বাজেট প্লেইস্ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী সেখানে কোন কর আরোপের প্রস্তাব নেই। খুব সংগত কারণে এখানে কোন কর আরোপের কোন প্রস্তাব করা হয়নি. কারণ ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে রাজ্যে জনসংখ্যার প্রায় ৭৩.৫৭ পরিসেন্ট হচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নীচে আমাদের এই রাজ্যে বাস করছে কাজেই কার উপর কর বসানো হবে? সেই দিক থেকে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এবং রাজ্যের জনগণ এই বাজেটকে সমর্থন করছে। এই বাজেটের সামনে যে লক্ষ্য রয়েছে সেটা হলো, রাজ্যের অর্থনীতিকে একটা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে একটা পরিকাঠামো তৈরী করে তাকে অন্তত যে ধ্বংসস্তূপ তৈরী করে রেখে যাওয়া হয়েছে গত ৫ বৎসরে, সেইগুলিকে সরিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিটাকে একটা জায়গায় আনার প্রচেষ্টা রয়েছে। আমরা দেখছি এখানে এই রাজ্যের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার নতুন ভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তার উপর যে ঋণের বোঝা, বাজারের ঋণ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রকার ঋণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে ঋণ রয়েছে. এই সমস্ত কিছুকে সামনে রেখে আমরা দেখছি যে প্রয়োজনীয় যে যে সেক্টরগুলির মধ্যে স্ট্রেস্ দেওয়ার দরকার আছে, সেখানে কোন কাজ হয়নি। গত বৎসর এখানে যে পার্লামেন্টারী ডমাণ্ড এখানে রেইজ করা হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখেছি জনজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি আছে, সেখানেই নজর দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বিশেষত গ্রামীণ কর্মসংস্থান, কাজ খাদ্যের কর্মসূচী, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা, রাস্তাঘাট, যোগাযোগের উন্নতি সাধন স্বাস্থ্য পরিসেবাকে আরো কতটা মজবুত করা যায় এবং শিক্ষা।

তারজন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এবং নূতন করে এবারের বাজেটে অর্থসঙ্গগত অন্তত: স্যায়, সঙ্গত যা রাজ্যের জনগণ চাইছেন। এই রাজ্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসুক, একটা শান্তির

পরিবেশ ফিরে আসুক না হলে তো গণতন্ত্র কথার কথা থেকে যাবে। যদি দুর্বলতার অংশের মানুষের কাছে আমরা যদি সঠিক অর্থ পৌঁছে দিতে না পারি, তাদের কাজে বিশ্বাস নিয়ে যেতে না পারি সেই জনগণের কল্যাণে কর্মসূচীকে যদি পৌঁছিয়ে দিতে না পারি, টাকা পয়সা যদি তাদের কাছে অব্যয়িত না হয় তাহলে এই বাজেট হতে পারে না। সেই দিক থেকে আমি মনি করি, এই বাজেট হয়েছে এই রাজ্যের দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের, নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এই বাজেটকে তৈরী করা হয়েছে। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন হচ্ছে কি পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট হল, আমাদের রাজ্যটিকে তো আমরা আলাদা ভাবে দেখতে পারে না সেই দিক থেকে দেখছি যে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা কি ? স্বাধীনতার পরে দেশ যেভাবে বা দেশের সামনে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাটা ছিল সেইগুলিকে পাল্টে দিয়ে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে, দেশ প্রেমকে জলাঞ্জলী দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলী দিয়ে সেখানে দেশকে আবার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদির খপরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বলা যায় যে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছেন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির কাছে। আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক, গ্যাট চুক্তি বা ডাংকেল প্রস্তাব মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে ফেলা হয়েছে। এবং নূতন নূতন নীতি গ্রহনের মধ্য দিয়ে নূতন শিল্পনীতি, নূতন অর্থনীতি, নূতন বানিজ্য নীতি, নূতন কৃষি নীতির মধ্য দিয়ে দেশকে আত্মনির্ভশীল করার যে স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তত: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আমরা যে জিনিষ দেখেছি, মহানবিশ কমিশনের রিপোর্টে যে কথা বলা হয়েছিল, যেটা নিজের শক্তির উপর দাঁড় করতে হবে শিল্পে প্রযুক্তিতে কৃষিতে সেই জাগাগুলিতে সেই প্রতিটা ক্ষেত্রগুলিকে আজকে জলাঞ্জলী দেওয়া হয়েছে। এবং দেশ প্রায় পর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে আমরা দেখছি আই, এম, এফ, বিশ্ব ব্যাংক যে শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে সেই শর্তকে আজকে মাথা পেতে নিতে হচ্ছে।

যার ফলে আমরা দেখছি সেই বিদেশী ঋণ, সেই বিদেশী ঋণের সুদের টাকা এই সমস্ত পরিশোধ করবার জন্য দেশবাসী কিছুই জানেন না তার কি স্বার্থে দেশকে বন্দক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেশবাসী তার ঋণের টাকা দিতে হচ্ছে, ঋণের সুদের টাকা দিতে হচ্ছে পরোক্ষ করের মধ্য দিয়ে। আমরা দেখেছি পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে সেখানে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোল, চাল গম, চিনি, রান্নার গ্যাস ধাপে ধাপে প্রতি বছর এবং বছরে একাধিকবার জিনিষের দাম বাড়িয়ে আজকে দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোয়া হয়ে গেছে। মানুষের আর সেই বর্দ্ধিত করের বোঝা বইবার ক্ষমতা নেই। এই রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে ডাংকেল প্রস্তাব গ্রহণের পরে ফলে আমাদের দেশের স্বাধীনতার যে ভিত্তি সেই ভিত্তির মধ্যে কিভাবে আঘাত আসছে। কৃষি নির্ভর এই দেশ, কৃষির প্রতিটা সেক্টরের মধ্যে ডাংকেল প্রস্তাব মারাত্মক ভাবে প্রভাব ফেলবে আঘাত হানবে আমাদের কৃষকদের মেরুদণ্ডকে প্রাই ভেঙ্গে দেবে। বীজ থেকে আরম্ভ করে সেই সার সমস্ত কিছুর উপর যে ভুর্তুকী চালু সেই ভুর্তুকী এখন তুলে নেওয়া হবে, কৃষক তার ন্যায্য ফসলের মূল্য পাবে না। অন্য দিকে খাদ্য এবং অনান্য জিনিষের উপর সরকারী

যে ভূতুর্কী ছিল সেই ভূতুর্কী আই, এম, এফ, শর্তের কাছে মাথা নত করার ফলে এই ভূতুর্কী আজকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। যারফলে পাব্লিক ডিস্ট্রীবিউসন সিস্টেম মার খাচ্ছে, এবং সেটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। পার্লামেন্ট বাজেট পেশ করার আগে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হল, তাতে সাধারণ মানুষের যে আয় রোজগার তার পক্ষে তো রেশনের বরাদ্দকৃত যে জিনিষ কেহ জিনিষ কেনার তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে প্রচুর প্রকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ ব্যবহার কে করবে। রাজ্যবাসীর তো আগ্রহের কোন অভাব নেই। এই রাজ্যের সাড়ে ২৭ লক্ষ মানুষের আন্দোলন করছেন দাবী করছেন কিন্তু কে করবে নিঃস্বার্থে কিছু দায়িত্ব বহন এই জাগাতে আমরা দেখিছি বরং উল্টো পথে হেঁটছে কেন্দ্র সরকার। নূতন শিল্প নীতির ফলে সেই সমস্ত ভারী ভারী কল কারখানা দেশকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মোতাবেক তৈরী হয়েছিল শুরু হয়েছিল কাজকর্ম যার মধ্য দিয়ে দেশ শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না দেশের বেকার সমস্যা সমধান হবে।

সেই স্বপ্নকে সেই পরিকল্পনাকে আজকে জলাঞ্জলী দেওয়া হচ্ছে যে সমস্ত ভারী ভরী কল কারখানা আজকে লে আউট, লক আউট ফ্রডের কবলে পড়েছে সেই গুলি ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যার ভয়াবহ পরিণাম হচ্ছে কাটল। এমন কি ভারতবর্ষের পাবলিক আণ্ডার টেকিংস সেক্টর গুলিকে আজকে প্রায় মালতি ন্যাসন্যাল কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে।

কাজেই, এই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ফলে, তার শিল্প নীতির ফলে, আমাদের রাজ্যের যে সহায় সম্ভব আছে, যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, মাটির উপরে বা মাটির নীচে, তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। যে রাজ্যে রেল নেই, সেই রাজ্যে শিল্প হবে না, এই যে কেন্দ্রীয় নীতি এর ফলে ৪৩ কিলোমিটার রেল রাস্তাও আজ পর্যন্ত এই রাজ্যের মধ্যে হল না। অর্থাৎ বার বার আমরা কেন্দ্রীয় সাহায্যের থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছি। আজকে এই রাজ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষিত বেকার আছে, আধা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও তাই কাজেই এই এই বেকারদের কি ভাবে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে? আমরা দেখছি, আজকে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই বামজোটের মধ্যেই একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। আর এই বাজেট বাস্তবে রূপায়িত হলে, আমরা বুঝতে পারব যে গ্রামীণ মানুষের কাছে কতটা কি আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি স্যার, এই রাজ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় পর পর ৪ বার বন্যা হয়ে গেছে, সেই বন্যার জোট আমলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও যেটুকু অস্তিত্ব ছিল, সেটুকুও তছনছ করে দিয়ে গেছে। আমাদের কৃষকদের যে ফসল ছিল, সেগুলি নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এমন কি আমাদের ১ম এবং ২য় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যে যা কিছু হয়েছিল সেগুলিও বন্যার ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এই রকম একটা অবস্থার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যকে একটি কাল পয়সা দেয় নি। আজকে সারা ভারতেই একটা উগ্রপন্থীর তৎপরতা চলছে, তেমনি উত্তর পূর্ব ভারতের আমাদের

এই রাজ্যেও উগ্রপন্থার প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে, আমাদের সরকার তাই এ উগ্রপন্থীদের কাছে শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে আসার জন্য যে এক গুচ্ছ প্রস্তাব রেখেছে, তাতে সাড়া দিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৮০০ এর মত উগ্রপন্থী অস্ত্র ত্যাগ করে এই রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। আমাদের সরকার ঐসব উগ্রপন্থীদের পুনঃ বাসনের জন্য এই বাজেটের মধ্যেই প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছেন, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে কোন সাড়া দেয়নি। আমাদের রাজ্য সরকার তো আজকে যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদের বলতে পারে না যে তোমরা আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে আত্মগোপন কর। এছাড়া, এই রাজ্যের জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ রয়েছে তফসিলী উপজাতি ১৬ শতাংশ রয়েছে তফসিলী জাতি এবং এবং এছাড়াও রয়েছে পশ্চাদপদ শ্রেণীর লোকজন এবং অল্প সংখ্যক লোকদের অংশ রাজ্যের উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এ,ডি সি হয়েছে, রাজ্য সরকার এ, ডি, সিকে বঞ্চিত করা তো দূরের কথা, গত বছর থেকে এ, ডি, সি'র যে প্রাপ্য তা এই সরকার মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এবং এই এ, ডি, সির কাজ কর্ম যাতে সুষ্টভাবে চলতে পারে সেজন্য ইতিমধ্যে একটা ষ্টেনডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজেই, বলা যায় যে রাজ্য সরকার এই উপজাতি, তফসিলী জাতি, পশ্চাদপদ জাতিগোষ্ঠি এবং মাইনরিটি লোক সংখ্যার কর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখেছেন। তারপরে, আমরা দেখছি যে এই সরকার সর্ব্বজনীন শিক্ষার মতো একটা বিরাট দায়িত্ব নিজের কাঁধে বয়ে চলেছেন, যাতে অন্ততঃ প্রাথমিক ধাপ হিসাবে তার কাজ কর্ম্মও শুরু করে দিয়েছেন, যাতে ১৯৯৬ সালে এই রাজ্যে একটি লোকও যেন নিরক্ষর না থাকেন, তার জন্যই বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। এটা একটা অন্তের্জাতিক প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করছি। সেই দিক থেকে এই রাজ্যের এমন একটা স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সকল স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারের পাশে দাঁড় করানোর জন্য একটা প্রচেষ্টা এই বাজেটে আছে। আমরা আশা করছি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী হাতে হাত ধরে ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবে। সংখ্যা তথ্যের দিক থেকে এই বাজেটে দেখা যায় ১৯৯২-৯৩ সালে কর্ম সংস্থান স্থানে ধরা হয়েছিল ১০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ১৯৯৪—৯৫ সালে সেখানে ধরা হয়েছে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এখানে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। গত বছর ৬৫'৯৫ শ্রম দিবস হয়েছিল। আগামী সালে ধরা হয়েছে ৮৮'৬৭ শ্রম দিবস। টাকার অংকে ৩৪'৩৫ কোটি টাকা প্রায় ডাবংল ৯২-৯৩ সালের চেয়ে তিন গুণ বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এই রাজ্যের মানুষ যাতে না খেয়ে না মরে এই ব্যবস্থা এই বাজেটে করা হয়েছে আই, আর, ডি, পিতে এখানে ধরা হয়েছে ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। শিক্ষা খাতে আমি বলেছি যে ১৭ থেকে ১৮ পার্সেন্ট টাকা গত বছরের তুলনায় বেশী ধরা হয়েছে। শিক্ষার উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ এই বাজেটে নেওয়া হয়েছে। তারপরে স্বাস্থ্য পরিসেবা ১৯৯৩—৯৪ সালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডিসপেনসারী এবং অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩২ কোটি

টাকা। সাপলিমেণ্টারী বাজেটে দুটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী বছরের জন্য ধরা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। মোট আমলে আমরা দেখেছি হাসপাতাল আছে তো ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই একটা দূরাস্থা। বিশেষ করে পাহাড়ী অনচলে এই চিত্র দেখেছি। সেটাকে দুর করার জন্য একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এই বাজেটে দেখেছি। সেটি দিক থেকে স্বাস্থ্য পরিসেবায় মনে করি না যে ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষকে আনা যাবে।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্যনীয় যে, গ্র্যাজুয়েলী একটা খারাপ অবস্থা থেকে আর একটু উন্নততর অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করছি, পাণীয় জল, বিশুদ্ধ পাণীয় জল যাতে রাজ্যের সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য একটা কর্ম পরিকল্পনা এই বাজেটে রয়েছে। এবং সেখানে যে টাকার সংস্থান রয়েছে তাতে আমি মনে ক'র না রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকায় রিং ওয়েল টিউব-ওয়েল, মার্কটু টিউব-ওয়েল, কিংবা ডীপ-ওয়েল দ্বারা সবটাই কাভার করা যাবে। তা আমি মনে করি না। কিন্তু বাজেটে যে টাকা রয়েছে তা যদি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সব মানুষ, এবং জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তাহলে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য যেটুকু প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়েছে তা পালন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব। কাজেই সব দিক থেকে বিচার করে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন না করে পারি না। এবং আহ্বান জানাব, এই হাউস থেকে আপনার মাধ্যমে, রাজনৈতিক ভেদাভেদ চক্রান্ত ত্যাগ করে এই রাজ্যের সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এগিয়ে আসবেন, সরকারের পাশে দাঁড়াবে। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য যেখানে যেখানে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব তা করতে হবে। স্যার, জনকল্যাণমুখী বাজেটকে রূপায়ণ করার জন্য সবাই সার্বিক সমর্থন করবেন এই আশা রাখি। স্যার, দশম অর্থ কমিশনের কাছে সরকার স্মারকলিপি পেশ করেছেন। আমাদের রাজ্য প্রত্যন্ত রাজ্য। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। রেল কুমারঘাট এসে থেমে আছে দেশ স্বাধীন হবার ৪৬/৪৭ বৎসর পরও। শতকরা ৭৩জনের উপর দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। শতকরা ৩. জন উপজাতি অংশের মানুষ। শতকরা ৩০ ভাগ তফসিলী জাতি অংশের মানুষ। পশ্চাদপদ অংশের মানুষ ৩০-৩৫ ভাগের কম হবে না। এই রকম পশ্চাৎপদ রাজ্যকে বিশেষ ক্যাটাগরী ষ্টেট হিসাবে যাতে মেনে নেওয়া হয় সে দাবী রাজ্য সরকার থেকে দশম অর্থ কমিশনের কাছে রাখা হয়েছে। এবং রাজ্যের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন, রাজ্যের রাজস্ব খাতে শেয়ারে হাত না পড়ে, কাট না হয়, বছরের মাঝখানে যাতে কাট করা না হয় এই সমস্ত বন্ধ করতে হবে বলে দশম অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার থেকে দাবী করা হয়েছে। স্যার ২৩ বছর আগের জনগণনার হিসাব ধরে এই রাজ্যের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। স্যার, ১৯৭১ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা ছিল, ১৭ লাখ, ১৮ লাখ। সেই হিসাবে যদি টাকা দেওয়া হয়, তাহলে ঐ ১৭/১৮ লাখ লোকের টাকা কি করে সাড়ে সাতাশ লক্ষ লোককে ভাগ করে দেওয়া যাবে? কাজে কাজেই এই টাকায় কোন কাজ করান সম্ভব হবে বলে আমরা বুঝতে পারি না।

কাজেই সেই দিক থেকে ১৯৯১ সালের আদম সুমারী অনুসারে রাজ্যের বরাদ্দ অনুমোদন যাতে করা হয় রাজ্য সরকার থেকে দাবী করেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— এই টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা বিশ্বাস করি বামফ্রন্ট সরকার গত নির্বাচনের আগে ত্রিপুরাবাসীর সামনে যে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন সেগুলি পালনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারবেন। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নেই, এখানে টাকা নয়ছয় হয় না। এই দাবীটুকু বামফ্রন্ট সরকার রাখতে পারেন। সেই দিক থেকে একটা দুর্নীতি মুক্ত প্রশাশন তৈরী করে সমস্ত অংশের সম্মিলিত জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ বাজেটকে স্বার্থক ভাবে রূপায়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে যেতে পারেন। এই বলে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৯৭-৯৫ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য এই বাজেট। গত বছর বাজেট প্লেসের সময় আমরা বন্যার কবলে ছিলাম। তখন জোট সরকারের যে সমস্ত কুকীর্তি ছিল সেগুলি বন্যার জলে ধুয়ে মুছে গেছে। এবার বাণী বন্দনার পর ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের মধ্য দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে বাজেট পেশ করেছেন। আমরা এ বাজেটকে স্বাগত জানাই। এ বাজেটকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য হোলী উৎসবের পরেই আমরা বামফ্রন্ট সরকারের বিপুল কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়ব। এই বাজেট শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থেই নয়, ত্রিপুরাবাসী ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই এই বাজেট। আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত বকেয়া টাকা ছিল সেই সমস্ত বকেয়া অর্থের একটা অংশ পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থের অভাব অনটনের মধ্যেও বকেয়া টাকার একটা অংশ পরিশোধ করা হয়েছে। স্যার, আমাদের সিমিত আর্থিক ক্ষমতা থাকার পরেও গত বারের বন্যার কারণে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ৪০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে একটা পয়সা দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে সাহায্য করেন নি। তবুও অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। বন্যার পর রাজ টাকে কিছুটা সামলে উঠতে পেরেছি।

তারপর দেখা গেল ডাংকেল প্রস্তাব এসেছে এবং সেই ডাংকেল প্রস্তাবের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সামগ্রিক ভাবে বেড়ে গেল। এটা যদি চলতে থাকে তাহলে দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাবে যার জন্য সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ডাংকেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। শুধু এটাই নয় ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাবার পর থেকে কোন বিনিয়োগ ছিল না। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাত্র তিনটি রিগ আছে, এই তিনটি রিগ ছাড়া গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য আর দ্বিতীয় কোন রিগ নেই এবং যদি আরও রিগ মেশিন থাকত তাহলে অনুসন্ধানের কাজ আরও এগিয়ে চলত। কারণ গ্যাসের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গেলে এই রিগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে যে রিগ আমাদের হাতে আছে সেগুলি দিয়ে সম্ভব নয়। আমাদের সরকার আগামী বছর যাতে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে পারে সে জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বনজ সম্পদ একমাত্র আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদ যাতে করে ধ্বংস হতে না পারে, মানুষ যাতে বনজ সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয় তারই ভিত্তিতে এবার বাজেটের ভিতর দিয়ে যাতে করে যে সমস্ত বনজ সম্পদ সৃষ্টি করা হবে সেখানে মানুষের অর্থনৈতিক মূল্যবোধ যাতে সৃষ্টি করা যায় সে দিকে লক্ষ রেখেছেন। বিশেষ করে যে সমস্ত গাছ মানুষের উপকারে আসে অর্থাৎ মানুষ সেই গাছ কাটবে না, সেই গাছের দ্বারা যাতে মানুষের অর্থনৈতিক মোকাবিলা করা যায় সেই সমস্ত গাছ লাগানো হয়েছে। মানুষের উপকারে আসে সেই ধরণের গাছ যদি লাগান যায় তাহলে পর দেখবেন মানুষ বন সম্পদকে নষ্ট করবে না যে গাছ কেটে কাঠগুলি এখন ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি ব্যবহার যাতে করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ, রেখে এই বনজ সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য যে প্রস্তাব বাজেট রাখা হয়েছে এটা খুব ভাল প্রস্তাব। এই বনজ সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় বনের ভিতর জ্যান্ত ছড়া দেখা যায় সেই ছড়া থেকে বাধ দিয়ে ড্রেন সৃষ্টি করা যায় স্থায়ী ভাবে তাহলে অনেক বনজ সম্পদ সৃষ্টি করা যাবে।

যেমন ধরুন আমরা যেটা দেখছি যে খোয়াই সাবডিভিশনের মধ্যে সেখানে যদি আমরা লালছড়ার উপবিভাগটাতে পাকা বাঁধ দিয়ে দেই তাহলে পরে সেখানে কয়েক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেইভাবে শুধু এটা নয় বনজ সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও সেখানে রাস্তাঘাট করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেখানে যদি আমরা রাস্তা করি, প্রত্যেকটা পাহাড়ে যদি আমরা রাস্তা তৈরী করি তাহলে দেখবেন সেখানেও কিছু সংখ্যক ভূগর্ভস্থ সম্পদ পাওয়া গেছে এবং এই সমস্ত ভূগর্ভস্থ সম্পদ উদ্ধারের প্রয়োজন আছে আমাদের এবং এই সম্পদ উদ্ধারের কাজে আমাদের জনগণকে সাহায্য করতে হবে এবং আমরা তা করব। আর এইগুলি করতে হলে আগে আমাদের রাস্তাঘাট করতে হবে এবং এই সব রাস্তাঘাট তৈরী করার জন্যও এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট যদি করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেই সব সম্পদ সৃষ্টি করতে পারব। আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন, জেলা পরিষদের উন্নয়নের জন্য এইটাকে পুনর্বিন্যাসের জন্য একটা কমিশন গঠন করেছেন, এটা খুব আনন্দের ব্যাপার। কারণ পুনর্বিন্যাসের জন্য একটা কমিশন গঠন করা হয় তাহলে তার মাধ্যমে জেলা পরিষদকে কিভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায় কিভাবে উন্নত করা যায় সেই কমিশন তা দেখাশোনা করছেন। কাজেই এই ব্যাপারে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। তারপর আছে কৃষি মজুর,

দিন মজুর এদের যে মজুরী বৃদ্ধির কথা এটাও এখানে বিবেচনার মধ্যে ধরা আছে। আমি তাই বলব এই বাজেট শুধু কৃষি মজুর আর দিন মজুরদের জন্যই নয়, এই বাজেট সারা ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য এবং এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য যে বর্ডার মানে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী তা আমাদের প্রচুর পরিমানে নেই। তাই সেখানে প্রয়োজনে আমাদের বর্ডার হোমগার্ডদের কাজে দেওয়া হয়েছিল আগে। কিন্তু দেখা গেল বর্ডার উয়িংস্ হোমগার্ডদের কোন প্রয়োজন নেই এই কথা ঘোষণা করার পর সেখান থেকে তাদেরকে আবার পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ করা হয় অথচ আমরা দেখেছি বর্ডারে এদের প্রয়োজন আছে পুলিশ যদি না থাকে তাহলে অন্তত আমার হোমগার্ড হলেও তাকে সেখানে মোতয়েন করে আমরা দেশের সম্পদ যাতে পাচার না হয়, যাতে করে আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদকে রক্ষা করতে পারি সেই দিকে দৃষ্টি রাখলে পরে দেখা যায় সেখানে হোমগার্ডদের প্রয়োগ করা যায় এবং এ ছাড়াও আমরা দেখেছি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ওনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন অর্থ কমিশনের কাছে আমাদের যে সমস্ত বকেয়া ঋণ আছে সেইগুলি মুকুবের জন্য কমিশনের কাছে লেখা হয়েছে। এ ছাড়াও দেখেছি শিক্ষা খাতে এখানে বাজেট বরাদ্ধ ধরা হয়েছে অনেক টাকা। সাহিত্য খাতে ৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই রকম ভাবে প্রতিটি দপ্তরের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। তা এগুলিকে আমরা যদি কার্য্যকরী করতে পারি তাহলে পরে আমাদের এই ত্রিপুরাকে একটা নুতন ত্রিপুরা হিসাবে গড়তে পারব। কিন্তু প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে যে এখানে আমরা গনতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে বা গনতন্ত্রকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা যখন নুতন ত্রিপুরা গড়তে চাই, তখন সেই গনতন্ত্রকে সম্প্রসারন করতে গিয়ে দেখা গেল আমরা যখন ঠিক কাজে নামছি তখনই কতগুলি বাধা আসল আমাদের সামনে। আমরা এখানে ক্ষমতায় এসেছি গনতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করে মানুষের অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে, মানুষ যাতে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজে এগোচ্ছিলাম। ঠিক তখনই তারা পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টে যাচ্ছে, সুপ্রীম কোর্টে যাচ্ছে। আমরা জানি অনেক বাঁধা আমাদের উপরে আসবে এবং আমাদেরকে সেই বাঁধা অতিক্রম করতে হবে।

এই সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে এসেছি। কেন এসেছি? গণতন্ত্র সম্প্রসারিত করে মানুষের অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু মানুষ যাতে অর্থনৈতিকভাবে দাঁড়াতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজে এগিয়ে চলেছি। এবং বাঁধা সামনে থাকবে, সেই বাঁধাকে যে কোনভাবেই অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। তাদের বিরোদ্ধে দাঁড়াতে হবে, যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, যারা লুটপাট করতে চায় তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এমনকোন মানুষকে সেই অধিকার দেওয়া হয়নি যে অন্যের বাড়ী লুটপাট করো, তাদের রাস্তাঘাটে খুন করো, বোমা নিক্ষেপ করো—এই ধরণের কোন অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। এই সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ,

লুটপাট করার জন্য অধিকার তো কাউকে দেওয়া হয়নি। কজেই এই সমস্ত কাজে যারা লিপ্ত রয়েছে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে নিজের অধিকার খর্ব্ব করো না, মানুষের অধিকার এই রকমভাবে খর্ব্ব করা ঠিক নয়। আজকে মানুষ যখন এটা বুঝতে পারবে তখন যারা মানুষের অধিকারকে খর্ব্ব করছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অধিকারকে খর্ব্ব করার জন্য যারা লিপ্ত রয়েছে তাদের স্থান কোথাও হবে না। আজকে আমরা দেখতে পাই তারা ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে না তারা মানুষের কাছে যেতে পারছে না। কারণ তারা মানুষের অধিকারকে খর্ব্ব করেছে তারা মানুষের বাড়ীঘর লুটপাট করেছে তারা মানুষকে খুন করছে তাদের উপর অত্যাচার করেছে, তারা মানুষের কাছে অনেক কুকাণ্ড করেছে—যার জন্য তারা মানুষের সামনে যেতে সাহস পাচ্ছে না। আজকে বিরোধীদলের সদস্যরা হাউসে আসছেন না এখানে সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। উনারা হাউস বয়কট করেছেন পত্র পত্রিকায় দেখেছি। আজকে মানুষের জন্য প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে অধিকার সে অধিকার উনারা খর্ব্ব করেছেন। তাই আগামীদিনে আমি আশা রাখব যারা বিরোধী-দলের সদস্য আছেন তারা নিশ্চয়ই মানুষের অধিকারের কথা এই বিধানসভার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। এইটা না হলে আগামীদিনে মানুষ তাদের যে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিয়েছেন সেই অধিকার থেকে উনাদের বঞ্চিত করতে পারেন—এই কথাটা যেন উনারা মনে রাখেন।

এছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে সমস্ত কার্যাকলাপের জন্য আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কোন কাজ করতে পারছি না, রাস্তাঘাট করতে পারছি না, বন্যা হওয়ার ফলে যে সমস্ত রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছিল সে সমস্ত রাস্তাঘাট ঠিকঠিকভাবে করতে পারছিনা। একটা সাব্‌-ডিভিসন থেকে আরেকটা সাব-ডিভিসনে পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট করতে পারেনি, গাড়ী চালু করতে পারিনি। একমাত্র আসাম আগরতলা ছাড়া আর কোন রাস্তা তো আমরা চালু করতে পারিনি। আগেতো আরো অনেক রাস্তা ছিল, এই আগরতলা থেকে কালাছাড়া হয়ে খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর পর্য্যন্ত রাস্তা ছিল। সেখানে জীপ গাড়ী যাতে চলাচল করতে পারে সে রাস্তা পর্য্যন্ত আমরা করতে পারছিনা। তার কারণটা কি? কারণ হচ্ছে তাদের কেউ করে এ. টি, টি, এফ কেউ করে টি. এন, ভি. কেউ করে টি এন এল এফ. কেউ করে আমরা বাঙ্গালী। কেন? কেন করে? তাদের লক্ষ্যাতো একটাই। লক্ষ্য তো প্রত্যেকটা মানুষের একটাই—আমরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্ব-নির্ভর হতে পারি, খাদ্যের দিক থেকে যাতে আমরা স্বনির্ভর হতে পারি—লক্ষ্যাতো একটাই। কিন্তু কেন তারা বিপথে পরিচালিত হচ্ছে কারা পরিচালিত করছে তাদের? যারা মানুষের সামনে আসতে পারেনা, বিভিন্ন কু কাজে লিপ্ত তারাই তাদের উস্কানী দিচ্ছে। তারা তাদের মনুষ্যত্ব না হারিয়ে আসল পথে যাতে ফিরে আসে তারজন্য আমি তাদের কাছে আহ্বান রাখছি। কিন্তু আজকে এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা এই হাউসে নেই—এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

তারপর পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন-এই পঞ্চায়েত নির্বাচন চলে গেছে এখন কোর্টের মধ্যে। শুধু এটাই নয়,

যেকোন ভাবেই হোক আপনারা দেখেছেন—ত্রিপুরার রাজ্যের একমাত্র জুটমিল তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই জুটমিল খোলার জন্য এখানে বাজেটের মধ্যে অর্থ ধরা হয়েছে। এইটাই নয়, শুধু, কৈলাসহরের নালকাটায় যে আনারসজাত দ্রব্য উৎপাদন ফ্যাক্টরী সারা বিশ্বের মধ্যে একটা ফ্যাক্টরী এখানে আছে সেই ফ্যাক্টরীটি বন্ধ হয়ে গেছে। সেটাও আমাদের খুলতে হবে। আমি আশা রাখছি আগামীদিনের বামফ্রন্ট সরকার যেকোন ভাবেই হোক জুট মিলের যেসব শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন তাদের পুনর্বহাল করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। এবং সেইভাবে নালকাটার আনারস কারখানার মধ্যে যারা কাজ করতো নিশ্চয়ই তাদেরও সেই রকমভাবে কাজে বহাল রেখে আনারস কারখানাটি চালু করে ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে ফসল আনারস সেই আনারসজাত দ্রব্য সারা বিশ্বে রপ্তানী করতে পারি—সেই লক্ষ্য রেখেই নালকাটার আনারস ফ্যাক্টরীটি যেন পুনরায় পুনর্জ্জীবিত করবেন।

আমি আশা রাখব - আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট বক্তৃতায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন কি পানীয়জলের ব্যাপারে, কি স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমস্ত কিছু এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই বরাদ্দ যাতে আগমী দিনে কাজে রূপ দিয়ে যেতে পারি, ত্রিপুরাতে একটা নতুন ত্রিপুরারাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারি সেই দিক দিয়ে আমাদের কর্মযজ্ঞ যাতে পুরোদমে চালিয়ে নতুন ত্রিপুরা হিসেবে ত্রিপুরাকে গঠন করতে পারি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যাতে একটা নজীরবিহীন কাজ দেখাতে পারি সেই দিক থেকে এগিয়ে যাবেন। আশা করি সবাই এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এবং আমিও এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহাশয়।

শ্রীসুনীল চৌধুরী (সাব্রুম) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ই মার্চ, ৯৪ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে উপস্থাপন করেছেন তাকে আমি স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাচ্ছি এই কারণে যে এটা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের বাজেট।

আমরা জোট আমলে দেখেছি গণতন্ত্র কিভাবে হত্যা করা হয়, কি রকম পৈশাচিকভাবে পঞ্চায়েত গুলিকে খতম করা হয়েছিল, মিউনিসিপ্যালিটিকে খতম করেছিল। মানুষের গণতন্ত্রকে খতম করে এই রাজ্যে সার্বিকভাবে একটি নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেটা উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনিও অবগত আছেন।

কাজেই সেই পরিস্থিতিতে মানুষ বাঁচার তাগিদে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য রাজ্যে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত পেশ করে তৃতীয়বারের মত রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট এই সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের যে চাহিদা তার রূপরেখার কিছুটা এই বাজেটের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবটাই এখানে আছে তা নয়। ধারাবাহিকভাবে সেই চাহিদার কাজ আমাদের করে যেতে হবে। সেই কাজের প্রথম যে ধারা সেই ধারাগুলি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এই বাজেটে এখানে পরিসংখ্যান দিয়ে সব কিছু বলার দরকার পড়ে না। প্রথমে যেটা বলা যায়, এই রাজ্যের ক্ষমতা হচ্ছে খুবই সীমিত এবং জনগণের আশা আকাঙ্খা হচ্ছে অধিক এটার মধ্যে কোন সীমানা টানা যায় না। কাজেই তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কংহীন ঘাটতি শূন্য বাজেট এটা হচ্ছে একটা চরম শৃংখলা মানার একটা নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে এই সরকার এই বাজেট এখানে পেশ করেছেন। প্রথমত হচ্ছে শূন্য কোষাগার। তার মধ্যে ঋণের বোঝা। তারপরও একটা সরকার দশ মাস কোনরকম ওভারড্রাফট ছাড়াই বা না নিয়ে কাজ করে গেলেন। কাজেই অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এখানে পরিস্কার হয়ে উঠেছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রশংসা না করে পারেন নি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই রাজ্যে চারটা বন্যা হয়েছে, তারমধ্যে ঋণ ছিল প্রচুর। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৫০ কোটি টাকা অনুদান এবং ১০০ কোটি টাকা সুদহীন ঋণের জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু সেটা বিবেচিত হয় নি। একটা রাজ্যের নিজস্ব কোন আয় নেই এবং তার উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ— এটার জন্য রাজ্য সরকার কোন পরিকল্পনা করে টাকা রাখেন না। টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে বাধ্য থাকেন এবং দেন।

আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে যখন বন্যা হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও বন্যা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য রাজ্য কেন্দ্রীয় সাহায্য পেল। কিন্তু আমার রাজ্যের এর জন্য কোন সাহায্য আসে নি সরকারী ভাবে কিন্তু বে-সরকারীভাবে আমরা দেখেছি অন্যান্য রাজ্যের যারা গণতান্ত্রিক মানুষ যাদের চিন্তা এবং বিচারের মধ্যদিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সাহায্য করার জন্য তারা সাহায্য পাঠিয়েছেন। তার জন্য ধন্যবাদ। আর একটা জিনিষ যে, কেন্দ্রীয় সরকার সুস্পষ্টভাবে যে কথাটা বলেন তার উল্টো পালটা হয়। আমরা দেখলাম ১০০ দিনের মধ্যে জিনিষ পত্রের দাম কমিয়ে আনা হবে। কিন্তু আমরা এখন দেখছি জিনিষ পত্রের দাম লাগামহীন ভাবে ধাপে ধাপে বেড়ে চলছে, এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। এবং তার উপর আছে ডাংকেল চুক্তি সেই চুক্তি যদি মেনে নেওয়া হয় যেটার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে আমাদের কৃষি এবং শিল্পের উপর দারুণ আঘাত আসবে। এবং অন্যান্য শিল্পের উপর যেমন মেডিসিন, মেডিসিনের উপরও আসবে, আমরা সাংঘাতিকভাবে বিপদ-গ্রস্ত হব। তার ফল আমাদের এখানে সার, কীট নাশক ঔষধ এবং শিল্পের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ উৎপাদিত হবে তার দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে। যে সমস্ত ঔষধ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে তাতে অনেক বেশী দাম দিতে হবে, মানুষের উপর আরও বেশী করে চাপ পড়বে। কাজেই এটা বুঝতে হবে। কিন্তু আমরা এমন একটা রাজ্যে বাস করি যে রাজ্যটা এক হাজার এক কিলোমিটার সীমান্ত তার মধ্যে ৮৪ শতাংশ রাজ্যের বাংলাদেশ সংলগ্ন আন্তর্জাতিক বর্ডার। শুধু বর্ডার অন্য রাজ্যের

সঙ্গে না আন্তর্জাতিক সীমান্ত হচ্ছে সেটা। তার উপর আছে এই রাজ্যের জনগণের মধ্যে যে ক্লাস বেণ্টার সেটা কি? এই রাজ্যের জনগণের একটা অংশ হচ্ছে অ-উপজাতি যার মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে উদ্বাস্তু, যাদের আর্থিক বুনিয়াদ বলতে কোন বুনিয়াদ ছিল না। তারা এই রাজ্যে এসে বসবাস করছেন। আর একটা অংশ হচ্ছে যারা এই রাজ্যের মধ্যে আছেন শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদপদ উপজাতি গোষ্ঠী যার মধ্যে জুমিয়া হচ্ছে প্রাধান্য। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে নাকি মোটা-মুটি বলা যায় জুমিয়া এবং উদ্বাস্তুদের একটা রাজ্য, অর্থনৈতিক বুনিয়াদগুলি দুর্বল ব্যক্তিগত ভাবে শিল্প উদ্যোগ এখানে গঠন করা সম্ভব না এই রকম একটা রাজ্য। সেই রাজ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এটা চিন্তা করা হয়েছে যে, এই রকম অবস্থায় যেখানে নাকি কেন্দ্রের দৃষ্টি আমাদের উপর সর্বাধিক করার কথা, সেখানে আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিকে কোন লক্ষ্য রাখছে না। কারণ আমরা দেখছি এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে বা যে কালোবাজারী চলছে এটাকে প্রতিরোধ করতে হয়। তাহলে পরে এই আন্তর্জাতিক সীমান্ত এই সীমান্তকে পাহারা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বি, এস, এফ দরকার; এবং তার টাওয়ার দরকার, রাস্তাঘাট দরকার এবং কাঁটা তারের বেড়া, যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলছি সেটা দেওয়া দরকার। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করছি যে এইগুলি কিছুই এখন পর্যন্ত হচ্ছে না। খালি হচ্ছে হবে এই কথা বলে শুনানো হচ্ছে। আর যোগাযোগের রাস্তা যেটা আছে একমাত্র আমাদের জাতীয় সড়ক যেটা শুধু আগরতলা অবধি। সেই সড়কে আমরা দেখি একটু বৃষ্টি বা বন্যা হলে আর যোগাযোগ রক্ষা করা যায় না। তারপরে যেমন উত্তর ত্রিপুরা থেকে গাড়ী আগরতলায় আসল, এখন আগরতলা থেকে যদি দক্ষিনে যেতে হয় যেটা সাব্রুম পর্যন্ত রাস্তা আছে সেটা জাতীয় সড়ক হিসাবে এখনও ঘোষণা করা হয় নি। সেটা কবে পর্যন্ত জাতীয় সড়ক হিবাবে ঘোষণা করা হবে আমি ঠিক বলতে পারি না। কারণ এখনও যেসব রাস্তার মধ্যে কাঠের সেঁতু আছে সেগুলি সংস্কার করে পাকা সেঁতু করার কিন্তু সেটা হচ্ছে না। সেটা হলে পরে হয়ত এটা করা সম্ভব হবে।

এখানে আমি বাজেটএ দেখছি যে টাকা রাখা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে সেগুলি হবে। কিন্তু এই দিকে আমি বলছি, কেন্দ্রীয় উদ্যোগ যতটা নেওয়া দরকার, সেই উদ্যোগটা নেই। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করছে। তার পরে এই যে বঞ্চনা, যে কথাটা আমি বলছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক ভাবে এই সমস্ত দেখাশুনা না করার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে যুবকরা আছেন, তারা অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, এই ব্যবস্থার জন্য। এই অসন্তোষের জন্যই আমরা দেখি এখানে উগ্রপন্থীর জন্ম হয়েছে, কারণ বিগত সরকারের আমলে আমরা তো দেখেছি, যে কোন চাকুরীর ক্ষেত্রেই বলুন বা যে কোন ক্ষেত্রেই বলুন না কেন, মানুষের কোন নীতি সেখানে পরিস্ফুট হয়নি। যেমন চাকুরীর ক্ষেত্রে হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট রোস্টার সেটাও মানা হয়নি। তারপর অন্যান্য ক্ষেত্রে পুন-র্বাসনের জন্য যে সুযোগ সুবিধা, সেইগুলি সম্প্রসারিত হয়নি, এরফলে আমরা দেখছি যে এই রাজ্যে উগ্রপন্থার জন্ম হয়েছিল এবং সেই জন্য এটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এটা আপনিও জানেন। যেটা কেন্দ্রের চক্রান্ত হিসাবে এখানে পরিলক্ষিত হয়েছিল। টি, এন ভি, যারা নাকি গত ৮৮ সনের নির্ব্বাচনের আগে মাত্র ১০ দিনের মধ্যে তারা ৯১ জন খুন করেছিল এবং এখানে একটা বাজে পরিবেশ তৈরী করেছিল। এই যে পরিবেশ করে উগ্রপন্থীর কাজকর্ম যাতে সম্প্রসারিত হয়, তার জন্য কংগ্রেস

এবং কংগ্রেসের হাইকমাণ্ড এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তিনিও জড়িত ছিলেন। এটা আমরা দেখেছি সেই সময়ে লালথান হাওলার যে জৈন পত্রিকা সেই পত্রিকায় রাজীব এবং খাংখেলের যেসব চিঠি পত্রের আদান হয়েছিল তা প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই এটা পরিস্কার। সেই কারণেই আজকে উগ্রপন্থী সমস্যা এখানে যেটা আছে, তার জন্য এই সরকার এসে বলেছে যে হ্যাঁ, তোমাদের অভিযোগ আছে, তোমাদের এই অভিযোগ আমরা শুনব। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু পারি, আমরা তোমাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। একমাত্র এই প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে আমরা দেখছি যে প্রায় ১৮ শত ছেলেমেয়ে উগ্রপন্থার জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে এবং তাদের পুনরবাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে যতটুকু জানি টাকা পাওয়া যায়নি। যদিও রাজ্য সরকার তার পরিকল্পনার মধ্যে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা রেখেছেন। কাজেই এটা ঠিক যে যদি কেন্দ্র সঠিক ভাবে দৃস্টি দিতেন তা হলে তা হত না। অন্যান্য রাজ্যে আমরা কি দেখি? পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী আছে, কাশ্মীরে উগ্রপন্থী আছে, সেখানে উগ্রপন্থী যারা সাইরেণ্ডার করছে তাদের জন্য যে প্রস্তাব, প্রস্তাবনা, পত্র পত্রিকায় যতটুকু প্রকাশিত হয়, তার সিকি ভাগও তো ত্রিপুরা রাজ্যে নেই।

যারা উগ্রপন্থী জীবনে বসবাস করছে তাদেরও এই সরকারের প্রতি নৈতিক সমর্থন আছে, তা না হলে ফিরে আসতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাংশের মানুষের এই সরকারের প্রতি নৈতিক সমর্থন আছে, এই জিনিষটা আজকে দেখতে হবে। এই রাজ্যে সমতল জমি আমাদের খুব কম। পার্বত্য অঞ্চল ত্রিপুরা ভুমি, এখানে সমতল ভুমি কম। কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে আমরা দেখছি যে এই পার্বত্য জমির মধ্যে যেখানে কিছুটা সমতল সমান ভুমি সেখানে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় তখন এখানে ফসল তৈরী করা যাবে। এবং জল যদিও না পাওয়া যায় প্রাকৃতিক সোর্স যতটুকু আছে তাকে কাজে লাগিয়েও আমরা কমলালেবু, কলা বাগিচা, নারকেল সুপারী, কাজু বাদাম, মশলার জন্য গুলমরিচ, হলুদ, আদা ইত্যাদি করা যায়। এই সবের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে বাজেটে। কাজেই সর্ব অংশের জনগণ যারা এই পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে তারা এ সুযোগটা পাচ্ছেন। এখানে জাতি উপজাতি পশ্চাদপদ জাতি যাই বলেন কেন সমস্ত অংশের কৃষকদের উপরে এটার প্রভাব পড়বে। বিগত দিনে আমরা দেখেছি যেটা অনেকের মনে আছে বিল্লাল মিঞা বিয়ে করলেন, ভোজ সভা হল, ফার্মে যা আছে যা ছিল সব উদাও। ঘি উদাও, মুরগী উদাও, সব উদাও হয়ে গেল। হাঁ, বিল্লাল মিঞা বিয়ে করতে পারেন, ভাল কথা, করাও দরকার করবে না কেন, কিন্তু তার জন্য সরকারী সম্পত্তি উদাও হয়ে যাবে তা কি করে হয়? আমরা এখানে দেখেছি যে, ফার্মগুলিতে যা ছিলসব শেষ হয়ে গেছে লুটপাট হয়ে গেছে। এইভাবে লুটপাট করলে কি আর থাকে? যে যেভাবে পারে নিয়ে যাচ্ছে কেউ হাঁস, কেউ মুরগী, কেউ দুধ, কেউ ছানা এই ভাবে নিয়ে গেলে কি আর থাকে। কাজেই এইগুলির অবস্থা খুব সুচনীয় হয়ে গিয়েছিল। সেগুলিকে আবার পুনর্গঠিত করা এটাকে যাহাতে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় এবং সুষ্ঠু ভাবে রূপায়নের জন্য এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবং পশু খাদ্য চাষের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

আধুনিক ভাবে চাষ করে সেখানে যাতে এই সব পশু খাদ্য তৈরী করা যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপরে আছে ফিসারী। আগে আমরা দেখেছি এই ফিসারীতে প্রতি হেক্টারে যেখানে ২ হাজার কে.জি মৎস্য উৎপাদন হতো, এখন সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টারে ৩ হাজার কে.জি মৎস উৎপাদন করার লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় কৃষি পর্যদ ইম্ফলে যে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন করছে, তার অধীনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও একটি কিসারী কলেজ স্থাপিত হবে এবং এই বছরের জুলাই মাস নাগাদ লেম্বুছড়াতে বর্তমান আই, সি, এ আর কমপ্লেকসে-এর পাঠক্রম শুরু হয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে একটা ভাল কথা যে আমাদের কাজে লাগবে। তারপর আছে বন, এই বন সম্পর্কে বলা যায়, বিগত জোট সরকারের আমলে নানা ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, সেখানে এ আমলে গ্রামে যারা প্রধান ছিলেন, তারা পর্য্যন্ত এই বনকে লুঠ করে গেছেন, সেই বনকে আবার পুনঃগঠিত করার একটা ব্যবস্থা বর্তমান রাজ্যে সরকারের আমলে গড়ে তোলা হচ্ছে—সেটা হচ্ছে বন সুরক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্পে জনগণের অংশ গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং বনে যারা গাছ লাগাবেন এবং তাকে রক্ষা করবেন, তার থেকে তারাই কিছু লভ্যাংশ পাবেন। তারপরে আছে রাবার চাষ—আমাদের এই রাজ্য রাবার উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত নয়, তবু ভারতের এমন রাজ্যগুলির মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য রাবার উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে। আর, তার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য নতুন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া, এন, ই, সির সহয়তায় আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা সম্পন এক ধরণের ঔষধ 'ডায়োস জেনিন' উৎপাদনও শুরু হয়ে গেছে। তারপরে আছে বিভিন্ন সমবায়গুলি—আগে এগুলির যে সহায় সম্বল ছিল, বিগত আমলের লুঠেরা, সেগুলির প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছে এখন সেগুলিতে একটা একটা করে নির্বাচন করা হচ্ছে এবং নতুন করে টাকা পয়সা দিয়ে জনগণের কল্যাণের কাজে লাগানোর একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপরে আছে, এই রাজ্যের হস্তশিল্প, রেশম শিল্প, এমন কি চা শিল্প। এই রাজ্যে ১০ চা বাগান সমবায় ভিত্তিতে চলছিল, কিন্তু বিগত জোট সরকারের আমলে সেগুলির পরিকাঠামোকে পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এবার, সেগুলিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তার মধ্যে দুর্গাবাড়ী টি, এষ্টেটটা আমাদের কাছে, অতীব গৌরবের বিষয়। কেন না, সেটা পরিচালনা করছেন, আমাদের শ্রমিকেরা, এবং উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য চা বাগানগুলির চাইতে অনেক বেশী। এরপরে, জুট মিল যেটা আছে, সেটাকে আবার চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তারপরে আছে ব্লেক বোর্ড অপারেশান—এতে স্কুলে স্কুলে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য যে ব্লেক বোর্ড দেওয়ার প্রয়োজন, সেটা আগের সরকারের বোধগম্য ছিল না, তাদের যেটা বোধগম্য ছিল, সেটা কন্ট্রাক্টারদের কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া। তাতে শিশুদের লেখাপড়া হবে কি--হবে না, তা তাদের দেখার বিষয় ছিল না।

শুধু টাকা দিতে পারলে হলো। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সেখানে করা হয়েছিল। এখন যেখানে লোকবসতি আছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলের যেতে পারবে সেই সকল স্থানেই করা হবে। আমরা দেখেছি শিক্ষা হচ্ছে মেরুদণ্ড। আগে অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারতাম না। এখন খেলাধূলাতে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। খেলাধূলাতে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করছে। কাজেই ছেলে মেয়েরা যাতে আরও ভাল রেজাল্ট করতে পারে সেইজন্য আরও বেশী ইনসেনটিভ দিয়ে তাদের প্রতিভাকে উন্নত করা যায় সেই চেষ্টা হচ্ছে। ছাত্র ও শিশুরা যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তাহলে ভবিষ্যতে তারা সুনাগরিক হতে পারবে। জোট আমলে এই দিকটা বন্ধ করে তাদেরকে মদের বোতলে তুলে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে ব্যবহার করা হতো অসামাজিক কাজে। ছেলেমেয়েদেরকে ভাল ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা আরও বেশী স্বর্ণ পদক নিয়ে আসতে পারে। খেলাধুলার উন্নত করতে হলে কিছু ছোটখাট কাজ করতে হবে। যেমন খেলার মাঠ, ঘর, সাজসরঞ্জামের ঘর ইত্যাদি করতে হবে। কয়েকটা

যা স্ট্যাডিয়ামের কথা এখানে বলা হয়েছে। সবটা স্ট্যাডিয়াম করা যাবে সেটা বলছি না। তবে ছোট ছোট কাজগুলি করতে হবে। মহিলাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সেই কমিশন কাজ শুরু করেছে। গ্রামের হেলথ সেনটারগুলিকে উন্নতি করতে হবে। ঝং ধরে গেছে ঝালাই করে ঠিক করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার পঞ্চায়েত আইন -- এটা ওদের সর্বনাশ, এই সর্বনাশের ভয়ে এখানে আসে না। পঞ্চায়েত ইলেকশন হলে কংগ্রেসের সর্বনাশ হবে।

কাজেই পঞ্চায়েতকে আটকাতে হবে। তার জন্য যত রকম পরিকল্পনা। স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের সময় বলেছিলাম, সি. পি. আই, এম কে আটকাবার জন্য ঐ দূরবীন দিয়ে দেখার জন্য যত আক্রমণ। আজকেও যত পরিকল্পনা ঐ পঞ্চায়েতকে আটকাতে। গ্রামীন মানুষ জেগে উঠবে এটা সহ্য করা যায় না। কাজেই গ্রামীন মানুষের বিরুদ্ধে সব রকম ষড়যন্ত্র একের পর এক করে যাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের জন্য বিধানসভায় আসেন নি। স্যার, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হবে জনগণের ভোটে ভয় পাবার কি আছে ? না, ভোট করতে দেবেন না। মামলা হয়েছে। শুনানীও হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রায় হয় নি। কবে রায় হবে জানি না। আজকেও আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রী বলেছেন, সাব-জুডিসিয়ানের। কাজেই বেশী কথা বলা যাবে না।

তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর জনগণের সার্বিক উন্নয়নের উপর সরকার বিশেষ জোর দিয়েছেন তাদের উন্নয়নের জন্য সমস্ত রকম প্রকল্প নেওয়া হবে। আমরা দেখেছি, কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এগুলি হচ্ছে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড প্লান্টেশান কর্পোরেশন। তারা মুখ্য ভূমিকা নেবে। তফসিলী জাতি এবং উপজাতি অংশের লোক তাদেরও নিতে হবে। ১৯৯৪-৯৫ আর্থ বছরে ৫০০ রিয়াং পরিবারকে এই কর্ম্ম সূচীর আওতায় আনা হবে এবং এদের জন্য ১২৫ হেকটর পরিমিত ভূমিতে বাগিচা গড়ে তোলা হবে। আরো ছোট ছোট যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছে, আদিম জাতি গোষ্ঠিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শলা পরামর্শ করবেন। আমাদের এ ব্যাপারে প্রস্তাব থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নি। আলোচনা আরো চালিয়ে যেতে হবে।

উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে হস্তান্তরিত জমি প্রত্যার্পণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার বিষয়ক বিধিটি ফলপ্রসূ যাতে করা যায় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

জেলা পরিষদ সম্পর্কে বাজেটে অনেক কথাই বলা হয়েছে। জেলা পরিষদকে রক্ষা করতে হলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জেলা পরিষদের ভেতরে যারা আছেন তাদের জন্য ইনার লাইন পারমিট দিয়ে চিহ্নিত করা। এটা করতে না পারলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাবে না। কাজেই ইনার লাইন পারমিট চালু করার খুব প্রয়োজন আছে। এটা চালু করতে হবে এবং অবিলম্বে চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

স্যার, পূর্ত্ত দপ্তরের অনেক রাস্তা। ৫,৬০০ কি. মি রাস্তা। এগুলি ঠিক করতে হবে। ২০০টি এস. পি টি, ব্রীজ। এইগুলিরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আমি বলেছি, ধীরে ধীরে এইগুলি পাকা করে ফেলতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আমি এই কথা বলতে চাই যে ত্রিপুরার গ্রামীণ জনগণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে যেগুলি মুখ্য প্রয়োজন সেগুলির রূপরেখা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে তুলে ধরেছেন। তাকে আমি গণতান্ত্রিক বাজেট বলেই উল্লেখ করছি এবং এই বাজেটকে সমর্থন করার আবেদন সবাইকে রেখে এবং আমি নিজে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা। :—(ছাউমনু) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ ১৯৯৪ইং মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের বাজেট। সুতরাং এই বাজেটকে আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। স্যার, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে যখনই এই হাউসে জনদরদী বাজেট পেশ করা হয় তখন এই হাউসে কংগ্রেস উপস্থিত থাকে না। এটা আমি অনেক বার দেখেছি। গত দিনগুলিতেও তাই দেখেছি, আজকেও তাই দেখছি। ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বাজেট পেশ করা হোক সেটা কংগ্রেস দল কোন দিনই চায় নি এবং মানতে পারে নি এবং মানতে পারে নি বলেই আজকে তারা হাউসে উপাস্থিত নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা বাজেট পেশ করেছি। কিন্তু আমরা বলি নি যে ত্রিপুরা বাসীর জন্য একটা বিরাট ধরনের বাজেট পেশ করেছি। ছোট বাজেটই করেছি, কিন্তু তা সত্বেও কংগ্রেস দল এই বাজেটকে সহ্য করতে পারে নি, এবং পারে নি বলেই আজকে তারা হাউসে অনুপস্থিত। ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী কোন দিনই গরীবের জন্য তৈরী বাজেটকে সহ্য করতে পারে না। এবং সেটা পারে না বলেই আজকে বিরোধী দলের আসনগুলি ফাঁকা পড়ে আছে। এই বাজেটের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের জন্য কিছু কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু গত পাঁচ বছরে জোট সরকারের আমলে গরীব মানুষের জন্য একটা কাজও করা হয়নি। আমরা তাদেরকে বার বার বলছি টাকা যদি লাগে টাকা নিন, গরীবের জন্য টাকা খরচ করুন। কিন্তু তারা সেটা করেন নি। আজকে বামফ্রন্ট তৃতীয়বার সরকারে আসার পর এই ১০ মাসের গরীব মানুষের স্বার্থে অনেক কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা জোট সরকারের আমলে গত পাঁচ বছর ধরে হয় নি। স্যার, আমরা জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে পাকা ঘর নির্মান করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি ব্লকের মাধ্যমে। আমাদের রাজ্যে ১৭ টা ব্লক আছে। ১৭টা ব্লক থেকে আমরা ১৭টা জুনিয়র বেসিক স্কুলকে পাকা ঘর তৈরী করে দিতে পারি। এটা আমরা করতে পেরেছি। কারণ আমাদের শুভ উদ্যোগ আছে। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে এটা হয় নি। কারণ তারা কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন সত্য, কিন্তু সে টাকা গরীব মানুষের স্বার্থে খরচ করেন নি, ব্যক্তি স্বার্থে খরচ করেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ১০ মাসে যে একটা যুগান্তকারী কিছু একটা করেছেন তা নয়, মানুষের স্বার্থে কাজ করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন যে গ্রামে রাস্তা তৈরী করা, গরীব মানুষকে কিছু করে দেওয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আই, সি, ডি, এস প্রকল্প আছে, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প।

সরকারের প্রকল্প কিন্তু সেখানে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন দায় দায়িত্ব নেই। দায় দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশুনা করছে। কিন্তু সেখানে গত ৫ বছর কোন কাজই হয় নি। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সেখানে মাটির ওয়াল দিয়ে স্কুল ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস সরকার বিগত ৫ বছরে এইগুলির কোন সংস্কার করেন নি। ফলে বহু স্কুল নস্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ ভেঙ্গে গেছে। কাজেই এই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে আমাদের টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে। বিগত দিনে এই সমস্ত কাজের জন্য আমরা বিধানসভায় বহু আলাপ-আলোচনা করেছি। কিন্তু বিগত সরকার কোন দিনই চান নি যে এই জিনিসটা হোক, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হোক, রাস্তা-ঘাট হোক। আপনারা দেখবেন পত্রিকায় প্রায় সময়ই দেখা যায় এ, ডি সিতে এই হচ্ছে না, সেই হচ্ছে না কিন্তু এই এ, ডি, সি এলাকায় রাজ্য সরকারের করনীয় কিছুই নেই, কারণ এ, ডি, সির দায়িত্ব উনাদেরই হাতে। এ, ডি, সিকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা যায় কিন্তু ক্ষমতা উনাদেরই হাতে। আপনারা পত্রিকায় দেখেছেন গোবিন্দবাড়ী নাতীন মনুতে ৮ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমাদের গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক পাঠিয়েছে এবং সেখানে প্রায় ৪০০/৫০০ জন লোককে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং ঔষধপত্র সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত দিনে এই গোবিন্দবাড়ী এবং নাতীন মনুতে আন্ত্রিক হয়েছিল তখন আমরা অনেক চিৎকার করেছিলাম এমন কি এই বিধানসভায় পর্যন্ত চিৎকার করেছিলাম কিন্তু তা সত্বও সেখানে কেউ যায় নি বা চিকিৎসার জন্য কোন টীমও পাঠানো হয় নি। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি বিগত সরকারের ছিল না। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন বিগত জোট সরকার মানুষের জন্য কোন কাজই করতে চান নি। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার পর আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। সংকট কিছু আছে, সংকট থাকা সত্বেও যেভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

যেমন গোবিন্দবাড়ী নাতিনমনু এই সমস্ত এলাকাতে যেখানে মানুষ একা চলাফেরা করতে পারে না সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে উন্নয়নের কাজ করার জন্য তারা যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সেখানে জোট আমলে অর্ডার হয়েছিল মার্ক-টু টিউব ওয়েল করার জন্য কিন্তু সেটা আর করা হয়নি। আজকে কি করে তা হচ্ছে? এতেই বুঝা যায় যে এরা ছিল নিজের স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠিত মানুষের জন্য নয়, এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে ঠিকই তবু জানা সত্বেও কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখবেন জাতির জন্য চিৎকার করে উপজাতি যুবসমিতি, ওদিকে এ ডি সির মধ্যে তো

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

তাদের ক্ষমতা আছে সেখানেতো ইচ্ছা করলেই এডিসি এলাকার মধ্যে রাস্তঘাট করে মানুষকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু এই সব না করে তারা বামফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে লড়াই করে, অথচ আগে কিছুই করেনি। এই বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এডিসিকে শক্তিশালী করার জন্য যতটুকু সাহায্য করা যায় তা করার উদ্যোগ নিয়েছে। জোট আমলেতো তা করা হয়নি এবং এডিসির ওরাও সেই ব্যাপারে কিছু কোনদিন বলেনি। সেদিন একটা পত্রিকায় দেখলাম সেখানকার অমিয় দেববর্মার ক্ষোভ, সেখানে একটা কমিটি করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে সভাপতি করে। কি হয়েছে পার্টি থেকে বঞ্চিত করেছে, তাই সে পদত্যাগ করবে ষ্টিয়ারিং কমিটি থেকে। এটা কেন বলেছে, কারণ সেখানে যদি ষ্টিয়ারিং কমিটি থাকে তাহলে বিপদ হল টাকাটা খেতে পারবে না। গত পাঁচটা বছর যে লুটের রাজত্ব করেছে সেটা আর করতে পারবে না। সেখানে আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি, যা খুশি তা করতে পেরেছে, এখনও তা করে যাচ্ছে। এই জিনিষটা কিন্তু আস্তে আস্তে সারা ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে বলেই আজকে তারা কোনঠাসা হচ্ছে, আর এই জন্যেই সময়ে সময়ে একথা ওকথা বিবৃতি দেয়। আজ ত্রিপুরা রাজ্যের যা অবস্থা, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতিরাতো আজকে উদ্বাস্তুর মত। অবশ্য এইটা ঠিক যে ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরীরা যারা আছে আগের থেকেই তেরশত বৎসর ধরে ১৮৪ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেছে, ত্রিপুরার মহারাজারা। অথচ তা সত্বেও আমরা এখনও উদ্বাস্তুর মত। কেন উদবাস্তুর মত, তার দায়িত্ব কার? ঐ মহারাজাদের। তখন আমাদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেছে, আমাদের উন্নতির কোন সুযোগ ওরা রাখেনি। আর সেই সুযোগটা নিল কংগ্রেস, কিছু উপজাতি যুবসমিতিতে বিভ্রান্ত করল, বাঙ্গালীরা সমস্ত শোষণ করে নিচ্ছে একথাটা ঠিক না, সব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে বাঙ্গালীরা, এটা ঠিক না। শিক্ষায় দীক্ষায় যদি আমরা সমান থাকাতে পারতাম এবং সমানভাবে যদি আমরা এখানে বসবাস করতে পারতাম তাহলে আজকে আর এই কথাটা আসত না। আজকে আমাদের মনের এই সেন্টিমেণ্টের জন্য দায়ী কে, ঐ মহারাজা।

আমি এইজন্য বার বার এই কথা বলি। কাজেই এই রাজ্যে যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে সেটা কারা করেছে কংগ্রেস। আজকে তাদেরই কিছু অংশ বলে থাকে যে কমিউনিষ্টরা নাকি এই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে। আসলে তারা যদি ভালভাবে বুঝতেন, তাহলে এইটা বলতেন না। কারণ এই জোট আমলেই দেখা যায় ৮৮ জন উপজাতি যুবক বন্দুক সহ বি, এস, এফ, এর হাতে ধরা পড়ে। তারা রাজ্য সরকারের পুলিশকে নয় একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ বি, এস, এফ এর ক্যাম্প আক্রমণ করে বসে। পরে

বি, এস, এফ, এর হাতে তাদের ৮৮ জন বন্দুক সহ ধরা পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এই ৮৮ জন যুবককে বন্দুক সহ গ্রেপ্তার করার পর কিছু সময় পরে ছেড়ে দিতে হলো কংগ্রেসের নির্দেশে। তাহলে কারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করছে এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পেরেছে। তারপর আরো দেখা গেলো আগে বামফ্রণ্ট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই আমরা বাঙ্গালী দল সৃষ্টি হলো, টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদল সৃষ্টি হলো। তারপর যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো তখন সেই আমরা বাঙ্গালী দলও ছিল না, টি, এন, ভি, ও না। তাহলে এদের কারা সৃষ্টি করেছিল ? তারপর আজকে যখন বামফ্রণ্ট আবার ক্ষমতায় এসেছে তখন আবার আমরা বাঙ্গালী দল আত্মপ্রকাশ করেছে, টি, এন, ভি দল আত্মপ্রকাশ করেছে। এরা কারা— ? এরা কংগ্রেসেরই-উপজাতি যুব সমিতিরই-কারণ আজকে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি তাদের বিগত দিনের কার্যকলাপের জন্য জনগনের কাছে যেতে পারছে না, কোন সভা সমিতি করতে পারছে না, আজকে কংগ্রেস আমরা বাঙ্গালী দলের মাধ্যমে এই সভা সমিতি করছে, উপজাতি যুব সমিতি টি, এন, ভি, দলের নামে এই সভা সমিতি করছে। কাজেই এইটা কারো বুঝতে বাকি নেই যে এই উগ্রপন্থী দল কারা সৃষ্টি করছে। এইটা কংগ্রেস দল করছে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই উগ্রপন্থী দল সৃষ্টি করছে।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রত্যেকটি দপ্তরের যে টাকা উন্নয়ন মূলক কাজে খরচ করার জন্য ধরা হয়েছে বিশেষ করে এই যে গ্রামীন কর্ম সংস্থান প্রকল্পে যে অর্থ রাখা হয়েছে এটা ভাল হয়েছে, তবে আরো বেশী টাকার দরকার। কারণ গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ইত্যাদি উন্নয়মূলক করতে গেলে আরো বেশী টাকার দরকার রয়েছে। এই টাকা না থাকলে পরে কোন কাজ-ই করা সম্ভব হবে না, গ্রামাঞ্চলের উন্নতি করাও সম্ভব হবে না।

আগে জোট আমলে এখানে ঋণ মেলা করে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে এবং বলেছে যে-তোমাদের এই ঋণ আর ফেরত দিতে হবে না যেসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এরপর আই, আর, ডি, পি, ঋণের জন্য একটা সার্ভে পর্যন্ত করতে দেয়নি। আমরা কোন রকম চেষ্টা করে এই সার্ভের কাজটা করেছি। কারণ তারা এই সার্ভের কাজটা করতে দেয়নি এর কারণ এই ঋণ মেলার নাম করে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা আসলে কোন গরীব মানুষ যাদের ঋণ পাবার দরকার-উপযুক্ত তারা পায়নি সেজন্য তারা এই সার্ভের কাজ করতে দেয়নি। তবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের অনেক চেষ্টার পর এইটা সার্ভের কাজটা করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না হয় সে জন্য ব্যাংকগুলিকে সচেষ্ট থাকা দরকার।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

আজকে এখানে দেখা যাচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকার কৃষি শ্রমিকদের প্রসূতি ভাতা দেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। আগে জোট আমলে এই প্রসূতিদের ভাতা দেবার জন্য কোন ব্যবস্থাই তারা গ্রহন করেনি, উপর সমস্ত ভাতা যা বামফ্রণ্ট সরকার চালু করে গিয়েছিলেন সেটাও বন্ধ করে দিয়েছিল। আজকে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষি শ্রমিকদের প্রসূতি ভাতা দিচ্ছেন।

জোট আমলে এই কথা বলে নি। সেটা দেয় নি। এখন দেওয়া হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। বাজেটের মধ্যে আগেই দেওয়া হয়েছে। এটা কিছু কিছু চালু রয়েছে। প্রসূতিভাতা ভাতা দেওয়া খুবই ভাল কথা। কৃষকদের এবং জুমিয়াদের ভাতা তেমন দেওয়া উচিত। একজন মা যাহাতে সেই ভাতাটা পান। কারন সেটা দিয়ে তার স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখা যাবে। কাজেই গরীব অংশের জন্য যে জিনিষটা এখন করা হয়েছে সেটা ঠিক। এই বাজেটের উপর আর কিছু না বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোর পুর)ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটে প্রথম দিকে যেভাবে দেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন অর্থ বছরে ঘাটতি যেভাবে ছিল তাতে ১৯৯১-৯২ সালে ৬৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতির যেটা সেই পুরানো বাজেটে ছিল, সেটা শূন্যের কোটায় নেমে আসতে পারে। আর ১৯৯৪-৯৫ সালে এখানে ঘাটতি শূন্য বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে। বাজেটের ভিতরে বিভিন্ন দপ্তরের যে তথ্য এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, যে অর্থের যোগান বিভিন্ন দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে তাতে এটা বলা যেতে পারে এই বাজেট জনগনের বাজেট। সাধারন মানুষ কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস-এর যে বিশৃংখল অর্থনীতি ছিল জোট আমলে, সেই অবস্থা টাকা পয়সা হাফিজ হয়েছে, গনতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। সাংবিধানিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা সেখানে করা হত না। প্রত্যেক দপ্তরের মধ্যে ঘাটতি ছিল। এই রকম একটা অর্থনৈতিক অবস্থা যেভাবে রাশ টেনে ধরা হয়েছে তার ফলে এই ঘাটতি বাজেট শূন্যের কোটায় ছিল। এই রকম একটা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যে ভাবে রাশ টেনে ধরা হয়েছে তার ফলে এই ঘাটতি বাজেটকে শূন্যের কোটায় আনা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্খার সমাধান এই বাজেটের মধ্যে পুরণ হয়েছে। এই কথা না বলা হলেও যে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে সমস্ত অংশের মানুষ সেই ক্ষেত মজুরই

হোক, দীন মজুরই হোক এবং বেকার লোকই হোক-এর জন্য একটা সামান্যতম কাজের সুযোগ এই বাজেটে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। কিন্তু এখানে যে বাজেটটা উপস্থাপিত করা হয়েছে, এই বাজেট উপস্থাপিত করার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে যে পশ্চাদপদ প্রত্যন্ত রাজ্যে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নড়বড়ে। একটি মাত্র লাইফ লাইনের উপর নির্ভরশীল। একটি জায়গায় সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়া দরকার। এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠা দরকার. রেলের এখানে প্রয়োজন তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ এই রাজ্যে আছে তাকে ব্যবহার করার একটা সুযোগ এখানে থাকা দরকার। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সবগুলি প্রচণ্ড পরিমাণে একটা বাধা এখানে আমরা দেখছি। কেন্দ্রীয় সরকার যদিও প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজ্য বিশেষ কেটাগরির রাজ্য এবং যে পরিমাণ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল, যেভাবে ক্যাপিটেল এখানে ফ্লো করা দরকার ছিল সেটা তারা করেনি। এই একটা কেন্দ্রের বঞ্চনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং গত ৫ বছরে যে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা চলছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে বলা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ঘাটতি বাজেট যেভাবে আজকে বাইরের বিভিন্ন সংস্থার কাছে ঋণ নেওয়ার ফলে আমদানি করার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে আজকে জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের যে সুযোগগুলি দেওয়া হচ্ছে তার ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে যে শিল্প উদ্যোগ আছে সেগুলি মার খেতে শুরু করেছে। এবং জিনিষপত্রের উপর যেভাবে কর বসানো হচ্ছে, পরোক্ষ কর বসিয়ে যেভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়ানো হচ্ছে বাজেটের পূর্বে, যেভাবে প্রশাসনিক নির্দেশের মধ্য দিয়ে যে ভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে এই রকম একটা রাজ্যে বাজেট করা যে অসুবিধা সেটা নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারবেন।

ঠিক সেই কারণে এখানে বাজেটের ভেতরে যে কথাটা বলা হয়েছে, এই যে জিনিস পত্রের দাম কেন্দ্রীয় সরকার ধাপে ধাপে বাড়িয়ে দেয় এর ফলে রাজ্যের অর্থনীতি একটা চরম ভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে যে সার্ভে হয়ে গেল দারিদ্র্য সীমার নীচে কত শতাংশ লোক বাস করে। তাতে এখানে ৭০. ৫৩ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে; বেশীর ভাগ লোকই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। আর বাকি যারা আছে তারাও জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে, লড়াইয়ের মধ্যে আছে। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি, তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি বাড়বে, এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। কারণ আজকে ঘাটতি বাজেট

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

তৈরী করার মানে হল আজকে সেখানে চাপ সৃষ্টি হবে। তার ধাক্কা ত্রিপুরা রাজ্যের মত অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গিয়েও পড়বে। সুতরাং সেই দিক থেকে এখানে যা বলা হয়েছে তা ঠিক বলা হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার আজকে বাইরে থেকে সুদে টাকা আনছে বিভিন্ন অর্থকরি সংস্থা থেকে অর্থ আনছে। এবং তার যে সুদ দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। এরফলে আমাদের দেশের যে স্বাধীনতা, আমার দেশের যে একটা সার্বভৌমত্ব সেটা আজকে কিভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এবং যে ডাংকেল চুক্তি, সই হয়ত এখনও করেন নি। যেভাবে সেটা মেনে নিয়েছে বা যেভাবে ডাংকেল চুক্তি ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত করছে, তার ফল এসে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও পড়বে।

আজকের সারের ভর্তুকী তুলে নেওয়া হয়েছে, আজকে পি, ডি, এস, সিস্টেমে যে সমস্ত জিনিষপত্র দেওয়া হয়েছে, সেখানে যে ভাবে ভর্তকী তুলে নেওয়া হচ্ছে তাতে আজকে অত্যাবশকীয় পন্যের দাম বাড়ছে। আজকে আমাদের মত ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে যেখানে বেশীর ভাগ লোক গরীব, তাদের অবস্থা, তাদের আরো কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মুখোমুখী হতে হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এই কেন্দ্রীয় সরকার ডাংকেল প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে যে সমস্ত বীজ তৈরী হচ্ছে তার পেটেন্ট চালু হবে, সেখানে রয়্যালিটি দিতে হবে, । এর ফলে কৃষকের যে একটা স্বাধীনতা সেটা বিপন্ন হচ্ছে। অথচ প্রত্যেকের একটা ফাণ্ডামেন্টাল রাইট আছে, কিন্তু সেই ফাণ্ডামেন্টাল রাইট সেখানে এটা বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা দেখছি যে সংরক্ষন আইন ডাংকেল প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে চালু হবার কথা। তার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একজন কৃষক তার যে গরু রয়েছে তার যদি কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো হয় এবং তাতে যদি গরুর বাচ্চা আসে, এই বাচ্চাটা কিন্তু কৃষকের হবে না। এর জন্য তাকে রয়্যালিটি দিতে হবে। কাজেই তা ডাংকেল প্রস্তাব মত এটা পেটেন্ট হয়ে আসে। এই যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা এখানে আমদের বাজেটের মধ্যে সামান্য রয়েছে, যে কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে এটা প্রচণ্ড আঘাত আনবে, বিশেষ করে এখানে উল্লেখ রয়েছে বহু সংস্থার মুখে। আজকে ঔষধ-পত্রের দাম এমনিতে বেশী, আজ এই প্রস্তাবের ফলে যদি দাম ৩০০ পারসেন্ট বৃদ্ধি হয়, তা হলে এটা কোন জায়গায় গিয়ে দাড়ায় আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বলতে পারে, তার অনেক কথায় কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছে, সেখানে গরীব মানুষ রয়েছে, ডাংকেল প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে আজকে এটা পরিস্ফুট হচ্ছে। কাজেই এটা সাংঘাতিক অবস্থা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। কৃষির ক্ষেত্রে আজকে এখানে চার চারটি বন্যা হয়েছে, এখানে তার ফলে কৃষি নির্ভর ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি মার খেয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য এখানে আসনি অথচ অন্যান্য রাজ্যে যখন বন্যা হয়, আমরা দেখি বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য অনেক রকমের

টীম এসে সার্ভে করার আগেই তাদের এই বন্যাত্রানের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সুযোগটি পায় নি। তার ফলে এমনিতে বিধ্বস্ত অর্থনীতি, কোষাগার শূন্য, সেই জায়গায় এই রকম একটা বঞ্চনা ত্রিপুরার মানুষের প্রতি যে কেন্দ্রীয় সরকার করেছে তার ফলে কৃষকদের যতটা সুবিধা দেওয়া যেত, সেটার সবটা দেওয়া যায়নি। কিন্তু এই সরকার গরীব মানুষের জন্য তারা তাদের সাধ্যমত সহযোগিতা নিয়ে আজকে সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে কৃষিখাতে যেখানে ২৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে সেখানে ধরা হয়েছে ৩৫,৬৭ কোটী টাকা কৃষিখাতে। কারণ কৃষি কাজে নানা রকম ভাবে বীজ সার ইত্যাদি যদি পূরণ করতে হয় কৃষি ক্ষেত্রে যদি নজর রাখতে হয় কৃষকরা যাহাতে উৎপাদন করতে পারে সেই জন্য রাসায়নিক প্রতিষেধক হাতের কাছে পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। জোট সরকারের আমলে সব কৃষকরা এক জোট হয়ে বিভিন্ন আন্দোলন করে ছিলেন সেই রাস্তা রোখো সেই মিছিল মিটিং নানা রকম। সেই সময় কৃষক-দের বীজ, সার ঔষধ কিছুই দিতেই পারে নি। সবকিছু লুটপাট করে খাওয়া হয়েছিল এই সব বাজেটের টাকা। কিন্তু আজকে বামফ্রণ্ট সরকার এই সবগুলির জন্য টাকার সংস্থান রেখেছেন। আপনারা জানেন এই ১১ মাসে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্টিত হওয়ার ফলে এখানে অনেক বক্তা বলেছেন যত টাকা বাজেটের মধ্যে ধরা হয় সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্যোগ আমা-দের তরফ থেকে আছে। যদি সেখানে ভুলত্রুটি থাকে সেটা ধরিয়ে দেওয়ার যে গনতান্ত্রিক দায়িত্ব সেই দায়িত্বকে পালন করার জন্য বিরোধীরা থাকার দরকার ছিল, আজকে বিরোধী শূন্য জায়গায় আসনগুলি তাকিয়ে এই মনে হয় — সাধারণ মানুষ তাদেরকে নির্বাচিত করছে তাদের কাছে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্রকে উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য আজকে সেই দায়িত্ব তারা পালন করেছেন না। সুতরাং, আজকে যতটা অর্থ এখানে বরাদ্দ হয়েছে সেই অর্থ যাহাতে কৃষকদের হাতে যায় কৃষকদের প্রয়োজনে যাহাতে লাগানো যায় সেই গুলি ভালভাবে দেখার জন্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য আজকে দরকার পঞ্চায়েত। বিগত দিনে কংগ্রেস' যুব সমিতি এই সমস্ত নির্বাচিত যে পঞ্চায়েত ছিল সেটি ভেঙ্গে নিজেদের মনোনীত সমস্ত লোকদেরকে সেখানে বসিয়েছিল। তারা গণতন্ত্রের কথা বলতে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু যে গণতন্ত্রের সে সমা-ন্যতম সুযোগ আছে সেগুলিকে তারা নষ্ট করে এবং নিজের পকেট ভারী করার লক্ষ্যে সমস্ত কিছুকে চিহ্নিত করে সমস্ত কিছু জিনিষকে নিয়ে যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচন করার ব্যাপারে সরকার যেটা উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন তারা সেটাকে কিভাবে বাকাল করা যায় নানা রকম ফন্দি তৈরী করছেন।

রাজ্যর জাতি উপজাতি মেহনতী মানুষের যে আশা আকাঙ্খা সেটাকে পূরণ করার যে আন্তরিকতা আছে এই বামফ্রণ্ট সরকারের, এবং সরকার তার সিমিত অর্থের মধ্যেও চেষ্টা চালিয়ে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

যাচ্ছে সেটি জনসাধারণ ভাল করেই জানেন। এবং সরকার চেস্টা করছেন সামান্য হলেও সরকারের কোষাগারে কিছু টাকা জমা করে সেটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্নোত্তর কালে উঠেছে যে অনেক জায়গায় ডাকাতদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে সেখানে যাহাতে কালভার্ট দেওয়া না হয় সেখানে যাহাতে রাস্তাঘাট না হয় সেখানে যাহাতে রেশন না যায় সেখানে যাহাতে কোন ব্যবসায়ী ঠিক মত না যায়, অর্থাৎ সেখানে একটা গণ্ডগোল পাকানো, এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটা গণ্ডগোল বাঁধানোই হলো তাদের কাজ। তারই একটা প্রস্তুতি হিসাবে আমরা দেখেছি যে এসব করার জন্য তারা একটা এ্যাকশান কমিটি গড়েছিল যাতে রাজ্যের মধ্যে ডিস্টেবেলাইজ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, রাজ্যে যে সরকার রয়েছে, সে যাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু না করতে পারে। সেজন্যই বলা হচ্ছে যে রাজ্য সরকারকে এসব বিষয়গুলিতে প্রতিরোধ করতে হবে এবং সেই প্রতিরোধের ভিতর দিয়েই সব দিক দিয়ে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেমন বলা হয়েছে গত বছরে আমাদের খাদ্য শস্য এর উৎপাদন ছিল ৫লক্ষ ২৯ এম, টি, এবার আমরা সেই খাদ্য শস্যের উৎপাদনকে যাতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার এম, টিতে নিয়ে যেতে পারি, তার চেস্টা আমাদের করতে হবে। স্যার, এটা আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই রাজ্যে সমতল ভূমির পরিমাণ খুবই নগন্য, টিলা ভূমিই বেশী। এই টিলা ভূমিতে আমাদের রাজ্যের কৃষকেরা যাতে অর্থকরী ফসল ফলাতে পারে, তার জন্য আমাদের নানা রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যেমন ফলের বাগান গড়ে তুলতে হবে, তাই এই বাজেটে তারও একটা লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, আর সেটা করতে পারলে আমরা এই রাজ্যের মানুষদের অনেক সাহায্য করতে পারব। স্যার, আমরা দেখছি যে আমাদের এই রাজ্যে কোন শিল্প নেই কল কারখানা নেই, অথচ আমাদের বেকারের সংখ্যা অনেক, তাদের কাজ দেওয়ার জন্যই আমাদের এই রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলতে হবে, কেন না, আমাদের এই রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই, মাটির নীচে অনেক গ্যাস আছে, সেই গ্যাসকে ব্যবহার করে আমরা যদি এই রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলতে পারি, তা হলে অনেক বেকারের কাজের সংস্থান করা সম্ভব হবে। শুধু মাত্র সরকারী দপ্তরগুলিতে যে কাজে সুযোগ আছে, তা দিয়ে এই রাজ্যের বেকারত্ব ঘুচানো যাবে না। আমাদের এই রাজ্যে হস্ত শিল্প আছে, রেশন শিল্প আছে, আগে এই সব শিল্প আছে, আগে এই সব শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তাদের সরকার থেকে সুতা দিয়ে কাজ করিয়ে বিভিন্ন নিগমের মাধ্যমে সেগুলিকে বাজারজাত করার যেগুলি সুযোগ ছিল, বিগত ৫ বছরের জোট সরকারের আমলে তার সমস্ত সুযোগই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের তাঁতীদের লুমগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। তাই সেগুলিকে যাতে আবার চালু করা হয় এবং আমাদের

গ্রামীণ শিল্পীরা যাতে কাজ পেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আমাদের এই সরকারকে গ্রহণ করতে হবে কেন না, আমাদের সরকারী দপ্তরগুলিতে কাজের সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে কম। আর এগুলি করতে পারলেই এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের অনেক বেশী সহায়ক হবে আরও সেজন্য এই বাজেটে তাকেও বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর শিক্ষার কথা বলতে হয় ১৯৯৩-৯৪ সালে আমাদের এই সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিল এবং এবারেও সেই গুরুত্ব অব্যাহত রয়েছে। কারণ আমরা জানি শিক্ষিত লোককে কোন মতেই বিভ্রান্ত করা যায় না এবং লোক শিক্ষিত হলেই তার পরে কে শত্রু কে মিত্র তা চিহ্নিত করা তার পক্ষে সহজ হয়। কিন্তু অন্য দিকে এমন একটা শ্রেণী আছে যারা লোককে অশিক্ষিত রেখে তাদের শোষণ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমরা সেটা চাই না আমরা চাই এই রাজ্যের আপামর জনগণ শিক্ষিত হয়ে উঠুক আর তারা শিক্ষিত হয়ে উঠলেই ভাল মন্দ বিচার করে তার নিজের এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হবেন।

আজকে এটা দেখা যায় বামফ্রণ্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন কিছু দল গজিয়ে উঠে। যেমন আমরা বাঙালী দল। কিন্তু কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস যখন ক্ষমতায় থাকে তখন এগুলি থাকে না। যারা কংগ্রেসের নামে মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারে না তখন তারা অন্য সুযোগ পড়ে জনসাধারণের সামনে হাজির হয় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এই বাজেটে আমরা দেখছি স্বাক্ষরতার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এই জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা চেষ্টা করছে টার্গেটের লক্ষ্যে পৌছার জন্য। কংগ্রেস ও টি ইউ জে এদের রাজত্বে শিক্ষাকে কোথায় নিয়েছিল। সেখানে দাবী উঠেছিল নকলের অধিকার দিতে হবে, স্পেশাল ঘর করে স্পেশাল পরীক্ষা নিতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে শিক্ষাকে একটা নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে আগামী ১৯ তারিখ। এখানে নকল করা চলবে না। এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সরকার যখন শিক্ষাঅংগনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য চেস্টা করছেন তখন সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে পরীক্ষাগুলি যাতে শান্তিপুর্ণ ভাবে হয় সেই দিকে সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। জোট আমলে খেলাধুলা পিছিয়ে পড়েছিল। আজকে মাত্র ১১ মাসের মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক সদরে বিভিন্ন রকম খেলাধুলাকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। খেলাধুলায় যাতে আরও বেশী অংশ নেয় সেই জন্য চেষ্টা চলছে। জোট আমলে ষ্টেডিয়াম করার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই ভিত্তি প্রস্তর।

আমাদের আমলে করতে হবে স্টেডিয়াম। কোন কাজে না আসলেও করতে হবে। মানুষকে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

ধোঁকা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। খেলাধুলার মমত্ব থেকে নয়, মানুষকে ধোকা দেবার জন্যই এটা করা হয়েছে। দক্ষিণ জেলায় একটা ষ্টেডিয়াম তৈরীর প্রকল্প ছিল চন্দ্রপুরে। বহু দিন পড়ে থাকার পর আবার আস্তে আস্তে রূপ পাচ্ছে, তৈরী হচ্ছে। সরকার বলেছেন, কয়েকটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের ইচ্ছাও সরকারের রয়েছে। সেটা বিরাট ষ্টেডিয়াম নয়। কাজ চলছে। কিছু লোকের বসার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং এর ফলে খেলাধুলার জগতের মানচিত্রে ত্রিপুরাও জায়গা করে নিতে পারবে। জিমনাস্টিকে ইতিমধ্যে ত্রিপুরা জায়গা করে নিয়েছে। কাজেই কথাটা অতিরঞ্জিত কিছু নয়। এই বাজেটের ভেতরে বলা হয়েছে, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ শাখা খেলা ধুলাকে সর্ব স্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেস্টা চালিয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার করেছে শিল্প এখানে নেই। শিল্প স্থাপনের জন্য রেল আবশ্যক এবং রেল তৈরীর জন্য শিল্প আবশ্যক. এই দু এর দ্বৈরথের ফলে আমাদের স্বাধীনতার ৪৬ বছরের শাসনের ফলে এখানে কিছুই হয় নি। এখানে একজন মাননীয় সদস্য খুব রসিকতা করে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন। কথাটি হচ্ছে, স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৬ কি মি রেল লাইন আসে নি। রেলের জন্য মানুষের সার্বিক যে আশা আকাঙ্খা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানান হয়েছে। ছাত্রযুবকরা দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে, এম এল এ রা গিয়ে দিল্লীতে রেলের জন্য ধর্ণা দিয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ে নি। এখানে সম্পদ আছে, কিন্তু রেল লাইন হয়নি বলে সেই সম্পদকে কাজে লাগান যায় নি। আমরা এ ব্যাপারে যতই আমাদের উদ্বেগ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব কেন, সেটা পাব কিনা তা বলা যাবে না। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য কেন্দ্রের কাছে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষেরও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা কতটুকু কার্যকরী হবে এখনই বলা যাচ্ছেনা। যাতে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আবার আবেদন জানানোর কথা বলা হয়েছে। এটা সমর্থন যোগ্য।

আর একটি কথা এখানে আমি বলছি। সেটা রেল কিংবা শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। আরো বঞ্চনার কথা। স্যার, ১০ম অর্থ কমিশন সম্প্রতি ত্রিপুরা সফর করে গিয়েছে। এই কমিশনের সামনে সরকারের পক্ষ থেকে রিপোর্ট রাখা হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্যার, আমরা সকলেই জেনেছি, এই দশম অর্থ কমিশন ১৯৭১ সালের আদম সুমারিকে ভিত্তি বৎসর হিসাবে ধরেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে ১৯৯১ সালে আবার জনগণনা হয়েছে। কাজে কাজেই ২০ বছর আগের আদম সুমারিতে যদি ভিত্তি বৎসর পর বরাদ্দ করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বিরাট বঞ্চনা করা হবে। কেন নয়া ২০ বছরে বিরাট পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই যে বিরাট সংখ্যক মানুষ বাচতে হবে এটা দেখার দায়িত্ব কি কেন্দ্রীয়

সরকারের নয় ? কাজেই এই বঞ্চনার কথা কমিশনের কাছে তুলে ধরা হয়েছে আমরা আশা করছি । কমিশন ১৯৯১ সালকেই ভিত্তি বছর ধরে বরাদ্দ করবেন ।

এটা যদি না হয় তাহলে আমরা সব সময় একটা সংকটের মধ্যে থাকব, একটা অসুবিধা মধ্যে থাকবে । কারণ যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বাড়ছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের বঞ্চনা হবে । অমরা আগেই দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে । এটা একদিন তাদের রাজ্য ছিল । আমরা অ-উপজাতি অংশের মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে আসতে আসতে আমরা সংখ্যাধিক্যে পরিনত হলাম, আর তারা সংখ্যা লঘুতে পরিণত হলো ইলিমিনেশান যেটা বলে, এমনি করেই তারা আজকে তারা আজকে তাদের আশংকা ব্যক্ত করছে । কারণ আজকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে । শুধু কর্মসংস্থানই নয়, নানা ভাবে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে বাড়তি কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না । আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারে । ত্রিপুরা রাজ্যের কি ট্রাইবেল কি নন-টাইবেল বেকার যুবকরা কাজ পেতে পারে । কিন্তু সেটা না করে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে কাজের পরিধি সংকুচিত করে চলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে । আজকে প্রাইভেট সেকটরগুলিতে কমানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে । কেন্দ্রীয় সরকারের মিক্স ইকনমির ফলে আজকে মাল্টি ন্যাশানাল গুলিকে আমাদের দেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে । আজকে মাল্টি ন্যাশানালগুলি কি ভাবে অল্প মুজুরীর বিনিময়ে এ দেশে শ্রমিকদেরকে কাজে লাগিয়ে বেশী লাভ তাদের দেশে মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে । এর ফলে বলা যেতে পারে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে । আজকে আমাদের রাজ্যে উপজাতিদের উন্নয়নের নামে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে, কিন্তু স্বশাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যম উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়ননের জন্য তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া এ রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা. মাটির নীচের সম্পাদকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত যে নীতি, সে নীতি এ রাজ্যে অগ্রগতিকে ব্যহত করছে । আমরা দেখেছি এখন পর্যান্ত এ রাজ্যে তিনটা রিগ নিয়ে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ চলছে । এটা মোটেই সন্তোষ জনক না । যেখানে বলা হচ্ছে যে-ত্রিপুরা রাজ্য তেলের উপর ভাসছে, সেখানে আরও ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধানের দরকার ছিল । মাটির নীচে কোথায় তেল আছে সেটা অনুসন্ধানের জন্য আরও ব্যপক ভাবে উদ্যোগ নেওয়ার দরকার ছিল । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির সে উদ্যোগ নিতে দিচ্ছে না । আজকে আমরা দেখছি বোম্বে হাইতে কি ভাবে তেল উঠছে । আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ফলে আমাদের রাজ্যে কোন অগ্রগতিই হচ্ছে না । আমাদের সীমিত

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে, বে-হিসাবী খরচ না করে বাজেটের টাকা যদি সত্যিকারের মানুষের কল্যাণে নিয়ে যাই, কি কৃষির ক্ষেত্রে, কি মাইনর ইরিগেশানের ক্ষেত্রে, কি সেচের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের রাজ্য বামফ্রণ্ট সরকারের নেতৃত্ব আরও উন্নত হবে। আমাদের এরাজ্য তিনটা মিডিয়াম হাইড্রেল প্রজেকট আছে। সেগুলি আগে থেকেই কাজ চলছিল। গত পাঁচ বছরে জোট সরকারের অমলে সেগুলির কোন কাজই হয় নি। ফলে এই সব প্রকল্পগুলি যদি বাস্তবায়িত হয় তার জন্য যে পরিমান উদ্যোগ দরকার সেগুলি গ্রহন করলে পরে বাজেটের ভিতরে যে আশ্বাশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। আজকে যেহেতু বামফ্রণ্ট সরকারে আছেন, তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত হবে। এটা ভেবেই আমি আজকে আনন্দিত এবং সাধারণ মানুষ আনন্দিত হবেন। আজকে যারা জনবিচ্ছিন্ন, তারা নানা ভাবে কৌশল করছে, আতংক সৃষ্টি করছে আইন, শৃংখলায় বিপন্ন করছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের চেহারা দেখেছেন। তার জন্য তারা আজকে বামফ্রণ্টকে পুনরায় সরকারে বসিয়েছেন। আজকে জন বিরোধীরা মানুষের সামনে আসতে পারছে না। আজকে তারা বাংলাদেশে, কেউ নাকি দিল্লীতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আজকে আমাদের এখানে যে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যে গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধারের কথা যে নিয়ে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় বসেছেন এবং আমাদের যে চাহিদা এটার উদ্যোগ নিয়ে এটা বাস্তবায়িত হবে এবং এই জিনিষটার রূপরেখা এই বাজেটের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। এই কারনেই এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষও এই বাজেট যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সমস্ত চক্রান্তকে ধ্বংস করে বামফ্রণ্ট সরকারের জয়যাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ৭ই মার্চ এই বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছিলেন আমি সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। বাজেট হচ্ছে সরকারের ছক, যে ছক মেনে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমার এই সরকার এগিয়ে যাবে সে দিক থেকে আমাদের এই বাজেটের মধ্যে এমন একটা ছক তুলে ধরা হয়েছে যেটা অনুকরনীয়। এই বামফ্রণ্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসেন তখন দেখা গেছে ভাণ্ডার শূন্য, চারদিকে ঋণের বোঝা। এর মধ্যে ব্যয় সংকোচ করে মিতব্যয়িতার নিদর্শন এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পেরেছে এই সরকার যাতে আমাদের প্রসংশা করতে বাধ্য হয়েছেন এখানে যারা এসেছিলেন বিশেষ

করে কমিশনের তরফ থেকে। আমরা কোন রকম ব্যাংকের কাছ থেকে অভার ড্রাফট্ না নিয়েই এই সরকার পরিচালনা করেছি।

এখানে এই বাজেটের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে যে এটা একটা ঘাটতি শূন্য বাজেট, এতে জনগনের উপর করের বোঝা চাপানো হয়নি, এই জন্যই বলছি এইটা অনুকরনীয়। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন এদের উপর করের বোঝা চাপানো যায় না। এই বোধটুকু সরকারের আছে বলেই এই সরকার কোন রকম করের বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়নি। এর আগের যে সরকারটা ছিল জোট সরকার তারা দিনে দিনে তিলে তিলে আমাদের সরকারী ভাণ্ডারকে কিভাবে নিশ্বেষিত করে গেছেন এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে কিভাবে ধংসের পথে ঠেলে দিয়ে গেছেন এইটা আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছি। প্রতিটি দপ্তরে প্রচুর ঋণ রেখে গেছেন আমাদেরকে সেই ঋণ ঠেলতে হচ্ছে। যারজন্য যেখানে প্রয়োজন উন্নয়ন মুলক কাজ করার সেখানে সেই প্রয়োজনের ভিত্তিতে কাজ করতে পারিনি। আগামী দিন এই সব জঞ্জাল পরিস্কার হওয়ার পর আমরা আশা রাখি যে আমাদের যে পথ সেই পথে ঠিক ঠিকভাবে এগোতে পারব। এখানে এই কথা বলা ভাল যে আজকে রাজ্যের মধ্যে নানা রকমভাবে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে বৈরী হামলা হচ্ছে, আইন শৃংখলার বাঘাত হচ্ছে, চারিদিকে প্রচারের ঢাক নিয়ে নেমে পড়েছে ঢাকিরা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, লড়াই সংগ্রাম করে যে সরকারটা ক্ষমতায় এসেছে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আবার লুটপাটের একটা রাজত্ব কায়েম করার লোভে এই ধরনের প্রচার কার্য্য চালানো হচ্ছে। শুধু প্রচার নয় আমি বলব ষড়যন্ত্র। আজকে হাউসে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন এক মহিলাকে বিবস্ত্র করা হয়েছে ফলাও করে তা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা অন্য রকম, এইটা এই সরকারের বিরুদ্ধে একটা অপ-প্রচার। একদল গুণ্ডা তৈরী করে, ডাকাত ও লুঠেরা তৈরী করে বিভিন্ন দিকে সুযোগমত হামলা করার যে ব্যবস্থা সেটা করে বলা হচ্ছে উগ্রপন্থী সমস্যা, ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি শান্তি শৃংখলা নেই, এই কথাগুলি বার বার বলা হচ্ছে। আমরাওতো বলছি যে হাঁ, উগ্রপন্থীর সমস্যা সমাধান করতে হবে, তা উগ্রপন্থীতো এমনি হয় না। দীর্ঘকাল মানুষ যখন নানা ভাবে বঞ্চিত হয়ে বঞ্চনার স্বীকার হয় তখন তার মনে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দেয় স্বাভাবিক ভাবেই। সেখানে তার সেই প্রশ্নের যদি নিরসন না হয় সে ভুল পথে পা দিতে পারে, কিন্তু আমাদের কাজ কি হবে, তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। আমাদের সরকার একটা গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়ে উগ্রপন্থীদের বলেছেন যে এই পথ ঠিক পথ নয়, এই পথ পরিত্যাগ করে তোমরা সুস্থ জীবনে ফিরে আস, তোমাদের আমরা ব্যবস্থা করব। এটা সহ্য হচ্ছে না অনেকেরই, আর তার জন্যই বিভিন্ন

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

ধরণের সমালোচনা করছে। কিন্তু এইটা করতে গেলে আমার অর্থের প্রয়োজন আছে স্বাভাবিক জীবনে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে তাদেরকে আমি সমাজের দশটা মানুষের মত প্রতিষ্ঠিত করব, তার জন্য অর্থ ব্যয় হবে, তার জন্য পরিকল্পনা দরকার হবে এবং সেই অর্থ ব্যয়ের জন্য আমাদের টাকা চাই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছিলাম টাকার জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা পয়সাও তারা দেয়নি। তাহলেও আমার বাজেটে তার জন্য কিছু বরাদ্ধ রাখা হয়েছে যেটা দিয়ে আমরা তাদেরকে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব বা করতে পারব।

আমরা দেখেছি পর পর বন্যা হয়ে গেলো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। সাহায্যের জন্য বলা হলো টাকা দেবার জন্য বলা হলো কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে একটা পয়সাও এলো না, ত্রিপুরার মানুষ কি মানুষ নয়? ত্রিপুরার এই গরীব অংশের মানুষ যাদের ঘরবাড়ী জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, মাথা গুজবার ঠাই নেই, খাদ্য নেই, একটা দায়িত্বশীল সরকার তাকে তো সেটা করতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে এইজন্য টাকা দিলো না। কিন্তু আমরা কোথায় পাব টাকা? তারজন্য আমাদের এই সরকার ব্যবস্থা করেছেন।

আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এখানে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে যে গ্রামের গরীব মানুষকে আমরা উপোস মরতে দেব না। তারজন্য কাজ সৃষ্টি করতে হবে। একদিকে যেমন কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের জন্য জলাধার নির্মান করা হচ্ছে এবং সেখানে গ্রামের গরীব মানুষ তারা কাজ করবে-সেজন্য আমরা এই বাজেটের মধ্যে ব্যবস্থা রেখেছি। গরীব মানুষের বাঁচার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা করেছি তার কথা বলা হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। বিভিন্ন গ্রামীন প্রকল্পে, গ্রামীণ কর্ম সংস্থান, জহর রোজগার যোজনা এগুলির ভিতর দিয়ে আমরা চাই গরীব মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি করতে। এবং এজন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে। তাই আমরা সেই অর্থের কথা এই বাজেটের মধ্যে বলেছি।

আমাদের এই রাজ্য এমনিতেই শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে আছে। নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি, কার্যসুচী নিয়েছি, এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ১৯৯৬ সালের মধ্যে আমরা ত্রিপুরাকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। এজন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কার্যসুচী নেওয়া হয়েছে যে কার্যসুচীর ভিতর দিয়ে আমরা এই কাজটা করব তারজন্য আমরা অর্থের বরাদ্দ রেখেছি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার না দিয়ে শিক্ষাকে এতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা এই শিক্ষার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছি বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছি। আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় যে নিরক্ষর মানুষ রয়েছে, তাদের অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার

আলোকে আলোকিত করার যে ব্যবস্থা সেটা আমরা করেছি— ॥

স্বাস্থ্যর কথা বলতে হচ্ছে যে কেন্দ্রিয় সরকার বলে থাকেন যে আমরা আগামী বছরে এমন একটা জায়গায় যাব যেখানে ঘরে ঘরে মানুষকে স্বাস্থ্যোজ্জল পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যাব। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হবে ? কারন গ্রামীণ ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা এখনো একটি ডিস্‌-পেন্সারী খোলতে পারিনি তারজন্য আমরা চেস্টা করেছি যে প্রত্যন্ত এলাকাতে যাতে অন্তত চিকিৎসার সুযোগটুকু আমরা পৌঁছে দিতে পারি ডিস্‌পেন্‌সারী প্রাইমারী হাসপাতাল, হোমিও প্যাথী চিকিৎসার, আয়ুবৈদিক চিকিৎসার, এ সবের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে সচেস্ট, তারজন্য আমরা এখানে ব্যবস্থা রেখেছি।

আমাদের রাজ্যে বনজ সম্পদ রয়েছে। জোট আমলে দেখছি সেগুলি ড্রেইন হয়েছে। ত্রিপুরার বনকে কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। নেতাদের সংগে মিলিত হয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে ত্রিপুরার বনজ সম্পদ। প্রতিদিন পত্র পত্রিকায় আমরা এগুলি দেখছি। কত বড় ক্ষতি তারা করেছেন। সামান্যতম দেশপ্রেম যদি থাকত তাহলে বুঝতেন ত্রিপুরার কত বড় ক্ষতি তারা করেছেন। আবাহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে যায় যখন বনভূমি বৃক্ষশূন্য হয়ে যায়। অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। আমরা জানি যে তখন বৃষ্টি টেনে রাখার মত ক্ষমতা থাকে না। কৃষিকার্য্য ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। এই কথাটা তারা বুঝতে পারছেনা। ত্রিপুরার বনভূমিকে তারা কেটে পরিস্কার করে দিয়েছিলেন। বনায়ন করতে হবে। আবার ত্রিপুরার শ্যামলশ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে। তারজন্য সেখানে আমাদের বব্যস্থা করতে হবে। বিশেষ করে রাবার ত্রিপুরার বুকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি। তারজন্য চাষকে বাড়ানো দরকার রাবারকে কেন্দ্র করে আমরা রাজ্যে ভাল শিলপ গড়ে তুলতে পারব। এই আশা আমরা রাখি। রাবার চাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা কাজ করার চেস্টা করছি। তারজন্য এই বাজেটের মধ্যে টাকা ধরা হয়েছে।

সেচ-বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ বার বার বন্যা আসে। সেই বন্যাকে রোধ করার জন্য, জমিগুলিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ন্ত্রনের জন্য যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা নিতে হবে; তারজন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। এরপর আমরা দেখছি ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ংভর নয়। তারজন্য আমাদের খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে গনবন্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয় অনেকাংশে। এই ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য আমরা এফ, সি, আই, এর দ্বারস্থ হয়েছি। তাদের টাকা দিয়ে আমাদের রাজ্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করি। সেখানে অন্য রকম সমস্যা। আপনারা দেখেছেন আসাম-আগরতলার রাস্তা যখন বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়, বা নষ্ট হয়ে থাকে, বিশেষ করে যখন রাজ্যে বন্যা দেখা দেয়, অথবা কোন সেতু বিধ্বস্ত হয়ে যায় তখন আমাদের এখানে সময়মত খাদ্য আসে না।

কারণ আসাম-আগরতলা সড়ক হয়ে এই খাদ্য আমাদের এখানে আসে। ফলে এই অবস্থা দূর করার জন্য বারবার বলা সত্বেও এফ, সি, আই আমাদের প্রয়োজন মত বরাদ্দ যা সেই অনুসারে আমাদের খাদ্য দিচ্ছে না। এমনকি তাদের নিজস্ব গুদাম ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। সেই গুদামের মধ্যেও তারা মজুত করেছে না। যার ফলে বর্ষা এলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। বলতে দ্বিধা নেই, আমরা জানি না এটা কোন ষড়যন্ত্র কিনা! বারবার বলা সত্বেও, বারবার দৃষ্টি আকর্ষন করা সত্বেও আমরা লক্ষ করেছি আমাদের খাদ্যের যোগানের ক্ষেত্রে এফ, সি, আই, একটা গড়িমসি করছে। গাফিলতি করছে। ইদানিং লক্ষ্য করা যায়-চিনি গম তারা ধর্মনগর থেকে আগরতলায় নিয়ে আসছেন। যাই হোক্ এর ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। আমরা তাদের বলেছি, তোমাদের যদি আমার অসুবিধা থাকে বল, না হলে আমরা সরকারের যে এক্সেপ্টেড রেট আছে সেই রেটে আমরা পরিবহন করাব। আমরা নিয়ে আসব সেখানে থেকে। তোমরা আমাদের অনুমতি দাও।

কিন্তু সেটা তারা দিচ্ছে না। তাহলে কি আমাদের ঠেকাবার জন্য এটা করছেন, আমরা বুঝতে পারছি না। এই সমস্ত করছেন, এই জিনিষটা ঘটে যাচ্ছে। তারজন্য আমরা আমাদের একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে তারজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা টাকা ধার করেছি সুদ দিয়ে টাকা এনে আমরা এই পি, ডি, এফ সিস্টেমকে চালু রাখবার ব্যবস্থা করছি। শুধু তাই নয় তারজন্য খাদ্য বিভাগ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুদাম নির্মানের পরিকল্পনা নিয়েছি। আমরা আমাদের নিজস্ব গুদাম গড়ব। যেগুলি ভগ্নদশায় আছে সেগুলি সারাই করব এই করে আমরা যাতে খাদ্যের মজুত রাখতে পারি তার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। কাজেই এরজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন এইগুলি পরিবহন করার জন্য। যে খাদ্য আমরা কিনছি তার জন্য নগদ অর্থ দিতে হচ্ছে সেই টাকা দেওয়ার পর খাদ্য সামগ্রী আমাদের হাতে দেয়। এবং সেই গুলি আনবার জন্য প্রচুর খরচ আছে সেই খরচটা আমাদের বহন করতে হয়। এছাড়া আমাদের ভূর্তকী দিয়ে চলতে হচ্ছে। আমরা সেইদিন হিসাব দেখিয়েছিলাম এই চাউলের জন্য আমাদের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ভূতকী দিতে হবে। এই করে আমরা এই পি, ডি এফ সিস্টেমকে চালু রেখেছি। কাজেই আমাদের এই খাদ্য ব্যবস্থাটাকে চালু রাখবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই বাজেটে তারজন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই ভাবে আমাদের বিভিন্ন কাজকর্ম চলছে।

তারপরে প্রেস আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে টেক্স বই ছাপা হবে সরকারী প্রেসে। আমরা মাঝখানে এসে উপস্থিত হলাম যখন বই সরবরাহ করতে হবে, তার অল্প কিছু দিন আগে এসে এই কাজ হাতে নিলাম। এবং এসে দেখলাম যে প্রেসের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই, এইগুলি আনা দরকার কিনতে হবে। তাড়াতাড়ি কিনার ব্যবস্থা করা হল। দেখা গেল টাকা

নেই জিনিষও নেই। তাহলে বই ছাপা হবে কিভাবে? আমরা ভেবেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধার করে এনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময় মত বই তুলে দিতে হবে। আমরা তাদের কাছে বলেছি তারাও স্বীকৃত হলেন এবং সরস্বতী প্রেসকে দায়িত্ব দিলেন এবং তারা এইসব জিনিষ সরবরাহ করবেন। তারপর তারা একটা চিঠি দিল যে তোমার সরকারের কাছে আমরা প্রচুর টাকা পাওনা সেই টাকা দিয়ে দাও আর যে জিনিষ তোমরা নিতে চাও তার দাম অগ্রিম দাও তার পরে তোমাদের বই দেব। চিন্তা করুন আমাদের নাক কান কাটা হয়েছে। জিনিস এনেছে বাকীতে অথচ তার ঋণ শোধ করেন নি। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের চলতে হয়েছে। আমরা এই অবস্থার মধ্যেও আমরা বই যথা সময় ছেপে দিয়েছি। নির্দিস্ট তারিখের পাঁচ দিন আগে আমরা বই দিয়েছি। কাজেই এই যে কাজ হবে সেখানে কাজ হতে গেলে যে সব জিনিষ দরকার, যে পরিকাঠামোর দরকার সেটাকে গড়ে তোলাবার জন্য একটা পরিকল্পনা মাফিক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন আছে। আমরা তার জন্য অর্থের বরাদ্দ চাই।

তারপর পরিসংখ্যান বিভাগ। প্লেনিংয়ের মূল বিষয়টা যার উপর নির্ভর করে, পরিসংখ্যানের উন্নয়নে আমাদের অর্থের প্রয়োজন সেখানে প্রচুর কাজ হয়। ন্যাশানেল সিম্পল সার্ভের কাজ সেখানে হচ্ছে। এবং প্লেনিং-এ আমাদের যেসব টাকার প্রয়োজন হয় সেই টাকাগুলি সেখানে থেকে আসছে। তারজন্য আমাদের প্রচুর খরচ আছে। তারজন্য আমরা বাজেট বরাদ্দ ধরেছি। এইভাবে বিভিন্ন বিভাগে আমরা যে বাজেট ধরেছি সেটা খুব স্বাভাবিকভাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু এটা ধরতে গিয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে ঘাটতি যেন পোহাতে না হয়, কর যাতে দিতে না হয়। কাজেই এইভাবে আমরা বাজেটকে তৈরী করতে পেরেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আমাদের সামনে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন এটা একটা সুন্দর বাজেট কর মুক্ত বাজেট, ঘাটতি শূন্য বাজেট। সেটাকে আমি সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বাজেট করেছি লক্ষ্যো

সমর্থনে আছি ঐক্য, অনৈক্য নাই।
প্রতিপক্ষ থাকলে পরে, বিধানসভা মাঝারে, দেখবেন
চিন্তা করে, এখন মোরা ক্রসগোল দিয়ে যাই।
মাননীয় ফাইনান্স মিনিষ্টার বাজেট পেশ করেছেন এই বার,
৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরের জন্য।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

৯২৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা আয় ধরে.

৯৬৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হিসাব করে,

বামফ্রন্ট সরকার হয়েছেন ধন্য ॥

জোট সরকার, ঘাটতি দেখায় বারবার, রাজ্যট করেছে ছারকার, আমি বলি বিধানসভায়

আরো থাকলে জোট তুই এক দিন,

ত্রিপুরাবাসীর ঘটত দুর্দিন, এখন লাগাও চাই চক্ষে দূরবীন, বামফ্রন্ট কত দূরে দেখা যায় ।।

জোটের মন্ত্রী, এম, এল, এ, টাকা মারে সকলে, সিকি আধুলী সবাই মিলে মারিতে উস্তাদ ।

যত করিল বাড়বাড়ী, লোক গেল দল ছাড়ি । এখন হাতের দল বসে আছে মাথায় দিয়ে হাত ।

যদি রাজ্যে ভূমিকম্প হয়, ঈশান নষ্ট হয়, এই কথা সকলে কয়, বিধানসভাতে জানাই ।

যেদিন জোটের মন্ত্রিসভা শপথ নিল, রাজ্যে কিন্তু ভূমিকম্প হইল, অমঙ্গল দেখা দিল অমঙ্গলের আশা নাই।।

পাঁচ বৎসরের ইতিহাস, কত লোকের করে সর্ব্বনাশ, ৭৪১ রাজ্যে হয়েছে খুন । ২২৯ জন গুম করে, তুই শতাধিক নারী ধর্ষন করে, ছয় শতাধিক উপবাসে মারে, সেই পাপের আগুন এখন অন্তরে জ্বলছে দ্বিগুন ।।

২৫ হাজার মিথ্যা মামলা. কত বাড়ী করে হামলা, তিন হাজার ঘরে আগুন দিল ।'

রাজ্যে ছিল হাহাকার, হাজার হাজার ছিল বেকার, যারা টাকার কিছু করে কারবার ।

তাদের ভাগ্য সুপ্রশয় হইল ।

অর্থদপ্তর করিল শূন্য, জোট সরকার মহামানা, উন্নয়নের নাম গন্ধ আর নেই । ভাঙ্গিয়া সরকারী তালা, লুট দিল ভাই আগরতলা-সকাল বেলা, বিকাল বেলা পত্রিকাতে পাই ।।

মোরা ১৫০ কোটি টাকা চাইলাম দিল্লীতে, একটি পয়সাও দিল না আমাদের হাতে, চার চার বার বন্যা হল আমাদের রাজ্যেতে, আর কত থাকি পন্থপানে চাইয়া ।।

কে কার কথা শুনে, প্রধান মন্ত্রী যান মার্কিনে, চলে যান জাপানে, এখন যাবেন বৃটেন, এগারটি মাস কাটায় কেবল আশ্বাসের বানী দিয়া ।।

এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসা বানিজ্য করিতে দেশ বিদেশ ঘুরিতে কোন যুক্তি না পাইয়া ।।

ক্লিনটনকে করে মানা, বিশ্বব্যাঙ্ক কে বলে ধন্য ধন্য, ডাঙ্কেল প্রস্তাবে দিয়াছে স্বাক্ষর করিয়া।

প্রধান মন্ত্রী নর সিং, অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, বিদেশ মন্ত্রী দীনেশ সিং, তিন সিং এ করিল এক যুক্তি।

বিশ্বব্যাংকে-এর কাছেতে "দস্তখত" লিখে দিয়া স্বহস্তে তিন জনে করে নিল এক যুক্তি।।

চুক্তিটা যখন হইল, শর্তগুলি লিখে দিল লাজ লজ্জায় মাথা খাইল জানাই এই বার।

বহুজাতিক কর্পোরেশান, ব্যবসা বানিজ্য হল এখন, চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলাম ভারত সরকার।।

তোমরা যা করবে উৎপাদন, মোরা কিনে নিব তা এখন, আমাদের কারখানানা বন্ধ করিয়া। দিল কৃষকের কৃষি খাতে ভূর্তুকী বন্ধ করে, চাউলের দাম দিব বাড়াইয়া এই বারে, রেল গাড়ীর ভাড়া দিব আরো কিছু বাড়াইয়া।।

ডিজেল আর পেট্রোল সরকার করে কন্ট্রোল, দাম বাড়াইতে কোন আপত্তি নেই।

তোমরা যা করবে আদেশ, মেনে নিব বিশেষ, ধন্যবাদ অশেষ, ডাংকেল প্রস্তাব বিধানসভাতে জানাই।।

মোরা ভারত সরকার, করব তোমাদের সঙ্গে কারবার, লাভ লোকসান আমরাত জানিনা মোরা পড়েছি ঘোর বিপদে, রক্ষা পেতে চাই— মার্কিনের সম্পর্কে, তোমরা আমাদের অবাদ — মনে করিও না।

মোরা ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি ঋণ করে, দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, লজ্জা শরম ছাড়িয়া, ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া, মাঝে মাঝে বিশ্ব ব্যাঙ্কের বারিন্দায় যাই।

তোমরা যা লিখে দিবে বাজেট, আমরা তা করব পার্লামেন্টে পেশ, তোতা পাখীর বুলির মত যাইব পাঠ করিয়া।

কিছুটা গায়ের জোরে, কিছুটা দলের জোরে নিব বিল পাশ করে, আপনারা শুনবেন মার্কিনে বসিয়া।।

এই ভাবে ভাব ধরে, ভারত সরকারে চুক্তি করে, ডাংকেল প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিল।

আমাদের কথা মনে নাই, শেয়ার কেলেঙ্কারীর কথা শুনতে পাই, ১৫০ কোটির দাবী চৌদ্দ হাত জলের নীচে রইল।।

মোরা জীবিত থাকিতে রেলপথ কি দেখব আগরতলাতে, ভাবি অন্তরেতে কিছুইত বুঝিনা।

কতবার কত বাজেট দিল্লীতে হইল, ত্রিপুরার কথা ভুল পড়িল আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

মোরা ঘাটতি শূন্য বাজেট তৈরী করে ৯৪-৯৫ অর্থবৎসরে দপ্তরে দপ্তরে যাব কাজ চালাইয়া।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

উগ্রপন্থীদের সমস্যা দূর করিতে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে বাজেটে ৮৮ লক্ষ শ্রম দিবস দিলেন ধার্য্য করিয়া ৷৷

রাজ্যে শ্রম দিবসে ৩৫ কোটি, পানীয় জলে প্রায় ৬ কোটি, জন স্বাস্থ্যে প্রায় ১২ কোটি সীমান্তের জন্য ১০ কোটি টাকার সংস্থান দেখতে পাই ৷৷

আই, আর, ডি, পি, এর আওতায় যাতে ১০ হাজার ব্যক্তি আনা যায়, ১০ কোটি টাকা আছে তাইত সমর্থন জানাই ৷৷

কৃষিখাতে বরাদ্দ, ধরা হয়েছে সারশুদ্ধ, ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ।

গত বছর ২৭ কোটি ছিল

এবার ৮ কোটি বেড়ে গেল,

ছয় লক্ষাধিক-মেট্রিক টন

শস্য খাবে দেশী ৷

হাস, মুরগী, কেটে গরু বিল্লাল মিঞার বিয়ে শুরু

৮ কুইন্টাল-মাংসের করে আযোজন ।

সেই স্থান পালন করিতে

পশু পালন দপ্তরেতে

প্রকল্প নিয়েছে—যাতে

শুনবেন রাজ্যের কংগ্রেস বন্ধুরা এখন ।

রাজ্যে— ফিসারী কলেজ হবে স্থাপিত

আশা করি কেউ হবে না দুঃখিত,

দিয়ে যায় আনন্দের বার্ত্তা ।

হবে— বেআইনী গাছ টাকা বন্ধ চোর

বাটপ্যারে করবে দ্বন্দ্ব—

বলবে তারা এখন ধরি কোন রাস্তা ৷৷

৭ হাজার ৮০ হেক্টর ভূমিতে ৯৩-৯৪ সালেতে

আয় হয়েছে— ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা

আছে—বাজেটে, ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে

নিত্য—ফসলের যাবে দেখা ৷৷

গ্যাস ভিত্তিক রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়িতে

বামফ্রণ্ট সরকার ইচ্ছা করেছেন ত্রিপুরাতে।
তাঁত শিল্প, রেশন শিল্প, গড়ে উঠবে।
জোটের বন্ধ—জোট শিল্প
বলি বিধানসভা হলে, নুতন করে
উদ্যোগ কাজ আবার চলবে ।।

রাজ্যে— বিদ্যুতের হবে উন্নতি, রবীন্দ্র ঘটায় দুর্গতি
কত করে দুর্নীতি ফ্রান্সে যায় বিমানে চড়িয়া
কাজের বেলায় মস্ট রম্ভা, কথা বলে লম্বা লম্বা
মেঘালয়কে মধ্য রাখে, দিল পথে বসাইয়া ।।
বৃত্তিমূলক— শিক্ষাকেন্দ্র খোলে, শতাধিক
স্কুলে নূতন উদ্যমে চলবে শিক্ষা ।
করা হবে স্টেডিয়াম সরকারের হবে না দুর্নাম,
খেলা-ধুলায়, ছাত্র-ছাত্রী
নিয়ে যাবে দীক্ষা ।।

হবে— পঞ্চায়েত নির্বাচন, ঠিক হবে দিন-ক্ষণ,
বিলম্ব হবে না ।

দেখে— তিনটি স্তরে হবে ভোট,
কোর্টে গিয়েছে জোট, কোর্টে গিয়ে
মাথা কুটে বেশী লাভ হবে না ।।

এস সি, এস টি, ও বি সি সুযোগ পাবে দেখেছি,
কল-কালখানায় শ্রমিকদের মজুরী পাব বাড়ে ।
পি, ডব্লু, দপ্তর কাজ চালাবে
নিরন্তর, হাজার হাজার কিলোমিটার
রাস্তা দিবে গড়ে ।।

বাজেট এবার সমর্থন করে, আরও বলার নেই ।
সকলে করতে সমর্থন
এই আমার আবেদন
বিধানসভাতে-অভিনন্দন জানাই ।। ধন্যবাদ ।।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিশেষ করে মাননীয় সদস্য উমেশ বাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

এই সভা আগামী ১৬, ৩, ৯৪ ইং, রোজ বুধবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE--"A"

Admitted Starred Question No. 37

Name of Member :-- Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative. Department be pleased to state.

প্রশ্ন :— (১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি পরিবহন সমবায় সমিতি আছে ?

প্রশ্ন : (২) এরমধ্যে সচল কয়টি এবং অচল কয়টি ?

প্রশ্ন : - (৩) অচল পরিবহন সমবায় সমিতিগুলিকে সচল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

প্রশ্ন :— (৪) থাকলে, বর্তমানে কয়টি সচল করার কাজ হাতে নিয়েছে ?

উত্তর

(১) রাজ্যে বর্তমানে ১০০টি পরিবহন সমবায় সমিতি আছে।

(২) এরমধ্যে ৩৫ টি সচল এবং ৬৫ টি অচল।

(৩) সমিতি সচল করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচালক মণ্ডলীর সরকারের নয়, কারণ সমবায় সমিতি সমূহ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সচল পরিবহন সমবায় সমিতি সমূহকে সরকার কর্তৃক সচল করার জন্যে এখনও কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

(৪) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 61

Name of Member :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

(১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার আই, আর, ডি, পি, স্কীমে রাজ্য সরকারকে কত টাকা বরাদ্দ করেন ?

(২) ১৯৯৩-৯৪ ইং বর্ষের ৩১-১২-১৯৯৩ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকার কত পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, র স্কীমে কত টাকা দিতে পেরেছেন ?

উত্তর

(১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার আই, আর, ডি, পি, স্কীমে রাজ্য সরকারকে ৩০৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন।

(২) ১৯৯৩-৯৪ ইং বর্ষের ৩১-১২-১৯৯৩ ইং পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৫০৮ পরিবারকে ৬৮, ০৬৭ লক্ষ টাকা অনুদান বরাদ্দ দিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 173.

Name of Member :— Shri Tapan Chakraborty.

Name of Minister :— Minister-in-Charge of L. S. G. Department.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১) আগরতলা পৌর এলাকায় মোট কয়টি বস্তি আছে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই বস্তিতে বসবাস-কারী পরিবারের সংখ্যা কত ?

২) ১৯৯৪/৯৫ ইং অর্থবর্ষে এই সকল বস্তিবাসী পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করবেণ কি ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর এলাকায় মোট ১৬টি বস্তি আছে এবং বস্তিগুলির অঞ্চল ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ।

১) শিবনগর, দক্ষিণ ধলেশ্বর (ধলেশ্বর মলয়বস্তি)
২) বিবেকপল্লী (সূর্য কলোনী, ধলেশ্বর)
৩) টাউন প্রতাপগড় ৪) জগহরিমুড়া ৫) উত্তর বনমালীপুর
৬) সুকান্ত পল্লী (বিবেকানন্দ ব্যায়ামগারের নিকট)
৭) নুতন বোধজং স্কুলের বিপরীত এলাকা
৮) বটতলা এবং শ্মশনঘাটের মধ্যবর্তী এলাকা
৯) রবিদাস পাড়া (পশ্চিম জয়নগর)
১০) ঋষিপল্লী (উজান অভয়নগর, ভাটি অভয়নগর)
১১) রামপুর (কালিকাপুর এবং রনজিৎ নগর)
১২) মুল্লাপাড়া বিতারবণ
১৩) অভয়নগর দাস কলোনী কাটাখালের নিকট
১৪) জ্যোর্তিময় কলোনী এবং লেনিন কলোনী, ক্যান্সার হাসপাতালের নিকট
১৫) ভট্টপুকুর
১৬) পশ্চিম প্রতাপগড়।

এই সব বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ৩৬৮৫।

২) ১৯৯৪/৯৫ ইং অথবর্ষে এই সকল বস্তিবাসী পরিবারের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং পানীয় জলের সরবরাহতা অনুসারে করা হইবে।

Admitted starred Question No. 194.

Name of M. L. A. :— Shri Madhab ch. Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জোট সরকারের আমলে সারা রাজ্য মোট কয়টি দেশী ও বিলাতী মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। দেশী মদ বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৩। থাকলে কবে নাগাদ বন্ধ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। জোট সরকারের আমলে সারা রাজ্যে মোট ২১টি দেশী এবং ৬৮টি বিলাতী মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

Admitted St. Q. No 194

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	বিলাতী	দেশী
১)	সদর	২৫	৪
২)	সোনামুড়া	২	১
৩)	খোয়াই	৩	১
৪)	ধর্মনগর	৪	২
৫)	কাঞ্চনপুর	২	—
৬)	কৈলাসহর	৬	২
৭)	লংতরাইভ্যালী	২	—
৮)	কমলপুর	৫	২
৯)	উদয়পুর	৬	৩

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১০)	বিলোনীয়া	৮	৩
১১)	অমরপুর	২	১
১২)	সাব্রুম	২	১
১৩)	গণ্ডাছড়া	১	১
		মোট ৬৮টি	মোট ২১টি

২) দেশী মদ বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 205
Name of M. L. A. :— Shri Pabitra Kar.
will the Hon'bre Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ । বর্তমানে আগরতলা Circuit হাউসে কতটি রুম রয়েছে ;

২ । সব রুমগুলি অতিথির জন্য ব্যবহার করা হয় কি ;

৩ । না হলে ঐ রুমগুলো কি কাজে ব্যবহার হয় ?

উত্তর

১ । বর্তমানে আগরতলা সার্কিট হাউসে ২৪টি রুম ও দুইটি Suite রয়েছে ।

২ । সার্কিট হাউসের রুমগুলির মধ্যে ১টি বাদে সবগুলো অতিথিদের জন্য ব্যবহার করা হয় ।

৩ । সার্কিট হাউসের একটি রুম (রুম নং ১৮) লাউঞ্জ ও অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।

Admitted Starred Question No. 207
Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ৯৩ ইং সনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর সদর মহকুমার নোয়াগাঁও মৌজার উদাবাড়ী থেকে ২৪টি উড়িয়া পরিবার নিরাপত্তার অভাবে সদরের মোহিনীপুর মৌজার সুরেন্দ্র নগর খাস জায়গায় অতিকষ্ঠে বসবাস করিতেছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে তাদের পুণর্বাসন এবং ঘর তৈরী করার জন্য কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ;

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১নং ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 208

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্যি গত ১২ বছর ধরে সিধাই থানাধীন পশ্চিম তারানগর মৌজায় তুলাবাগান চৌমুহনীর ১০০০ (একহাজার) ভূমিহীন পরিবার 'Peerless Tea Estate' এর জায়গায় অতিকষ্ঠে বসবাস করিতেছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এদের ঐ জায়গায়তেই পুণর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। বিগত ১৯৯১ ইং থেকে ৯৮টি পরিবার সিধাইথানধীন তারানগর মৌজায় তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকায় বসবাস করে আসতে দেখা যায়। তারানগর মৌজায় ৩৭৪১, ৩৭৪২, ৩৭৩ এবং ৩৭১ নং দাগ সমূহের মোট ১৭৩.২২ একর জমিতে এই সকল পরিবার বসবাসের জন্য দখল করে রয়েছে বর্তমানে আরও নুতন লোকজন এই জমিতে এসে বসবাস শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

২। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 214

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১) কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতো ত্রিপুরাতে ও প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক বিধায়কের তত্বাবধানে প্রতিটি অর্থ বৎসরে অর্থ মঞ্জুর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ ইহা কার্যকর করা হবে ?

উত্তর

১) না।

২ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 228

Name of Member :— Shri Tapan Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Cooperative Department be pleased to State :—

প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরা চেস্টট-কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋনের পরিমান ৩১ শে মার্চ ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত কত ছিল ?

২। এর মধ্যে ১০ হাজার টাকার বেশী অনাদায়ী ঋন সংশ্লিস্ট ব্যাক্তিদের পরিচয় ও প্রত্যেকের ঋনের পরিমান কত ?

উত্তর :—

১। ৩১ শে মার্চ ১৯৯৩ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা স্টেট কো অপারেটিভ/ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋনের/পরিমান ছিল ১৩২২৯৪০০০ টাকা।

২। ১০ হাজার টাকার উপরে মোট ১৭১ জন ঋন গ্রহিতার কাছে ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋনের পরিমান আসল ৭৫,৯৭,০৯২'০০ এবং সুদ ৩৩২৮৪৩'০০ অর্থাৎ মোট ৪৯,৩০,২৩৫'০০ টাকা পাওনা রয়েছে। সংশ্লিস্ট ব্যাক্তিদের পরিচয় ও ঋনের পরিমানের হিসাব আলাদা করে দেওয়া হল।

Branch-wise names of individuals defaulters for Rs. 10,000/-and avove.

1. Battala Branch :—		Principal	Interest.
1 Hotal Kakali,			
Prop :— Shri Kiran Sanker Modak	=	10,000/-	5,275/-
2. Smti. Minati Rani Saha	=	10,000/-	5,619/-
W/O. Broja Hari Saha,			
3. Smti Swapna Bhattacherjee	=	10,000/-	7,372/-
W/O. Lt. Sudhir Ch. Bhattacherjee			
4. Shri Dilip Kr. Paul,	=	10,000/-	8604/-
S/O. Shri Debendra Ch. Paul.			
5. Smti Minati Reang,	=	9,250/-	5,924/-
W/O. Shri Draw Kr. Reang.			
6. Shri Gopal Sharma	=	7,000/-	4,679/-
7. Shri Abhijit Kr. Das	—	75500/-	5,083/-
8. Shri Alamgir Munsi	=	9,444/-	6222/-
S/O. Lt Alam Mia Munsi			
9 Smt Sukla Chakraborty	=	10,000/-	7,543/-
W/O Shri Rabi Chakraborty,			
Staff, TSCB, Ltd			
10 Medicine House,	=	18,521/-	—
Prop :—Shri Dilip Kr Saha			
11 Shri Dulal Ch Saha	-	18,285/-	—
Radha Rani Stores, Battala			
12. Shri Ajiit Saha	=	20, 949/-	—
Post Office Chowmuhani, Agt,			
13, Mukhta Khan	=	9,183-	—
14, Shri Bidhu Bhusan Saha	=	9,045/-	—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

15,	Shri Radha Charan Deb, Staff, TSCB Ltd,	—	9035/-	—
16,	Smt, Sumitra Das Biswas	=	18, 552/-	—
17,	Shri Gour Nitai Ghosh	-	9,427/-	—
18,	Shri Niranjan Shil	-	12,788/-	—
19,	Shri Bijoy Krishna Paul	—	16,270/-	—
20.	Shri Firoz Khan	—	14, 445/-	—
21.	Shri Satya Rn. Banik	—	15, 876/-	—
22.	Ashish Roy Barman	—	19,284/-	—
23.	Shri Pradip Kr. Dey	—	10, 392/-	—
24.	Shri Haradhan Chowdhury. C/O. Shri Upendra Ch. Choudhury Airport.	—	53,418/-	—
25.	Shri Tridip Dey.	=	18,245/-	—
26,	Shri Centu Kr. Ganguly, Thana Road, Agartala.	=	18,957/-	—
27.	Shri Arun Kr. Debnath	=	16,575/-	—
28.	Shri Nurul Islam	-	14,001/-	—
29	Shri Ashok Roy	=	16,672/-	—
30	Shri Bijoy Deb	=	10,892/-	—
31	Shri Sujit Karmakar	=	13,360/-	—
32	Shri Alok Kr Datta	=	16,695/-	—
33	Shri Dilip Kr Saha	=	13.613/-	—
34	Shri Dulal Ch Roy	=	12,894/-	—
35	Shri Rakhal Ch Saha	-	14,584/-	—
36	Shri Samarendra Ghosh Airpost, Agartala	-	53,689/-	—
37.	Shri Tapan Kr Deb	-	11,620/-	—

No.	Name		Amount	Amount
38.	Chakraborty Enterprise, Prop :— Shri Jyotirmoy Chakraborty, Akhaura Road	=	16,364/-	—
39.	Shri Parimal Saha	=	16,482/-	—
40.	Smt. Sabitri Deb Barma.	=	10,574/-	—
41.	Shri Santimoy Chakraborty, Gazetted Officer, AS, Department PA. to Ex-Chief Minister Agt.	=	10,000/-	6,596/-
42.	Shri Ranamoy Chakraborty, Deputy Commandant. SSB, Shalbagan, Agartala,	=	9722/-	3,381/-
43.	Shri Santosh BaniK, Officer, TGB, H/O. Agt.	–	7000/-	3689/-
44.	Shri Nirmal Roy, Deputy Suptd. of police, Udaipur, South Tripura.	-	6, 959/-	3,800/-
45.	Shri Bhriguram Reang, Staff, DRCS, Office, (W) Tripura.	-	10, 000/-	1,772/-
46,	Shri Archanamoy Saha, Deputy Director, Social Education, Agartala.	=	5,000/-	3,792/-
47.	Shri Suresh Debnath, L. D. C. Executive Engineer, MIFC, Div-I, Agartala.	-	9, 320/-	3,660/-
48,	Shri Ganesh Shil Sharma, VLW, Bishalghar, SA, Bishalgarh,	=	7, 092/-	4, 176/-
49.	Shri Haradhan Dhar LDC, EE, MIFC, Agartala, Div. No-I.	-	9,528/-	5,197/-

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

20. Agartala Branch

1.	Sankar Cottage Industry, Prop :— Chitta Rn. Saha.	= 10, 656/-	—
2.	Shri Parimal Ch. Gope	= 21, 948/-	—
3.	Smt. Uma Bhattacharjee	- Rs, 13,409/-	—
4.	M/s. Easter, prop :— Shri Subrata Saha Roy M. G. Bazar	= Rs. 73,996/-	—
5.	Shri Pradip Ghosh, Prop :— M/s, Usha Electricals, Town Pratapgarh, Road No. 1,	- 87 890/-	—
6.	M/S. Satya Narayan Stores Prop :— Smt. Monorama Saha, Banamalipur, Agartala.	= Rs. 12,130/-	—
7,	Shri ManiK Lal Chakraborty	= Rs 68, 429/-	—
8.	Shri Sukumar Choudhury.	= Rs 43,892/-	—
9.	Tripura Hoshieary Mills Thana Road, Banamalipur	= Rs 23,682/-	—
10,	Ganesh Auto & Supplies Agartala	= Rs 10,178/-	—
11.	Choudhury & Choudhury Thakur palli Road, Agartala	- Rs 29, 735/-	—
12.	Kohinur PRESS Motor Stand, Agartala	= Rs 14, 106/-	—
13.	Tripura Concern	= Rs 10,777/-	—
14.	Debadyuti Stores Maszid Road, Agartala	= Rs 38,334/-	—
15.	Shyma Prasad Ata & Rice Mills, Agartala	= Rs 17,126/-	—

16. Rashu Datta = Rs. 43,988/-
Joynagar, Agartala
17. Shri Chitta Ranjan Datta - 15,072/-
18. Shri Nirmal Kr. Chanda = 22,996/-
Dhaleswar, Agartala
19. Shyam Sundar Medical Stores - 29,659/-
Prop t— Late Haridas Banik
Chitta Ranjan Road, Agartala.
20. Tripura Medical Stores - 23,070/-
Prop :— Haraprasad Dutta
Post Office Chowmuhani, Agartala.
21. Chwrangee Trading Co. = 42,434/-
Prop :— Shri Dilip Kr. Kar
H. G. Basak Road, Agartala.
22. M/S. Alo.
Prop :— Shri Benimadhab Roy. = 20,161/-
Mantribari Road, Agartala.
23. Shri Raju Datta. = 60,896/-
Joynagar, Agartala
24. Nandi & Nandi, = 20,904/-
Prop :— S. C. Nandi,
Mantribari Road, Agartala.
25. Bijali House, = 1,06,772/-
Prop :— Shri D. K. Bhattacherjee,
H. G. B Road, Agartala.
26. Shri Bhulu Sharma, = 74,188/-
Madhya Para, Agartala.
27. Shri Shyamal Pada Bhattacherjee = 18,108/-

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

28. Ila Electrical Works, - 63, 949/-
Prop :— Shri M. Bhattacherjee,
H. G. Road, Agartala.
29. Srima Printing press, = 66,415/-
Prop :— Shri K. K. Shinha,
Harish Thakur Road,
Agartala.
30. Editor, Vivek,
Prop :— Shri S. Bhattacherjee, = 10,606/-
Agartala,
31. Sen Printing Works, = 13,904/-
Prop :— Jyonta Kr. Sengupta,
Madhyapara, Agartala.
32. Santonu Dhar, Agartala. - 22,896/-
33. Shri Ramkrishna Udyog, - 21, 476/-
M. G. Bazar, Agartala.
34. M/S Mitarson & Co. = 69, 942/-
H. G. B. Road. Agartala.
35. M/S Ashbab,
Prop :— Shri Kanu Ch. Paul, = 42, 865/-
H. G. B. Road. Agartala.
36. M/S Auro Consumers, = 27, 112/-
Prop :— Smt. Chhaya Roy,
37. M/S Sukanta,
Prop :— Shri Dhananjoy Saha, = 14, 707/-
Sakuntala Road, Agartala
38. Tripura Darpan, = 14, 934/-
Prop :— Shri Samiran Roy,
Colonel Chowmuhani, Agartala.

39.	M/S Joyram Tailors H. G. Road, Agartala	=	37,889/-
40.	Souvenir Sub Committee T. S. C. C. Organising Secretary Shri Tapash Dey Ex M. L. A.	=	17,949/-
41.	M/S Auro Consumers Stores Prop :— Smt. Chhya Roy H G. B. Road	=	10, 390/-
42.	Shri Sanat Kr. Ganguli Thana Road, Agartala	=	16,566/-
43.	M/S Jharna Glass Metal Factory Prop :— Amrit Lal Debnath Agartala.	=	10,039/-
44.	Monoranjan Ghosh, Town Pratapgarh, Agartala	=	10,000/-
45.	Shri Jogesh Ch. Debnath.	=	10,000/-
46.	Shri Jiban Kr. Debnath	=	10,000/-
47.	Smt. Rama Kar	=	10,000/-
48.	Shri Mohan Lal Saha	—	10,000/-
49.	Shri Subrata Das	=	10,000/-
50.	Shri Makhan Lal Debnath	=	12,000/-

3. Udaipur Branch

1.	Shri Kumud Bandhu Saha Central Road, Udaipur.	=	30,761/-

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

2) Shri Parimal Ch. Saha = 22,444/-
Central Road,
Udaipur.

3) Shri Sudhyanaya Masuri, = 17,144/-
New Town Road,
Udaipur.

4) M/S Ratan Stores, = 44,543/-
Central Road,
Udaipur.

5) M/S Rupasree Stores, - 20,080/-
Udaipur Bazar.

6) M/S Debaki Dulal Enterprise - 1,83,000/-
Central Road,
Udaipur.

7) M/S Dutta Brothers, = 10,800/-
Udaipur Bazar.

8) M/S S. C. Bhowmick, = 17,189/-
Central Road, Udaipur.

9) Shri Subodh Karmakar, 10,000/-
Central Road, Udaipur.

10) Shri Aloke Chowdhuti, = 11,946/-
Central Road, Udaipur.

4. Belonia Branch.

1) M/S Satish Ch. Podder. = 3,31,646/-
Belonia Town.

2) M/S Padasova, = 25,202/-
Belonia Main Market.

3) M/S Nikhil Rn. Podder, = 25,541/-
Main Market Belonia.

5. Manubazar Branch

1) Shri R. Sarker, Manubazar. = 30,999/-

6. Kumarghat Branch

1) Shri H. R. Reang, Kumarghat. = 83,463/-

2) Shri Gour Hari Sinha, Radhanagar, Kumarghat. = 51,956/-

3) M/S Loma Times & Electricals Kumarghat. = 10,797/-

7. Ambassa Branch

1) Shri S. K. Chowdhury. Ambassa Bazar. = 21,392/-

8. Kailasahar Branch

1) Shri Subhash Ch. Dhar Kailasahar Motorstand. - 30.075/-

9. Mohanpur Branch

1) Shri M. R. Debbarma Kalacherra, Mohanpur = 1,85,000/-

10. Teliamura Branch

1) Dr. B, Muzumder. Teliamura - 19,508/-

2) M/S Datta Medical Hall Teliamura Bazar = 18,780/-

3) Shri S. C. Modak Teliamura Bazar, = 122,38/-

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

4) Shri J. Ghosh
Teliamura Bazar — 29,667/-

5) M/S Progressive Book Agency,
Teliamura Bazar = 11,311/-

6) Shri P. Das,
Teliamura Bazar — 22,304/-

7) Shri P. Jamatia = 43,197/-
Teliamura

8) Shri P. Paul = 11,000/-
Teliamura

11. Khayerpur Branch

1) Shri P. Debnath = 11,495/-

2) Shri M. Ghosh — 12,158/-

3) Shri Khus Chandra
Bhattacharjee — 10,755/-

4) Shri Tulshi Kr. Deb = 11825/-

5) Smt. Phulla Rani Das = 30,000/-
Khayerpur Bazar

12. Bishalgarh Branch

1) Shri Dinesh Ch. Saha = 60,052/-
Bishalgarh Bazar

2) Shri N. R. Saha = 18,730/-
Bishalgarh Bazar

3) Shri J. C. Roy — 48,865/-
Bishalgarh Bazar

4) Shri Dinesh Ch. Saha = 1,71,220/-
Bishalgarh Bazar

5) Shri A. Kashem — 11,457/-

13 Melaghar Branch

1]	Shri M. C. Saha Melaghar	=	10,133/-	—
2]	Giridhari Bastralaya Melaghar Bazar	=	16,095/-	—

14. Charilam Branch

1]	Shri S. C. Mandal, Charilam Bazar.	=	52,500/-	20,629/-

15. Sonamura Branch

1]	Shri N. Majumder, Sonamura.	=	49, 353/-	—

16. Champaknagar Branch

1]	Shri H. Saha, Champaknagar Bazar.	=	9,910/-	8,277/-
2]	Shri M. Ghosh, Champaknagar Bazar.	=	10,000/-	6.162/-
3]	Shri S. C. Bose, Champaknagar Bazar	=	10,000/-	6,116/-
4]	Shri A. Podder Champaknagar	=	10,000/-	6,314/-
5]	Shri P. Deb Barma	=	10,000/-	5,688/-
6.	Shri K. C. Deb Champaknagar	=	8,000/-	3,846/-
7.	Shri S. K. Mujumder Champaknagar.	=	14,000/-	5,726/-
8	Shri I. R. Debbarma Champaknagar.	=	8.000/-	2,000/-

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

17. Takarjala Branch			
1) Shri R. C. Das Takarjala Bazar	=	5,000/-	—
2) Shri J. C Debnath Takarjala Bazar	=	33.526/-	—
3) Shri D. C. Saha Takarjala Bazar	-	30.052/-	—
4) Shri H. Bhattacherjee Takarjala	-	5,905/-	—
18. Mohanpur Branch			
1) Shri S. Debbarma Mohanpur	=	8,960/-	4,430/-
2) Shri M. R. Debbarma Mohanpur	=	10,000/-	4.832/-
3) Shri P. C. Shaha Mohanpur Bazar	=	44,366/-	3,424/-
19. Teliamura Branch			
1) Shri B. S Jamatia Teliamura	=	9,700/-	2,000/-
2) Shri B. Paul Teliamura Bazar	-	10,000/-	4,327/-
3) Shri P. Paul Teliamura Bazar	=	10,000/-	6,356/-
20. Kumarghat Branch			
1) Shri R. K. Tripura Kumarghat	-	10,000/-	7,249/-

2)	Shri K. K. Saha Kumarghat Bazar	=	8,468/-	3,576/-
3)	Shri S. Das Kumarghat	=	9,500/-	5,276/-
4)	Shri S. R. Saha Kumarghat	=	10,000/	5,526/-
5)	Shri Bhangchu, Manu	-	9,522/-	4,917/-
6)	Shri S. Ghosh Kumarghat	=	10,000/-	5,550/-
7)	Shri D. Paul Kumarghat	=	7,250/-	8,523/-

21. Machmara Branch

1)	Shri Chandra Hansha Chakma, Machmara	=	10,550/-	4,638/-
2)	Shri Khitish Ch. Paul Machmara Bazar	=	10,476/-	3,560/-
3)	Mohanlal Kapali, Machmara	=	7,750/-	7,750/-

22. Ambassa Branch

1.	Shri Nil Krishna Sarkar Ambassa Bazar	-	18,824/-	—
2)	Shri Mohanlal Goswami Ambassa Bazar	=	24,803/-	—
3)	Shri Radhika Rn. Roy Ambassa Bazar	-	19,635/-	—

23. Santirbazar Branch

1)	Shri Utta Saha Santirbazar	-	10,000/-	2,731/-

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

2.	Laxmi Alay Asrampara, Santirbazar	= 9 251/-	3,693/-
3.	Shri Guraprasad Reang Santirbazar	= 10,000/-	4,600/-
4.	Shri Nimai Ch. Paul Santirbazar	- 8,000/-	4050/-
5.	Shri Khokan Ch. Paul Santirbazar	= 9,000/-	4,812/-
6.	Shri Sushil Sarkar Santirbazar	= 10,000/-	4,717/-
7.	Shri Subhash Bhowmik Jolaibari	= 72,000/-	11,299/-
24)	**Udaipur Branch**		
1.	Shri Chunilal Saha Central Road, Udaipur	= 21,062/-	—
25)	**Belonia Branch**		
1.	Shri J. L. Roy, Belonia	= 6,662/-	3,534/-
26)	**Manubazar Branch**		
1.	Shri Madhu Sudhan Sarkar Manubazar	= 4 754/-	2,341/-
2.	Shri R B. Banik Manubazar.	= 7993/-	11,220/-
3.	Shri R. B Banik Manubazar	= 6,000/-	7,348/-
4.	Shri S. K. Debnath Manubazar.	= 5,000/-	7110/-
5.	Shri A. K. Saha Manubazar	= 4,888/-	8,321/-
6.	Shri S. K. Dey Manubazar	= 4,400/-	6,449/-

Instalment Loan

Agartala Branch. .Name of the defaulter Govt. Employees (As on 31. 3. 93)

	Name	Principal	Interest
1.	Dr. Laxmidhar Kundu joint Director. Health Services, Govt. of Tripura, Agartala.	5000 00	63,07 00
2.	Shri Subrata Biswas Agriculture Officer Director of Horticulture & Social conservation, Agartala.	9000·00	6,249·04
3.	Srimati Antara Debbarma Director of Welfare for Schd. Tribe.	9,400 00	4,203·00
4.	Dr. Shyamal Chakraborty Directorate of Health Service, Govt. of Tripura,	4. 968 00	2,094·00
5.	Shri Kamal Drishna Debbarma. L. D. C. SA, Deptt. Civil Secretariat Agartala.	9,02 4·00	4,285·00
6.	Shri Rabindra Deb Roy PA to Ex-chief Minister Civil Secretariat, Agartala.	5,000·00	3,086·00
7.	Shri Dipak Kr. Chakraborty Asstt. Professor. M. B. B. College Agartala.	4,320·00	1,970 00

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Defaulters in Instalment Loan

Agartala Branch	Principal	Interest
8. Smt. Buddha Laxmi Deb Barma, L. D. C. TTAADC, Agartala	Rs. 5, 670.00	1,717.00
9. Sri Mihir Bhattacharjee, Overseer, Agriculture Deptt. Agartala	Rs. 5, 000.00	4, 643.00
10. Smt. Uma Datta, L, D, C, Director of Tribal welfare, Govt. of Tripura Agatrala.	Rs. 5, 200 00	1, 701.00
11. Sri Ranjit Bhowmik, Co-operative Officer, Co-op. Department	Rs. 5,000 00	3,514.00
12. Sri B joy Mazumder. U. D. C. SA Deptts. Secretariat, Govt. of Tripura	Rs. 5,000.00	3,391.00
13. Sri Shib Das Bhattacharjee, A. H. Accountant, Deputy Director, A. H. West Tripura Agartala	Rs. 5, 000. 00	3,360.00
14 Shri Jyotish Deb Roy, U. D. C, Office of Chief Analgst Regional Food & Drug Laboratory, Agartala	Rs, 5,000.00	3,385.00

Admitted starred Question No. 236.
Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia
Will the Hon'ble Minister in-charge of the TRP & PGP Department to be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প এবং পি, জি, পি, প্রকল্পে কত সংখ্যাক পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ।

২। পি. জি, পি. প্রকল্পে ত্রিপুরা, জালাম, চাকমা গারো সম্প্রদায় গুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প এবং এবং পি, জি, পি, প্রকল্পে জুমিয়া পুনর্বাসনের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১। জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে ১০৬৭ পরিবার ।
২। পি, জি, পি, প্রকল্পে :— ৫০০

মোট :—১৫৬৭ পরিবার

২। না ।

Admitted Starred Question No. 281.
Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি পঞ্চায়েত আছে ?

২। সরকারের পঞ্চায়েত বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে মোট ৯১৬টি গ্রাম আছে ।

২। এই সময়ে পঞ্চায়েত বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 315

Name of M. L. A. :—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। লংতরাই ভ্যালী মহকুমার হেড কোয়াটার কোথায় স্থাপন করা হবে এ বিষয় সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ?

২। সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে কোথায় হবে ?

৩। না নিয়ে থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। লংতরাই ভ্যালী মহকুমার হেড কোয়াটার স্থাপনের ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। উক্ত ত্রিপুরার ছৈলাংটায়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 324

Name of the Member :— Shri Lenprasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর ব্লক অফিসের প্রয়োজনীয় ষ্টাফ ও অফিসঘর নেই এবং অফিসারদের জন্য কোয়াটার ও গাড়ীর ব্যবস্থা নেই বলে কর্মচারীদের নানন অসুবিধার সংক্চীন হতে হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার অবসনের জন্য সরকার অতি শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা করিবেন কিনা ?

উত্তর

১। ইহা আংশিক সত্য।

২। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ইতি মধ্যেই ৪ (চার) টি টাইপ ওয়ান কোয়াটার এবং ২ (দুই) টি টাইপ কোয়াটারের জন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পি, ডব্লিউ, ডি কাঞ্চনপুরকে মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। ব্লকের অফিস গৃহ এবং কর্মচারীদের আবাস গৃহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ANNEXURE--"B"

Admitted Starred Question No. 7
Name of M L. A : - Shri Khagendra Jamatia,
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে আইনী ভাবে হস্তান্তরিত কত পরিমান জমি উদ্ধার এবং প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২। গত জোট সরকারের আমলে কত পরিমান বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করেছিল এবং তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৯৯৩ এপ্রিল থেকে ১৯৯৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা মোট ১৮৪.৬০ একর বে-আইনী হস্তান্তরিত উপজাতির [illegible] গুলিকে ১৯৫ ধারা মতে উপজাতি জমির মালিকে প্রত্যার্পনে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইন অনুযায়ী প্রতি বছর ১লা বৈশাখের পর এ সকল জমি উপজাতি মালিকদের হাতে প্রত্যার্পনের ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে। উপকৃত লোকের সংখ্যা ১৫৩ জন।

২। গত জোট আমলে ৫ বছর মোট

Admitted Starred Question No. 22
Name of the Member :— Shri Amal Mallik.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনা খাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

২। ৩১/১২/৯৩ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে উক্ত বরাদ্দের মোট কত অংশ খরচ করা সম্ভব হয়েছে (তার দপ্তর ওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনা খাতে ২২৩ কোটি ২১ লক্ষ এবং ৩২ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল।

দপ্তর ভিত্তিক বরাদ্দ নিম্নরূপ :

	দপ্তরের নাম	১৯৯৩-৯৪ অর্থবর্ষে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ অর্থ (লক্ষ টাকা)
১।	কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষন সহ)	১৪২৫.০০
২।	বন	৪৬৫.০০
৩।	পশুপালন	৩৫০.০০
৪।	মৎস্য	২৫০.০০
৫।	আদিম জনগোষ্টির প্রকল্প	১৫০.০০
৬।	সমবায়	২০০.০০
৭।	খাদ্য ও জনসংভরন	১৫.০০
৮।	গ্রাম উন্নয়ন	১৮৫০.৭৬
৯।	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ	১৫০.০০
১০।	রাজস্ব	২৩২.২২
১১।	পঞ্চায়েত	১৫৭.০০
১২।	ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ	১৯৮০.০০

	দপ্তরের নাম	১৯৯৩-৯৪ অর্থবর্ষে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ অর্থ (লক্ষ টাকা)
১৩।	সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জন স্বাস্থ্য কারীগরি	১৬১২.০০
১৪।	বিদ্যুৎ	৩২০০.০০

১৫।	শিল্প	১০২১.০০
১৬।	পূর্ত	২২০৫.০০
১৭।	পরিবহন	৭৭৯.০০
১৮।	স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা যোগাযোগ)	২০.০০
১৯।	পরিকল্পনা ও সমন্বয়	২২.০০
২০।	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন	১৭৪.৫০
২১।	পরিসংখ্যান	২৫.৫০
২২।	শিক্ষা (বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা এবং ক্রীড়া ও যুব)	২৯০০.০০
২৩।	সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা	২১৫.০০
২৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	৮০০.০০
২৫।	স্বায়ত্ব শাসন	১২৩৬.০০
২৬।	তপশীল উপজাতি কল্যান	৮৭০.০০
২৭।	তপশীল জাতি কল্যান	১৬০.০০
২৮।	শ্রম	৫০.০০
২৯।	আইন	২৫.০০
৩০।	মুদ্রন ও স্টেশনারি	২১.৩৪
		মোট—২২৩২১.৩২

। ৩১/১২/৯৩ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে উক্ত বরাদ্দের মোট ১২০ কোটি ১৭ লক্ষ এবং ৮৩ হাজার টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে।

দপ্তর ওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :

	দপ্তরের নাম	৩১/১২/৯৩ ইং পর্য্যন্ত পরিকল্পনা খাতে খরচ (লক্ষ টাকা)
১।	কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষন সহ)	৮৮০.১১
২।	বন	৩০৫.১৮
৩।	পশুপালন	২৩৩.০৯
৪।	মৎস্য	১৭৫.২১
৫।	আদিম জন গোষ্ঠির প্রকল্প	৫৯.৪০

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৬।	সমবায়	৬১.৭৪
৭।	খাদ্য ও জনসংভরন	৬২৭
৮।	গ্রাম উন্নয়ন	১০৩৫.১১
৯।	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ	৩৩.৭৪
১০	রাজস্ব	১১৯.৫৫
১১।	পঞ্চায়েত	১৩১.৯২
১২।	ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ	৫৫২.১৫

	দপ্তরের নাম	৩১/১২/৯৩ ইং পর্যন্ত পরিকল্পনা খাতে খরচ (লক্ষ টাকা)
১৩)	সেচ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য কারীগরি	১৩৪৪.৪৫
১৪)	বিদ্যুৎ	১৯৪৩.০০
১৫)	শিল্প	৫৯৬.৯৮
১৬)	পূর্ত	১১১৩.৬১
১৭)	পরিবহন	২৬৭.৬৪
১৮)	স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা যোগাযোগ)	০.০০
১৯)	পরিকল্পনা ও সমন্বয়	১১.৯৩
২০)	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন	১০০.২৩
২১)	পরিসংখ্যান	১৬.৪৭
২২)	শিক্ষা (বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা ও ক্রীড়া ও যুব)	১৮৬৯.১৬
২৩)	সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা	১৪১.৯৬
২৪)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	৪০৮.৩০
২৫)	স্বায়ত্ব শাসন	২৩৯.২৫
২৬)	তপশীল উপজাতি কল্যান	১৭৭.৮২
২৭)	তপশীল জাতি কল্যান	১০৭.০৮
২৮)	শ্রম	৩৭.২১
২৯)	আইন	০.৮২
৩০)	মুদ্রন ও স্টেশনারি	১৯.৪২
		মোট—১২০১৭.৮৩

Admitted Starred Question No. 26

Name of Member :— Shri Amal Malik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ৩১/১২/৯৩ ইং পর্যন্ত কত মার্কেট্ টিউব-ওয়েল আছে (ব্লক ওয়ারী হিসাব)।

২। ইহার মধ্যে কতগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে ? রাজ্যে বিভিন্ন ব্লক অনুযায়ী তার আলদা আলাদা হিসাব ।

৩। রাজ্য বর্তমানে কয়টি জায়গায় মার্কেট্ টিউব-ওয়েলের রিপেয়ারিং সেল আছে এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। রাজ্য ৩১-১২-৯৩ ইং পর্যন্ত কত মার্কেট্ টিউব-ওয়েল আছে এবং ইহার মধ্যে কতগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে তার ব্লকে ওয়ারী হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ।

ব্লকের নাম	৩১-১২-৯৩ইং পর্যন্ত মার্কেট্ টিউব-ওয়েলের সংখ্যা	৩১-১২-৯৩ইং পর্যন্ত অকেজো টিউব-ওয়েলের সংখ্যা
১। কাঞ্চনপুর	১৫৬	২৮
২। পানিসাগর	৩৫৪	১৫
৩। কুমারঘাট	৩৮৯	৩৪
৪। ছামনো	৪০৪	৬৪
৫। সালেমা	৪৪৬	২৫
৬। ডম্বুরনগর	১১৬	১৯
৭। অমরপুর	৩৫৫	৪০
৮। মাতাবাড়ী	৪১৬	৪৩
৯। বগাফা	৩৪০	৩২
১০। রাজনগর	৩৪৭	৫৩
১১। সাতচাঁদ	৩৪৬	৬৩
১২। বিশালগড়	৫২০	৪৫

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	৩১-১২-৯৩ইং পর্যন্ত মার্কেটু টিউব-ওয়েলের সংখ্যা	৩১/১২/৯৩ইং পর্যন্ত অকেজো টিউব-ওয়েলের সংখ্যা
১৩ । মোহনপুর	৩৭৩	১৭
১৪ । মেলাঘর	৩৭১	৩৭
১৫ । জিরানীয়া	৩৫০	১৯
১৬ । তেলিয়ামুড়া	২৩৪	৪৫
১৭ । খোয়াই	২৪৯	৪০
১৮ । জম্পুইজলা	২৬২	১৯
সর্বমোট	৫৯২৪	৬০৮

৩ । রাজ্যে বর্তমানে কয়টি জায়গায় মার্কেটু টিউব-ওয়েলে রিপেয়ারিং সেল আছে এবং কোথায়।

মার্কেটু টিউব-ওয়েলের রিপেয়ারিং এর কাজ আর, ডব্লু, এস, এর ষ্টাফ এবং রুরেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ষ্টাফ এর মাধ্যমে করানো হয়। তবে মার্কেটু টিউব-ওয়েলের রিপেয়ারিং এর কাজ রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্তগত ভ্রাম্যমান সারাই এর দল ও করে থাকে ।

Admitted Starred Question No. 27.

Name of Member :— Shri Amal Mallick

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১ । বর্তমানে রাজ্যে কয়টি LAMPS, PACS এবং Co-operative Society আছে। তার মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব ?

২ । ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন LAMPS, PACS, Cooperative Society গুলিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে ? তার আলাদা আলাদা হিসাব; (Lamps, Pacs, এবং Co-operative Society ভিত্তিক) ?

উত্তর

১। রাজ্যে ৫৬টি LAMPS, ২১৩টি PACS এবং ১,১৩০টি অন্যান্য সমবায় সমিতি আছে। মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	ল্যাম্পস	প্যাক্স	অন্যান্য	মোট
১। ধর্মনগর	—	২১	৪৭	৬৮
২। কৈলাসহর	৬	২৭	৯৫	১২৮
৩। কমলপুর	২	২১	৭১	৯৪
৪। সদর	১১	৪৮	৫৭৪	৬৩৩
৫। খোয়াই	৬	২২	৮৫	১১৩
৬। সোনামূড়া	১	২২	৪৬	৬৯
৭। অমরপুর	৬	—	৬৫	৭১
৮। গণ্ডাছড়া	৪	—	১২	১৬
৯। উদয়পুর	৩	১৯	৬৫	৮৭
১০। বিলোনীয়া	৬	২৩	৫৯	৮৮
১১। সাব্রুম	৪	১০	২২	৩৬
১২। কাঞ্চনপুর	৭	—	১৯	২৬
	৫৬	২১৩	১১৩০	১৩৯৯

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে বিভিন্ন LAMPS এর ৪৩'৯৫১ লক্ষ টাকা PACS এর ১৭'৩১ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য রাজ্যস্তরের সমবায় সমিতি গুলিতে ২৩'১৬১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

Admitted starred Question No 30

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Dpeartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে বিভিন্ন LAMPS, PACS গুলিতে কতজন কর্মচারী আছে, বিভিন্ন

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ধরনের বিভিন্ন পদ ভিত্তিক প্রত্যেক LAMPS, PACS এর আলাদা আলাদা হিসাব।

২। LAMPS, PACS কর্মচারীদের কোন পে-স্কেল আছে কিনা।

৩। ইহা কি সত্য ঐ সকল কর্মচারীদের কোন সার্ভিস রুল নেই।

৪। না থাকিলে তার কারন কি।

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে ৫৬টি ল্যাম্পস এ ৫৯২ এবং ২১৩টি প্যাকস এ ৭০৪ জন বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী আছে।

২। না।

৩। হ্যাঁ, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 33
Name of M. L. A. :— Shri Amitabha Datta.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased te state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছরে ওয়াকফ্ সম্পত্তি থেকে বছর এবং বিভাগ ভিত্তিক অর্থ আদায় বা আয়ের পরিমান কত,

২। ওয়াকফ্ বোর্ড থেকে উপরোক্ত বছরগুলিতে বছর এবং বিভাগ ভিত্তিক কত জনকে এবং কোন কোন খাতে কি পরিমান অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে,

৩। বে-আইনীভাবে দখল করা ওয়াকফ্ সম্পত্তি উদ্ধারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন?

১। সাধারনভাবে ওয়াকফ্ সম্পত্তি থেকে রাজ্যের ওয়াকফ্ বোর্ড কখনো কোন রকম রাজস্ব সংগ্রহের চেস্টা করে নাই।

মসজিদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে যে সমস্ত দান সংগ্রহ করা হয় তার কোন অংশ কখনো ওয়াকফ্ বোর্ড গ্রহন করে নাই। ওয়াকফ্ বোর্ডের আয় বলতে রাজ্য সরকারের মঞ্জুরী কৃত বরাদ্দ।

২। ওয়াকফ্ বোর্ড হইতে দুঃস্থ মুসলিম রোগীদের অর্থ সাহায্যার্থে, মসজিদ সংস্কার, গৃহ নির্মান ও মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি খাতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

১৯৮৮-৮৯

গৃহ নির্মান বাবদ	৫,০০০ টাকা
দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য বাবদ	১৫০০ টাকা
ছাত্রবৃত্তি বরাদ্দ,	৪৭২,৪৫০ টাকা
আর্থিক অনুদান (ঈদ্ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে)	২,৫৪.৫৯৫ টাকা
মোট	৭,৩৩,৫৪৫ টাকা

১৯৮৯—৯০

১। মসজিদ সংস্কার বাবদ	৭০,০০০ টাকা

১৯৯০—৯১

১। মসজিদ সংস্কার বাবদ	৩,০৭,০০০ টাকা
২। দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য বাবদ	১,০০,০০০ টাকা
৩। রেস্ট হাউস সংস্কার বাবদ	৮.০০০ টাকা
মোট	৪, ১৫ ০০০ টাকা

১৯৯১—৯২

১। মসজিদ সংস্কার বাবদ	৩.৮০,০০০ টাকা
২। দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য বাবদ	২,০০,০০০ টাকা
৩। গৃহ নির্মান বাবদ	৪,০০,০০০ টাকা
মোট	৯,৮০,০০০ টাকা

১৯৯২—৯৩

১। মসজিদ সংস্কার বাবদ	২,৭৫,০০০ টাকা
২। দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য বাবদ	১,০০,০০০ টাকা
৩। গৃহ নির্মান বাবদ	৩,০০,০০০ টাকা
৪। ছাত্রবৃত্তি বাবদ	৪,৯৯,০০০ টাকা
মোট	১১,৭৪,০০০ টাকা

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১৯৯৩—৯৪ (up to 21-02-94)

১।	দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য বাবদ	১,১৫,০০০ টাকা
২।	গৃহ নির্মান বাবদ অনুদান	১,২০,০০০ টাকা
৩।	ছাত্র বৃত্তি বাবদ	৫,৭০,০০০ টাকা
	মোট	৮,০৫,০০০ টাকা

৩। বে-আইনী ভাবে দখল করা ওয়াকফ্ সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে ০৯/১২/৯৩ ইং তারিখে রেভিনিউ কমিশনার আগরতলা এর পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ নেওয়া হয় :—

ক) বিবাদমান ওয়াকফ্ সম্পত্তি ওয়াকফ্ সচিব এবং মহকুমা শাসকের প্রতিনিধির দ্বারা যৌথ তদন্ত করা।

খ) এ ধরনের কোন অভিযোগ বোর্ড থেকে আসলে উপরোক্ত তদন্ত কমিটিই নজরদারী করবে।

গ) ওয়াকফ সম্পত্তি অবশ্যই চিহ্নিত এবং সীমায়িত করতে হবে।

ঘ) বিবাদমান ওয়াকফ্ সম্পত্তির তালিকা বোর্ড সচিব কর্তৃক মহকুমা শাসকের নিকট প্রেরন করিতে হইবে যার ভিত্তিতে মহকুমা শাসক যৌথ তদন্তের ব্যবস্থা করবেন এবং সত্যতার ভিত্তিতে গেজেটে নথী ভুক্ত করিবেন।

Admitted Starred Question No. 48

Name of M. L. A. —: Shri Amitabha Datta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state .

প্রশ্ন

১। Land Record এর Final work শেষ হওয়ার পর জমির পাট্টা পাশ বই চালু করার সরকারী যে সিদ্ধান্ত ছিল সেই সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়েছে ?

২। যেসব মৌজার Final published work দশ বছর হইয়াছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে Mutation allotment ইত্যাদির কাজ জমে রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন নতুন Settlement office খোলা হবে কিনা, হলে কোথায় কোথায় হবে বলে আশা করা যায়;

৩। এ, ডি, সি, এলাকায় অ-উপজাতিদের মধ্যে ভূমি allotment দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। জমির পাট্টা পাশ বই আইনটি কিছু সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

২। নামজারি এবং ভূমি বন্দোবস্তের কাজ আইন অনুযায়ী যথাবিহিত চলছে। সারা রাজ্যে এখনো পুর্নজরীপের কাজ সম্পুন হয় নাই। যেখানে Records finally Published হয়েছে সেখানে Mutation, Allotment ইত্যাদির কাজ জিলা প্রশাসনের মহকুমা দপ্তর থেকে করা হয়ে থাকে।

৩। এডিসি এলাকায় অউপজাতি ভারতীয় নাগরিক ভূমিহীন যদি ১৯৭১ ইং মার্চ মাসের পূর্ব্ব থেকে খাস জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকেন এবং ১৯৭১ সালের লোকসভা নিবর্বাচনী ভোটার লিষ্টে সেখানে তার নাম রয়েছে এই ভাবে সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারেন তবে এডিসির অনুমোদন নিয়ে তিনি সেই জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার অধিকারী।

Admitted Starred Question No. 56.

Name of the Member :— Shri Tapan Chakraborty M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ছামনু ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় মে ১৯৯৩ইং থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে মোট কত শ্রমদিবসের কাজ করানো হয়েছে?

২। এর ফলে মোট কত সংখ্যক শ্রমিক মাথাপিছু কতদিন করে কাজ পেয়েছেন?

উত্তর

১। ছামনু ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় মে ১৯৯৩ইং থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্যন্ত গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে মোট ২,২৯,৫৭০ (দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর) শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে।

২। এই সময়ে ১২,৮৫০ জন শ্রমিককে কাজ দেওয়া হয় এবং গড়ে প্রতি শ্রমিক ১৮,৬৪ দিনের কাজ পেয়েছেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Adimtted Starred Question No. 65

Name of Member. :—Shri Debabrata Koloy/Dilip Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার ৩য় বারের মতো প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহনের পর এ পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে এস, আর, ই, পি, ও জে, আর, আই প্রকল্পে মোট কত শ্রমদিবসের কাজ করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাস্যুরেন্স স্কীমে সারা রাজ্যে মোট কতজনকে লেবার কার্ড দেওয়া হয়েছে ?

৩। এবং এদের মধ্যে উপজাতি ও তপশীল জাতিভূক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। বামফ্রণ্ট সরকার ৩য় বারের মতো প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহনের পর এ পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে এস, আর, ই, পি, ও জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে মোট কত শ্রমদিবসের কাজ করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	জে,আর,ওয়াই প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমদিবস	এস, আর, ই, পি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমদিবস
বিশালগড়	১৩,১,০৪৭ নং	১,০৭,৬৬১ নং
মোহনপুর	১,১৮,৫০০ নং	১,০৫.১৩০ নং
মেলাঘর	১,০৭,৬৬৪ নং	৯৮,৬০৫ নং
জিরানীয়া	১,০৭.৩৩৭ নং	৯৩,৪৪৫ নং
তেলিয়ামুড়া	৭৩,৩৪১ নং	৭৯,৬৬৯ নং
খোয়াই	৭৪.৫৭৮ নং	৭২,৮৭৭ নং
জম্পুইজলা	৬০,০২৫ নং	৪৭,৪৮৩ নং
	৬ ৭৫,৭৩২ নং	৬.০৪,৮৭০ নং
অমরপুর	১.৩৫,১৩৬ নং	৯৪,০৮১ নং
বগাফা	৬২,৭৭৮ নং	৯১.০৪৭ নং

ডুম্বুরনগর	৪২,২২৭ নং	৫৫,৫৬২ নং
মাতারবাড়ী	১,১৪,১৩৯ নং	১,৪১,৯০৮ নং
রাজনগর	৫৬,৬৪২ নং	৬৩,৭০৫ নং
সাতচান্দ	৬৭,৬৭৮ নং	৮৪,৫৯১ নং
	৪,৭৮,৬০০ নং	৫,৩০,৮৯৪ নং
কাঞ্চনপুর	৫৯,১০০ নং	১,০৯,৭৪৭ নং
পানিসাগর	৭৯,৭০০ নং	৯২,৭০০ নং
কুমারঘাট	৬৪,২০০ নং	১,০৯,৯০০ নং
সালেমা	৭১,৭০০ নং	১,২৩,৭০০ নং
ছামনু	৭০,৯০০ নং	১১,৯৩৯৬ নং
	৩,৪৫,৬০০ নং	৫,৭৫,৪৪৩ নং

২। এমপ্লয়মেন্ট এ্যস্যরেন্স স্কীমে সারা রাজ্যে ফেমিলি কার্ড যা দেওয়া হয়েছে তার জেলা ভিত্তিক হিসেব নিম্নে দেওয়া গেল

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	৭১,৭১৩ নং
২। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	৫৮,৫০০ নং
৩। উত্তর ত্রিপুরা জেলা	৩৭,৫০৮ নং
	মোট ১,৬৭,৭২১ নং

৩।	উপজাতির সংখ্যা	তফশীল জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা	২৫,৮৬২ নং	১৭.৫৬২ নং
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৯,৩০৫ নং	৯,৯৪৫ নং
উত্তর ত্রিপুরা	১৯,১৪২ নং	৯৬০০ নং

Admitted Un-starred Question No. 71.

Name of M. L. A. :— Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১ : রাজ্যে কতগুলি খাস জলাশয় বর্তমানে আংশিক বা পূর্ণ বে-দখল অবস্থায় আছে (জলাশয়ের নাম সহ)

২ । উক্ত জলাশয়গুলি বেদখল মুক্ত করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি ?

উত্তর

১ । তথ্য সংগ্রহাধীন

২ । তথ্য সংগ্রহাধীন ।

Admitted Starred Unstarred Question No. 72
Name of Member —: Shri Lenprasad Malsai.
Will the Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state .

প্রশ্ন

১ । ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর লঙ্গাই টি, ডি, ব্লক কে দুই ভাগে ভাগ করা হবে ।

২ । যদি সত্য হইয়া থাকে তাহলে কবে নাগাদ আর একটি ব্লক অফিস স্থাপন করা যাবে বলে আসা করা যায় এবং তার হেড কোয়াটার কোথায় হবে ।

উত্তর

১ । কাঞ্চনপুর লঙ্গাই টি, ডি, ব্লককে এরিমধ্যে দশদা ও পেচারথল দুইটি ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে ।

২ । যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পেচারথল ব্লক অফিসের কাজ পেচারথলে আরম্ভ করার উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে ।

প্রস্তাবিত ব্লকটি মোট কয়টি গাও পঞ্চায়েত নিয়ে গঠন করা হবে (পঞ্চায়েত নাম সহ হিসাব)

নিম্নলিখিত Revenu মৌজাগুলি নিয়ে পেচারথল ব্লক গঠন করা হয়েছে ।

১) বাগাইছড়া
২) বংসোল
৩) বীরচন্দ্র নগর
৪) দক্ষিন মাছমারা
৫) দামছড়া R.F
৬) দামছড়া

৭) জুড়ি R.F (পানিসাগর ব্লক হতে এসেছে)
৮) কাচারিছড়া
৯) খেদাছড়া
১০) লক্ষন ছড়া
১১) নবিনছড়া
১২) নালকাটা
১৩) নরেন্দ্র নগর
১৪) পশ্চিমে আন্ধার ছড়া
১৫) পেচারথল
১৬) পিপলছড়া
১৭) পূঃ আন্ধারছড়া
১৮) রাজুমছড়া
১৯) উত্তর মাছমাড়া
২০) ধনিছড়া
২১) কড়ইছড়া

ANNEXURE—'C'

Admitted postponed starred Question No. 175

Name of Member :— Sri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state.

QUESTION

1. How many case are pending in three District Courts Constituted under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes [Prevention of Atrosities Act, 1989].

ANSWER

1. Only (2) (Two) cases are pending in the Court of District & Sessions Judge, West Tripura, Contituted under the Scheduled castes and the Scheduled Tribe (Prevention of Atrosities Act. 1989),

There is no such case pending in those of other two Districts.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 12 (Postponed)
Name of Member. —Shri Tapan Chakraborty.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে খুন, ধর্ষন, ধর্ষনের পর হত্যা এই সমস্ত অপরাধে কতগুলি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে ?

২। এবং এই সমস্ত মামলায় অভিযুক্তদের সংখ্যা কত (অপরাধের শ্রেনী ভিত্তিক আসামীর সংখ্যা) ?

উত্তর

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ৩৭৯টি খুন ১৬৭টি ধর্ষন এবং ১টি ধর্ষনের পর হত্যার মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

২। এই সমস্ত মামলায় অভিযুক্তদের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১) খুনের মামলায় — ১৯৯৭ জন।
২) ধর্ষনের মামলায় — ৪০৭ জন।
৩) ধর্ষনের পর হত্যার মামলার সংখ্যা — ৩ জন।

Postponed starred Question No. 39
Name of M. L. A — Shri Subal Rudra.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিগত জোট সরকারের সময় এ.পেক্স ফিসারীতে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে এবং উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান কর্মচারীদের বেতনের টাকা তুলে নিজে পকেটস্থ করছেন ;

২) সত্য হলে এই ব্যাপারে সরকার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দায়ের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মৎস্য দপ্তরের প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে বিগত জোট সরকারের সময় এপেক্স ফিসারীতে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে ।

প্রাথমিক তদন্তে আরো দেখা যায় চেয়ারম্যান কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ব্যাঙ্ক হইতে ৯৩,০০০ (হাজার) টাকা তুলেছেন । উক্ত টাকা কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিয়েছেন কিনা এই বিষয়ে সমিতির অফিসে প্রামান্য কোন তথ্য নেই ।

৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা অনিয়মিতভাবে গাড়ী ভাড়া বাবদ খরচ দেখিয়েছে । ব্যাংক হইতে চেয়ারম্যান নিজে কোন টাকা তুলতে পারেন কিনা এবং গাড়ী ভাড়া বাবদ কোন টাকা আইন গতভাবে খরচ করতে পারেন কিনা তাহার বিস্তারিত তদন্ত চলছে ।

২) দুইজন ফিসারী ডিপার্টমেন্টের স্টাফ যাহারা এপেক্স ফিসারীতে ডেপুটেশনে ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ প্রমান হওয়ার প্রথমে পুলিশ হাজতে ছিলেন ও পরে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হয়েছে । চেয়ারম্যান অন্যান্য পরিচালকবর্গ ও কর্মচারী তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে সচেষ্ট হবেন ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House at Agartala on Tuesday, the 16th March, 1994 at 11 a. m.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Bimal Singha) in the Chair, The Chief Ministers, nine Minister, four Minister of state and 29 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে, তিনি তাঁর নামের পাশে যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর প্রদান করবেন। ***শ্রীসমীর দেব সরকার***

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— স্যার, এ্যাডমিড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে ক্ষুদ্রশিল্প কতটি সংস্থা ও কতজন ব্যাঙ্ককে ঋণ দানের পরিকল্পনা সরকারের ছিল ; এবং তন্মধ্যে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে ?

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং সনের স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে কতজন বেকার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাপনের জন্য ঋণ পাবার আবেদন করেছেন এবং তন্মধ্যে কতজনকে ঋণ দেওয়া হবে ?

৩) ক্ষুদ্রশিল্প উদ্যোগ সমূহে ঋণদানে বর্তমানে আর্থিক বৎসরে রাজ্য প্রদত্ত সাব-সিডির পরিমাণ কত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে ৬০০টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে রেজিষ্ট্রেশানের মাধ্যমে শিল্প ঋণ প্রদানের লক্ষমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৫০০টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে গুনগত মান বিচার করে রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এস, আই, ডি, ও-তে ৪০৯টি এবং নন-সি, সি, ডি, ও-তে ৯১টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া হয়। বর্তমানে শিল্প দপ্তর থেকে এসব শিল্প উদ্যোগীকে সরাসরি ঋণ দানের বিধি নেই। তবে শিল্প দপ্তর থেকে জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করে বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক এবং শিল্প উন্নয়ণ নিগমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রধান মন্ত্রীর রোজগার জোজনা এবং কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সাব-সিডির টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে কিন্তু রাজ্য প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সাব-সিডি রাজ্য সরকার দিয়ে থাকে।

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দানের জন্য বর্তমানে ৩টি প্রকল্প চালু আছে। যথা :— (ক) প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনা, (খ) শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প (কেন্দ্রীয়) এবং (গ) অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প (রাজ্য)। মোট প্রাপ্ত দরখাস্ত ৬,৭৪৬টি এবং লক্ষমাত্রা ২,৭০০ জন।

৩) রেজিষ্ট্রীকৃত শিল্প সমূহকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ভর্তুকী দেওয়ার বিধি আছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে মোট ১৪ লক্ষ টাকার মত ভর্তুকী বাবদ ব্যয় হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ক্ষুদ্রশিল্পে বায় হবে মোট ৪৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। এখানে উল্লেখ থাকে যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভর্তুকীর মঞ্জুরীকৃত আর্থিক পরিমাণ ৫৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। কিন্তু বাজেট স্বল্পতার জন্য মঞ্জুরীকৃত পুরো টাকা বর্তমান বৎসরে দেওয়া সম্ভব হবেনা। এছাড়া অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের জন্য এবছর রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্পে মোট সাব-সিডি ব্যয়িত হবে ৯৫ লক্ষ টাকা।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বছরে টি, আই, ডি, সির টার্গেট কত ছিল এবং তার মধ্যে কতটা পূরণ করা হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, টি, আই, ডি, সি, স্বয়ং পরিচালিত একটা সংস্থা এবং তার যে নির্দিষ্ট প্রকল্প, কত টার্গেট ইত্যাদি নির্ভর করে কতজন তাদের আবেদন করেছেন এবং সেই আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা কতটা করতে পারেন। কাজেই, টি, আই, ডি, সির সংগে এই সমস্ত প্রকল্পের কোন প্রশ্নই আসেনা।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বনির্ভর প্রকল্পে যে ঋণগুলি মঞ্জুর হয়েছিল বিভিন্ন প্রকল্পে, আমরা লক্ষ করেছি যে সেগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে, তাতে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য কোন ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয়েছে কিনা এবং মঞ্জুরীকৃত ঋণগুলি সরাসরি বিভিন্ন ব্লক অথবা সাবডিভিশন ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে কিনা; আর সেগুলি তাদের হেড-অফিস হয়ে না যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সেগুলি আবার হেডঅফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছে, ফলে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি মার্চ মাসের মধ্যে সেই ঋণগুলি দিতে পারছে না, এই ধরনের একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কাজেই, স্বনির্ভর প্রকল্প সেটা রাজ্য বা কেন্দ্রের যারই হউক'না কেন, সেগুলি যাতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হেড অফিসের মাধ্যমে সাব-ডিভিশন ব্যাঙ্কগুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা হবে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রধান মন্ত্রী রোজগার যোজনা এটা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সুনির্দিষ্টভাবে কিভাবে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে তার গাইড লাইন দিয়েছে। কমিটি গঠন করার কোন সুযোগ নেই। ডিপার্টমেন্টের ইনকোয়ারী হতে পারে। রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারে। যে সমস্ত ইন্টারভিউ হয়েছে এবং যারা ইন্টারভিউ এখানে দিতে এসেছিল তাদের কাছে এই ব্যাপারটা উপস্থিত করা হয়েছিল, তারা কেউ কেউ সতর্কতার সহিত আপত্তি করেন সেইদিক থেকে রাজ্য সরকার যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা দেখার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে কোন ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করার এক্তিয়ার নাই। যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নাই সেই জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সমস্ত দরখাস্তগুলি বাছাই করবেন এবং নোটিফায়েড এরিয়াতে নোটিফায়েড অথরিটি বাছাই করবেন এবং নোটিফায়েড এরিয়াতে নোটিফায়েড অথরিটি বাছাই করবেন এবং ব্লকস্তরে বি, এ, সি, এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরামর্শ করে বি, ডি, ওরএর মাধ্যমে এই সমস্ত করতে হবে। বর্তমান আর্থিক বছরে ১৯৯৩-৯৪ সালে যে তিনটি প্রকল্পের জন্য যে দরখাস্ত পাওয়া গেছে, পরিসংখ্যান অনুমায়ী সেগুলি হলো ১৯৯৪ ইং সনের মার্চ পর্যান্ত, প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনায় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাপনের

আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০টি তার মধ্যে শিক্ষিত কেন্দ্রীয় ৫৪৩টি দরখাস্ত পেয়েছি এবং ব্যাংক সুপারিশ করেছে ২০০টি। স্বনির্ভর প্রকল্পে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০টি ১৪৪৮টি দরখাস্ত পেয়েছি তারমধ্যে ৪৪৬টি সুপারিশ করা হয়েছে। অর্ধশিক্ষিত বেকার প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০০টি, ৪৭৫৮টি দরখাস্ত পেয়েছি তার মধ্যে ব্যাঙ্ক সুপারিশ করেছে ১০৮০টি। ব্যাঙ্কগুলি মার্চ মাসের মধ্যে দেওয়া হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—সাপলিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের সপনসর্ডস্কীমে স্বনির্ভর প্রকল্পে যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, আমাদের খোয়াই ব্লকে যেটা তেলিয়ামুড়ায় হয়েছে সেখানে ৫০ জনের ৪৫জনই খোয়াই। কি ধরণের সেটা প্রশ্ন ছিল, সিলেকশনটা হয়েছে কিভাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কি বলতে চান পরিস্কার করে বলুন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— আর দ্বিতীয়ত যে কথা আমি রেখেছিলাম তা হচ্ছে, তখন বেনিফিসারিস্ সিলেকশান হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি প্রশ্ন ক্লিয়ার করুন। আপনি কি জানতে চান ?

শ্রীসমীর দেব সরকার :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সি এস, ই, স্কীম কার্য্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকার থেকে কোন ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয়েছিল কিনা ? দ্বিতীয়তঃ আর একটি প্রশ্ন ছিল, ইন্টারভিউ সিলেকশনের পরে ডাইরেক্টলি স্থানীয়, ব্যাঙ্কগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলি হেড অফিসে না পাঠানোর ফলে তারা আবার সেখান থেকে হেড অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তারজন্য বিলম্ব হচ্ছে, সাবসিডি পাচ্ছেন না, অথবা মার্চ মাসের মধ্যে সুযোগ পাবেন না। এ কারণে এগুলি যাতে হেড অফিসের মাধ্যমে পাঠানো হবে কিনা এই দু'টি প্রশ্নই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, কোন একটা ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করে এভাবে স্বনির্ভরপ্রকল্প চালু করা যায়না। আমি বলেছি, রাজ্য সরকার তার প্রকল্পগুলি চালু করার জন্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত, নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি এগুলি না আসায় এ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে রাজ্য সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন তাদের সাহায্য নিতে হয়। এ ভাবেই রাজ্য সরকার কাজ করছেন। এ ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি হয়েছে। স্পেসিফিক অভিযোগ থাকলে আমরা দেখব। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন অভিযোগ আসেনি। যদি খোয়াইতে এই ধরণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ হয়ে থাকে অথবা অন্য কেহ সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আনেন, তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখব, কোথাও কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা ?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) ঃ— প্রাইম মিনিষ্টার রোজগার যোজনা টারগেট হয়েছে, প্রতি বেনিফিসারীকে ১ লক্ষ করে টাকা দেওয়া। কিন্তু এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে ইন্টারভিউ বোর্ড যা হয়েছে সেখানে ব্যাঙ্কের সঙ্গে শলা করে টাকা কমিয়ে কাউকে ৫০ হাজার কাউকে ৬০ হাজার, আবার কাউকে ৭০ হাজার করে টাকা দেওয়া হচ্ছে ? ১ লক্ষ টাকার প্রকল্প তা ১ লক্ষ টাকার মধ্যেই করতে হবে। নয়ত প্রকল্পটি ভায়োবল হবেনা ? যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিষয়টি জানা থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দ্দিষ্ট ভাবে সরকারী নির্দ্দিষ্ট অফিসার নিযুক্ত করে তাদের দিয়ে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। কাজেই, এই ইন্টারভিউ বোর্ডে রাজ্য সরকারের তরফে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগই নেই। ২য় হচ্ছে, ১ লাখ টাকার প্রকল্প। সেখানে ব্যাঙ্ক থেকে ১ লাখ টাকাই দেওয়া হচ্ছে। কোন বেনিফিসারি কম পেয়েছে কোন অভিযোগ এখন পর্যান্ত আমাদের কাছে আসেনি। তবে মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আনেন, তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— ঠিক আছে আমি পরে আপনার কাছে স্পেসিফিক নামগুলি পাঠিয়ে দেব। আমার কাছে নাম আছে। এখানে আমি একটি বিষয়ে জানতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, মাননীয় সদস্য এখানে কিছু স্পেসিফিক প্রশ্ন তুলেছেন। স্যার, আমাদের রাজ্যে শিল্প খুব কম। শিল্প স্থাপন করার জন্য কোন ইনফাষ্ট্রাকচার তৈরী করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালে কি পরিকল্পনা ছিল তা জানাবেন কিনা ? অথবা ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারে কতগুলি স্কীম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, প্রাইম মিনিষ্টার রোজগার যোজনা, সেন্ট্রাল স্কীম, সেল্ফ অ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শিল্প গড়ার জন্য ইনফাষ্ট্রাকচার গড়ে তুলতে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, শিল্প পরিকল্পনাতো সামগ্রিক ব্যাপার। এটা থিওরিটিক্যাল এপ্রোচ্। যখন বাজেটের উপর আলোচনা হবে তখন রাজ্য সরকার কি দৃষ্টিভংগী গ্রহন করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর নির্দিষ্ট পয়েন্ট সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করতে হয় তাহলে মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি ১৯৯৩-৯৪ ইং সালে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৯৯৩-৯৪ ইং সাল সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে সংক্ষেপে এই টুকুই বলব গত এক বছর যাবৎ যেগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, মৃতপ্রায়, সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাদেরকে রক্ষা করা যায় কিনা। ত্রিপুরাতে মাঝারি ধরণের শিল্প নেই শুধু মাত্র জুট মিলটি ছাড়া। আপনারা জানেন এটাও দুই বছর যাবৎ অচল হয়ে পড়ে আছে, কোন উৎপাদন নেই। বাকী যে শিল্পগুলি আছে সেগুলি রুগন, মৃতপ্রায়। এগুলির মধ্যে আমরা বাছাই করতে চেষ্টা করছি সুনির্দিষ্টভাবে কোনগুলিকে রিভাইভ করা সম্ভব। গত পাঁচ বছর জোট সরকারের আমলে শুধু লুঠপাটই করা হয়েছে। টি আই.ডি সি একটা সংস্থা, সেখানে কোন রেগুলারিটি ছিল না, কোন নিয়ম কানুন ছিল না। যেমন খুশী টাকা লুঠপাট করা হয়েছিল। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে জোট আমলে টাকা নিয়োগ করা হয়েছিল, সে টাকাগুলির কি হয়েছে সে সম্পর্কে তদন্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে টি আই.ডি.সি যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিকা নিয়েছে এবং ডিষ্ট্রিকট টাস্ক ফোর্স এবং অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থা আছে তারাও এ সম্পর্কে নজর রাখছেন। কাজেই গত এক বছরে যে সমস্ত শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব সেগুলিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। কিছুটা নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমার একটা প্রশ্ন যে ২০০ জনকে প্রাইম মিনিষ্টার রোজগার যোজনাতে সিলেকশান করা হয়েছে। এই ২০০ জনের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতজন টাকা পেয়েছেন ? মার্চ মাসের আজকে ১৬ তারিখ। সব স্যাংশান হয়েছে বুঝেছি, সব কাগজপত্রেই চলছে। কতজনের হাতে টাকা পৌঁছেছে বা কাজ আরম্ভ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, টাকা ব্যাংক থেকে পেমেন্ট করে। কাজেই ব্যাঙ্কের যে পেমেন্ট সে পেমেন্টের সম্পর্কে ব্যাংককে অত্যন্ত সচেতন ভাবে বারবার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছি। কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু কতজন পেয়েছে এই মূহুর্ত্তে আমার কাছে তথ্য নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এখন পর্য্যন্ত আমার জানামতে উত্তর ত্রিপুরাতে কেউ পায় নি।

(ভয়েসেস ফ্রম দ্য ট্রেজারী বেঞ্চ—কেউ পায় নি)

মেম্বারদের কথা যদি ক্রেডিবল্ হয় তাহলে কোথাও কেউ পায় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার ব্যাংক কে আমরা বার বার তাগিদ দিয়েছি। আমরা আবার

তাগিদ দেব এবং আমরা আবার খোঁজ নেব এবং চেষ্টা করব যাতে ব্যাংক এ গুলি ঠিক ঠিক ভাবে পেমেণ্টে করে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, টি.আই.ডি.সি যে ভূমিকা নিয়েছে তাতে জেনারেল বেকারদের মধ্যে রাইটলীই হোক আর রং লীই হোক টি.আই.ডি সি সম্পর্কে একটা ইমপ্রে-সন্ তৈরী হয়েছে যে টি.আই.ডি.সি হচ্ছে— না দেওয়ার কি কি কারণ আছে তা ব্যাখ্যা করা, দেওয়ার কি কি সুবিধা সেটা বেড় করার জন্য না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, টি.আই.ডি.সি সম্পর্কে আজকে একটা সেপারেট প্রশ্ন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— টি.আই ডি সি ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের জন্য কতগুলি ভূমিকা নিয়েছে, ডেভেলাপমেণ্টের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। তার জন্যই আমি এই প্রশ্নটা তোলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে টি.আই.ডি সি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আছে। আমাকে যদি ঐ প্রশ্নটা জড়িয়ে এখনই উত্তর দিতে বলেন, আমি উত্তর দিতে পারি। অথবা প্রশ্নটা যখনই উঠবে তখনই উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— থ্যাংক ইউ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅমল মল্লিক (অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১২ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১১২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কদমতলায় রুরাল মেডিকেল হাসপাতাল করার পরিকল্পনা আছে,

২) সত্য হলে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১) কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কদমতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আসাম সীমান্ত থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে এবং আসামের প্রায় ৭ | ৮ কিলোমিটার দূর থেকেও রোগীরা আসেন এই কদমতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য। এই একটি মাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র তাই জরুরী ভিত্তিতে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার জন্য বিবেচনা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী)— স্যার আসাম থেকে রোগীরা আসে এটা তো আমার জানা নেই। তাহলে তো এটা আসাম সরকার ব্যর্থতা কারণ তাদের চিকিৎসার সুযোগ ওখানে নেই। আমাদের এখানে যে জনসংখ্যা আছে সেটাকে কাভার করার জন্য এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে। আমাদের সরকারের আর্থিক সঙ্গতি হলে কোথায় কোথায় উন্নতি করা যায় সেটা বিবেচনা করে করা হবে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী।
(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী কৈলাশহর— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯০।

শ্রীসমর চৌধুরী— (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯০।

প্রশ্ন

১) ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জোট সরকারের সময়ে ছাটাই হওয়া কতজন চটকল শ্রমিককে ২৮.২.৯৩ ইং পর্যান্ত চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে ?

উত্তর

স্যার, জোট সরকারের আমলে শ্রম আইন ভঙ্গ করে অন্যায় ভাবে ছাটাই হওয়া ২৬০ জন শ্রমিককে পুনঃ নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা জুট মিল কোম্পানি বোর্ড অব ডিরেকটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ১-১-৯৪ ইং তারিখ থেকে ছাটাই শ্রমিকদের পুনরায় নিযুক্তির সুযোগ দেওয়া হবে। ছাটাই শ্রমিকরা ১-১-৯৪ ইং তারিখের পর ক্রমে ক্রমে পুনর্বহালের শর্ত মেনে আণ্ডারটেকিং দিয়ে কাজে যোগদান করেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোট কতজন শ্রমিক তাঁরা ছাটাই করেছিলেন আমরা এখন জানলাম ২৬০ জন ছাঁটাই হয়েছিল। এখন পর্য্যন্ত মোট কতজন শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছেন সমস্ত শর্ত মেনে। ২ নং হচ্ছে শ্রমিকরা তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি পাচ্ছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার. যাদের ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের সংখ্যাটা ২৬০-এর বেশী। ঠিক এই মুহুর্ত্তে তথ্য আমার কাছে নেই তবে ২৬০-এর অল্প কয়েক জন বেশী। যারা ছাঁটাই হয়েছিলেন শ্রম আইন ভঙ্গ করার জন্য সবাইকে ছাটাই করা হয়েছিল তা নয়। অনেকে চুরি করেছেন, অনেকে অন্যায় করেছেন এবং অনেকে অন্যান্য শ্রমিক আইন ভঙ্গ করেছেন। এই রকম ধরণের কিছু ছাটাই আছে। জুটমিল ডাইরেকটরস, তারা রাজ্য সরকারের ল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কমিটি গঠন করে, যার মধ্যে ল ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার, এই তিনজন যারা নাকি জুটমিলের সঙ্গে ডাইরেক্টলি কেউই যুক্ত নয়। এইরকম ভাবে একটা স্ক্রুটিনি বোর্ড গঠন করে তাদের দিয়ে সমস্ত জিনিষটাকে তদন্ত করানো হয় এবং সেই তদন্ত করানোর পর তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট আসে ২৬০ জনকে পুনর্বহাল করা যায়। ২৬০ জন স্বাভাবিকভাবেই পুনর্বহালের দাবী করতে পারে। এর পূর্বেই জোট সরকারের আমলে যখন তারা ছাটাই হয়েছিল তখন জুটমিল কর্মী সমিতি সি আই টি ইউর অনুমোদিত সংস্থা তারা এই ছাটাইর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করে, সেই মামলা এখনও রয়েছে, সেই মামলার বিচার চলছিল। সেই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে যাদের নিয়ে এই সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে কারা অন্যায়ভাবে ছাটাই হয়েছেন, তাদের বাছাই করার ক্ষেত্রে ২৬০ জনের যে নাম আছে সেই নামগুলি বোর্ডে যখন উপস্থিত করা হয় বোর্ড তখন আইনগতভাবে বোর্ডের যে নিয়ম, যে রুলস এবং এক্ট আছে, যে প্রভিশান আছে সেই প্রভিশান অনুযায়ী জুটমিল কতৃপক্ষের কাছে তাদের ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে তারা প্রেয়ার বা দরখাস্ত করতে পারেন, তার বিচার করা হবে। ঠিক সেই রকম পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ২৬০ জন বিচার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রত্যেকটা কেশ খুটিয়ে খুটিয়ে বিচার করা হয়। যিনি অথরিটি চেয়ারম্যান তিনি ফাইনালী এই ২৬০ জনকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন বোর্ড এইটা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ নিয়ে এই ২৬০ জনকে পুনর্বহালের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে এখানে সব শুদ্ধ মিলিয়ে এই ২৬০ জন সহ ১৭৪২ জনকে জুট মিলের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। যে ২৬০ জন আছেন তার মধ্যে এখনও সকলে যোগদান করেননি যাদের পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে একটা বড় অংশ তারা যোগদান

করেছেন এবং যে তারিখ থেকে তারা যোগদান করেছেন সেই তারিখ থেকেই বেতন ইত্যাদি ইত্যাদি চালু হয় এবং সমস্ত কিছু কার্য্যকরী করার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, আমরা এই রকম একটা কথা বাহিরে শুনতে পাচ্ছি যে, পুনর্বহালের শর্তে যে সমস্ত শর্ত্তের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন যারা সেই শর্ত মেনে আণ্ডার টেকিং নিয়েছেন তাদেরকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। এখন সেই পুনর্বহালের সর্তের মধ্যে শ্রমিক স্বার্থ লঙ্ঘনকারী এমন কোন শর্ত আছে কিনা বা যাদের হাত দিয়ে জুট মিলটাকে এখন খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তারা সেই ধরণের কোন সর্ত আরোপ করেছেন কিনা রাজ্য সরকার সেই বিষয়ে দৃষ্টি রেখেছেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যে সমস্ত সর্তগুলি আণ্ডার টেকিন-এর মধ্যে থাকবে, যে আণ্ডার টেকিংস দিয়ে তাদের পুনরায় কাজে নিযুক্ত হতে হবে আমি সেটা পড়ে দিচ্ছি।

1. The reinstated employees should be placed in their respective position here from they were terminated/struck off.

II. The wages etc. of the reinstated employees shall be nationally fixed.

III. The reperiod between the date of discharge and 1st January, 1994 shall be counted only for the purpose of seniority and calculation of gratuity.

iv. The reinstated employees shall not be paid wages or other benefits, financial of otherwise, for the period between the date of the discharge and 1st January, 1994.

v. The disciplinery authority shall obtain undertaking from the discharged employees to the effect that on being reinstated they will not claim wages and other benefits, ... financial or otherwise, for the paiod between the date of discharge and 1st January, 1994,

এই কনডিশানগুলি মেনে আণ্ডার টেইকিং দিয়ে প্রত্যেককে নিযুক্ত করা হচ্ছে। বোর্ড অফ্ ডিরেকটর মনে করেন এই যে সর্তগুলি এইগুলি একেবারেই শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নয়। এখানে সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জুট মিলটাকে পুনরায় চালু করা। এই জুট মিল পুনরায় চালু করতে হলে আমাদের যে অর্থনৈতিক সংকট, যে অর্থনৈতিক ক্রাইসিস্ দেখা দিয়েছে সেই ক্রাইসিস্টা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মেজরিটি শ্রমিকরা এই শর্তগুলি মেনে নিয়েছেন এবং সকলেই এইভাবেই আমাদের সহযোগিতা করেছেন যাতে তারা সকলেই পুনরায় নিযুক্ত হয়ে জুট মিল চালু করার কাজে অংশ নিতে পারেন। এবং তারা যাতে আবার শ্রম আইনের মধ্যে শ্রমিকদের যে অধিকার সেই অধিকার যাতে তারা পুনরায় ফিরে পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে আমরা আবার জুট মিলটিকে চালু করতে পারি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (বিধায়ক) : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রকম একটা আশংকার কথা আমাদের কানে এসেছে যে জুট মিলটিকে সরকার পরিচালনা করতে পারছেন'না, সেইজন্য সরকার এইটিকে লীজ্ দেবার জন্য চিন্তা করছেন এই ধরণের আশংকার প্রশ্ন রয়েছে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, এইরকম আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে সেই-প্রশ্ন যখন আসবে তখন আমি এর জবাব দেব।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইখানে যেসমস্ত কন্‌ডিশন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন— আমরা জানি এই জুটমিলের ম্যানেজিং ডিরেকটার গত ৮ই মার্চ এই সমস্ত জুটমিলের কর্মীদের একটা নোটিশ-মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন। সেই নোটিশের কপি আমার কাছে আছে। এইখানে (এ) তে বলা হয়েছে যে-' ২২১ ডিস্চার্জড্ ওয়ার্কার্স' হোজ্ ন্যামস্ ওয়ার স্টাক্ অফ্ ডিউরিং দ্যা পিরিয়ড্ ফ্রম ১৭.৩.১৯৮৮ টু ১৮.১১.১৯৯২। তারমধ্যে (বি) তে বলা হয়েছে- ৩২ ডিস্চার্জড্ ওয়ার্কার্স' হোজ্ সার্ভিসেস্ ওয়ার টার্মিনেটেড ডিউ টু পুওর অ্যাটেনডেন্স ডিউরিং দ্যা পিরিয়ড্ ফ্রম ২ ১২.১৯৮৯ টু ১২ ৭.১৯৯০। তারপর এইখানে (২) (১) নং এ বলা হয়েছে যে- দ্যাট্ দে উইল আন-কণ্ডিশন্যালী উয়িড্র দ্যা কেসেস পেণ্ডিং বিফোর দ্যা লেবার কোর্ট।

কারণ তখন যে সব শ্রমিক ছাটাই হয়েছিল তারা তখন লেবার কোর্টে গিয়েছিল এখন সেই কেসটা উয়িড্র করতে হবে।

তারপর ২ (২) নং শর্তে বলা হয়েছে যে- দ্যাট্ দে উয়িল নট্ ক্লেইম অ্যানী বেনিফিট, ফিনান্সিয়েল অর আদার-ওয়াইজ্, ফর্ দ্যা পিরিয়ড বিটুয়িন দ্যা ডেইট অব্ ডিস্চার্জ অ্যাণ্ড ডেইট অব রি-ইন্‌ষ্টেটমেণ্ট।'

এইখানে যে পিরিয়ডের কথা বলা হয়েছে সেই পিরিয়ড্ এর কোন আর্থিক বেনিফিট তারা ক্লেইম করতে পারবেন না- এতে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ যে নোটিশটার কথা বলা হয়েছে এইটা আমার জানা নাই। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যদি এইরকম কোন কাগজ বা নোটিশ উনার কাছে থাকে তবে সেটা দিলে পরে আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখব যে সত্যি এম, ডি, এইটা দিয়েছেন কিনা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে বেনিফিট এর কথা— এইখানে বলা হয়েছে—জুটমিল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া নিরাপত্তা না জুট মিলটিকে চালু করে কর্ম্মসংস্থানকে অটুট রাখা ভাল। যে কণ্ডিশন সম্পর্কে বোর্ড অব্ ডিরেকটরস্রা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারজন্য তারা পুনর্নিয়োগের জন্য এবং স্পেসিফিক অ্যাকসন নিয়ে যাতে তাদের পুনর্নিয়োগ করে জুটমিলটিকে পুনরায় চালু করা। এখন এর মাঝখানে যে পিরিয়ড্ আছে তার বেনিফিট তারা পারেন না। এবং শ্রমিকদের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে— তারা রাজি আছেন যাতে এইভাবেই আবার জুট মিলটিকে পুনরায় চালু করতে পারি— এবং সেভাবেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নোটিশের কপিটি হাউসে সাবমিট করছি

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীসুদন দাস মহাশয়।

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৯৫।

মিঃ স্পীকার ঃ— এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৯৫।

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৯৫।

প্রশ্ন

১। কং (ই), টি ইউ জে.এস জোট সরকারের আমলে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছিল,

২) তারমধ্যে বর্তমান সরকার ঐ সকল ছাঁটাই কর্মচারীদের মধ্যে কতজনকে পুনরায় নিয়োগ করেছে. কতজন বাকী আছে.

৩) যদি বাকী থাকে তাদের কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে ?

উত্তর

১) কং (ই) টি ইউ.জে.এস জোট সরকারের আমলে মোট ১৪১৬ জন শ্রমিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছিল।

২) তার মধ্যে বর্তমান সরকার ৯৭১ জনকে পুনঃনিয়োগ করেছেন এবং ৪৪৫ জন বাকি আছে।

৩) উক্ত ৪৪৫ জনকে পুনঃনিয়োগ সরকারের নীতি নির্দেশিকার উপর নির্ভরশীল।

শ্রীসুদন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৪১৬ জন ছাঁটাই হয়েছেন। তারমধ্যে ৯৭১ জনকে পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে। ৪৪৫ জন বাকী রয়েছেন। ৪৪৫ জন ছাড়া যারা বাকী আছেন তাদের ক্ষেত্রে যে নীতি মানা হচ্ছে সেটা কি ৯৭১ জনকে যে নিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে আলাদা? এই ব্যাপারে কোন সমস্যা আছে কিনা?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার সবসময়েই ছাঁটাই কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা সরকারের আসার পর ঘোষণা করেছিলাম, যারা ছাঁটাই হয়েছে, তাদেরকে পুনঃ নিয়োগ করা হবে। কিন্তু পুনঃ নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতাও আছে। কোন ছাঁটাই কর্মচারীর বিরুদ্ধে যদি কোন মামলা বা ডিপার্টমেন্টোল প্রসিডিউর থেকে থাকে তাহলে সেগুলির ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা আছে। কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন যে আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেছেন ২৮০ জন ছাঁটাই কর্মচারী নিয়োগের অপেক্ষায় আছেন। বিভিন্ন দপ্তরের অর্থনৈতীক সমস্যা সেগুলি আছে সেগুলি বিবেচনা করে ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনঃনিয়োগের বিবেচনা সরকার নিশ্চয়ই দেখবে। এবং দপ্তর সেগুলি বিচার-বিবেচনা করছেন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে ছাঁটাই কর্মচারী-দের কথা বলা হয়েছে। আমি জানতে চাই, টি.আই.ডি.সি-এ যে ৮২ জন স্থায়ী বেতনের কর্মচারী ছিলেন তারা কি এই ৭৪১ জনের আওতায় পড়েছেন?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মিনিষ্টার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি.আই.ডি.সি ৪২ জন কর্মচারীকে স্ব-নির্ভর প্রকল্পের অধীনে ১২ মাসের মেয়াদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। পুনরায় তাদের মেয়াদ বাড়ানো হয় নাই। এবং সেই স্কীমটাই শেষপর্যন্ত উইথড্র করে দেওয়া হয়েছে। স্কীমটা যেহেতু নেই সেহেতু কর্মচারীর আর কোন প্রয়োজন নেই। সেই জন্য এদেরকে এখন পর্যন্ত পুনঃবহাল করা হয়নি।

শ্রীপূর্ণব দেববর্মা ঃ— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে জানতে চাই যে ঐ ৪২ জনের জন্য এখনই কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। যেহেতু ত্রিপুরার বেকার যুবক হিসাবে তাদের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, সেহেতু আগামী দিনে তাদের জন্য এই স্কীমটা চালু করে পুনঃনিয়োগের ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ রাষ্ট্রমন্ত্রী **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি.আই ডি সি যে ধরণের প্রকল্প চালু করেছিলেন-সেটা খুবই ভাল প্রকল্প। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য একটা কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। এবং সম্ভবত জোট সরকার আসার পরে স্কীমটা তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন আমি টি.আই.ডি.সির চেয়ারম্যানের কাছে অনুরোধ করব এই স্কীমটাকে পুনরায় খতিয়ে দেখে চালু করে যাতে ৪২ জনকে পুনরায় নিয়োগ করা যায়।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৪৪৫ জন বাকি আছে, এই ৪৪৫ জন কোন কোন দপ্তরে বাকী আছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি লম্বা লিষ্ট হয় তাহলে করবেন।

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ রাষ্ট্রমন্ত্রী) **ঃ—** ঠিক আছে স্যার।

(ANNEXURE—'A")

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশেষ করে আমার এখানে কিছু তথ্য আছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ? যেমন বিলোনীয়া বিভাগের রাধানগর ডি, সি. ও সেখানে ৬৭ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল এবং সেখানে ৪৩ জন নিয়োগ হয়েছে, বাকী যারা আছে তাদের এখনও নিয়োগ করা হচ্ছে না, তা কেন হচ্ছে না ? এরমধ্যে ডি, আর, ডাব্লিউ কর্মী আছেন কৃষি দপ্তরের বড় পাথারি ভি, এল. ডাব্লিউ স্টোরে কাজ করত প্রানতোষ দেবনাথ এবং বিলোনীয়া মেইন স্টোরে ডি, আর. ডাব্লিউ কর্মী সমরেন্দ্র রায় তারপরে আছে বিধারেন্দ্র রায়—,

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য ইনডিভিজুয়েলি নাম বললে উনি কি উত্তর দেবেন, এটা কি

মিনিষ্টারের পক্ষে সম্ভব জানাযে, বিলোনীয়া রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন এগ্রিকালচার-এ কাজ করতেন, ছাঁটাই হয়ে গেছেন, এখানে উনি কিভাবে বলবেন ?

শ্রীসুধন দাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী যেহেতু বিভিন্ন দপ্তর ওয়াইজ—.

মিঃ স্পীকার ঃ— দপ্তর ওয়াইজ বললেও আপনি কেটাগরিকেলি বলুন আপনি কি জানতে চান ?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত দিনের মধ্যে নিয়োগ করা হবে সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। এবং আমি মাননীয় সদস্যকে বলব কৃষি দপ্তবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের যাতে পুনর্বহাল করা যায় তারজন্য আমাদেরও চেষ্টা থাকব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৪১৬ জন কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে তারমধ্যে বাংলাদেশী আছে কিনা এবং থাকলে কত ? এবং যে ৯৭১ জন নিয়োগ করেছেন তার মধ্যে এস.সি. এবং এস টির সংখ্যা কত ?

শ্রীরঞ্জিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ — অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আবার কাছে নেই। পরবর্তী সময় আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ৪৪৫ জন ছাঁটাই হয়ে গেছে তাদের মধ্যে ভস.সি এবং এস টি কত, এবং কোন এলাকার কতজন ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কাঞ্চনপুর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১৮৮।

শ্রীকেশব মজুমদারপ্র (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৮৮।

প্রশ্ন

১) ২০০০ (দু-হাজার) সালের মধ্যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই পরিকল্পনার আওতায় এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের কত সংখ্যক মানুষকে আনা হয়েছে, এবং

২) উপরোক্ত পরিকল্পনা রূপায়নে অতিরিক্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োজিত হয়েছে কিনা,

৩) না হয়ে থাকলে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১, ২, ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেওয়া হল :— '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই প্রকল্পে জন্মের হার প্রতি হাজারে ২১ বা তার কম করা, মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯ বা তার কম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ১২ বা তার কম, শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে লিভ বার্থ-এ ৬০ এর নীচে নামিয়ে আনা, মাতৃ মৃত্যুর হার (ম্যাটারনেল মটারলিটি) প্রতি হাজারে ডেলিভারীতে ২ এর নীচে নামিয়ে আনা এবং ১ বছরের নীচে শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের ১০০ ভাগ প্রতিষেধক টীকা ও ইনজেকশন দেওয়ার, কুষ্ঠ রোগ নির্মূলীকরণ, টি, বি, এবং ম্যালেরিয়া এর মত মেজর রোগগুলিকে নিয়ন্ত্রন করার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা র্ধায্য করা হয়েছে।

শ্রীজেশব মজুমদার :— তবে এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে জন্মের হার প্রতি হাজারে ১৯৯১ ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ২৪ জন, তাদের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে এর নীচে নেমেছে। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭৫। মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে (ডেলিভারিতে যা হয়) ২ এর কাছাকাছি প্রায়, এটা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ১ বৎসরের নীচে শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের প্রতিশেধক টিকা এবং ইনজেকশান ইত্যাদি এর ক্ষেত্র শতকরা ৭৫. এই বৎসর অর্জন করা সম্ভব হবে। ১৯৯৬ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগ এই রাজ্য থেকে নির্মূল করা যাবে বলে আশা করা যায়। টি,বি. এবং ম্যালেরিয়া এই ধরনের মত বিশেষ রোগগুলিকে নিয়ন্ত্র -এর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগুলি জোরদার করা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাবলিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন, এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী জন্ম মৃত্যু র হার ইত্যাদি, এখন সেই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করেছেন কিনা ? এই যে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৭৫ জন রয়ে গেছে এখনো প্রতি হাজারে এবং জন্মের হারও

প্রতি হাজারে ১২জন। এই যে পরিকল্পনা, মূল লক্ষে পৌঁছার যে টার্গেট তার চেয়ে তো রাজ্যে অনেক বেশী বেশী বাকী রয়ে গেছে, তার জন্য এটাকে লিমিটে আনার জন্য যেমন ম্যালেরিয়া নির্মূল এর কথা বলেছেন ৯৬ সালে স্যার। এই হাউজে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে ম্যালেরিয়াতে এখনো লোক মরছে, আন্ত্রিকে লোক মরিতেছে, এই অবস্থায়, এই টীকার কথা বলুন আর যাই বলুন আমার প্রশ্নটি ছিল এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য, তার যে স্বাস্থ্য কর্মী তাদের অভিজ্ঞতার জন্য এবং অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগের জন্য এগুলি এখন কি অবস্থায় আছে। কোন দপ্তরে কত কর্মী নিয়োগ আছে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য। জনসংবরণ দপ্তরে কত কর্মী নিয়োগ আছে এবং তাদের কি পরিমাণ কাজ আছে, আমি এইগুলির উত্তর চেয়েছিলাম স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটাতো আনষ্টার্ড। এটা এই ভাবে বললে কিভাবে উত্তর দিবেন, ম্যালেরিয়া দপ্তরে কতজন কর্মচারী কোথায় আছেন। প্রশ্নটা আপনি যে ভাবে করেছেন সেটা আনস্টার্স্ট হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার এর উত্তর আমি বলতে পারি, তবে উত্তটা একটু দীর্ঘ, এই সব যেগুলি আছে এর জন্য আলেদা কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের যারা মেডিকেল অফিসার আছেন, তারাই বিভিন্ন পোগ্রাম-এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, প্রশিক্ষণ দিয়েও আসেন এবং তাদের মধ্যে যেসব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার আছেন তারাই সাধারণত এই ধরণের পোগ্রামগুলি করে থাকেন। আমাদের যে মূল সংগঠন আছে এটি হচ্ছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এইগুলিতে যেসব স্বাস্থ্য কর্মী আছেন তাদেরকে এম. পি ডাব্লিও বলে.। এদের সংখ্যা ও বিস্তারিত যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে একটু সময় লাগবে, তা না হলে আমি লে করে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি লে করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি এইগুলি লে করে দিলাম স্যার।

(ANNEXURE—)"B"

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, সবার জন্য স্বাস্থ্য, এটা তো একটা বিরাট শ্লোগান এবং যে দেশে শতকরা ১০০ ভাগ লোকের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা হয়না, সেইসব দেশগুলিতে সবার জন্য স্বাস্থ্য, এই শ্লোগান কার্য্যকরী করতে এটা একটা হারকুলাস টাস্ এবং যতটুকু জানি যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির যে রাষ্ট্র সরকার আছে তারা যৌথ ভাবে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষে বা ত্রিপুরা রাজ্যে, সভার জন্য স্বাস্থ্য শ্লোগানকে

কার্য্যকরী করার জন্য যে অতিরিক্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব আছে, সেই দায়দায়িত্ব কে বহন করবে ? আমরা দেখেছি রাজ্য বাজেটের মধ্যে শতকরা ১০০ জনকে স্বাস্থ্য পরিসেবার আওতায় মধ্যে আনার কোন স্কোপ নেই, সেই জায়গাতে এই শ্লোগানকে কার্য্যকরী করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আছে, এটা কে বহন করবে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই কাজগুলি স্কীম পেটার্নে হয়ে থাকে। এগুলি সেন্ট্রাল স্কীমে আছে এইসব স্কীমের জন্য আমরা কেন্দ্র সরকারের থেকে টাকা পয়সা পেয়ে থাকি। সুতরাং এগুলি করতে গেলে যেমন বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক আছে, সেমিওয়েল ফেয়ার এর বিষয়বস্তু আছে, বিভিন্ন কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আছে, এই সবের জন্য কেন্দ্র সরকার থেকে আর্থিক অনুদান যায়। এবং এই সবের ভিত্তিতেই এই প্রোগ্রামগুলি চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী এবং সুধন দাস।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নম্বর—১৮৭।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৮৭।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের নিজস্ব পরিচালনাধীন কোন ইট ভাট্টা আছে কিনা, থাকিলে কয়টি এবং বর্তমানে আছে সব কয়টি চালু আছে,

২) ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি কর্পোরেশন (টি এস আই সি) এর পরিচালনাধীন মোট কয়টি ইট ভাট্টা আছে এবং বর্তমানে কয়টি চালু আছে,

৩) ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (টি এস আই সি পরিচালিত ইট ভাট্টা বর্তমানে শ্রমিক সংখ্যা কত এবং বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত এবং বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম একসময়ে ১২টি ইট ভাট্টা চালু করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছর থেকে গুরুতর আর্থিক সংকট দেখা দেয় এবং ক্রমে ইট ভাট্টাগুলোর উৎপাদনের সঙ্গতি কমে আসতে থাকে। ফলতঃ বর্তমান আর্থিক বছরে ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্বের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে কোন ইট ভাট্টা চালু করা সম্ভব হয়নি।
১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে সরকারী ও বেসরকারী চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থসংস্থানের ভিত্তিতে পুনরায় ইট ভাট্টা চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

২) ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগম পরিচালিত ইটভাট্টাগুলোর মধ্যে বর্তমানে কোনটাই চালু নেই।

৩) সেহেতু কোন সরকারী ইটভাট্টা বর্তমানে চালু নেই যেহেতু শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নই ওঠেনা। এমতবস্থায় উৎপাদনের লক্ষমাত্রা স্থির করা প্রাসঙ্গিক নয়।

শ্রী**মাখনলাল চক্রবর্তী** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিলেন খুবই নিরাশ্যজনক উত্তর। কারণ আমরা জানি যে ইট ভাট্টা, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পর সরকারের উদ্যোগে ইটভাট্টা করা হয়েছিল। তার বিরাট সাক্ষ্য এই রাজ্যে দেখলাম। সেই বছর থেকে শ্রমিক নিয়োগ হত। এবং রাজ্যের যে চাহিদা মিটাতে গিয়ে তার যে বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়ন ইটের যে দরকার সেটি মিটিয়ে যেত। এখন সেটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে শূন্যের কৌটায় পৌঁছেছে। এখানে মূলত আর একটি জিনিষ বলতে পারি যে জিরানিয়ার ইট ভাট্টা সরকারী লেভেলে করা হয়েছিল।

শ্রী**মাখনলাল চক্রবর্তী** :— সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়ে এখন শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে, আর এই অবস্থাটা হয়েছে বিগত ৫ বছরের জোট সরকারের রাজত্বে। স্যার, কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই জিরানিয়াতে একটা মেসিমেসিনারী ব্রিক ফিল্ড করা হয়েছে, সেটা আমরা নিজেরাও দেখে এসেছি যে সেটা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও তার জন্য সরকারকে কোটি কোটি টাকার ভর্তুকী দিতে হবে, এভাবে যতগুলি ইট ভাট্টা করা হয়েছে, সবগুলিরই একই অবস্থা। আমি মনে করি এই অবস্থার জন্য বিগত জোট সরকারই দায়ী। কাজেই জোট সরকারের আমলে এগুলিতে যে নয়-ছয় করা হয়েছে, তার জন্য একটা তদন্ত কমিশন বসিয়ে তদন্ত করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী**সমর চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উপর সাপ্লিমেন্টারী করতে গিয়ে যেটা উত্থাপন করেছেন, তার সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকিবহাল। স্যার, এই ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম ১৯৯১ ৯২ ইং আর্থিক বছরে পি, ডব্লিউ, ডি এবং বর্ডার রোড কর্তৃপক্ষ থেকে আগাম টাকা নিয়েছিল এই শর্তে যে আই এস, আই, সি তাদের উৎপাদিত ইট এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরবরাহ করবে। ১৯৯১-৯২ সালে মোট ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল এবং এ টাকা খরচ করে ৫৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার ইট উৎপাদন করা হয়। ৯টি ইট ভাট্টার মধ্যে এই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। তার ফলে ৪১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সরাসরি লোকসান হয়। এই টাকার ৪০ লক্ষ টাকা আগাম দিয়েছিল পি, ডব্লিউ, ডি এবং ৫০ লক্ষ টাকা আগাম দিয়েছিল বি, আর, টি এফ। এই সময়ে বোর্ডে চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন এবং বর্তমান এস, এল, এ শ্রীদীপক নাগ মহাশয়।

বন্ধ হয়ে যাওয়া ইট ভাট্টাগুলি পুনঃরায় চালু করার জন্য বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যথা সময়ে সেই টাকা না পাওয়াতে ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে ইট ভাট্টাগুলি চালু করা যায়নি। বর্তমানে প্রতিটি ব্রিকক্লিন চালু করতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। বর্তমান বোর্ড অব ডাইরেকক্টার্স পি, ডব্লিউ ডিকে কিছু ইট দিয়ে আগাম দেওয়া কিছু টাকা পরিশোধ করেছে। বি, আর, টি, এর আগাম দেওয়া টাকা এখনও পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই, এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে ইট ভাট্টাগুলির একটা করুণ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। বিগত আমলে এই টি, এস, আই, সিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল, সেগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই সব নিয়োগ করার জন্য কোন ইন্টারভিউ পর্যান্ত নেওয়া হয়নি। তাই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে টি, এস, আই ও সির সব ব্যাপারটা ভিজিলেন্সে দেওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই লিখেছি। আর, ভিজিলেন্সের তদন্তের ফলে এই টি, এস আই, সির যা কিছু বেরিয়ে আসবে, তা আমরা এই বিধানসভায় জানাতে পারবো বলে আশা রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপবিত্র কর মাননীয় সদস্য।

শ্রীপবিত্র কর :—(খয়েরপুর) স্যার, থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬।

***শ্রীকেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) :**— স্যার, থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬,

প্রশ্ন

১) জি, বি ও আই, জি, এম হাসপাতালে কতজন মেডিক্যাল অফিসার কর্মরত আছেন?

২) তার মধ্যে স্পেশালিষ্ট কতজন?

৩) এই হাসপাতালগুলিতে অন্তবিভাগে ২৪ ঘন্টার মেডিক্যাল অফিসার রাখার সংস্থান আছে কি?

৪) না থাকলে, তা রাখার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) জি, বি হাসপাতালে ১৩৫ জন এবং আই জি, এম হাসপাতালে ১০১ জন চিকিৎসক কর্মরত আছেন।

২) তার মধ্যে জি, বি হাসপাতালে ৩৬ জন এবং আই, জি, এম হাসপাতালে ৩৮ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎস্যক আছেন।

৩) জি, বি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসক রাখার সংস্থান নেই, আর, আই, জি, এম হাসপাতালে ২৫ ঘন্টা চিকিংস্যক রাখার সংস্থান আছে।

৫) জি. বি হাসরাতালের অন্তর্বিভাগে ২৪ ঘন্টা চিকিৎস্যক রাখার পরিকল্পনা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির উত্তর-পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর-পত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদরের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE– "C" & "D"

REFERENCE PERIOD

মীঃ স্পীকার ঃ— আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপস্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো 'গত ১৩ই মার্চ ১৯৯৪ ইং গভীর রাত্রে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধর্মনগর বাজারের একাংশ ভস্মীভূত প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।' আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। তিনি যদি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৮ই মার্চ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ১৮ই মার্চ বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী মোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উত্থাপন করেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীসহিদ চৌধুরী। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো গত ৫-৩-৯৪ ইং তারিখ রাত্রে সোনামুড়া মহকুমার কলমচৌড়া থানাধীন মানিকনগর গ্রামে আয়েত আলীর বাড়ীসহ ৪টি বাড়ীতে চুরি, ডাকাতির ফলে একজন গুলিবিদ্ধ ও অপর একজন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হয়ে জি, বি, হসপিটাল-এ চিকিৎসাধীন থাকা সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ৬-৩-৯৪ ইং তারিখ রাত অনুমান ৩-৩০ মিঃ এই সময় কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত নালজলা গ্রামের শ্রীআবদুল কাদির কলমচৌড়া থানায় উপস্থিত হয়ে জানায় যে এ' গ্রামের শ্রীআয়েত আলী এবং শ্রীমতি আলোয়া বেগম কতিপয় দুস্কৃতকারীদ্বারা গুলিবিদ্ধ এবং লাঠির দ্বারা আঘাত পেয়ে জখম হন এবং বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। এই সংবাদটি গত ৭-৩-৯৪ ইং তারিখ কলমচৌড়া থানায় দৈনিক লিপিবদ্ধ করে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে বিস্তারিত রিপোর্টের জন্য বক্সনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় এবং জানতে পারে যে নালজলা গ্রামের নিবাসী শ্রীআয়েত আলী এবং শ্রীমতী আলেয়া বেগম কতিপয় দুস্কৃতকারী দ্বারা গুলিবিদ্ধ ও লাঠির দ্বারা আঘাতের ফলে রক্তাক্ত জখম হন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে এ' দিন রাতে নালজলা নিবাসী শ্রীমুসলিম মিঞা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে তাহার ঘর থেকে বাহির হয়ে ৭/৮ জনের একটি দুস্কৃতকারী দলকে অসত্রাসএ সজ্জিত অবস্থায় দেখতে যায় এবং গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ডাকার ফলে নিকটস্থ বাড়ী ঘরের লোকজন ঘটনাস্থলে আসিতে শুরু করিলে। চিৎকার করে ডাকা শুরু করিলে দুস্কৃতকারীগণ পলাইয়া যাইতে থাকে এবং যাওয়ার সময় তাদের গুলি চালনা ও লাঠির দ্বারা আঘাতের ফলে উক্ত দুইজন গুরুতর আঘাত পান। এখানে প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত দুস্কৃতকারী দলটি ঐ রাতেই কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত ধুনবিয়াবন্ধু গ্রামের শ্রীইউসুফ আলী এবং মাণিক্যনগর গ্রামের শ্রীঅমর চান্দ সাহার বাড়ীতে চুরি করে।

তদন্তকালে পুলিশ জানতে পারে যে, বাংলাদেশের একটি কুখ্যাত দুস্কৃতকারীদল এই ঘটনার জন্য দাযী। এই ঘটনার পর দুস্কৃতকারী দলটি আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশ চলে যায়। পুলিশ স্থানীয় বি. এস. এফ পোষ্ট, মাণিক্যনগরের পুলিশ ক্যাম্পকে সতর্ক করে দেয় এবং থানা থেকেও ঐ এলাকা সমূহে প্রয়োজনীয় টহলদারীর ব্যবস্থা করা হয়। আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং বর্তমানে তাহারা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

উপরোক্ত ঘটনাটি কলমচৌড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৮।৩২৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০/৯৪ নথিভূক্ত করা হয়।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার ষ্টেটমেন্টে এখানে জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে আগত সশস্ত্র দুস্কৃতকারীরা বর্ডার এলাকার মধ্যে এইসব চুরি ডাকাতির ঘটনাগুলি সংঘটিত করছে। এই চুরি এবং ডাকাতির ঘটনা ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র বর্ডার এলাকার মধ্যে হচ্ছে। এগুলি প্রতিরোধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এটা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, রাজ্য সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, বর্ডার এলাকায় পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে, সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কারণ, বি.এস.এফ বর্ডার এলাকায় পাহারা দেয়, এবং ব্যবস্থা নেয়। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ফোর্স আছে, তাতে সমগ্র বর্ডার এলাকায় ভাল ভাবে পাহারা দেওয়ার অবস্থা নেই। পোষ্টগুলিও দূরে দূরে। সে দিক থেকে পাহারার ব্যবস্থার উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সমগ্র এলাকার প্রটেকশান দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারে সহযোগিতা চাই।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনাড়মুা) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার স্টেটমেণ্টে জানিয়েছেন, সীমান্তে চুরি ডাকাতি হচ্ছে। এবং স্বাভাবিকভাবে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বি-এস-এফ-এ সেই দিক থেকে এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সীমান্তে বিদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং চুরি, ডাকাতি প্রতিরোধ করার প্রশ্নে বি.এস এফ এর যে ভূমিকা থাকা দরকার তা নিচ্ছে না। উপরন্তু, লক্ষ্য করা গেছে, বর্ডার এলাকা দিয়ে গাড়ী গেলে, এমন কি মেইন রোডেও গাড়ী আটকে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের মাল আটকে দিচ্ছে, ব্ল্যাকের মাল বলে। ডাকাতি এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে এ খবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— বর্ডার এলাকা দিয়ে মাল পাচার বন্ধ করার দায়িত্বও বি.এস.এফ. এর। সেটা তারা দেখেছেও আমরা জানি, কিছু মাল ওরা ধরেছে। দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে কিনা সেরকম সংবাদ আমাদের কাছে নেই। যদি আসে, তাহলে বি.এস.এফ. এর দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা করতে পারি।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, গত ২৬ ২ ৯৪ ইং তারিখে বক্সনগর থানার গাড়ী পুলিশ দপ্তর উইথড্র করে নিয়ে আসে ? এরপর বেশ কিছু ডাকাতির ঘটনা ঘটে। রাতের বেলা বিস্তীর্ণ এলাকা পাহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ীর অভাবে পুলিশ যেতে পারছে না, এবং উপযুক্ত পদক্ষেপও নিতে পারছে না। কেন এই গাড়ী উইথড্র করা হল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ব্যয় সংকোচনের কারণে কিছু গাড়ী হায়ারিং করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন দপ্তর থেকে অতিরিক্ত গাড়ী ব্যবহার করত, ফলে খরচও সাংঘাতিকভাবে বাড়ত। রাজ্য সরকারের পক্ষে সে ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিল না। কাজেই

কিছু গাড়ী হায়ারিং করা হয়েছে। তবে পরবর্ত্তী সময়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে যে সমস্ত গাড়ী হায়ারিং করা দরকার সেগুলি করা হবে এবং বিভিন্ন দপ্তর যদি বলে যে এই কাজের জন্য তাদের গাড়ীর দরকার তাহলে নিশ্চয়ই তাদের গাড়ী দেওয়া হবে। সরকারী কাজকর্ম অচল করে দিয়ে গাড়ী উইথড্র করার নীতি আমরা গ্রহণ করি নি। তবে অতিরিক্ত ব্যয়ও যাতে না হয় তার জন্য কিছু ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। থানাগুলিকে অচল করে দিয়ে সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে আসাটা আমরা নীতিগতভাবে মানি না। যদি এরকম হয় তাহলে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কাছে জানালে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব। পুলিশ বা ইলেকট্রিক কর্মী কাজ করতে পারবে না অচল হয়ে বাড়ীতে বসে থাকব এই ঘটনা কিছু কিছু কাগজপত্রে আমি দেখেছি। এটা *ঠিক* না, এই ভাবে চলা উচিৎ না। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা অফিসারদের এই কথা বলেছি একান্ত প্রয়োজনীয় যেগুলি দরকার, সেগুলি আপনাদের হায়ার করতেই হবে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারি যে কাঠালিয়া থানতে গাড়ী নেই। একই তারিখে ঐ থানার গাড়ীটাও উইথড্র করা হয়েছে। এছাড়া আমি জানি রাজ্যের মধ্যে আরও কয়েকটা থানায় গাড়ী নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে রাতের বেলায় বিশেষ করে বর্ডারের বিস্তির্ণ এলাকাতে পাহারা দেওয়ার জন্য জরুরী ভিত্তিতে এই থানাগুলির মধ্যে গাড়ী পাঠানোর জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে বলব যেখানে যেখানে গাড়ী নেওয়ার প্রয়োজন সেখানে সেখানে যেন তারা গাড়ী নেন।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) **:—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে বর্ডার এরিয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি যে বর্ডার এরিয়াতে প্রায় সময়ই গরু চুরি হয়ে থাকে। বর্ডার বি.এস.এফ ডিউটি দেন, গরু চুরি হওয়ার পর তারা যখন গরু নিয়ে যায় তখন বি.এস এফ গরু আটকিয়ে রাখে। যার গরু চুরি হয়েছে তিনি যখন পরিচয় দিয়ে গরু আনতে যান বি এস.এফ সে গরু কাস্টমস অফিসে জমা দিয়ে দেয় এবং বর্ডার পাচারকারী মাল হিসাবে কেস লেখা হয়। কাজেই এইসব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি গরীব মানুষ যার গরু চুরি যায় তিনি যখন গিয়ে গরু সনাক্ত করেন, তাকে গরু দেওয়া হয় না। পরে কাস্টমস অফিস থেকে এক একটা গরু ৫০০ | ৭০০ টাকা দিয়ে আনতে হয়। কাজেই এই অসুবিধাগুলি দূর করে গরীব মানুষকে রক্ষা করার ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা দেখব। তবে গরু চুরি হওয়ার পর কোথাও যদি পাওয়া যায় তাহলে গরুর মালিককে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তাকে তার জিনিষ আনতে হবে। যে কোন লোক গিয়ে—ওটা আমরা বলে দাবী করলে তো আরও অসুবিধা হবে। আসল মালিক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিয়ে যায় তাহলে যারা রাখবে তারা তো দায়ী হবে। কাজেই এগুলি সম্পর্কে আইন কানুন তো থাকবে। তবে কাস্টমস টাকা নেয় সে সম্পর্কে স্পেসিফিক ঘটনা না জানলে বলা যাবে না। নিয়ম কানুন অনুযায়ীই এগুলি করা হয়।

শ্রীমহিম চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই চুরি ডাকাতির ফলে যে সমস্ত লোক মারা যায় বা চিকিৎসাধীন থাকে বা যাদের সর্বস্ব লুঠ হয় তাদের সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য করবেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সবাইকে আর্থিক সাহায্য দেবার সামর্থ সরকারের নেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া হয় বা চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু যত মাল ক্ষতি হবে তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া ত্রিপুরা সরকারের তো নেই-ই ভারত সরকারেরও আছে কিনা আমি জানিনা। নীতি সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই বলে থাকি, কিন্তু সব নীতি কি আমরা চালু করতে পারি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বর্ডার এরিয়াতে চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বি এস এফকে সক্রিয় করার জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্য সরকার বরাবরই উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা দেখেছি বিলোনীয়া শহরে মালের গাড়ী বা যাত্রী গাড়ী ঢোকার সময় ১০ | ১২ জন বি.এস.এফ দিন রাত পাহারা দেয়। কিন্তু বর্ডার এরিয়াতে এই ভাবে তারা পেট্রোলিং দেয় না। এই ভাবে বর্ডার এরিয়াতে পেট্রোলিং দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, পেট্রোলিং বাড়াতে গেলে সেই ধরণের সরঞ্জাম আমাদের চাই। সে পরিমাণ ফোর্স কেন্দ্র থেকে আমাদের চাই। সে ধরনের ফোর্স আমাদের এখানে কম।

ত্রিপুরা রাজ্য একটা বিরাট বর্ডার এলাকা। বর্ডার এলাকায় প্রত্যেকটি জায়গা কভার করার মতো ফোর্স আমাদের হাতে নেই। এ কথা বরাবরই কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১১-৩-৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয় উৎথাপম করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো ঃ—

"গত ৯-৩-৯৪ ইং মোহরছড়া বাজার আগুনে পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাব আগামী ১৭-৩-৯৪ ইং বিবৃতি দেব বলে আমি জানিয়েছিলাম। কিন্তু লিষ্ট অব বিজনেস অনুসারে আজ অর্থাৎ ১৬-৩-৯৪ ইং তারিখ উত্তর দেওয়ার দিন ধার্য্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য পাওয়া গেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার হতে যে পর্য্যন্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে কারণ ১৭ তারিখ দেওয়ার কথা তাই সব তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। যে তথ্য পাওয়া গেছে তাহার ভিত্তিতেই নিম্নে বর্ণিত উত্তর পরিবেশিত হইল ঃ—

গত ৯-৩-৯৪ ইং রাত্রি আনুমানিক ১১-৩০ মিঃ সময় কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত মোহরছড়া বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইহার ফলে ১৩ (তের)টি দোকান ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় মোহড়ছড়া বাজারের শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথের এক অভিযোগমূলে অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় ১৭ | ৯৪ নং মামলা কল্যাণপুর থানায় নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ এই ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন নাই।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিলেন গত ৯-৩-৯৪ ইং এর আগে ১লা মার্চ্চ বেলা ১টার সময় মনোরঞ্জনের দোকান খালি অবস্থায় তালা ছিল সেই দোকান ঘরে সেখানে আগুন লাগে কিন্তু দিনের বেলায় হওয়াতে খুব দ্রুত জনসাধারণ এবং তেলিয়ামুড়া থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের সাহার্য্যে আগুন তাড়াতাড়ি আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই মোহরছড়া এলাকার বাজার সহ গত ১০ই অক্টোবর থেকে ৯ই মার্চ পর্য্যন্ত মোহরছড়া বাজারের দেবেন্দ্রপাড়া, বিষ্ণুপাড়া ইত্যাদি

জায়গায় এখন পর্য্যন্ত ১৭টি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে এবং ডাকাতি হয়েছে লালছড়াতে, ডাকাতরা ২ জন মানুষকে খুন করেছে। ৩০শে ডিসেম্বর মোহরছড়ার প্রকাশ্য বাজারে রাজকুমার রায়কে আমরা বাঙ্গালীর সমর্থক দুষ্কৃতকারী প্রকাশ্য বাজারে খুন করার জন্য আক্রমণ করেছিল এবং সেটা কাজল দাসের নেতৃত্বে করা হয়েছিল। এবং রাজকুমার রায় সেই সমাজদ্রোহী দশজনের নামধাম দিয়ে থানায় কেস করেছিল। স্যার, সেই আসামীরা হলেন উমেশ দেব, রূপেন মল্লিক, হরিপদ শীল, রাজকুমার ঘোষ, গোপাল দাস, রমেন্দ্র দেবনাথ, সমীর দাস, নারায়ণ বিশ্বাস, স্বরূপ দাস, প্রদীপ আচার্য্য এদের নামে থানায় কেস দেওয়া হয় এবং এরা সবাই সেই এলাকার চিহ্নিত আমরা বাঙ্গালীর সমাজ-দ্রোহী এবং এদের নামে কেস দেওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত একজন সমাজদ্রোহীকেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। অথচ এই সমাজদ্রোহীরা সেখানে এভাবে একটা দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রী*দশরথ দেব* (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে নাম দিয়েছেন সেটা আমার কাছে দিয়ে দিন, আমি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেব এটা নিয়ে ভাল করে তদন্ত করে এইটার যাতে কোন ব্যবস্থা হয় সেটা দেখার জন্য।

শ্রী*মাখন লাল চক্রবর্ত্তী* :— স্যার, এই ঘটনার পর এখনও এই সমাজদ্রোহীরা ৩১ তারিখ থেকে সেখানে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে যাচ্ছে। স্যার, ৩১ শে ডিসেম্বর রাত্রে উপেন্দ্র দেব, জগদিশ দেবনাথরা বিষ্ণু মাষ্টার পাড়ার পাশেই হল দেবেন্দ্র সর্দার পাড়া, রাত্রে তাদের খালি ঘরে আগুন দেয় এবং তোতা-বাড়ীতে সাধনগিরির একটা পরিত্যক্ত ঘরে আগুন দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দুষ্কৃতকারীরা সি পি এম আগুন লাগিয়েছে বলে সেই রাত্রেই দেবেন্দ্র সর্দার পাড়ার দিকে ট্রাইবেল বাড়ী, রাজকুমার সর্দার বাড়ী আক্রমণ করে সেখানে একটা দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তখন সঙ্গে সঙ্গে এলাকার জনগণ এবং পুলিশ যাওয়ায় এরা রক্ষা পায়, পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে যে উপেন্দ্র দেব তার খালি ঘরে আগুন অর্থাৎ সেই ঘরে ধান চাল জিনিষ পত্র কিছুই ছিল না এই রকম খালি ঘরে আগুন লেগেছে। স্যার, এগুলি করার পরেও তারা আবার এই ঘটনা ঘটায় ৩১ তারিখ, পুলিশ সেখানে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করেননি এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী*দশরথ দেব* (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন পুলিশ যাওয়ার পরেই বিষয়টা এখানে আয়ত্বে আনা গেছে। কাজেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় এই কথা ঠিকনা। তবে পুলিশ যাতে আরও বেশী সক্রিয় হয় মাননীয় সদস্য যদি আমার কাছে সব তথ্যগুলি দেন আমি

পুলিশের হাতে দেব তারা যাতে ভাল করে তদন্ত করে দেখে এবং এলাকাতে যখন একটু উত্তেজনা আছে সেখানে যাতে কোন রকম অশান্তি সৃষ্টি হতে না পারে তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ যাতে সেই এলাকা সম্পর্কে ভাল নজর রাখে এবং ওয়াচ রাখে সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমি পুলিশকে নির্দেশ দেব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার পর ২রা মার্চ আগরতলা থেকে টি. ইউ, জে এসের নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, জগদীশ দেববর্মা-চেয়ারম্যান এডিসির। রমনী সরকার এ ডি সির সদস্য, কাজল দাস সেখানকার পার্টির নেতা। তারা এই উমেশ দেবের বাড়ীতে যায় এবং সেখানে গিয়ে সি পি এমকে উৎখাত করতে হবে এভাবে উত্তেজিত বক্তব্য রেখে আসে এবং সেখানে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য উস্কানী দিয়ে আসে এবং সেই দিনই তারা আসার পরে আরও পাঁচটা বাড়ীতে আগুন লাগে। এই পাঁচটা বাড়ী হচ্ছে সাধনগিরি, ললিতগিরি, মিলনগিরি, রমেশগিরি এবং তোতাবাড়ী হাইস্কুল। স্যার, ৩১ তারিখও সাধনগিরিতে আগুন লেগেছে, আবার দুই তারিখ সাধনগিরির বাড়ীতে আগুন লেগেছে, আর আগুনের নমুনা হচ্ছে আগুন খালি ঘরে। এই সাধনগিরিতে স্যার ছোট ছোট তিনটা ঘর আছে, একটা ঘর প্রায় তিন চার হাত দূরে দূরে অবস্থিত ছনের ঘর, কাজেই ৩১ তারিখ একটা ঘর পুড়েছে, তারপর ২ তারিখে আরেকটা ঘর পড়েছে এবং তার থেকে মাত্র চার হাত দূরে আরেকটা ঘর আছে সে ঘরটি পুড়োণ। এইভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়ে পরের দিন দেখলাম পত্রিকায়, রেডিওতে নিউজ এ যে সি, পি, এম কংগ্রেসের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে। এবং স্যার, বিভিন্নভাবে তাদের নেতৃত্বে সেখানে উস্কানী দিয়ে ৮৯র দাঙ্গা লাগাবার জন্য একটা পরিকল্পনা একটা চক্রান্ত তারা করেছিল, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা আজকের কাগজে দেখেছি, এই এলাকাতে সি, পি, এম, ঘরে আগুন দিচ্ছে, কংগ্রেস টি ইউ, জে, এস, থাকতে পারছে না—এই সব কথা লিখছে-দেখেছি স্যার। এটা মাননীয় সদস্যদের জানা উচিৎ যে, কংগ্রেস এবং টি,ইউ,জে,এস, একটা অ্যাকশান কমিটি করেছে, এই বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য। এইগুলি এই সব অ্যাকসান্ কমিটি কার্য্যকলাপ কি না এই ব্যাপারে আমরা ওয়াচ রাখছি। কাজেই এরা এইখানে যাবার পরে ঘরে আগুন লাগলো কিনা, তারা কি কারণে এসেছিল, এটাতো উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া গেলে কাউকে তো দায়ী করা যায় না। কাজেই এইটা পুলিশী তদন্ত চলছে। এই পুলিশ তদন্তে যেটা ধরা পরে সেটাই হবে প্রমাণ যে কারা এই কাজ করেছে এবং তখন দোষীদের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু এমনিতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে তো আর কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী **:—** পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান্ স্যার, তারপর ৩-১-৯৪ ইং তারিখে আবার রাত্রিতে এই সাধন গিরির বাড়ীতে যে তিনটা ঘর ছিল সে সেই তিনটা ঘর ৩১ তারিখে একটা পুড়লো, ২ তারিখে আরেকটা পুড়লো, ৩ তারিখে আরেকটা ঘর পুড়লো। তারপর ললিত গিরির দুইটা ঘরের মধ্যে ২ তারিখে পুড়েছে ১টি ঘর, আবার ৩ তারিখে আরেকটি ঘর পুড়েছে। তারপর প্রদীপের তিনটে ঘর পুড়েছে। ৪ তারিখে দেবেন্দ্র সর্দ্দার পাড়ায় রূপেন মল্লিক, উমেশ দেব এরা স্যার রাজকুমারের খুনের আসামী। এরাই খালি ঘরগুলির মধ্যে আগুন লাগিয়েছে। ৪ তারিখে রূপেন মল্লিকের ঘর-এই দেবেন্দ্র সর্দ্দার পাড়ার পাশেই তার বাড়ী—তার ঘরে আগুন লাগিয়ে সেখানে একটা দাঙ্গা লাগাবার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছিল। এই ধরণের তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। আর এরাই যে আগুন লাগিয়েছে তার প্রমাণ ছাড়াতো এইটা বলা যাবেনা। কাজেই ঘর পুড়েছে ঠিকই কিন্তু কে পুড়েছে এটার তদন্তে প্রশ্ন এবং ঘটনা প্রমাণ করার প্রশ্ন। সেজন্য এটা যখন এখনো হয়নি-কি করা যাবে। কিন্তু যাতে দাঙ্গা না বাঁধে সেজন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে, এলাকার মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে। এই ধরণের ঘটনা যাতে আর না হয় সে জন্য সরকারও সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কে ঘর পুড়ছে, বা অমুক পুড়ছে এটাতো বলা হয়না, সন্দেহমূলক বলা যায় কিন্তু তারজন্য এটাকে প্রমানের ব্যাপার আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী **:—** পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান স্যার, এই রূপেন মল্লিকের ঘরে যখন আগুন দেয়—স্যার, এর বাইরে বস্তা এবং খালি ঘরে আগুন দিয়েছে সেটা স্যার, থানার ও,সি, নিজে গিয়ে দেখেছেন এবং এলাকার মানুষ বলছে যে এরাই এগুলি করেছে। তবে স্যার, থানা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এবং অন্যদিকে ৫ তারিখ সমীর বর্মন, দীপক নাগ এরা এই এলাকাতে যায় এবং তারা সেখানে গিয়ে আবার উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে দাঙ্গা বাঁধাবার ষড়যন্ত্র করে আসে এবং আজকে আমি এই সব তথ্য প্রমাণ দিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সেগুলি তদন্ত করে এই এলাকার জনগণকে এই চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত

থেকে রক্ষা করবেন কিনা ? এখানে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অভিযোগ এনেছি (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে লিখিত অভিযোগ আনলে পরে সেটা দেখা হবে)। কাজেই আমি এই অভিযোগ এই যে এই এলাকার মধ্যে উমেশ দেবের এবং এই যে সমাজবিরোধীরা এরা এই এলাকার সাধারণ মানুষকে নিরাপদ থাকতে দিচ্ছে না। এবং এই হিসেবে স্যার, গত ১১-৩-৯৪ ইং তারিখে আরতি বালা দেব কল্যাণপুর থানায় এই সমস্ত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করেছে। এবং এই এলাকার জনগণ-দেবেন্দ্র সর্দার পাড়ার ট্রাইবেল এবং নন্-ট্রাইবে সমস্ত জনগণ তাদের নিরাপত্তার জন্য গণস্বাক্ষর করে তেলিয়ামুড়া থানায় আসামীদের নাম-ধাম দিয়ে কেস দায়ের করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন রাখছি যে সেখানে পুলিশ কিছুই করছে না, এবং সেখানে একটা দাঙ্গা বাঁধাবার চক্রান্ত চলছে-আমি এই তথ্য দিচ্ছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ্যর মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে এই ব্যাপারে যেন তদন্ত করে এই এলাকার জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইসব তথ্য মাননীয় সদস্য আমার কাছে দিলে আমি সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

(মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী সমস্ত কাগজ-পত্র সভার টেবিলে জমা দেন)

CLLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:—** আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীসুদন দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২-৩-৯১ ইং তারিখে বিলোনীয়ার জয়পুর গ্রামে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী বাবুল সেনের (পরিবারের) বাড়ীতে কংগ্রেস (আই) দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আগুন লাগানোর ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য শ্রীসুদন দাস মহোদয় কর্তৃক আণিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উত্থাপনের জন্য সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে আগামী ২১-৩-৯৪ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়ের উপর আগামী ২১-৩-৯৪ ইং তারিখে বিবৃতি প্রদান করবেন ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো : "গত ৮-৩-৯৪ ইং তারিখে গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়া ও রুহিদি পাড়ায় সংক্রাক সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ৬৭টি পরিবারের বাড়ীঘরে ভাঙ্গচুর লুট-পাট ও পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এক বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি এই নোটিশটি উপর আগামী ২১-৩-৯৪ ইং তারিখে বিবৃতি দেব ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২০শে ফেব্রোয়ারী ফটিকরায় থানাধীন মড়াছড়া গ্রামে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীগণের আক্রমণে বিজয় দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ ইং তারিখ রাত অনুমান ১২টার সময় ফটিকরায় থানাধীন মড়াছড়া নিবাসী শ্রীযোগেশ দেবনাথের পুত্র শ্রীবিজয় দেবনাথকে কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার বাড়ীতে এসে তার

নাম ধরে ডাকলে পর শ্রীবিজয় দেবনাথ ঘর থেকে বাহির হয়ে আসা মাত্র দুস্কৃতকারীরা তাহাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। দুস্কৃতকারীদের গুলি ছুঁড়ার ফলে বিজয় দেবনাথ গুরুতর রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায়।

উক্ত ঘটনাটি ফটিকরায় থানাধীন গঙ্গানগর নিবাসী জনৈক হরেকৃষ্ণ দেবনাথের অভিযোগমূলে ফটিকরায় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১/৯৪ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ উক্ত ঘটনাটি এন. এল. এফ. টি দলের কাজ বলে জানতে পাবে। নিহত বিজয় দেবনাথ সি. পি. আই. (এম) দলের সমর্থক ছিলেন। এন. এল. এফ. টি দুস্কৃতকারীরা ঐ অঞ্চলে ভীতি সৃষ্টি করার লক্ষেই এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত করেছে বলে প্রকাশ। তদন্তে ইহাও জানা যায় যে বিজয় দেবনাথের মৃত্যুর এক মাস পূর্বে এন. এল. এফ. টি দুস্কৃতকারীরা তাহাকে ৩০০০ টাকা চাঁদা দেওয়ার জন্য একটি নোটিশ জারী করেছিল এবং এই টাকা না দেওয়ার জন্য একটি নোটিশ জারী করেছিল এবং এই টাকা না দেওয়ার জন্যই তাহাকে হত্যা করেছে বলে অনুমান করা হয়। এই ঘটনার এখন পর্যান্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। গোপন তদন্তে জানা যায় যে, কমলপুব অঞ্চলের এন. এল. এফ টির পুতুল দেববর্মার নেতৃত্বেই এই সমস্ত অপরাধমূলক কাজগুলি পরিচালিত হইতেছে।

পুলিশ পুতুল দেববর্মা ও তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত রাখিয়াছে।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কি যে, এই ঘটনার পূর্বে বিগত ডিসেম্বর মাসে কালাটিলা এলাকার ১০৭টি রিয়াং পরিবারকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে এন. এল. এফ টির টাকার জুলুমের নামে অত্যাচার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং সেই ঘটনার পর গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ঐ এলাকায় এ, ডি সির সি, ই, এম, হরিনাথ দেববর্মা এবং শ্যামাচরণ ত্রিপুরাব নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে, এস. এর যৌথ মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ের মধ্যে অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়। এবং তারপরে ঐ এলাকায় এন, এল এফ, টি দীর্ঘদিন যাবত সেখানে এই সমস্ত সন্ত্রাস-মূলক কাজ করছে। কিন্তু সেখানে কোন পুলিশ পেট্রোলিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ফটিকরায় থানায় একটি জীপ গাড়ী ছিল, কিন্তু ইদানীংকালে সেই জীপ গাড়ীটি তুলে আনা হয়েছে। এখন সেখানে একটি ওয়ান টন গাড়ী আছে অন্য কোন গাড়ী সেখানে নেই। এবং এই২০ তারিখে যখন ঘটনা ঘটে, সেই সময় থেকে তারপরে পর পর তিন দিন সেই থানার পুলিশ অফিসার তদন্তের নামে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তারা তদন্তে যাননি এবং এখানে যে তদন্ত রিপোর্ট

দেওয়া হয়েছে এই তদন্ত রিপোর্টের মধ্যে কিছুটা অংশ যেটা থানা তাদের মর্জিমাফিক দিয়েছেন। কারণ এই বিজয় দেবনাথের ঘটনার পর—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি যদি লেংদি প্রশ্ন করেন তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে এর উত্তর দেবেন ? আপনি সংক্ষেপে করুন।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— আমি এটা জানতে চাই যে, যেভাবে সন্ত্রাস চলছে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে কিনা এবং ফটিকরায় থানার পুলিশ যেভাবে দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রী*দশরথ দেব* (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটিস্পীকার স্যার, এন.এল,এফ টি. শুধু ঐ এলাকাতে নয়, আরও অনেক জায়গাতে এসব সন্ত্রাস চালাচ্ছে, চাঁদাও তুলছে, ধরপাকড়ও হচ্ছে, এটা সবার জানা, এই হাউসেরও জানা। এবং এসব সন্ত্রাসবাদীরা যাতে স্বাভাবিক জীবনে যিরে আসে তারজন্য সরকারের আপীল আছে, আবেদন আছে। আবার ওরা যাতে এই রকম কাজকর্ম না চালাতে পারে তারজন্য তাদের উপর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে এবং পুলিশ পাহারাও দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ আগের চেয়ে অনেক স্বক্রিয় হয়েছে। আর ঐ এলাকায় শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এবং শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা গিয়ে এন,এল, এফ. টির লোকদের সঙ্গে মিটিং করে একটা ষড়যন্ত্র করছেন এই তথ্য আমাদের কাছে জানা নেই। তবে হতে পারে যাবা ষড়যন্ত্রেব অঙ্গ হিসাবে থাকে তারা এসব করতে পারে। সব তথ্য আমাদের কাছে জানা থাকার কথা না। তবে যেভাবে হউক এটা জানা উচিৎ যে, এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, যারা এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ত্রিপুরার সরকার এবং ত্রিপুরার জনগণ সবাই মিলে এটাকে ব্যর্থ করে দেবে। তৃতীয়তঃ হচ্ছে যেসমস্ত এলাকাতে সন্ত্রাস চলছে, জনগনের উপর অত্যাচার, ভয়ভীতি করা হচ্ছে, লুটপাট করা হচ্ছে সেই জায়গাগুলিতে যাতে এইসব ঘটনা না ঘটতে পারে তারজন্য পুলিশ যাতে আরও বেশী সক্রিয় হয় এবং সেইসব জায়গাতে গিয়ে দেখাশুনা না করে তারজন্য পুলিশকে আমরা আগেই বলে রেখেছি। আবারও বলব। তাছাড়া আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে পুলিশ ফোর্স আছে তাসব জায়গায় সব পারায় দেওয়া নাও হতে পারে। কিন্তু যেসমস্ত জায়গায় এই সমস্ত কাজকর্ম চলছে সেই সমস্ত জায়গাতে বেশী করে ওয়াচ এবং টহল দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য আমরা নির্দেশ দেব।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কি যে, ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত এইসব ঘটনার পরও সেখানে স্থায়ীভাবে এলাকার জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে নদীয়াপুর এলাকায় একটি স্থায়ী টি, এস, আর, ক্যাম্প বসানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— টি, এস, আর, আমাদের কতই বা আছে। সব জায়গা থেকে দাবী উঠছে। তবে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী বাবস্থা করা হচ্ছে এবং করা হবে। তবে সব গ্রামে সব জায়গায় যদি কেউ পুলিশ এবং টি, এস, আর চায় তা দেওয়ার মত টি, এস, আর, এর শক্তি আমাদের নেই। এটাও সদস্যদের জানা দেরকার।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1994-95

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা। General discussion on the Budget Estimates for the year 1994-95. আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দেরকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন আলোচনা, ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদেরকে অনুরোধ করব, এই আলোচনায় তাদের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (কল্যাণপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এই সভাতে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। বাজেট পেশ করতে গিয়ে সংগত কারণেই মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামোগত যে হিসাব, এটা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে লেখিয়েছেন, বিগত ৮০' সন থেকে ৯৩ সন পর্য্যন্ত. এই রাজ্যে কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট হয়েছে। এবং বর্তমান অর্থ বৎসর পর্য্যন্ত এই ঘাটতির বোঝা এবং শূন্য কোষাগার নিয়ে এই সরকারকে বাজেট তৈরী করতে হচ্ছে। স্যার, আপনিও জানেন এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা। এই রাজ্যের উপর অনেক ঝামেলা গেছে। কখনো আন্ত্রিক,

কলেরা ইত্যাদি মহামারী জনিত রোগ, তারপরে এই রাজ্যে চার চার বার বন্যা হয়েছে, এই রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ খুবই নড়বড়ে। অনুদানের উপরই চলতে হয়। এই দিক থেকে রাজ্য সরকার ভারত সরকারের কাছে টাকা চেয়েছিল, ৫০ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে এবং ১০০ কোটি টাকা সমূহ বিহীন ঋণ হিসাবে। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ যথার্থতা স্বীকৃত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সেইদিকে কোন কর্ণপাত করছেন না। এক পয়সাও দিচ্ছেন না। এই রাজ্যে চাষ যোগ্য জমি খুবই কম এবং যা জমি আছে সেই জমি সেচের আওতায় আনা যায়নি। এখানের আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত নয়, এর জন্য রাজ্যের ৮ ভাগ এর বেশী জমিতে জল চাষের ব্যবস্থা, করা যায়নি। এখানে উপজাতি আছে ২৩ ভাগ। উপজাতিরা দরিদ্র সীমার নীচে বাস করেন ৭৩ শতাংশ মানুষের বেশী। এই রাজ্যে তপশিলী জাতি আছে ১৬ ভাগের বেশী। একটা বিরাট অংশের মানুষ এই রাজ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর জাতি গোষ্ঠি, এদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। এবারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন বিগত দিনে ৩১০ কোটি প্ল্যান বাজেট ছিল। এই রাজ্যের এতগুলো ঘটনার পরেও জিনিষের দাম বাড়ানোরও পরে আজকে আমরা দেখছি কেন্দ্রের মনমোহন সিং-এর প্রভাব এই রাজ্যে পরছে এবং টাকা কম দেওয়া হচ্ছে। টাকার দামতো কমেছে কিন্তু বাজেট প্রভিশনও কমছে কিন্তু উভয়েই বাড়ার কথা ছিল। কাজেই এই রাজ্যকে বিমাতৃসুলভ কেন্দ্র সরকার দেখছেন। এবং সঙ্গ কারণেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই বাজেটের টাকা নিয়েই এই রাজ্যের মানুষের আশা পূরণ করতে হবে। পুরণ করার জন্য এই সরকার বদ্ধ পরিকর। তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিভিন্ন সদস্যরা রেখেছেন আমি তার বেশী উল্লেখ করতে চাইনা। আমি মনে করি এই রাজ্যের বাজেট-এর টাকা এই রাজ্যের জনগণের উপর বায়িত হবে। কৃষি সেচ, পানি জল রাস্তাঘাট যেগুলি বিগত ৫ বছরে পরিকাঠামোটা তাই ভেঙ্গে গেছে, চোরমার হয়ে গেছে কিছুই নেই। এই ভঙ্গুর শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজেট এই রাজ্যের মানুষের কাছে একটু আশার সঞ্চার ঘটাবে। আমি আশা করি এই বাজেটের টাকা নয়ছয় হবেনা। বিগত দিনের বাজেটের টাকা কত নয়ছয় হয়েছে। এটার কিছুটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই, এখানে এই রাজ্যের একটি সংস্থা, ক্ষুদ্র সংস্থা খাদি বোর্ডও আছে এই বোর্ডের যা হচ্ছে এটা আমি কি ছুটা উল্লেখ করতে চাই, বোর্ডে দুধরণের কাজ হয় প্রমোশন্যাল এবং ডিপার্টমেন্টাল ইত্যাদি। প্রমোশন্যাল স্কীমে গ্রামীণ গরীবদের উপজাতিদের কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে কিছু লোন দেওয়া হয়, সাহায্য করা হয়। এবং নিজেও সেখানে কিছু কিছু কাজ করে ডিপার্টমেন্টালি, যেমন কার্পেটারী, লেক-স্মিহ, পটারী, ভিলেজ ওয়েল গাণী ওয়েস্তার ইউনিট, লেডার সার্ভিসিং ইউনিট, নিউ মডেল চর্কা কেন্দ্র, সূতা কাটা, বর্ধন শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে এই রাজ্যের প্রায় দেড় থেকে দু হাজার মানুষের আর্থিক বুনিয়াদকে একটু স্বচ্ছল করার সাহায্য করার জন্য এরা কাজ করেন।

অতিতে আমরা দেখিছি, প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের সময় এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মানুষের সাহায্য করতেন। এবং একটি পরিকাঠামো তৈরী হয়েছিল, যার মধ্যে এই রাজ্যের মানুষ কিছুটা সুযোগ সুবিধা পেতেন। বিগত ৮৮ সন থেকে ৯২ সন পর্য্যন্ত এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস জোট সরকার, তারা এসে সবটাকে শেষ করে দিলেন। একটি প্রকল্প একটা পরিকল্পনা সেখানে চলেনি। অথচ সেখানে খাদির টাকা ছিল। এভাবে এই রাজ্যের মস্তানরা মাফিয়ারা আত্মসাৎ করেছেন। স্যার, খাদি বোর্ডের টাকা কিভাবে এই রাজ্যের মস্তানেরা আত্মসাৎ করেছে, তার কয়েকটি নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। স্যার বিগত জোট সরকারের আমলে ফটিকরায়তে একটা উপনির্বাচন হয়ে গেছে, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই নির্বাচনে যে খরচ পত্র করা হয়েছে, তাতে এই খাদি বোর্ডের টাকাকে জোট সরকার ট্রেজারী হিসাবে ব্যবহার করেছে। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মতো জোট সরকারের মস্তান এবং গুণ্ডাদের মধ্যে অথবা লোন হিসাবে বিলি বণ্টন করা হয়েছে। ফলে খাদির টাকা দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত প্রকল্প করার কথা, সেগুলির অধিকাংশই করা সম্ভব হয় নি। তাই, আজকে কেন্দ্রীয় খাদি কমিশন বলছে যে তোমরা ব্যাগ লগ পরিস্কার না করো, তাহলে কমিশন তোমাদের রাজ্যকে আর কোন টাকাই দেবেন না। স্যার, আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্প মন্ত্রী মহোদয়দিগকে আগে থেকেই অবস্থিত করে রেখেছি। স্যার, আমরা যখন বেনিফিসারিজদের খুঁজছি টাকাটা আদায় করার জন্য, তখন আমাদের কাছে খবর আসছে, নো ট্রেস। স্যার, আমি জানতে পারলাম যে এ সব বেনিফিসারিজরা এক হাতে ২/৩টি ঘড়ি লাগিয়েও নাকি সেই টাকা নিতে এসেছিল, আর এখন নাকি তাদের কোন ট্রেসই পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার, সেই জোট আমলে এই খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন এম এল,এ শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, আর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীদেব প্রসাদ চৌধুরী। স্যার, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বাড়ীতে অফিস থেকে গেছে টি.বি. গ্যাস চুল্লি, ফ্রিজ আর ইন্‌ভাটার, যার মূল্য হচ্ছে ৭০ হাজার ৫ শত টাকা স্যার, চেয়ারম্যান সাহেব তার বাড়ীতে গ্যারেজ করবেন বলে ৫৫ হাজার টাকা নিয়ে গেছেন, কিন্তু সেই গ্যারেজ আর হয় নি, উনি তা দিয়ে ঘর বানিয়েছেন। তারপর দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ ট্যুরে যাবেন বলে ৪৩, ৩১০ টাকা নিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি টুরে যান নি। স্যার, তাই আমি এই রাজ্যের মানুষের কাছে অনুরোধ রাখব যে তদ্‌কালীন জোট সরকারের মন্ত্রী এম,এল, এরা সরকারী তহবিল থেকে কত টাকা নিয়ে গেছেন এবং তার মধ্যে কত টাকা খরচ করেছেন, তার হিসাব যেন তারা নেন। স্যার এই চেয়ারম্যান অফিসে বসে টিফিন করেছেন মাসে ২ থেকে আড়াই হাজার টাকার। স্যার, মোহনপুর এই খাদি বোর্ডের একটা সেল্‌স স্টল ছিল, সেই সেল্‌স স্টলের একজন ইন্‌চার্জ ছিল। তারই জবানিতে পরে জানতে পারলাম, চেয়ারম্যান সাহেব তার মাধ্যমে ২ লক্ষ

১২ হাজার টাকা স্টল থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন। স্যার, আমরা এর জন্য কোর্টে গিয়েছি, কিন্তু সেখানেও দেখছি মোহনপুরের বর্তমান বিধায়ক রতনলাল নাথ মহোদয় কোর্ট কেসে বাগড়া দিচ্ছে। তারপর, স্যার উনার গাড়ীটা তো ২৪ ঘণ্টা চলতো, তার জন্য ফুয়েল খরচ খাদি বোর্ডকেই দিতে হতো। স্যার, এই চেয়ারম্যান সাহেব অসুস্থ হয়েছেন, তাই তিনি মেডিক্যাল রি-ইম্বার্সমেন্ট করেছেন ২২ হাজার ৯ শত টাকার। স্যার, আইনতঃ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান গাড়ী পাওয়ার কথা নয়, তবু তিনি গাড়ী পেয়েছেন এবং তার জন্য সেই ফুয়েল চার্জ হিসাবে খাদি বোর্ডকে টাকা খরচ করতে হয়েছে, যদিও সেই খরচের কোন অনুমোদনই ছিল না। স্যার, এই খাদি বোর্ডে ৪৭ জনকে কন্টিজেন্ট হিসাবে নেওয়া হয়েছে, আজকে দেখছি, তাদের কোন কাজ কর্মই নেই, তবু তারা কন্টিজেন্ট কর্মচারী হিসাবে সেখানে আছে এবং এখানে বসে বসে দিন কাটাচ্ছে আর মাস মাইনা গুণছে। এটা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আর.এ.বি রুল থাকা সত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে এক শ্রেণীর কর্মচারীর পেস্কেল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ইণ্ডাসট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন এল.ডি ক্লার্কের যে বেতন সেই বেতন সমস্ত এল ডি ক্লার্কের হওয়া উচিত কিন্তু তা করা হয় নি। কিন্তু এটা বোর্ড বলে এক একজনের বেতন দুই তিন চারশো করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরফলে এই বোর্ডের ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে খাদি কমিশনের কাছে। এইবার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এটাকে হাতে নিয়েছে এবং আবার বোর্ড তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি চালু হয়েছে, ভিলেজ ইণ্ডাসট্রিগুলির কাজ চলছে। এই জন্য বলছি এই বাজেটের টু দি পাই পয়সা জনগণের কাজে লাগবে। হতাশা তৈরী হবে না। এই বাজেট মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। এই বলে আমি আমার বক্তা শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবি রইল।

AFTER RECESS—2-10 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য মহোদয়কে আমি বলছি মাননীয় চী হুইপ সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অনেক বক্তা আছেন। কাজেই সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় সদস্য মহোদয় আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ তারিখে আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে ৯৬৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট সম্পর্কে আগে অনেকেই আলোচনা করেছেন। করহীন এবং ঘাটতিহীন বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে। স্যার, ৩য় বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে আমরা দেখছি জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বাজেট পেশ করা হত ঠিকই। তারপর সেই বাজেটের টাকা কোথায় চলে যেত? বাজেটের একটা বড় অংকের টাকাই মন্ত্রী এম,এল এ থেকে আরম্ভ করে নীচু তলার দুর্নীতি যুক্ত কর্মীরা মারিং করত। আমাদের ৩য় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এখানে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। গত ৩রা এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং তারিখে ত্রিপুরা বাসী বিপুল ভোটের ব্যবধানে এই ৩য় বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কাজেই ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বাজেট উপস্থাপন করেছেন। কাজেই এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। স্যার, পুলিশ খাতে ৫৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। শতকরা হিসাবে ৪'৮৪ পার্সেন্ট। পুলিশ খাতে যে বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে সেটা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি। জোট রাজত্বে আমরা দেখেছি সামনে গুণ্ডা, পেছনে গুণ্ডা, এটসে সিয়েলরা থাকত আর তখনকার মন্ত্রী এম.এল এ দের পেছনে তাদেরই মদতে পুলিশ বাহিনী রেখে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সন্ত্রাসের রাজত্বে কায়েম করেছিল। পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা, মানুষের রাজনৈতিক অধিকারকে ঠিকভাবে দেখাশুনা করা। কিন্তু তা না করে জোট রাজত্বে পুলিশ বাহিনীকে কোথায় নামানো হয়েছিল সে অতীত কথা আমাদের জানা আছে। জোট রাজত্বে নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে আমরা বিরোধী সদস্যদেরকে ঠেকানো হয়েছিল। মন্ত্রী এম এম এল এ দের প্রত্যক্ষ মদতে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সন্ত্রাশের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল এই সমস্ত কাজ করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল। এই সমস্ত ঘটনা আমাদের সবারই জানা। আজকে পুলিশ খাতে বাজেটে ভাল একটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা চাই পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পুলিশের জন্য যে বাজেট ধরা হয়েছে আমরা আশা করি আমাদের সরকার তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করার জন্য বলেছেন তাই আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যের আইন-শৃংখলা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে আগামী দিনে এই পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং সুসজ্জিত করা হবে, নূতন করে টি এস.আর বেটেলিয়ান গড়ে তোলা হবে। এই বাজেটের মধ্যে যে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে তার দ্বারা এই রাজ্যের উন্নতি হবে এই আশা আমি রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— স্যার, এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখলাম ৩২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে এবং যে বাজেট ২'৯১ পারসেন্ট। স্বাস্থ্য দপ্তরে জোট আমলে আমরা কি দেখলাম। জোট আমলে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী প্রথম থেকেই হাসপাতালে মাছ, মাংস এবং ডিম বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি কিন্তু কিছুই হয় নি। আমরা হাসপাতালগুলির এমন অবস্থা দেখছি যে সেখানে ঔষধ নেই, সেলাইন নেই, ব্যানডেইজ নেই, তুলা নেই এবং এমন কি সূচ পর্য্যন্ত নেই অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে কিছুই নেই। আমরা এমনও দেখছি বাচ্চাদের ঔষধের টাকা দিয়ে উনাদের জন্য কালার টি.ভি পর্য্যন্ত কেনা হয়েছে। এই রকম বহু ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। আমাদের এই বাজেট থেকেই বুঝা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কিছু করতে চান এটাই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া বিভিন্ন রোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক মানুষ মারা গেছেন কিন্তু তখনকার সময়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিল না অর্থাৎ করা হয় নি। পি.জি পি থেকে আমার মনে হয় না কোন দিনই সেই সমস্ত অঞ্চলে কেউ গিয়েছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং মানুষের পরিবারকে রক্ষার জন্য কাজ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— স্যার আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেলদের পুনর্ব্বাসনের টি.আর পি এবং পি.জি পি এই দুটি স্কীম ছিল কিন্তু ভাণ্ডারিমা থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত গত ৫ বছরে আমরা কি দেখলাম ? এই পি জি.পির কোন মানুষ সেই সমস্ত অঞ্চলে দেখা যায় নি এমন কি টি. আর পিরও কোন মানুষ ছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। ১৯৮৯ সনে সেই সমস্ত অঞ্চল যখন আমরা ঘুরে দেখলাম তখন পি জি.পির মাধ্যমে ত্রিপুরায় রাবার চাষই বলুন কিংবা আমাদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কৃষির উপর নির্ভরশীল অংশ হলেও বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন সেটাকে এই ৫ বছরে শেষ করে দিয়েছেন। বর্ত্তমান এই পি.জি.পির মাধ্যমে আরও ভাল কাজ হবে এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় মন্ত্রী জীতেন চৌধুরী।

শ্রীজীতেন চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ৯৪-৯৫ সনের আর্থিক বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি এবং এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সম্পদের যে উৎস এবং আমাদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে, পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে এই বাজেট করেছেন এইটা খুবই বাস্তবোচিত এবং এই বাজেট আগামী অর্থ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক মনো-নয়নের জন্য তথা ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এটা ইতিবাচক অর্থনৈতিক সাড়া জাগাবে বলে আমি মনে করি এবং তার সাথে এই ৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরের যে বাজেট পেশ হয়েছে এটা ঠিক আমাদের রাজ্যে আজকে যেভাবে রাজ্যের প্রায় শতকরা ৭৫ জন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে, এ রাজ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, পরিকাঠামোর দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া। এই বাজেটে উন্নয়নমূলক খাতের আরও বেশী ধরা হলে ভাল হত এইটা ঠিক। এই যে বাজেট করা হয়েছে করশূন্য বাজেট, কোন রকম ঘাটতি সেখানে না রেখে এইটাকে করতে হয়েছে তার একটা ব্যাকরাউণ্ড বলা দরকার, ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর কাছে বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার। কেননা আমাদের রাজ্যের, তথা আমাদের রাজ্যের যে, সংবিধান, এইটা এমনিতে যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামো অনুযায়ী আমাদের সংবিধান। আমাদের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকার দ্বারা চলে। যদিও এইটাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল সিস্টেম বলা হয়। সেই জায়গাতে রাজ্যসরকারগুলো এই সিস্টেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার সম্পদের যে আরও ব্যাপক ব্যবহারে সুযোগটা রাজ্য সরকারগুলোর নাই। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও গত ৭ তারিখে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এইটা ঠিক যে এই পরিস্থিতির মধ্যে এর চাইতে বাজেট আর হতে পারে না। এটা ব্যালেন্সড্ বাজেট। তবু এ রাজ্যের মানুষের অনেক চাহিদা থেকে যাবে অনেক দাবী অপুরনীয় থেকে যাবে। এইটা থাকার কথা না। আরও ব্যাপকভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য, রাজ্যের যে সম্পদ সেটাকে ব্যবহার করা যেত, আমাদের রাজ্যের মাটির নীচের যে সম্পদ, মাটির উপরে যে সম্পদ আছে, আমাদের রাজ্যে কয়েক লক্ষ তরুন দক্ষ মনুষ্য সম্পদ যেখানে আছে, কাজ করতে উৎসুক, কিন্তু আমাদের সংবিধান আমাদের যে নিয়মকানুন সেটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। তার উপরে যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষে বসে আছেন তাতোর বিমাতৃসুলভ নীতির কারণে এই সম্পদগুলি ব্যবহার করে এই রাজ্যের মানুষে বিকাশের জন্য তথা আমাদের দেশের সমৃদ্ধির জন্য যে সুযোগটা তৈরী করা যেত এইটা করা যায় না। তার মধ্যে আমাদের আর একটা সর্বনাশা দিক, আমাদের অর্থনীতি ক্ষেত্রে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা নিয়ে আমাদের দেশে, আমাদের এই হাউসে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছে যেটা নিয়ে পার্লামেণ্টে আলোচনা চলছে সেখানে আমার দেশের সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য ইতিবাচক দিক থেকে, এই দেশের অর্থনীতিকে স্ব-নির্ভর করার জন্য, এই দেশের সকল সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য আজ পর্য্যন্ত এ চলতি বাজেটে কোন দিক-নির্দেশ নেই এবং কটা দিন বাদে কটা বৎসর বাদে আমরা স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী পালন করব, তারপরও আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের দেশের কর্ণধারদের সেই

চিন্তাধারা বা তাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের কোনরকম প্রয়াস আমরা দেখছিনা।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যখন ভারতবর্ষ সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং কৃষির দিক থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এখন দরকার এই দেশের ভিতরে যারা কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত সেই কৃষক, খেত মজুর, দিন মজুর, যারা উৎপাদন করে, যারা রক্ত জল করে ঘাম ফেলে এই দেশে সোনার ফসল ফলায় তাদের হাতে জমি তুলে দেওয়া। আমুল ভূমি সংস্কার করে প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেওয়া। কিন্তু এইটা না করে আমরা লক্ষ্য করছি যারা জমিদার যারা জমির মালিক হয়ে জমিতে নামেন না, শ্রমকে শোষন করেন যারা সমস্ত মানুষের শ্রমকে কুক্ষিগত করে জমির সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত কৃষক বা কৃষি কাজে যুক্ত শ্রমিক তাদেরকে বঞ্চিত করে তাদের কথার বাহবা হয়েছে, কৃষকদের কথার বাহবা হয়নি। অন্যদিকে এই দেশে আজকে ৯০ কোটি মানুষের একটা বাজার এখানে ক্রেতার অভাব নেই, কিন্তু সেই ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা নেই, যেহেতু তাদের আয়ের কোন উৎস নেই এবং তারা যদি আয় করতে পারত তাহলে দেশে আজকে ভারতবর্ষের শাসকদল কেন্দ্রীয় সরকারের যে নয়া অর্থনীতি এবং নয়া শিল্প নীতির নামে নূতন নূতন যে সমস্ত বিদেশী নীতি প্রয়োগ করেছেন যার ফলে আজকে কয়েক লক্ষ কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এই কারখানা বন্ধ হত না সেখানে শ্রমিকরা কাজ পেত, বেকার যুবকরা কাজ করত এবং দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ত, সেই কারখানার উৎপাদিত পণ্য বিক্রী হত এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সেই কৃষকদের কাছে জমি তুলে দিয়ে তাদের আয়ের উৎস বাড়িয়ে দেওয়া কিন্তু এটা না করে আমরা লক্ষ্য করছি এবারকার বাজেটে সেখানে এই দেশের অর্থনীতি বিদ, এই দেশের প্রযুক্তিবিদ যারা এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা ভালবাসে এই দেশটাকে এই রকম এই দেশের কোন মনিষী বা সন্তানের কথা না শুনে তাদের কাছ থেকে কোন যুক্তি বা পরামর্শ না নিয়ে আমার দেশের শাসক দল এই দেশকে নূতন কায়দায় উন্নত করার নামে সেখানে বিদেশী সমাজবাদীদের সারা পৃথিবীকে কুক্ষিগত করার জন্য একটা নিউ ইকনমিক অর্ডার সমস্ত ক্ষমতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা একটা জায়গাতে কেন্দ্রীভূত করার যে চক্রান্তের জাল পাতার জন্য ডাংকেল প্রস্তাব যেটা এনেছেন এটাতে সই করার জন্য আমাদের দেশের ৯০ কোটি মানুষের স্বার্থে, এই দেশের মানুষের আগামী দিনের ভবিষ্যৎকে বিপর্যস্ত করার জন্য বিকিয়ে দেওয়ার জন্য চলেছে। সেই জায়গায় আমার দেশের অর্থনীতি আরও বেশী দুর্বল হবে। দেশের বেকার যুবকরা কাজ পাবে না, এই দেশ নূতন কোন প্রকল্প তৈরী হবে না এই দেশ যে সমস্ত কুটির শিল্প, মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল আত্ম নির্ভরতার পথে সেগুলি ক্রমশ লক-আউট বা এই রকম বন্ধ হয়ে যাবে। এই দেশের কোটি কোটি শ্রমিক এরা এদের কাজের সমস্ত সুযোগ কমে যাবে কথাটা এই জন্যই বলছি। কারণ আমার দেশের অর্থনীতিতে যখনই এই কায়দায় এই পথে প্রবাহিত হচ্ছে তখনই সেই জায়গায় আজকে আমার দেশের সমস্ত সম্পদকে বিদেশীর হাতে তুলে

দেওয়ার জন্য আমাদের দেশের শাসক দল কেন্দ্রীয় সরকার তার চক্রান্তের জাল পেতেছেন। আমাদের আত্ম নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার যে বুনিয়াদ তাকে তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে যখন, তখন একটা অঙ্গ রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্যের মত পিছিয়ে পড়া একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে একটা বাজেট তৈরী করে সেখানে এই সীমিত উৎসের মধ্যে যেখানে একটা রাজ্য তার জনগণের কাছে টেক্স চাপানোর সুযোগ নেই সেখানে সমস্ত ক্ষেত্রে কি জমি কি জমা কি বিষ খেয়ে যে একটা মানুষ মারা যাবে তার জন্য যে বিষ কিনতে হবে সেই বিষের উপর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্স, তাও নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের অধিকার নেই। সেই জায়গাতে একটা রাজ্য সরকারকে একটা বাজেট তৈরী করতে হচ্ছে সেই জায়গাতে একটা রাজ্য সরকার একটা বাজেট তৈরী করতে হচ্ছে বা ত্রিপুরা রাজ্য সরকার একটা বাজেট তৈরী করেছে এমন একটা ভয়ংকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এমন একটা ভয়ংকর সমায়ের মধ্যে যে শুধু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য সরকার নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই রাজ্য সরগুলি যখন একটা অর্থনৈতিক মাপকাঠির মধ্যে থেকে তৈরী করে একটা পরিকল্পনা, একটা প্রকল্প তৈরী করেছে, বা প্রকল্পের জন্য এষ্টিমেট তৈরী করছে— সেখানে হঠাৎ করে দেখা গেলো কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে, ডাংকলের কারণে বিদেশীদের কাছে যেখানে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আমাদের ঋণ রয়েছে সেই ঋণ আমাদের প্রতি বছরেই পরিশোধ করতে হয় এবং সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে দেখা যায় সামনে পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের কয়েকদিন আগেই জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পার্লামেন্টে সেই ব্যাপারে একটু আলোচনাও হলো না। সেই জায়গাতে আজকে ভারতবর্ষের সব রাজ্য সরকারগুলিই প্রচণ্ড বেকায়দার পড়েছে। যেখানে তারা একটা প্রকল্পের জন্য এষ্টিমেন্ট করেছে সেই প্রকল্পকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করবার জন্য কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক ব্যালেন্স, তার যে নীতি এটা রাজ্য সরকারগুলির হাতে নেই। কাজেই রাজ্যসরকগুলিকে একটি অর্থনৈতিক মাপকাঠির মধ্যে যখন একটি পরিকল্পনা বা প্রকল্প গ্রহণ করছে তার এস্টিমেট করছে তখন দেখা গেলো কেন্দ্রীয় সরকার তার নিয়মনীতির কারণে বিদেশীদের কাছে এই দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সিমেন্টের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তখন রাজ্য সরকারগুলি যে পরিকল্পনা যে প্রকল্প তৈরী করেছিল সেটা একেবারে ভেস্তে যায়, সেটা বাস্তবায়িত করা কঠিন হয়ে যায়। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এইটা বলা যায় যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী একটা যুগান্তরকারী কাজ করেছেন। এই হাউসের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে— কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এমন একটা সময়ে যখন এই সরকারের উপর ১৫০ কোটি টাকার ঋণের বোঝা পড়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ রিক্ত নিঃস্ব তাই কি করে তাদের উপর ট্যাক্স্ এর বোঝা চাপানো যাবে। এরমধ্যে দাঁড়িয়ে ভারত সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের চেতনা বৃদ্ধির

জন্য, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক সব দিক থেকে মানুষকে তৈরী করতে না পারলে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তারা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবে না। তার জন্য চাই তাদের শিক্ষার মান বাড়ানো। শিক্ষার মান না বাড়ালে এবং শিক্ষার প্রসার না হলে তাদের সেই চেতনা বাড়ানো যাবে না। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকার তার আগামী বছরের বাজেটে শিক্ষার খাতে বরাদ্দ করেছেন মাত্র '১৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় মাত্র ১ টাকা ৬০ পয়সা। সেখানে আমরা ধরেছি প্রতি ১০০ টাকায় ১৬ টাকা। কারণ মানুষের শিক্ষার মান বাড়িয়ে তাদের চেতনা বৃদ্ধি না করলে কোন কাজই হবে না। কাজেই সেইদিক দিয়ে এই বাজেটকে একটি যুগান্তরকারী, সময়োপযোগী বাস্তবসম্মত বাজেট বলে আমি মনে করি।

আজকে এখানে বিরোধী সদস্যরা নেই। এইখানে এসে এই বাজেট ভাল না খারাপ সেই আলোচনা করার জন্য আসা উচিত ছিল কিন্তু তারা আসলেন না। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম একটা বিরোধী দল তারা এই হাউসের মধ্যে না আসুন কিন্তু বাইরে থেকেওতো একটা কথা বললেন না। কাজেই এরা কোন ধরনের গণতন্ত্রের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক হয়ে এসেছেন এটাতে-তো তাদের কোন ভূমিকাই থাকলোনা। কাজেই আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণকান্ত ভৌমিক মহাশয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক মহোদয়। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই আপনার কাছে পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নেব।

ডেপুটি স্পীকার ঃ—এটা মাননীয় চিফ হুইপ মহোদয় দিয়েছেন।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ— সম্ভব হলে অনুগ্রহ পূর্বক এটা বিবেচনা করার জন্য বলছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের মধ্যে ১৯৯৪-৯৫ ইং সালের বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটের মধ্যে এখানে

প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের একটি পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। আমি এখানে গণনামূলক কিছু আলোচনা করতে চাই।

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় বিরোধী দল সম্পর্কে যে কথা বলেছেন এটাই প্রথমে আমি উল্লেখ করতে চাই এই কারণে যে একটা বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাজেট অধিবেশনে। দুর্ভাগ্যজনক যে কংগ্রেস (ই)- টি. ইউ. জে. এস এই বাজেট অধিবেশ বয়কট করছেন। কারণ দেখা গিয়েছে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রশ্নে নাকি তাদের এই অনুপস্থিতি। তবে সেই সম্পর্কে তাদের বিধানসভায় বলার সুযোগ ছিল। এই সভা এবং বাজেট বয়কট করে, রাজ্যবাসী বিরোধী দল হিসাবে তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমার ধারনা সেই কারণে এটা বয়কট করা ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করিনা। যাই হোক্ এই বিরোধীশূন্য হাউসে এই বাজেট সম্পার্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই এই বাজেট করহীন এবং ঘাটতিহীন সুন্দর বাজেট। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে চাল, চিনি, গম এবং বিভিন্ন জিনিস সহ পেট্রলজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে। সেই দিক থেকে এই রাজ্যের সরকার এখানে সুন্দর বাজেট পেশ করেছেন বাজেটের আগে এখানে রাজ্য সরকার কোন কর ঘোষনা করেন নি।

শুধু তাই নয় মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় এখানে বলেছেন যে এই বছরের মধ্যে আর করারোপ করা হবেনা। আমরা আশা করছি ঘাটতি দেখা দিলেও এই বছর আর কোন করারোপ করা হবেনা সেই আমরা আশা করব। কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট এবার করেছেন তাতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এই বাজেট ফলে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে। এটা স্বীকার করতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে। সেই মুদ্রাস্ফীতি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ফলে। ভারতবর্ষের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই মুদ্রাস্ফীতি আরও বেশী হবে। সেই অবস্থায় রাজ্য বাজেটে যদি আরও করারোপ করা হত তাহলে হয়ত মানুষের জন্য খুবই বিপদ হইত। সেই দিক থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে করহীন বাজেট এখানে পেশ করেছেন তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে একটা জিনিষ লক্ষ রাখতে হবে আমি দেখলাম এনিয়াল ফিনানসিয়াল স্টেইটমেন্টে যে ট্যাক্স রেভিনিউ আট কোটি টাকা বেশী আয় ধরা হয়েছে আগামী বছরের জন্য। আর নন ট্যাক্স রেভিনিউ, যার মধ্যে বিদ্যুৎ মাশুলও রয়েছে, ওর মধ্যে দশ কোটি টাকা আরও আয় হবে বলে ধরা হয়েছে। এই হচ্ছে ১৮ কোটি। আর গ্রেটস-ইন-এইডস্ কনট্রিবিউশন এ-৭৩

কোটি টাকা মোট মিলে ৯১ কোটি টাকা গত বারের চেয়ে বেশী আয় ধরা হয়েছে। একমাত্র বিদ্যুৎ-এর উপর আমি দেখছি যেখানে গতবার ১২ কোটি টাকা আয় হয়েছে, সেখানে ২০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এটা'তো একটা বাজেট, আমরা কি করব আগামী দিনে, কিভাবে আমরা করব ? কিভাবে ৮কোটি টাকা থেকে, ১২ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা আদায় করব ? সেটা নির্ভর করবে আমাদের মন্ত্রীসভার কাজকর্মের উপরে এবং প্রশাসনের কাজকর্মের উপরে সেইজন্য সম্ভবতঃ আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী বলেছেন যে, একটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চাই। আমি তার সঙ্গে আর একটা যোগ করতে চাই। শুধু দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন হলে চলবে না, একটা দক্ষ প্রশাসন আমরা চাই। যে প্রশাসন যে পাবলিক অফিসিয়েল্‌স্‌, যে যে আমলা, যে সরকারী কর্মচারী এই বাজেটকে সার্থক করার জন্য কাজ করবে। এবং মন্ত্রীসভা সেই কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করাবেন সেটা দরকার। তা না হলে আমার মনে হয় সেটা নাকি ১২ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকায় উন্নত করা সহজ হবেনা। আমরা বছরের শেষে দেখলাম ২০ কোটি টাকা হলনা, ১৬ কোটি টাকা হল, ৪ কোটি টাকা ডেপ্রিসিয়েট হয়ে গেল, সেই রকম যাতে না হয়। সেই জন্য আমাদের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদের অন্তত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, প্রশাসনকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে যদি আমরা এই আয় করতে চাই। তারপর এখানে যে, শিল্প। গ্যাস ভিত্তিক শিল্প এবং রাবার ভিত্তিক শিল্প এবং বাজার উৎপাদন-এর প্রশ্নে এই বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা আলোকপাত করেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি যদি আমরা এই বাজেটের মধ্যে যা দেখেছি, আমাদের যে দেড়লক্ষ-র মত শিক্ষিত বেকার এই রাজ্যে আছে। তাদের চাকুরীর তেমন কোন সংস্থান যে সরকারী চাকুরীতে লোকদের ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে সেই রকম কোন সংস্থান বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছেনা।

তাহলে আমরা কাজের অধিকারকে একটা মৌলিক অধিকারে পরিণত করার জন্য যে আন্দোলন আজকে সারা ভারতবর্ষে চলছে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারদের পক্ষ থেকে, তাহলে আগামী দিনে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হবে ? তাই সেজন্য শিল্প স্থাপন করতে হবে। এবং শিল্প স্থাপন সম্পর্কে ১৫নং অনুচ্ছেদে বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক ও রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য কিছু প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ত্রিপুরায় লাভজনক শিল্প স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রাজ্য সরকারও তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকার লক্ষ্যে ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়ন নিগম ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম এবং এসব জাতীয় সব সংস্থার কাজকর্মকে স্বাভাবিক ও সুচার রূপে করার চেষ্টা চলছে। আমাদের পাবলিক সেক্টরে যেসমস্ত শিল্প ইউনিট আছে, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেছেন বা আমরাও জানি জুট মিল চলছে না। টি, আর. টি, সি যাচ্ছে, অনেক সংখ্যক কর্মচারী তাদের শুধুশুধু বেতন দিতে হচ্ছে, কাজে লাগানো যাচ্ছেনা। এবং

আরও যেসমস্ত শিল্প রাজ্যে আছে সেগুলি সবই লোকসান হচ্ছে। তাহলে শিল্প স্থাপনের কোন পরিবেশ, পরিকাঠামো নেই এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা এসে পৌঁচেছি। বিগত লোকসভা নির্বাচনে আমি দেখেছি বিরাট বিরাট পোষ্টার সেই সন্তোষ মোহন দেবের। সেখানে দেখা গেছে মিথানল শিল্প হবে, গ্যাসভিত্তিক শিল্প হবে, আরও কত কি ত্রিপুরা রাজ্য শিল্পে ভরে যাবে। যেন একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ত্রিপুরা রাজ্যের। যেখানে আমাদের রাজ্যের আয়ের কোন উৎস ছিলনা, সেখানে গ্যাস পাওয়া গেছে, রাবার উৎপাদনে বিশেষ স্থান অধিকার করেছি। আজকে সেখানে উল্লেখ করেছেন যে রাবার উৎপাদন-এ ত্রিপুরা প্রথম স্থানে রয়েছে। তারপরে আরও বলা হয়েছে ডায়জেনিন একধরণের ঔষধ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। এটা আমি টি.ভিতে দেখেছি এই ডায়জেনিন। ত্রিপুরার সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগের সদ ব্যবহার করতে হবে এবং, এই সমস্ত শিল্প স্থাপন করতে হবে। যেখানে আমাদের লোকসান হচ্ছে সেখানে আমাদের বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। পরে হলেও ত্রিপুরাকে শিল্পে উন্নত করতে হবে। আমরা শুধু গচ্ছা দিয়ে পাবলিক সেক্টর শিল্প করে এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে ঋণে জর্জরিত করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবেনা।

যেখানে আমাদের সরকারী উদ্যোগে লোকসান হচ্ছে, সেখানে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে, এবং পরে হলেও ত্রিপুরাকে শিল্প উন্নত করতে হবে এবং শিল্প কারখানা স্থাপন করতে হবে। আমরা শুধু গচ্ছা দিয়ে পাবলিক সেক্টরে ইণ্ডাষ্ট্রি করে, এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে ঋনে জর্জরিত করা ঠিক হবেনা। তাই আজকে উন্নয়নের স্বার্থে এই রাজ্যে শান্তির প্রয়োজন। এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে, যারা ইতিমধ্যে আত্মসমর্পন করেছেন, উগ্রপন্থীর জীবন থেকে মূল স্রোতে এসেছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় ১৮শ, এই সরকারের আমলে। তাদের জন্য বর্তমান বাজেটে ১০'৬০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এটা দরকার, তাতে একটা হিসাব করলে দেখা যাবে জনপতি ৫০ হাজার টাকার মত পরে, যদি আমার হিসাবটা ভুল না হয়ে থাকে। এখন তাদেরকে মাসে মাসে যে ভাতা দেওয়া হচ্ছে তা না করে, যাদের ট্রেনিং আছে এবং তারা যাতে টাকা দিয়ে কিছু করতে পারে, নিজেরা স্বনির্ভর হতে দেখা দরকার। এই ভাবে তাঁদেরকে ভাতা দিয়ে পুনর্বাসন করা যাবে না। তারা যাতে স্থায়ীভাবে কোন ইন্‌কাম করতে পারে, তার জন্য তাদের অতি দ্রুত পুনর্বাসন করা প্রয়োজন এবং এই টাকা যথার্থ ভাবেই ধরা হয়েছে। তবে উগ্রপন্থী যারা আত্মসমর্পন করেছেন, তাতে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এই উগ্রপন্থী সমস্যাকে কোথাও গিয়ে এর শেষ করতে হবে। আজকে সারেণ্ডার এর যে প্রশ্ন, আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যে যত উগ্রপন্থী আছে তারা সারেণ্ডার করুক। কিন্তু তার জন্য একটা সময় সীমা বেধে দেওয়া দরকার। যদি তা না হয় রোজ রোজ যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হচ্ছে এবং কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে বিভিন্ন মহলের মদতে এই সমস্ত উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হচ্ছে। এই এই অভিযোগ অমূলক নয়। আমাদের রাজনৈতিক সমস্তদলগুলিকে এই উগ্রপন্থী সমস্যার জন্য এক

দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। তাদেরকে জন বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তা হলে যদি তারা কোন মদত না পায়, তাহলে তারা মূল স্রোতে ফিরে আসবে। এবং একটা সময় সীমা বেধে দেওয়া উচিৎ যে সময়ের ভিতরে তারা সারেণ্ডার করুক। বর্তমানে যেভাবে খুন অপহরণ, গৃহদাহ যা খুশি তাই করছে, রাস্তাঘাটে প্রতিদিন নিত্যনৈমিত্তিক একটা ঘটনা হচ্ছে, এই শহরের মধ্যে যে সমস্ত বোমাতঙ্ক শুরু হয়েছে আমি জানিনা এটা কি ট্রাইবেল ফোর্স বলেছে, আদৌ তারা ট্রাইবেল কিনা, এটা কিধরণের ষরযন্ত্র, শহরের উপরে বোমাতঙ্ক। আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর কি করছে তা আমরা জানিনা। আমরা তা নিশ্চয়ই জানতে পারব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সামনে আছে। কিন্তু আজকে আমাদের এই শহরকে বাঁচানোর জন্য, রাজধানীকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ চৌকি বসাতে হবে। এবং সমস্ত জায়গায় মেটেল ডিডেক্টর বসাতে হবে, তা না হলে আজকে সিনেমা যেভাবে বোমা রাখা হয়েছিল যদি সেই বোমা সিনেমা হলে বিস্ফোরন হয় তাহলে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে এটা বিরাট একটা বিপদজনক সমস্যা। আমি এখানে সাধারন আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলতে চাই। এই ব্যাপারে আমরা সবাই খুশি কিন্তু আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নাই এই ল এন-অর্ডারের প্রশ্নে। এটা ঠিক যে কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস. জোট আমলে যে আইন শৃঙ্খলা ছিল, এখন উগ্রপন্থী সমস্যা ছাড়া, সাধারণ আইন শৃঙ্খলা সমস্যা, এই শহরে বোমাবাজী থেকে শুরু করে পূর্ত দপ্তরে, রাস্তাঘাটে মেয়েদের উপর অশ্লিল আচরণ করা, এই সমস্ত করে যারা অর্থাৎ সমাজদ্রোহিরা শহরে তাণ্ডব করেছে, সেটা এখন কমেছে। বে-আইনি কাজ চুরি করে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া, সরকারী অফিস আদালত থেকে ফেন নিয়ে যাওয়া, ফার্নিশান নিয়ে যাওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া, সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করা, এই সমস্ত ব্যাপারে, আজকেও ঐ ঠিকাদারী নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে হামলা হয়, হুজ্জুতি হয়, এই সমস্ত জিনিষকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। কঠোর হস্তে সমাজদ্রোহিকে সাজা দিতে হবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ— ইঞ্জিনিয়ার অফিসে গিয়ে হামলা হয় হুজ্জুতি হয় এই সমস্ত জিনিষকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সমাজে তাদেরকে কঠোর ভাবে দমন করতে হবে। একবার যদি তারা সুযোগ পাই যে না সরকার শিথিল হয়ে গেছে তাহলে আর এটাকে কণ্ট্রোল করা যাবে না। কাজেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি করতে হবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে ট্রাইবেল বেশীর ভাগ বাস করে সেখানে আমাদের মাননীয় সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে সেখানে কাজ হচ্ছে না, সেখানে স্কুল চলছে না, কলেজ চলছে না, সেখানে হোস্টেলগুলি চলছে না। এই তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের হোস্টেলগুলি চালু করতে হবে। সেখানে কাজ করতে হবে। সেখানে যে কোন সরকার অগ্রাধীকার দিতে হবে। কাজেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে উন্নত করতে হবে। এবং আমাদের যে প্রশাসন, মন্ত্রীসভা পরিবর্তন হয়েছে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিল চৌধুরী মহাশয় বলেছেন যে আমাদের এই সরকার আসার পর কোন দুর্নীতি অভিযোগ নাই, সত্যি কথা। কিন্তু প্রশাসনকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেটা কিন্তু হয়নি। এবং এই বাজেটকে যদি কার্য্যকরী করতে হয় মানুষের কাছে প্রশাসনকে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ প্রশাসনের কাছে গোরবে তাহলে কোন কাজ হবে না। আমি একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণী করতে চাই, সেটা হয়েছে আমরা গত নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মানুষের কাছে। এই যে মন্ত্রী বিধায়করা আগে যে মন্ত্রীসভা গিয়েছে জোট মন্ত্রীসভা, তাদের যে দুর্নীতি সেটা তদন্ত করা হবে। তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। আজকে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন সরকার বলেছেন যে দুর্নীতির কথা উনি বলেছেন মানুষ সেজন্য ওদেরকে গত নির্বাচনে হাড়িয়ে দিয়েছে। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান টাকা নিয়ে যাবে হিসাব দেবে না। কাজেই তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। যারা চুরি করেছেন, দুর্নীতি করেছেন তাদের সাজা হতে হবে। এবং যদি না হয়, যদি বিচার না হয়, যদি বিচারের কোন ব্যবস্থা না হয় যদি আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে ওরা কালকে বলবে যে আমাদের বিরোদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হল তাহলে কেন গ্রেপ্তার করা হল না, কেন এফ, আই, আর, করা হল না, এসবগুলি মিথ্যা অভিযোগ, শুধু শুধু মুখে বললে হবেনা।

মানে রাজনৈতিক ভাবে মুকাবেলা করেছে, রাজনৈতিক ভাবে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা চাই যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এই যে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকার অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ, বিভিন্ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন সংস্থার টাকা যে নয় ছয় করা হয়েছে, আমি মনে করি এই সমস্ত লোকদের বিচার হওয়া দরকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শেষ করবেন, মাননীয় সদস্য।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর কিছু বলতে চাই। এই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যাপারে এখানে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে এটা চলছে কি চলছে না এমন একট অবস্থা। এবং চলবে কিনা তা আমাদের জানা নেই। মনে হয় চলবে না। এটা যে অবস্থায় আছে, খুবই খারাপ অবস্থা। এই রাজ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ দরকার। এত টাকা প্লেন ভাড়া দিয়ে একজন রোগীর চিকিৎসা করার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। যদি কোন ধরণের সিরিয়াস রোগী হয় তাহলে পরে ত্রিপুরায় তার কোন

চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেই কারণেই ত্রিপুরাতে একটি ম্যাডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল-গুলিকে নতুনত্ব করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর আমাদের শ্রীজীতেন্দ্র মহাশয় এটা সমর্থন করেছিলেন যে উনার ডিপার্টমেন্টে স্ট্যাডিয়াম, সুইমিং পুল, লনটেনিস এই সমস্ত কিছুই নেই ত্রিপুরা রাজ্যে, এগুলি হওয়া দরকার। আমি মনে করি এই সমস্তগুলির জন্য আগামী দিনে এই রাজ্যের মধ্যে ব্যবস্থা করবেন। আর একটা শেষ কথা দুর্গাচৌমুহনী কাটা খালের উপরে একটা ব্রিজের স্কীম আছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাধানী শহরের জন্য এবং এয়ারপোর্ট যাত্রীদের জন্য এবং বড়জলা এলাকাবাসীর জন্য। এই কাটা খালের উপর যাহাতে ব্রিজটি যত তারাতাড়ি হয় আমি তার জন্য অনুরোধ করব। এই বলে, বেশী সময় নেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ই মার্চ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এ সভায় ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমথন জানিয়ে আমি কয়েকটি বিষয়ে আলোনা করছি। আজকের এ বাজেটের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবন উন্নয়নের মান কতটা হবে। স্যার, আমরা এর আগেও এ রাজ্যের জন্য পেশ করা অনেক বাজেট দেখতে পেয়েছি এবং সেই বাজেটগুলিতে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে এই রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাটাই হচ্ছে পাহাড়ী এলাকা, সেই এলাকার গরীব মানুষদের জন্য কতটা টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তা আমরা আগেও দেখেছি। বিগত সরকারের আমলেও বাজেটের মধ্যে ঘাটতি ধরা হয়েছিল, কিন্তু আমরা দেখছি এ ১৯৯৪ ৯৫ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তা তুলনা মুলকভাবে আগের বাজেটগুলির চাইতে অতিও নগন্য। আমরা লক্ষ করছি যে এ বাজেটের মধ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার, কারণ হল এ রাজ্যে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং তারা এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তাই, তাদের কর্মসংস্থানের উপর স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। এবং আমর এটাও বিশ্বাস করি যে এ বাজেটে তাদের কর্মসংস্থানের যে টাকা ধরা হয়েছে. তা সঠিক ভাবে ব্যয়িত হবে, তাছাড়া আমাদের এ রাজ্যে দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বেড়েই

চলেছে, অথচ তাদের কর্মসংস্থানে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই, তাই এ রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্পের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে আগামী দিনে এই বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে যে ভাবে রাবারে চাষ বেড়ে চলেছে, তাতে ইতিমধ্যে এই রাজ্যে রাবার উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তাছাড়া, এই রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। তাই, রাবার এবং গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সহায়তায় কল-কার খানা গড়ে তুলতে পারি তাহলে এই রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হতে পারে এবং তাতে আমরা বেকার সমস্যার থেকে রেহাই পাব, এ আশা করছি। এছাড়া, এ বাজেটে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল, সেই বই থেকে শুরু করে সকলগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি শিক্ষার পরিবেশকে একবারেই নষ্ট করে দিয়েছিল। তাই, আগামী দিনে শিক্ষার প্রাঙ্গন থেকে যাতে দুর্নীতিকে রোধ করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এ সরকার নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আগামী দিনে এই নূতন বৎসরে এ সমস্ত ধ্বংসাতক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা হবে। শিক্ষার উন্নতির জন্য এই বাজেটে বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে! শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচল করে তুলে সেখানে শিক্ষার একটা পরিবেশ যাতে গড়ে উঠে সেইজন্য এ বাজেটে বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরেকটা বিষয়ে এ বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা হলো এস.সি এবং এস.টি অংশের মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য একটা কমিশন করা হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে উপজাতী অংশের মানুষের উন্নতির জন্য সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য, তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একটা কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি তাদের বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে দেখবে। এই বাজেটে উপজাতিদের যে সমস্ত জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছিল তা প্রত্যার্পনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত জমি উদ্ধার করেছিল সেগুলিও বিগত জোট আমলে আবার বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে। ত্রিপুরাতে আজকে উপজাতীয়দের একটা বিরাট অংশ দীর্ঘদিন যাবত উপেক্ষিত। সেইজন্য আমাদের সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে। আশা করি আগামী দিনে এই জেলা পরিষদ আরও শক্তিশালী হবে। কাজেই এই বাজেটে যে বরাদ্দ বিভিন্ন দপ্তরের জন্য ধরা হয়েছে, আমরা আশা করছি সেই বাজেট বরাদ্দ সঠিকভাবে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ব্যয়িত হবে। আইন শৃঙ্খলা

রক্ষা করার জন্য আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে উদ্যোগী হয়েছেন। কারণ এই বাজেট কার্য্যকরী হওয়া না হওয়া নির্ভর করেছেন রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে নেই কিন্তু ত্রিপুরার স্বার্থে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে আশা করি তারাও সরকারকে এই কাজে সহযোগিতা করবেন। ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী। মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন। সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ-মন্ত্রী ৭ই মার্চ যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি কিছু সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে চাই।।

আমি স্যার দিতে চাই সংক্ষিপ্ত ভাষণ,
কিন্তু বিরোধী শূন্য আসন।।
ইতিহাস কারো করে না ক্ষমা,
ঐ হিটলার নিজের কবর নিজেই করছিলেন রচনা।।
তারই সাক্ষী আজ এই বাজেট ভাষণ।
ঐ হিটলারের মেশতুতো ভাইরা নিজেরাই কবর নিজেদের করছেন খনন।"

স্যার, আজ এদের যদি গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা থাকত, আমি হিসাব করে দেখছি, প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ মানুষের ভোট পেয়ে তাঁরা এসেছেন, তাহলে এ অবস্থা তাঁরা করতে পারতেন না। ইতিহাস ক্ষমা করবে না। স্যার, আমার একটি গল্প মনে পড়ছে। কৃষ্ণ পক্ষ পাণ্ডবকে বলছেন, পাণ্ডব কি করছ? ঐ দুঃশাসনরা তোদের ভাই বলে তোরা মারছিস না। কিন্তু ওরা ত মরা।

তাদের পাপ হইব না ওদের মারলে। তুই মাত্র লক্ষ্য"। স্যার ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লাখ মানুষের সংগ্রামের ফসল ওরা এপ্রিল গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করেছিলেস, তারই রায় এই বাজেট। এটা গণতন্ত্র সুরক্ষার বাজেট। অর এ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ফ্যাসিষ্ট শক্তির মৃত্যুবান এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী তাঁর বাজেট আলোচনায় সমস্ত দিক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমি এ ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি কথা বলব। এই বাজেটের আগা-গোড়া সবটাই বাস্তব। এ বাজেটের বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ যাবে গ্রামের উন্নয়নে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, জুমিয়া পুনর্বাসনে। গ্রামমুখী বাজেট। এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন, ৫ বছর যে লুঠ-পাট করে খেল, তাঁর। এই বাজেটকে গ্রাম শূর্ণ করে ত্রিপুবার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র উপজাতি, জাতি অংশের মানুষকে বঞ্চিত করে শহর মুখী বাজেট করেছিল। আমরা দেখেছি, গাড়ী কেনা, বাড়ী করা এ সবই ছিল শহরের লোকদের মুখ্য কাজ। আমার আত্মীয় আছেন অনেকে শহরে। তারা আমাকে কেহ বলেছেন দাদা, কেহ বলেছেন কাকা, জোট আমলে শহরের জমির দাম ৪০ লাখ টাকায় পৌঁছেছিল আর আপনারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে, ১৬ লাখ, ১২ লাখে। এর কারণ হচ্ছে, ১৯৯৪-৯৫ সালের অর্থ বছরের বাজেটের টাকা হচ্ছে গ্রামমুখী। স্যার, কংগ্রেস-টি.ইউ জে এস. ভাইরা এত বড় বাজেটের দুই দিন আগে লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়েছিল।

স্যার ওরা মনে করেছিল এ বাজেট অধিবেশনও বানচাল করে দেবে, তার জন্য তাই তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক ছিল। তা আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রাখে না। স্যার ইতিমধ্য ওরা যা করেছিলেন টি এন.ভির রাস্তা রোধ থেকে আরম্ভ করে বিধানসভা ভবন আক্রমন মাধ্যমে ওরা চাইছিলেন এ বাজেট অধিবেশনকে বানচাল করে দিতে। কিন্তু হল না স্যার। কালনেমির লংকা ভাগ হল না। তারা মনে মনে আশা করেছিলেন কে নেবে সুর্পনখা, কে নেবে মন্দোদরী কে নেবে সিংহাসন! কিন্তু তাদের আশায় গুড়ে বালি। স্যার, আজকে খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় সামান্য খাদ্য আন্দোলন। মাত্র দুই কে.জি. চাউল, তাও দাম দিয়ে নেবে, আমাদের উপজাতি মহিলারা গিয়েছিল এস.ডি.ও, বি.ডি.ওর নিকট, সেখানে তারা বলেছিল—আমরা কাজ করে পেট ভরতে চাই, তোমার গুদামে যে চাউল আছে তা থেকে দুমুঠো আমাদের দাও, আমরা কাজ করে নেব। কিন্তু সেদিন এই জোট সরকার কি করেছিলেন এই উপজাতি মহিলাদের উপর? আমার মা ক্ষেন্তি ত্রিপুরা। গর্ভবতী মহিলাকে গুলিবিদ্ধ করে মেরেছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে। স্যার, ওরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক নিয়েও অনেক দুর্নীতি করেছেন। এ সম্পর্কে ত্রিপুরা বাসী অবগত আছেন। জোট সরকার লেখাপড়া কে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল। তারা পাঠ্য পুস্তকের মলাট বদলিয়ে পাঠ্য বইয়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার জন্য আমাদের ছাত্ররা আন্দোলন করে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। স্যার, ওরা আমাদেরকে হাতে মেরেছে এবং ভাতেও মেরেছে। এইভাবে সব খেতে খেতে আমাদের পিঠ

দেওয়ালে লেগে গিয়েছিল স্যার। তখন আমরা আমাদের হাতিয়ার নির্বাচনকে সামনে রেখে বলেছিলাম যে— ত্রিপুরার মানুষ তোমাদের পিছোবার আর জায়গা নেই এবার তোমাদেরকে বাঁচতে হবে। স্যার, গ্রামে আমরা কুকুর এবং বিড়ালের লড়াই দেখছি বিড়ালকে ছোট দেখে কুকুর খপ করে খেয়ে ফেলতে চায়। লড়াই করতে করতে যখন বিড়াল দেখে যে তার আর বাঁচবার পথ নেই তখন সে থাবা মারে। তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছোটে। ঐ কংগ্রেসের অবস্থাও স্যার এই রকম। স্যার ধর্মনগর থেকে খোয়াই পর্য্যন্ত তাদের বংশ নিপাত করে দিয়েছি। এর পর থেকে কিছু আটকে গেছে স্যার। এখানে বেড়ালের থাবা মারাটা ঠিক ভাবে হয় নি, দম আটকে গিয়েছিল। ১৯৬৭ ইং সালে যে ভাবে তাদের বংশ নির্বংশ করে দিয়েছিলাম, বাতি দেবার মত কেউ ছিল না, এবার ও আমরা সে রকম চেয়েছিলাম। স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের সরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ৯২-৯৩ সালে সমীর বাবু তাঁর বাজেটে ভাষণে বলেছেন তাঁরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন। সেখানে তিনি বলেছেন— রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে আর্থিক ও সামাজিক প্রকল্প রূপায়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন। রাজ্য সরকার শীঘ্রই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তাব করবেন।

"পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়"। আজকে আমাদের বাজেটে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ত্রিস্তরীয় কাজ শুরু হয়ে গেছে স্যার। বলে না "নাচতে না জানলে উঠান বেকা" যখন দেখছে আর কোন উপায় নেই তাই বলতে শুরু করেছেন ওয়ার্ডগুলি ঠিক ভাবে ভাগ হয়নি ডিলিমিটেশান হয়েছে, স্যার, আইনের শাসন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু দিন আগে আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দেখেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য তৃণস্তর পর্য্যন্ত গণতন্ত্র পৌঁছে দেবার জন্য কিছু দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে তৃণ মূলে পৌঁছে দিয়ে তাদের কবর রচনা করব এবং তাদের বিদায় করব। তবে স্যার, এখানে একটা প্রশ্ন হলো শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি কার স্বার্থে এ বাজেট? কেন্দ্রীয় সরকার এক সপ্তাহে দুটি বাজেট পেশ করেছেন স্যার, এটা তো জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা করা যায় না। কারণ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করহীন বাজেট এবং ঘাটতি হীন বাজেট পেশ করেছেন। জলের মধ্য থেকে আমরা বাজেট করেছি সেই সমুদ্রের অবস্থা কি? কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে বাজেট করেছেন কাজেই এই অবস্থায়, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন আসছে। এই বাজেট কার স্বার্থে? কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটেদেখেছি সেখানে আয়কর রেহাই দেওয়া হয়েছে, শুল্ক রেহাই দেওয়া হয়েছে, ঐতিহাসিক বাজেট স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করি কাকে রেহাই দিয়েছেন? এই দেখুন স্যার, সূতীবস্ত্র, ঔষধ, কাগজ, বিড়ি, তামাক পাতা এগুলির মধ্যে শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিড়ি মানুষ খায়। কিসে শুল্ক কমিয়ে দিয়েছেন? টি. ভি রঙ্গিন টি. ভি, সি. পি, ওয়াসিং মেসিন ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই দৃষ্টি ভঙ্গির প্রশ্ন এখানে আসছে। ওরা বুর্জুয়া, জমিদারদের স্বার্থে বাজেট

রচনা করেছেন। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কথা চিন্তা করেই ঘাটতি হীন বাজেট রচনা করেছেন। স্যার, ওরা বলেছিল সমাজতন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। আজকে শুধু এটুকু বলতে চাই যে আজকে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকা বিশ্ব ব্যাংক স্যার, খুব দুঃখের ব্যাপার আমি খুব সংক্ষেপে বলছি বিশ্ব ব্যাংক আই. এম. এফের কাছে দেশটা বিক্রি করার পর গত ১৪ তারিখ নরসীমা রাও লণ্ডনে গিয়ে চুক্তি করেছেন, এটা মারাত্মক এটাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কথাই মনে হচ্ছে এবা দেশটা কিভাবে বিক্রি করছে। কিন্তু স্যার, আমি খুব আশাবাদী একটা দিক হলো যারা বলেছিলেন মাকর্সবাদ অচল কিন্তু আজকে আমেরিকায় মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা দিবস চলছে এবং পলিট বুরো সদস্যকে সেখানে নিমন্ত্রন করেছেন। ভারতবর্ষেও ডাঙ্কেল প্রস্তাবের জন্য বিরোধিতা চলছে এবং তার জন্য লড়াই করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। সর্বশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের উন্নতি সাধনে গত ৭ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭ তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন বিধানসভায় আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। ১৯৮৮ সন থেকে ১৯৯২ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক যে বিশৃঙ্খলা চলছিল, তারপরে ১৯৯৩ সনে আমরা পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পারি, ৯৪ সনে যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয়েছে এরকম একটা বাজেট ৯৪ সনে পেশ করা যাবে এইরকম আশা করাই কষ্টকর ছিল। কারণ এই বাজেটে ঘাটতিশূন্য এবং এ বাজেটে কোন কর নেই। এইটা এত তাড়াতাড়ি আশা করা যায়না এইরকম একটা বাজেট এ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পেশ করা যাবে। ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্য, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা ত্রিপুরার ২৮লক্ষ মানুষের জন্য এ বাজেট পেশ করা হয়েছে তার জন্যই এ বাজেটকে আমি সমর্থন করি। আমরা কি দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু নেই। তখন মনে হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করছিল যারা জোট তারা ত্রিপুরার লোক না, তারা বাইরে থেকে এসে শাসন করছে। এ তাবার কারণটা হল দেখুন, জোট মিল এটা প্রায় বিক্রির পথে গিয়েছিল। জুটমিলের ভাগ্য তৃতীয়বারের মত আবার বামফ্রন্ট এসেছে, জুট মিল বেঁচে গেছে। কটিকছড়া চা বাগান বিক্রী করে দিল। ত্রিপুরা

রাজ্যকে বিক্রীর জন্য যারা প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের থেকে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজ তাদেরকে আমরা কি করে ভাবতে পারি তারা ত্রিপুরার মানুষ। আপনারা চিন্তা করে দেখুন ১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে ত্রিপুরার লটারীর ব্যাপারে বিরাট কেলেংকারী হয়ে গেছে। সেই কেলেংকারীতে সিকিমের কংগ্রেসের সভাপতি পত্র পত্রিকায় যেটা দেখলাম অশোক কুমার সুব্বা উনি পর্যান্ত ফেঁসে গেলেন। ত্রিপুরা পুলিশ উনাকে গ্রেপ্তার করলেন রাজর্ষি হোটেল থেকে। তারপর আন্ত্রিক যখন দেখা দিয়েছিল ছামনু, গোবিন্দবাড়ী প্রভৃতি এলাকায়, তার জন্য দিল্লী থেকে একটা টিম এসেছিল তাদেরকে ঔষধপত্র ইত্যাদি দেওয়ার জন্য। যে মেডিক্যাল টিম এসেছিল তাদেরকে খাওয়া দাওয়ার জন্য, ডাবের জল খাওয়ার জন্য আগ্রিকালচারের গাড়ী নিয়ে কুমারঘাট থেকে ডাবের জল এনে তাদেরকে খাওয়ানো হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। এদিকে যারা আন্ত্রিকে ভুগছে তাদের জন্য ১০টি পয়সার ঔষধ পর্য্যন্ত তারা দিতে পারেনি। এখনও দেখা যায় আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে, তবে আগের তুলনায় কম। এই অবস্থা থেকে আমরা ত্রিপুরা বিশৃঙ্খলা অর্থনীতি থেকে আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা এ জায়গায় নিয়ে এসেছি, ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশ করতে পেরেছি। বিনা করে আমরা বাজেট পেশ করতে পেরেছি। এটাই ২৮ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর গৌরবজনক বাজেট। আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করি। আজকে আমরা যদি চিন্তা করি আমরা দেখি আমরা যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এখানে আছে। আমরা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখাতে পারি কংগ্রেসের এসমস্ত অপকর্মের কারণে এদেরকে কংগ্রেসেরই কিছু অংশেরই মানুষ তাদেরকে বর্জন করেছে।

এই কংগ্রেসকে রাজ্যে কিছু অংশের মানুষ বর্জন করেছে, তা এই বর্জনটাকে কি রকমভাবে হয়েছে, যেমন আমার আগে যিনি আমার ওখান থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেম তিনি যখন মাত্র ৬৬৬টি ভোট বেশী পেয়ে পাশ করেছিলেন এবং গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করার পর এবার যখন নির্বাচন আবার হল তখন দেখা গেল, আমরা সবাই দেখলাম আমি ৫৫০০টি ভোট ওনার চেয়ে বেশী পেয়ে পাশ করলাম। এতেইতো প্রমান হয় যে মানুষ তাদেরকে বর্জন করেছে না কি। যাই হোক আজকে আমাদের এখানে এই যে বাজেট এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর সহায়ক হবে, কি কংগ্রেস, কি টি ইউ জে এস, কি সি পি এম প্রত্যেকের জন্যই সর্বদলের সর্বপার্টির জনগণের জন্যই করা হয়েছে এ বাজেট, এ বাজেট সকলেরই সহায়ক হবে। এ বাজেট ত্রিপুরার প্রতিটি জনগণের উপকারে আসবে, তাই আমি এই বিধানসভায় গত ৭ তারিখ যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছিল সেই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দ রোয়াজা।

শ্রীআনন্দ মোহন রোজায়া (রাইমা ভ্যালী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এ বাজেটের উপর আমাদের অনেক বিধায়কগণ বক্তব্য রেখেছেন আমিও তাই রাখছি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার খোলা আকাশের নীচে বসে বাজেট করতে পারেন নি, আমাদের সরকারকে ধনের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজেট করতে হয়েছে। কারণ গত পাঁচটা বছর ত্রিপুরা রাজ্যে জোট সরকার রাজত্ব করে অনেক টাকা ঋণের বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই ধণের বোঝা আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কাঁধে চেপে আছে আর এ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এ সরকারকে বাজেট করতে হয়েছে। আজকে আমাদের সরকার অতিকষ্টে ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করে আসছেন। কাজেই আজকে এখানে যে বাজেটটা এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন না করে পারছিনা। এ বাজেট রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আসবে, তাদের সহায়ক হবে। বিশেষ করে যারা উপজাতি, যারা বাংলা ভাষা জানে তা এ বাজেট তাদের খুবই উপকারে আসবে। আর একটা প্রশ্ন এখানে এসেছে সেটা হল আমাদের সরকারের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমাদেরকে নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এইটা নিয়ে বেশী বলে লাভ নেই কারণ আজকে তারা এ হাউসে নেই। তারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট সেটাকে সমর্থন করার ভয়ে তারা বিধানসভাতেই আসেননি। অথচ জনগণ তাদেরকেও ভোট দিয়েছেন। তারা এখানে এসে নিশ্চয়ই নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন, কারণ শুনা যাচ্ছে এখানে বোমা পাওয়া যাচ্ছে, ওখানে বোমা পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু তারা এখানে আসেনি সেহেতু আমরা মনে করব তারা তাদের জন সমর্থন হারিয়ে দিশেহারা হয়ে এ সব কাজ করছেন। আজকে বিশেষ করে উপজাতি এলাকার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে এ বাজেটে তাদের জন্য যে কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনগণের অভিনন্দন পেয়েছেন। এ বাজেটের মধ্যে রাস্তাঘাট করার জন্য টাকা ধরা হয়েছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য টাকা ধরা হয়েছে, শিক্ষার খাতেও টাকা ধরা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্যও টাকা ধরা হয়েছে। তারমানে জনগণের কল্যাণের জন্যই এ বাজেট করা হয়েছে। আজকে এ সব দেখে তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আজকে জনগণের অশীর্বাদ পেয়েছেন এ সরকার। জনগণের আশীর্বাদ কেনইবা পাবে না এ সরকার।

আজকে জনগণ কেন আশীর্বাদ দেবে না, কেন অভিনন্দন জানাবেনা। আজকে রাস্তাঘাট, পানীয়জল এ গত পাঁচ বছরে সবকিছু একেবারে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল— কারো বাড়ীর যোগাযোগ নেই, একটা গ্রামের সাথে আরেকটা গ্রামের যোগাযোগ নেই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এগুলিকে আবার চালু করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজেই মানুষ এ বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটকে অভিনন্দন জানাবেননা কেন ? এ কারণেই এটাকে অভিনন্দম জানাচ্ছি।

আজকে আমরা দেখলাম যে ত্রিপুরার সর্ব্বহারা মানুষের বাচার জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি-বদ্ধভাবে ইস্তাহার বের করেছে সেই অনুসারে আজকে এ বাজেটে টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে; তারজন্য আজকে আমাদের ত্রিপুরার ২৭.৫ লক্ষ মানুষ এ বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটকে অভিনন্দন জানাবে।

আজকে আমরা দেখলাম যে আধা মরা হয়ে রয়েছে জনগণ। তাদের মুখে ভাত দিতে বামফ্রন্ট সরকার বদ্ধ পরিকর। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারের এ সব উন্নয়নমূলক কাজে বাঁধা সৃষ্টি করছে এরা, বামফ্রন্ট সরকার যাতে এসব কাজ না করতে পারে, বামফ্রন্ট সরকারকে জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরা বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে— রিলে অনশন করছে, পথ অবরোধ-রাস্তারোকো আন্দোলন করছে। বিধানসভা অভিযানের নাম দিয়ে আইন-অমান্য শুরু করেছে— এখনো শেষ হয়নি। শেষ পর্যান্ত পুংখানুপংখভাবে চিহ্নিত হবার পর এখন বোমা রাখা শুরু করেছেন।

কিন্তু ত্রিপুরারাজ্যের সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষ তাদের আর স্থান দেবেন না। আমি মনে করিনা এরা তাদেরকে স্থান দিয়ে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে দেবে। আজকে এরা স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখে, স্বাধীন ত্রিপুরাকে স্মরণে রেখে এখন এ কার্য্যকলাপের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে।

আমরা চাই দেশকে উন্নত করতে— রাস্তাঘাট করতে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে এবং রোগাগ্রস্ত মানুষকে ঔষধপত্র দিয়ে তাদের সেবা করতে। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারের ভাবভঙ্গি বিনষ্ট করার জন্য এ লুটপাট কমিটি থেকে শুরু করে— এ তাদের এম,এল,এ থেকে শুরু করে তাদের মন্ত্রী থেকে শুরু করে নরসীমা রাও পর্য্যান্ত সকলেই লুঠপাট করছে। এমন কি সেই রাজীব গান্ধী পর্য্যন্ত এ বফোর্স ক্যালেংকারীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি মরে গেলেও তার নামে এ বফোর্স কেলেংকারী থেকে মুছে যায়নি— এটা অক্ষরে অক্ষরে রেখে গেছেন— এটা আর মোছা যাবে না।

আজকে দেখুন ত্রিপুরার ল্যাম্পসকে কি করে উন্নতি করতে হবে? ল্যাম্পস্ এর খগেন্দ্র রিয়াং যখন চেয়ারম্যান ছিলেন উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান লুটপাট কমিটির চেয়ারম্যান তখন দেশ ভ্রমণের নাম করে ১৩,০০০ টাকা আমাদের গণ্ডছড়া ল্যাম্পস্ থেকে আদায় করেছে। আমি এ সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব এই সব দুর্নীতির পরায়ণ লোকদের যাতে কঠোর শাস্তি দেওয়া যায় সেজন্য যেন সরকার অগ্রসর হন।

বি ডি ও সাহেব স্বীকার করেছেন। ১০ হাজার টাকা দেশ ভ্রমনের নাম করে নিয়ে গিয়েছেন। তাহলে দশ হাজার এবং তের হাজার টাকা মিলে ২৩ হাজার হল। লুট-পাট কমিটির চেয়ারম্যান পূর্ণকুমের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা বের করা হয়। লজ্জা নেই তাঁর। এইভাবে লুট-পাট করে ত্রিপুরার মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে ছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। তাদের জন্য আমরা খাদ্য-শিক্ষা ইত্যাদির জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছেন।

এখন সন্ত্রাসবাদী গ্রামে—গ্রামে। এন.এল.এফ.টি.—এস.এস বি ইত্যাদি। কংগ্রেস টি.ইউ জে. এস. আমরা বাঙ্গালী একই কায়দায় চলছে। গত ৩-৩-৯৪ ইং আমাদের বিধানসভা চলাকালীন যতীন্দ্র বাড়ী এবং রহিদাবাড়ীতে কর্ণসিং এবং ভাগ্যরাম রিয়াং-এর নেতৃত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে ৫০টি পরিবারের ঘর-বাড়ী, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে বামফ্রন্টের কাজ-কর্মে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। এবং বামফ্রন্টের কাজ-কর্ম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলেও ত্রিপুরার সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষ তাকে রেহাই দেবে না। জনগণের দ্বারা হাজার হাজার ভোটে পাশ করা বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্ধকারের অত্যাচার ও নারী নিগ্রহের জবাব জনগণ বামফ্রন্টকে এ বিধানসভায় পাঠিয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছেন। কাজেই আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না। কারণ লালবাতি জ্বালানো হয়েছে। যদি স্যার আমাকে আর পাঁচটা মিনিট সময় দেন তাহলে বলার আমার অনেক রয়ে গিয়েছে। আমিতো কিছুই উল্লেখ করতে পারলাম না। কাজেই যত বাধা-বিঘ্ন থাকুক এ বামফ্রন্ট সরকার জনগণের হাতিয়ার। জনগণের জন্য আমরা দরকার হলে প্রান পর্য্যন্ত দেব। রক্ত দেব প্রয়োজনে। জনগণের জন্য আমরা কাজ করে যাব। আর বেশী কিছু বলছি না। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয়।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ৭-৩-৯৪ ইং তারিখে এই হাউসে যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন সেই বাজেট এমনই সময়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বলছি আমরা সবাই অবগত আছি, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও নিশ্চয়ই অবগত আছেন আছেন যে গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যে একটা সরকার ছিল—কংগ্রেস এবং যুব সমিতির জোট সরকার। যে সরকার অর্থনীতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। এ অর্থনৈতিক বিশৃংখলার কারণে আমরা দেখেছি এ রাজ্যের মধ্যে অনাহার সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে গঞ্জে এই ব্যবস্থা ছিল না। এটা যেমন একটা দিক পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সরকার রাজ্যের আইনের শাসন-এর নামে একটা জংগলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। যেখানে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। যেখানে মা বোনের ইজ্জতের কোন বালাই ছিল না। এ রকম একটা বিশৃংখল পরিবেশের মধ্যে সরকার চালিয়েছেন এবং এ অবস্থা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে এ জঙ্গলের রাজত্বকে পরিষ্কার করার জন্য নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এখানে তৃতীয়বার বামফ্রন্টকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সরকার যখন ক্ষমতা হাতে নেয়, তখন আমরা দেখেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উল্লেখ করেছেন যে ৫৯ ২০ কোটি টাকার দায়ভার কাঁধে নিয়ে এই সরকারকে কার্যাভার হাতে নিতে হয়েছে।

আমরা সেখানে দেখেছি যে, এ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন ওভার ড্রাফট না নিয়ে এক বছর সরকার পরিচালনা করেছেন। এবং আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যেটার মধ্য দিয়ে আজকে এ ত্রিপুরা রাজ্যে ২৮ লক্ষ মানুষ স্বস্থির নিশ্বাস ফেলেছেন। এ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি জোট সরকার-এর আমলে একদিকে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা অপরদিকে যারা কেন্দ্রীয় সরকারে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন, সেই নরসিংহা রাওয়ের নেতৃত্বে যে সরকার সেই সরকার আজকে দেশের দারিদ্রতার নাম করে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা গোচানোর জন্য আমরা দেখেছি যে বিদেশী সংস্থার কাছ থেকে সেই বিশ্ব ব্যাংক, আই, এম, এফ, তাদের কাছ থেকে ঋণ আনছেন। এবং তাদের সেই ঋণের শর্ত অনুসারে আমরা লক্ষ্য করেছি যে দেশের যারা ক্ষুদ্র কৃষক, মাঝারি কৃষক তাদের সারের ভূতকী তুলে দেওয়া হয়েছে।

আজকে শিল্প ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পগুলিকে তারা ভুতর্কী বন্ধ করে দিয়ে আজকে শিল্প কলকারখানা অচল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গ্রামীন কর্মসংস্থানের নাম করে আসলে সেখানে জনগণের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা হচ্ছে না। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে ডাংকেল সাহেবদের অঙ্গুলী হেলনে সেখানে তারা বাজেট উপস্থিত করেছেন। ঠিক এ মুহূর্ত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে এখানে ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষ রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য যেখানে তার চরিত্র সম্পূর্ণভাবে আলাদা এবং এখানে মিশ্রবসতি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে যেখানে তার জনসংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের প্রায় সমান। সেই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে গত ৫ বছরের দায়ভার মাথায় নিয়ে এ ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করেছেন।

এইজন্য বলছি স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট উপস্থিত করেছেন। যে বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। কি বেকার যুবক, কি বেকার যুবতি, কি গ্রামীন সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সেখানে তাদের মনের মধ্যে একটা আশার প্রতিফলন সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। সেটার মধ্য দিয়ে আগামী এক বছরে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের যে আমাদের এইযে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যদিয়ে এখানে বাজেট উৎথাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অথচ এখানে বিরোধী আসন শূন্য। বিরোধীরা এখানের মধ্যে নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে বিরোধীদের মূল কাজই হচ্ছে সরকারের ক্রটি বিচ্যুতিগুলি উৎথাপন করে সরকারকে কাজে আরও বেশী সহযাগিতা করা। কিন্তু আমরা দেখলাম এখানে বিরোধীর জণগনের কাছ থেকে ভোট নিয়ে আজকে এই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েও তারা তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করছেন না। অবহেলা করছেন নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

এবং কি কারণে তাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন সেই সম্পর্কে নিশ্চয় চিন্তাভাবনা করবেন আজকে যদি এখানে বিরোধীরা থাকত নিশ্চয় আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরলে পরে আমরা আরও সচেতন হতে পারতাম। যাই হউক, এ বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা মনে করি এ ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি, তপশিলী জাতি এবং সংখ্যালঘু সমস্ত অংশের মানুষের আশা সেখানে নিশ্চয় পূরণ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। আমি এখানে দু-একটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত পাঁচ বছর যে জোটসরকার ক্ষমতাসীন ছিল তাঁরা গ্রামীন যারা শিক্ষিত বেকার অর্ধ-শিক্ষিত বেকার যারা দিনাতি এক বেলা খেতে পারেনা সেই মানুষের জন্য গত পাঁচ বছরে কোন কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। জহর রোজগারের মধ্য দিয়ে সেখানে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

গত ১০ বৎসরে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, সেখানে পঞ্চায়েতের মধ্যদিয়ে, গ্রামের মানুষের খাদ্যের জন্য, কাজের জন্য, ব্যবস্থা সেখানে করেছিলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ করলাম এ বাজেটের মধ্যদিয়েও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে উপস্থাপন করেছেন যে ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে সেখানে যে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা ছিল ১০ ৫৬ কোটি টাকা, সেটা বেড়ে ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে হয়েছিল ১৮.২০ কোটি টাকা এবং বর্তমান এই যে ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে তা বাড়িয়ে ৮৮.৬৭ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করার লক্ষে এই সংসহান বাড়ানো হয়েছে এবং ৩৪ ৩৫ কোটি টাকা সেখানে ধরা হয়েছে। আজকে এই যে শ্রম দিবস বৃদ্ধি মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখছি পরিসংখ্যান এর মধ্য দিয়ে যে ৭৩ থেকে ৭৪ শতাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। তাদের কাজ করার কোন ব্যবস্থা নেই। এ মানুষগুলিকে সেখানে যাতে বাঁচিয়ে রাখা যায়, জাতি উপজাতি, গরীব অংশের মানুষ, সেই গরীব মানুষদেরকে যাতে সেখানে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এখানে এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখেছি যে এখানে শ্রম দিবস বৃদ্ধি করা বা টাকা বৃদ্ধি করার কোন উদ্যোগ ছিলনা। উপরোক্ত আমরা দেখেছি যে, বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য যে টাকা তারা বরাদ্ধ করেছিল, সেখানে সেই টাকা নিয়ে তারা দুর্নীতি করেছে, আত্মসাধ করেছে, গ্রামের মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে কাজের অভাবে। এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তারা। আজকে এই শ্রমদিবস সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে, গ্রামের যারা সাধারণ মানুষ তাদের মনের মধ্যে একটা আশার আলো সৃষ্টি হয়েছে। যে নিশ্চয় আমরা অন্তত পক্ষে পরিশ্রম করে একবেলা, এ মুঠ খেতে পারব। আমরা সবাই অবগত আছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসিন হওয়ার পর এ রাজ্যের মধ্যে পর পর চার চার বার বন্যায় আক্রান্ত হয়েছি। এই বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার পর সেখানে এ সাধারন মানুষ তাদের যা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম। কিন্তু এই ক্ষতি নিশ্চই আমরা সেখানে পূরণ করতে পারিনি। কিন্তু এটার দায়ভার যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়ার কথা ছিল, আমরা লক্ষ্য করলাম যে অত্যান্ত দুরভাগ্যের বিষয়

যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৮ লক্ষ মানুষকে নিয়েও রাজনীতি করেছেন। আমরা সেখানে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকার জন্য দাবী করেছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে একটি পয়সাও বরাদ্দ করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এ যে বিমাতৃসুলভ মনোভাব, এটাকে ওভারকাম করে এখানে কৃষিখাতে বা অন্যান্য খাতে যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে এবং কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য আজকে এ বাজেটের মধ্য দিয়ে টাকার পরিমান বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা দেখেছি ৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে কৃষিখাতে প্রকৃত ব্যয় ২৭ কোটি টাকা টাকা ধরা হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে অর্থবৎসরে ৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে সেটার পরিমাণ বাড়িয়ে ৩৫.৬৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। যাতে সাধারণ কৃষকরা ২,৩,৭.৫, কানি জমি আছে তাদেরকে সারের ভর্তুকী দেওয়া ঔষধের ভর্তুকী দেওয়া যায়, তাদের জন্য ব্যবহারের যে সমস্ত ছোট ছোট যন্ত্রপাতি আছে সেগুলির মধ্যে যাতে ভর্তুকী দেওয়া যায়, কৃষক যাতে তার ফসল উৎপাদন করতে পারে, ক্ষুদ্র চাষি, প্রান্তিক চাষিরা যাতে তাদের ফসল উৎপাদন করে জিবীকা নির্বাহ করতে পারে অন্নের যাতে সংস্থান করতে পারে পাশাপাশি খাদ্যের যে ঘাটতি পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে পারেসে উদ্দেশ্যে আজকে এ বাজেটের মধ্যদিয়ে সেখানে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে গত ৫ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পূর্ত বিভাগের মধ্য দিয়ে গ্রামিন যে সমস্ত রাস্তাঘাট-গুলি আছে, সে সমস্ত রাস্তাঘাটগুলি, ব্রিজগুলি, কালভার্ডগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে আছে, বন্যায় সেগুলি আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু সেগুলি মেরামত করার জন্য কোন ভূমিকা সেখানে গ্রহণ করা হয়নি, অথচ পূর্ত দপ্তরের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ তারা সেখানে দেখিয়েছেন, কিন্তু গ্রামিন রাস্তাঘাট মেরামত হয়নি। এখনও লক্ষ করা গেছে, এক একটা রাস্তার মধ্যে দিয় তিন বার, চার বার ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। এক একটা ব্রীজ এর বৎসরে চার বার, পাঁচ বার ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে কিন্তু সেখানে কিছুই হয়নি। সেখানে কাজের নাম করে টাকাগুলিকে আত্মসাধ করেছে। যার ফলে চলাচলের ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রে বিরাট একটা অসুবিধা হয়েছিল। গ্রামিণ রাস্তাঘাটগুলির অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। আজকে এ বাজেটের মধ্য দিয়ে গ্রামিণ রাস্তাঘাটগুলিকে মেরামত এর জন্য পূর্ত দপ্তরের মধ্য দিয়ে সেখানে ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে। রাস্তাঘাট করার জন্য টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আসাম আগরতলা যে রোড সেটিকে আমাদের লাইফ লাইন বলা হয়। সে রোড যাহাতে মেণ্টেনান্স করা হয়। যে রাস্তা দিয়ে আমাদের রাজ্যে খাদ্য সামগ্রি থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিষ আসে। লাইফ লাইন একদিন বন্দ থাকলে পরে আমাদের দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। সে লাইফ লাইন আমরা দেখিছি গত ৫ বছরে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে পুনরায় যেখানে লাইফ লাইন চালু করার জন্য সেখানে ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জলসেচের জন্য সে লিফ্‌ট ইরিগেশন, বাঁধগুলির যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, গত ৫ বছরে আমরা দেখিছি, সমস্ত লিফট ইরিগেশন সেখানে

বন্ধ ছিল। কৃষকরা জল সেচের কোন রকম সুযোগ পাইনি। আর সেখানে আমরা দেখিছি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বরং মনু'মে যে সিজনেল বাঁধের মধ্য দিয়ে সস্য উৎপাদনের জন্য রাজ্য সরকার যে বিরাট একটা ভূমিকা ছিল, সেটি ১০ বছরের আমলে চালু ছিল। আমরা সেখানে দেখিছি গত ৫ বছরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে এ সমস্যাগুলিকে লিফ্‌ট ইরিগেশন যেখানে আছে মেশিন নষ্ট হয়ে আছে, সে মেশিনগুলিকে মেরামত করে, আবার যাহাতে সেগুলিকে চালু করা যায় যাহাতে কৃষকরা জল পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিজনেল বাঁধের মাধ্যমে সেখানে যাহাতে ফসল করা যায় সেই ভূমিকা সেখানে নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ বারানো হয়েছে। কিন্তু গত ৫ বছরে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, আমূল ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য করা না হলেও পরে রাজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের তাদের জমি হস্তান্তরের যে সমস্যা সৃষ্টি হইয়া আছে সেটাকে দুর করার জন্য বিল আনা হয়েছে। এবং সমস্ত সমস্যা দুর করার জন্য এ বিলের মাধ্যমে যাহাতে উপজাতিরা যে জমি হারা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে যে প্রাপক তাদের কাছে যাহাতে জমি পৌছে দেওয়া যায় এ লক্ষ্যেই এখানে এ বিল আনা হয়েছে। গত ৫ বছরে এ জাতীয় বিল এখানে আনা হয় নেই। উপরন্তু গত ১০ বছর বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে আইন প্রনয়ণ করে রেখেছিলেন সে সমস্ত আইন সেখানে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

কার্যকরী করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেটা বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উৎথাপন করেছেন। পাশাপাশি যারা ভূমিহীন, আজ পর্য্যন্ত যারা খাসভূমিতে বাস করছে তাদেরকে যাহাতে পুনর্বাসনের আওতায় আনা যায় সেই উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছে। সেখানে আমরা দেখছি গত ৫ বছর জমি সংরক্ষণের কোন বিশেষ উদ্যোগ সেখানে নেওয়া হয় নি। আমরা দেখিছি যে তপশিলী জাতি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মধ্য দিয়ে সেখানে প্রকৃত পক্ষে এ গরীব অংশের মানুষ তাহাদের কাছে যাহাতে এ সুযোগ সুবিধা পৌছে দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গত ৫ বছরে এ সমস্তগুলিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আমরা দেখিছি, সুধীরবাবু, সমীর বাবুদের মুখ্যমন্ত্রীর সময় এস.টি এস সি কর্পোরেশন থেকে টাকা নিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের নানা ভাবে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি একবার ৯০ তে আর এক বার ৯১ তে যখন সুধীরবাবু এবং সমীর বাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন উনারা এস.টি. এবং এস. সি ওয়েলফেয়ার করপোরেশনের ফিক্সড এ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিয়েছিলেন, তাদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা দূর করার জন্য। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখছি যে সেখানে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি অংশের মানুষদের এ করপোরেশান এর ঋণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আজকে আবার এ সরকারের আমলে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে তাদেরকে এ সুযোগটা দেওয়া যায়। আর, সেই উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে তপশীলি জাতি করপোরেশান এবং তপশীলি উপজাতি করপোরেশানে বিভিন্ন কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, এ রাজ্যের পিছনে পড়া মানুষগুলিকে সামনের সারিতে আনার জন্য সেখানে রাবার প্লেন্টাশনের মধ্য দিয়ে এবং চা বাগানের মধ্য দিয়ে, তারা যাতে আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে, সে উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে, যেটা অত্যন্ত লক্ষানীয় বিষয়, যা গত ৫ বছরে আমরা লক্ষ্য করিনি। স্যার, আমি দপ্তরে আছি, এখানে উল্লেখ করা আছে যে মাছের চারা উৎপাদনে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ। স্যার, এটা শুধু আমাদের রাজ্যের চাহিদাই নয়, আমরা ইতিমধ্যে অরুনাচল, মিজোরোম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির সংগে যোগাযোগ করেছি, সেই সব রাজ্যের কমিশনারা আমাদের রাজ্যের কমিশনারের সংগে বসে একটা মিটিং করেছি। আমরা চাইছি, আমাদের রাজ্যের উদ্বৃত্ত মাছের চারা পোনা, ঐ সব রাজ্যে পাঠাতে এবং আমাদের মাছের চাষের প্রয়োজনে যে চুনের দরকার হয়, সেটা তাদের রাজ্য থেকে আনতে। অর্থাৎ আমরা যাতে মাছের ব্যাপারে বানিজ্য করতে পারি, তার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে আমরা এ ব্যাপারে সফল হতে পারবো। এর পাশা পাশি আমাদের সবার জানা যে ত্রিপুরা রাজ্যের কি জাতি, কি উপজাতি, তার প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ মৎস্য ভোগী। আমাদের রাজ্যে মোট মাছের চাহিদা হচ্ছে ২৯ এম, টি কিন্তু আমাদের মাছের উৎপাদন হচ্ছে ২৪ এম, টি। আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত ৫ বছরে এ ঘাটতি পূরয়ের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি।

আমরা আবার নতুন করে উদ্যোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি যাতে যেখানে প্রতি হেক্টারে ২ হাজার কে, জি মাছের উৎপাদন হয়, সেখানে প্রতি হেক্টারে ৩ হাজার কে, জি মাছের উৎপাদন হবে, আর এটাই আমাদের লক্ষামাত্রা। আমরা সেমি ইন্‌টেন্‌সিভ ফিসিকালচার স্কীমের মাধ্যমে এ উদ্যোগটা গ্রহণ করছি এবং আশা করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সহযোগীতায় আমরা এনে নিশ্চয় সফল হবো। স্যার, এমনি ভাবে শুধু মৎস্য দপ্তরই নয়, আমাদের প্রতিটি দপ্তরের কথা বলতে পারি, যদি আইন শৃঙ্খলার কথাও বলি, তাহলে বলবো যে আমাদের পুলিশ দপ্তরকে মর্ডাইনাইজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেটা বিগত ৫ বছরে আমরা লক্ষ্য করি নি, বরং আগের সরকার এই দপ্তরকে নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে। স্যার এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি দপ্তর এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন, তা আমাদের এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের আশার প্রতীক। আমরা আশা করছি যে এ রাজ্যের গরীব অংশের মানুষেরাই এ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা উপকৃত হবেন তা নয়, বরং এ রাজ্যের প্রতিটি মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবেন এবং তাদের কল্যাণের জন্যই এ টাকা

ব্যয়িত হবে। তাই, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছেন, তাঁকে সমর্থন করে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য এ খানে উপস্থিত করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। যে দৃষ্টি ভংগী নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য টাকা বণ্টন করা হয়েছে সেগুলি আমাদের মন্ত্রীসভার এবং মাননীয় সদস্যারা এখানে উল্লেখ করেছেন। আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। আমাদের এ বাজেট এ রকম একটা নয়া উদ্ভূত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তৈরী হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা অগ্রসর করার জন্য আমরা কর্মসূচী নিয়েছি এ বাজেটের মাধ্যমে। নয়া অর্থনীতি নয়া শিল্পনীতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে বিশেষ করে ডাংকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ফলে যে ভাবে সারা ভারতবর্ষে অর্থনীতির অবক্ষয় চলছে৷ যেখানে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন সেই অবস্থায় ত্রিপুরার এ বাজেট অত্যন্ত বাস্তব রিয়েলিসটিক বলা যায়। আগামী একটা বছর সরকারকে সংগ্রাম করতে হবে জনগণকে সামিল করতে হবে, জনগণের কাছে যেতে হবে। আমরা কি দেখেছি পর পর দু দুটো বাজেট এ বিধান সভায় পেশ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে. পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী করেছিলাম কিন্তু বছরের মাঝে হঠাৎ করে ৩১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল সেটাকে কেটে দিয়ে ২০৪ কোটি টাকা করা হলো। কি ভয়ংকর পরিস্থিতি। শুধু তাই নয় নন্ প্ল্যানে আমাদের জন্য যে টেক্স পাওনা সেটাও হঠাৎ কেঁটে দিয়ে দিল প্রায় ১২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, কারও বিরুদ্ধে টেক্স নেই। ঘাটতি পূরণ করতে যাচ্ছি এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি।

কিন্তু এটা একা সরকার পারে না কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্থনৈতিক নীতি, সেই নীতির বিরুদ্ধে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যের এতদিনকার বঞ্চনা, সেই বঞ্চনার উপর আবার নূতন করে বঞ্চনার আক্রমন এসেছে, এ আক্রমনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরার জনগণ সকলে সমবেত ভাবে একটা দুর্বার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের ন্যায্য পাওনাগুলিকে আদায় করার জন্য আমরা যদি সামিল না হতে পারি. আমরা যদি সকলকে সমবেত করতে না পারি, তাহলে এ বাজেট নিয়ে চলা আমাদের খুব দুস্কর হবে. খুব কঠিন হবে। এটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের সোর্সগুলি কি কি? নন-প্ল্যান অ্যাক্সপেণ্ডিচার আমাদের ৫২০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে অনুমোদন আমাদের দিয়েছে সে টাকা আমাদের বাজেট-অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনার জন্য বাস্তবায়িতভাবে সমস্ত পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে. আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আলাপ আলোচনা করে করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আরো কমাতে চেয়েছিল। শেষপর্য্যন্ত ২৫৫ কোটি টাকা আমরা ডাইরেকটলি প্লান অ্যাকসপেণ্ডিচার পাচ্ছি। এবং ইনক্লুডিং আয়ছ এর মধ্যে এক্সটারনেল প্রজেকটের

জন্য ৩৫ কোটি টাকার মত। স্যার, এই যে বাজেট আমরা সাজাচ্ছি, এর জন্য আমরা বরাদ্দ নিচ্ছি কেন্দ্রের কাছ থেকে এর মধ্যে কেন্দ্রের প্রজেক্টগুলিও আমাদের করতে হয়। যেমন আছে, সেন্ট্রাল অ্যাসিসটেন্ট প্ল্যানে, সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীম, সেন্ট্রাল অ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীম। এ সমস্ত স্কীমগুলিতে আমরা যে বরাদ্দ ধরেছি, তাতে এখন আমরা কেন্দ্রীয় অনুমোদন পেয়েছি। বাজেটে টাকা ধরলেই কেন্দ্র আমাদের দিয়ে দেয় না। এরজন্য দরবার করে নিতে হয়। আমরা বাজেট পেশ করলাম অমনি দিয়ে দিল তা হয় না। পত্রপত্রিকায় দেখতে পেলাম, এন-এস-সি স্কীম ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, সে টাকা আমরা আর পাচ্ছিনা। নতুন করে প্রজেক্টের বরাদ্দের টাকা আসে না এ হচ্ছে, অস্থিরতার নমুনা। ঐ নয়া অর্থনীতির নমুনা। যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছেন, মনমোহন সিং, কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী তা গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে। সেই অস্থিরতার ধাক্কা আমাদের উপর পড়েছে তা আমাদের মনে রাখতে হবে। স্যার, আমরা যে রিভাইজড বাজেট তৈরী করেছিলাম, তা বরাদ্দ বাড়ানোর কারণে নয়, টাকা কমানোর জন্য এটা করতে হয়েছে। আমাদের এখানে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে; বন্যা ত্রানে সাহায্য দেওয়া হয়নি। অনেক অনুরোধ করা হয়েছে। এখন কেন্দ্রের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে হবে। একটা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেটা ছাড়া আমাদের পথ নেই। আজকে পত্রিকায় আমরা দেখতে পেলাম, বোম্বেতে আই.এন ইউ,টি,সি, কংগ্রেস (আই) দ্বারা পরিচালিত তাদের শ্রমিক সংগঠন, ঐ আই,এন,টি,ইউ,সি, প্রস্তাব নিয়েছে, সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, সারা ভারতবর্ষের শ্রমিকদের এ নয়া অর্থনৈতিক আক্রমন থেকে রক্ষা করতে হলে সি আই টি ইউ. এর সঙ্গে এক সঙ্গে আন্দোলনে নামবে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে। সেটা সারা ভারতবর্ষের চেহারা। আর সেই চেহারার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে যে বাজেট আজকে এখানে রাখা হয়েছে তার সমর্থন জানাচ্ছি, এবং সকলকেই এ বাজেটকে সমর্থন করার আহ্বান জানাচ্ছি। সে ক্ষেত্রে এ বাজেটের সমর্থনে আরো ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এ বিধানসভার ভেতরে শুধু নয়, এ সরকারের ভেতরে শুধু নয় বাইরেও জনগণকে সমবেত হতে হবে এ বাজেট সমর্থনে সংঘটিত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। স্যার, গত একবছরে জোট সরকারের সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গায় তার পরিকাঠামো সাজিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কো-অপারেটিভ নুতন করে নির্ব্বাচনে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলির নির্বাচন হয়ে গেছে। টিইভা সগুলিতে আংশিক নির্বাচন হয়েছে। মৎস, সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিভিন্ন জায়গায় মৎসজীবি সমিতি, অন্যান্য সমবায় সমিতিতে নির্বাচন হয়েছে এবং এখনও চলছে।

এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা নূতন পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে যার মাধ্যমে গণমুখী প্রশাসনকে আমরা আরোও বেশী শক্ত করতে পারব। জনগণের কাছে এ বাজেটকে নিয়ে যন্ত্রণার দিক থেকে

গণতান্ত্রিক যে প্রক্রিয়া, সে প্রক্রিয়ায় আমরা অনেক বেশী এগোতে পারব। ঠিক একই রকমভাবে পঞ্চায়েত, কো-অপারেটিভ সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এ দুইটা মঞ্চ, যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত অবহেলিত মানুষ, সবচেয়ে শোষিত মানুষ, অনগ্রসর মানুষ প্রচুর শক্তি পাবে। এ মঞ্চগুলিকে ব্যবহার করে প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয়ে ঐ বাজেট-এর প্রত্যেকটি টাকাকে সঠিকভাবে খরচ করতে পারব। এটাই হচ্ছে আমাদের পথ, যে পথে এ টাকাগুলিকে সঠিকভাবে ব্যয় করার দিক থেকে অত্যন্ত গৌরব বোধ করি। শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। নূতন আইন, সংশোধিত আইন করে কি করে শহরগুলিতে আমরা আরও বেশী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে পারি যার মধ্যে সমগ্র জনগণ অংশ গ্রহণ করতে পারব, যার ভিতর দিয়ে আমরা বাজেটের প্রতিটি পয়সা সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে খরচ করতে পারব বলে আমরা বিশ্বাস করি। স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটা জাতি গোষ্ঠী-উপজাতি এবং অ-উপজাতি। কৃষির ক্ষেত্রেও তাই, শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই এবং শিল্পেতো উপজাতি অংগোষ্ঠী একেবারেই অনুপস্থিত। শিল্পে তাদের কোন সুযোগ নেই। একমাত্র সুযোগ হচ্ছে কুটির শিল্পে, তার নিজস্ব ট্রেডিশনাল তাঁত-কোমর তাঁত, বাঁশ বেতের শিল্প। এগুলি ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয় নি। কংগ্রেস-টি.ইউ.জে.এস সরকার ছিল মাত্র পাঁচ বছর, এর আগেওতো রাজ্যে কংগ্রেস ছিল, তারা উপজাতিদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ছিল কত সস্তায় তাদের মুজুরে পরিণত করা যায় সমস্ত শিক্ষা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা যায়, তাদেরকে অগ্রসর হতে না দেওয়া সেই চেষ্টাই তারা করে গিয়েছেন। বামফ্রন্ট ১৯৭৮-৮৭ ইং এই ১০ বছর সরকারে থাকা অবস্থায় সবচেয়ে পেছনে পড়া গ্রামাঞ্চলের মানুষ, তাদেরকে কি বলে অগ্রসর করানো যায়, আর্থিক দিক থেকে তাদেরকে কি করে তোলা যায় তারজন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত, অনগ্রসর হল জুমিয়া, তাদের জন্য প্রথমে প্রয়োজন হচ্ছে জমি। আর সে জমি কেন্দ্রীয় সরকার বন সংরক্ষণ আইন নাম দিয়ে সমস্ত এলাকাকে সি.এফ ল্যাণ্ড করে রেখেছেন। প্রটেক্টেড ফরেষ্ট করে আটকে রেখেছেন। কোন রকম এলটমেন্ট দেওয়া যায় না। জুমিয়াদের হাতে জমি তোলে দেওয়া যায় না। যে জমিতে ফলের বাগান হতে পারে, রাবার চাষ হতে পারে, চায়ের বাগান হতে পারে। সমস্ত নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং জোট সরকারের মদতে নূতন করে ফরেষ্ট রিজার্ভ তৈরী করতে শুরু করেছিল। বর্তমান সরকার সেখানে সম্পদ সৃষ্টি করতে চায়, সেখানেও আমাদের সংগ্রাম নূতন করে জমি সৃষ্টি করা, কৃষি যোগ্য আবাদ জমিতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, এলটমেন্টের ব্যবস্থা করা।

ঠিক সেই ভাবেই নূতন সম্পদ দিয়ে অগ্রসর করতে চেষ্টা করে তার সঙ্গে শিল্পের যে অগ্রগতির চেষ্টা হয়েছিল গ্রামীন শিল্প সেই গ্রামীন শিল্পের মধ্যে তাকে যুক্ত করে সেই গ্রামীন শিল্পকে আবার

পুনরজীবিত করে তার মধ্যে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা এগুলি আমাদের করতে হবে। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইনা। এই যে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই গণতন্ত্রকে আরও বেশী সম্প্রসারিত করে, আরও বেশী শক্তিশালী করে প্রতিষ্ঠিত করা। আর সেই গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এইযে বাজেট তৈরী হচ্ছে সেই বাজেটকে নিয়ে বাজেটের বরাদ্দ যা হচ্ছে তারপরও আরও চাই।

সেণ্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমে আমরা কি দেখেছি ? বছরের মাঝখানে হঠাৎ করে নূতন স্কীম ছেড়ে দেন, আমাদের সেগুলি টেনে আনতে হবে এবং টেনে এনে সমস্ত জায়গার বরাদ্দকে কিভাবে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ব্যাপক অংশের জনগণের মধ্যে সব চাইতে অগ্রসর এবং সব চাইতে অবহেলিত মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি সেটার জন্য যে চেষ্টা সে চেষ্টার জন্যই আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কিছুটা এগুতে পারব এবং এবারকার বাজেটের মধ্য দিয়ে আগামী এক বছরের পরিকল্পনা হবে। আমরা এ টাকার বরাদ্দ ঠিক সেইভাবে নিয়ে যাব এবং সে ভাবেই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করব। ত্রিপুরায় নূতন একটা উন্নয়ণ প্রকল্প এবং নূতন জীবন বোধ সৃষ্টি করে তুলব এটাই হচ্ছে লক্ষ্য। সেই দিক থেকে এ বাজেট আমাদের সাহার্য্য করবেই। বাজেট সঠিক ভূমিকা নেবে এবং এ বাজেট আমাদের সব চাইতে শক্তি দেবে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এটুকু বলে আমি বাজেটকে পুনরায় সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারাবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীদশরথ দেব (মূখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এ হাউসে গত ৭ তারিখ যে বাজেট আমি উপাস্থিত করেছি সে বাজেট বক্তৃতায় আমি বিস্তারিত ভাবে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক এবং তার সামাজিক সব কিছুই বিস্তৃত ভাবে বলেছি কাজেই, আজকের আলোচনায় আমি সবগুলি বলব না। তবে একটা জিনিষ আমাদের জানতে হবে যে, আমাদের ত্রিপুরা ভারতবর্ষের বাইরে নয় ভারতবর্ষেরই একটা অঙ্গ রাজ্য। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ভারত সরকারের যে অর্থনীতি, যে শিল্প নীতি এবং যে বানিজ্য নীতি অনুসরণ করে যে পরিকল্পনা রচনা হয় এবং সে অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করেন সারা ভারতবর্ষ এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলির জন্য। প্রথমতঃ তারমধ্য দিয়ে রাজ্যগুলির বাজেট তৈরী করতে হয়, প্রকল্প রচনা করতে হয়। কাজেই এ অবস্থায় কোন রাজ্য সরকার তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সব রকম কর্মসূচী

তৈরী করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, সে দিক থেকে রাজ্য সরকারগুলির সদ্ ইচ্ছা থাকা সত্বেও প্রধানতঃ তার বাজেটের অর্থের বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনেরই প্রয়োজন বেশী এবং তার উপর বেশী নির্ভর করতে হয়। এটা সবারই জানা যে, ভারত সরকার যে নীতি নিয়ে চলছে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ানো থেকে আরম্ভ করে এবং বড় লোকদের সাহার্য্য করার জন্য তাদের আয়কর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং গরীবদের জন্য বৃদ্ধিকরা এসব ভারতবর্ষের অনুসরণ করে চলেছেন। এ পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা একক ভাবে আর কত দূর যাবে এই বিষয়টা বিবেচনার মধ্যে রেখে ত্রিপুরার বাজেটকে চিন্তা করতে হবে। আমরা ১৯৯৪-৯৫ সালের যে বাজেট তৈরী করেছি আমাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য জনমুখী সরকার পরিচালনা করা এবং জনগণের চাহিদা কিভাবে পুরণ করা যায় তারজন্য আমাদের সীমিত যে আর্থিক সম্বল তারমধ্য দিয়ে এই বাজেট তৈরী করেছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা সবারই জানা . আগেই বলেছি একটা বিধ্বস্ত আর্থিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে দেশ গঠনের দায়িত্ব নিতে হয়েছে এবং আমরা নিচ্ছি। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গত ১১ মাস ধরে বামফ্রন্ট সরকারকে নজর দিতে হয়েছে আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে, কারণ আর্থিক দিক দিয়ে বিশৃঙ্খলা ছিল বিস্তৃত আলোচনা আমি বাজেট ভাষনে বলেছি। তবে এ আর্থিক শৃঙ্খলা, ফিনানশিয়েল ডিসিপ্লিন ইমপোজড করেই আমরা অন্ততঃপক্ষে ত্রিপুরাকে একটা জায়গায় এনে দাঁড করিয়েছি এবং সে ডিসিপ্লিন রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা লাভ করেছে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যগুলির জন্য যে বিশেষ ক্যাটাগরীর জন্য বিশেষ একটা অনুদান আছে সে টাকা আমরা পেয়েছি। ২১ কোটি টাকা আমরা পেয়েছি। যদি আমরা ফিনানশিয়েল ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতে না পারতাম, যদি আমরা ওভারড্রাফট ছাড়া সরকার না চালাতে পারতাম তাহলে আমাদের এই টাকাটা মাগ্‌না যেত, আমরা এ টাকাটা পেয়েছি। কাজেই এটা দরকার আছে। আমরা গত ১ বৎসর ওভারড্রাফট ছাড়া চালিয়েছি এবং এভাবে চালাতে আমরা চেষ্টা করব। এ বাজেটে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এটা ব্যালেন্স বাজেট হয়েছে এবং আমরা কোন কর রাখিনি। এটা করশূন্য বাজেট হয়েছে। তার উপর আমরা আয় ব্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেছি এবং অল্প যে বেশকম আছে সেটা পাবলিক অ্যাকাউন্ট থেকে পূরণ করে নেব। কাজেই, এটা ঘাটতি শূন্য বাজেট এবং ব্যালেন্সড বাজেট। এখানে আর একটা জিনিষ আপনারা লক্ষ করবেন আপনারা যখন বাজেট তৈরী করেছিলেন তখন ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের সর্বনাশা ডেকে এনেছে ডাংকেল চুক্তির মধ্য দিয়ে। যারা স্বাক্ষর করেছেন এর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষ সোচ্চার হয়েছেন, এর প্রতিবাদ করেছে। এমনকি শুধু শ্রমিক নয়, কৃষক নয়, যারা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে বিভিন্ন অংশের মানুষ যারা দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন, দেশের

আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল বোঝেন অর্থনীতিবিদ তারা সবাই একমত প্রকাশ করেছেন যে ডাংকেল চুক্তি থেকে ভারতবর্ষ সরে না আসে তাহলে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীন অর্থনীতি, স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে চলেছে একদিন আমরা দেখব ,যে যেমন করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষকে দখল করেছিল তেমনি ডাংকেল প্রস্তাবের মধ্য দিয়েও সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদীরা ভারতবর্ষকে কব্জা করে ফেলবে। এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে, এই নরসীমা সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সেই নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। আর একটা জিনিষ আপনারা দেখেছেন বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখানে যারা বিরোধী দল বিশেষ করে উপজাতি যুবসমিতি. কংগ্রেস (আই) এবং তার সহযোগী বন্ধুরা একটা চিৎকার করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে নারীর মান মর্যাদা সব গেল. গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল এ বলে চিৎকার করছেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন, তারা সারা ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে চায়, বিশ্বের মানুষকে জানাতে চায় ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ জানে, ত্রিপুরার মানুষ জানে ওদের ৫ বৎসরে ওরা গণতন্ত্রকে কি অবস্থায় রেখেছিল। সব ত হত্যা করেছিল এবং ওরা আবার নারী নির্যাতনের কথা বলে কোন্ মুখে? ওদের আমলেত নারী নির্যাতন বেশী হয়েছিল, খুনও হয়েছিল তার তথ্য ত আমরা বহুবার দিয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন। ওদের মুখে, এসব সাজেনা। আর গণতন্ত্রকে কারা রক্ষা করতে চায় এটা দেশের মানুষ জানে। বামফ্রণ্ট সরকার আসার সাথে সাথে ত্রিপুরায় যাতে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, সম্প্রসারিত করা যায়, মানুষ যাতে তার অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার এসেই ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করছে, আইন অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছে, ওদের আমলে আইন বলে কিছু ছিলনা, ওদের আমল সমগ্রদেশের মানুষের জীবনটা নির্ভর করতো কতগুলি মস্তান, কতগুলি গুণ্ডাবাহিনী, কতগুলি খুনীদের হাতে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার এসে এ অবস্থা দূর করেছে। বামফ্রণ্ট সরকার বলেছে যে পুলিশ তার আইন চালু রাখার জন্য তাতে যে সংবিধানে বা আইনে যে ক্ষমতা দিয়েছে সমস্ত ক্ষমতা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করবে এবং সেটা আমরা দিয়েছি, পুলিশ তাই করছে। যার ফলে আমরা দেখেছি যে এখন চুরি হোক, ডাকাতি হোক সব ব্যাপারে পুলিশ সক্রিয় আছে, এবং কিছু কিছু খুনীধরা পড়ছে, কিছু কিছু চোর, ডাকাতও ধরা পড়ছে এবং এমনকি উগ্রপন্থীও ধরা পড়ছে। পুলিশ সক্রিয় না থাকলে এটা হয়না এবং পুলিশকে জনগণও বিভিন্ন সাহার্য্য করছে। এ পরিস্থিতি এ আবহাওয়া আমাদের আরও বৃদ্ধি করতে হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা একা সরকারের দায়িত্ব না, সমগ্র দেশের মানুষ যারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, যারা শান্তিতে বাস করতে চায়, তাদের এগিয়ে আসতে হবে। সরকার এবং জনগন এ সহযোগিতার ভিত্তিতে রাজ্যের মধ্যে উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তারা

এগিয়ে নেবে এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা সরকার চালাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে নেবেন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমার সরকার চালাচ্ছে. ওরা চিৎকার করছে যে অনগ্রসর যারা ও. বি, সি, আছেন তাদের কথা খুব বলেন, মুখে খুব বলেন এস.সি,এস, টি-দেরজন্য কথা বলেন কংগ্রেস (ই এবং যুব সমিতির ওরা। তাদের আগের ৩০ বছরের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন ওরা এসমস্ত অনগ্রসর মানুষের জন্য কি করেছেন বা করে গেছেন। শেষ করে দিয়ে গেছেন তারা। এমনকি গত পাঁচ বছরের যে জোট রাজত্ব চালালো এই পাঁচ বছর তারা কি করেছেন কিছুই করেননি। তারা একটা আন্দোলনের চাপে পরে একটা ও, বি, সি কমিটি করেছিল শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে চেয়ারম্যান করে, তার একটা রিপোর্টও এসেছিল, কিন্তু সেই রিপোর্ট সূর্যের আলো দেখেনি। তারা পাঁচটা বছরের মধ্যে একটা দিনও সময় পেল না কেবিনেটে আলোচনা করে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। কাজেই করার যদি কোন আন্তরিকতা থাকত তাহলে তারা এটাকে এ অবস্থায় রেখে যেতে পারেন না। কাজেই ও. বি, সির সম্প্রদায়ভূক্ত যারা আছেন তাদেরও আজকে বোঝা উচিৎ যে ওরা তাদের বন্ধু কিনা। ঐ কমিশনের সুপারিশ এর প্রতি তাদের কোন আন্তরিকতা ছিল কিনা, শুধু মুখে কথা দিয়েতো মানুষের বিশ্বাস পাওয়া যায় না। তার কাজের মধ্য দিয়ে তাকে বিচার করে দেখতে হবে। এবার আমরা এসে ও বি সি গঠন করেছি এবং চার মাসের মাথায় কমিশন রিপোর্টও করেছেন এবং আমরা সেই রিপোর্ট কেবিনেটের বিভিন্ন সভাদের দিয়ে দিয়েছি এবং এ বিধানসভার অধিবেশনের পরেই একদিন কেবিনেট মিটিং ডেকে আমরা এ সম্পর্কে তাদের সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। আমি আশা করছি খুব বেশী দেরী হবেনা, শীঘ্রই আমরা মন্ত্রিসভায় আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এটা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জানাতে পারব। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি কাজের মধ্যে আপনারা দেখুন এ বাজেট আমরা তৈরী করেছি গরীব এবং পেছনে পরা জনগোষ্ঠীর প্রতি সুবিচার কিভাবে দেওয়া যায় তার জন্যই আমাদের নীতি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে ভাবে আমাদের সরকার আমরা পরিচালনা করছি এবং এ বাজেটের মধ্যে তারই একটা প্রতিফলন আপনারা দেখবেন আমি এ বাজেটের কয়েকটা ফিগার আপনাদের কাছে তুলে ধরব। গ্রামীণ কর্মসংস্থান, জল সরবরাহ সহ গ্রামীন উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আমরা দেব। আর একটা অগ্রাধিকার আমরা দেব এ ডি সি অঞ্চলের এবং সীমান্ত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য আমরা অগ্রাধিকার দেব কারণ এডিসি এলাকার সবচেয়ে অনুন্নত অগ্রসর সে এলাকার অগ্রসর করে দেওয়ার জন্যই আমরা এডিসি গঠন করেছি এবং সেই এডিসি যাতে স্বাধীনভাবে তার এলাকায় উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য সর্বরকমের সাহায্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার করবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বিরাট প্রত্যন্ত এলাকা আছে, বর্ডার

এলাকা সেই সমগ্র এলাকা বাংলা দেশের বর্ডার, সেখানে না আছে রাস্তাঘাট, না আছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, না আছে স্কুল কোন সুবিধাই সেখানে নেই। একেবারে কি বলব সেখানে মানুষ আছে ঠিকই, কিন্তু তারা মানুষের মত বসবাস করতে পারেন না। সেই এলাকাগুলিকে বর্ডার এরিয়া প্রজেক্টের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার গত পাঁচ বছর আগে যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এটাকে বর্ডার এরিয়া প্রজেক্টের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরের জোট সরকারের আমলে সে বর্ডার এরিয়া প্রজেক্টের কি কাজ হয়েছে তার কোন হদিশ আমরা এখনও পাইনি। তবে এ প্রজেক্টের মাধ্যমে যাতে সেই এরিয়াটাকে উন্নত করা যায় তার জন্য আমরা বিশেষ নজর দেব এবং অগ্রাধিকার দেব। সেখানে সবটাই হচ্ছে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা। অন্যান্য অঞ্চলগুলির মধ্যেও প্রায়রিটি দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। কৃষি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল কাজেই এ কৃষিকে যাতে উন্নত করা যায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যাতে আরও বাড়ানো যায়, বিদ্যুৎ যাতে উৎপাদন করা যায় ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজ করার জন্য সেদিকে আমরা নজর দিচ্ছি। আগরতলা শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নতির জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কেন্দ্রের থেকে দশ কোটি টাকা আমরা আগরতলা মিউনিসিপালিটি এরিয়াটার কাজ কর্ম আমরা শুরু করেছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আগরতলা শহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নতির জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কেন্দ্রিয় সরকার থেকে দশ কোটি টাকা এনে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতে কাজকর্ম আমরা শুরু করেছি। কাজ শুরু হয়েছে এবং যাতে এখানে উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করছি। কাজেই এসবগুলি হচ্ছে মানুষকে কাজ দেওয়া মানুষের সেবা করার জন্য এ প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন মুলক কাজের জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩১'৭৫ কোটি টাকা-যেটা আমরা এসে পেয়েছিলাম। তারপর আমরা এইবার ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট সেটা বাড়িয়ে ৫৪ ৩৭ কোটি টাকা করেছি। এবং এ বাজেট গতবারের চাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭১ ভাগ। এ বাজেটও আমরা খুশী না, আরো বেশী দিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আমাদের আর্থিক সম্বল যা তার মধ্যে দিয়ে এটা করেছি। কারণ কেন্দ্রের সমস্ত অাদায় অনুমোদন, মঞ্জুরী সহ আমাদের ইনকাম সব মিলিয়ে আমাদের বাজেট করতে হয়েছে। কারন কথা আছে যে, কাটইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ' অর্থাৎ যতটুকু কাপড় আছে ততটুকু দিয়ে কোট তৈরী করতে-হবে আপনার

কাপড় যা আছে তার উপর নির্ভর করে কোট তৈরী করতে হবে। কাজেই অতিরিক্ত আশা করলে লাভ হবে না আমাদের সম্বল যা আছে তারমধ্যে দিয়েই আমাকে বাজেট করতে হবে, তারমধ্যে দিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হবে।

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বরাদ্দ করেছি ৯৩-৯৪ সালে ১৮.০২ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে বরাদ্দ ধরেছি ৩৪.৩৫ কোটি টাকা। এটার বৃদ্ধি হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগ। খুব জাম্পিং মনে হবে। কিন্তু আমরা নানাভাবে অত্যন্ত কষ্ট করে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাটছাট করে এটা করেছি কারণ গ্রামে এ কর্ম্মসংস্থান অত্যন্ত জরুরী এবং এই টাকায় আমরা হিসেব করে দেখেছি ১৯৯৪-৯৫ সনে ৮৮.৬১ লক্ষ শ্রম দিবসের কর্ম্মসংস্থান হবে আমরা আশা করি।

এই ব্যাপারে একটি কথা বলা দরকার যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। আপনারা জানেন এ রাজ্য সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষ্য ৩০ হাজার-এই হিসাবটা ১৯৯২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষ। তাহলে শতকরা হিসাব করলে দেখা যাবে প্রতি ২০ জনে একজন করে সরকারী কর্মচারী রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে হাইয়েষ্ট সর্ব্ব-উচ্চের উপরে আর কোথায় নেই। কিন্তু সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে সারা রাজ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় না— এটা সবাই জানেন। এটা কোন দেশ বা কোন রাজ্যই পারে না। এবং উন্নত দেশ যেগুলি আছে তারাও পারে না। এটার সমাধানের জন্য প্রয়োজন স্ব-নির্ভর প্রকল্প বা এ ধরণের নানা রকম প্রচেষ্টা। কিন্তু ত্রিপুরায় তার ইনফ্রাষ্ট্রকচাও খুব কম তার সম্ভাবনাও খুব কম। কাজেই আমরা স্বনির্ভর প্রকল্পে যে টাকা রেখেছি তারমধ্যে দিয়ে এইগুলির সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। কিন্তু যতই মানুষের দাবী থাকুক. যত বেকার আছে সবাইকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য আমি বলেছি প্রতি ২০ জনে এক জন করে সরকারী কর্ম-কর্মচারী রয়েছে এ রাজ্যে। হয়তো আরো কিছু করা যাবে কিন্তু এইটা খুবই সীমিত। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট নজর আছে। তাদের কাজ দেবার ইচ্ছা আন্তরিকতা আমাদের আছে কিন্তু ক্ষমতার অভাবে সবাইকে তা দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না।

৮১১টি মার্ক-২ টিউবওয়েল এবং ২৫০০ টি সাধারণ টিউবওয়েল বসানো হবে এই প্রকটি এই বাজেটে ধরা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে— ১৭.৭২ কোটি টাকা। আমরা জানি সারা রাজ্যে পানীয় জলের যে সমস্যা রয়েছে এ অর্থের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। তবে যাতে অন্ততঃপক্ষে মোটামোটিভাবে একটু করা যায় তারজন্য এই বাজেটে আমরা সংস্থান রেখেছি। এবং আমরা আশা করি এইটা কার্য্যকরী হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জলের বর্ত্তমান দুরবস্থার একটু উন্নত হবে এবং আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সহযোগিতা এ কাজে আমরা করতে পারব। তারপর সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি টাকা রেখেছি এ বর্ডার ডেভেলাপমেন্ট

প্রোজেক্টে। এ টাকা দিয়ে সেখানকার জনগণের বাসস্থান, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাট করা হবে। এবং এ কাজে গত পাঁচ বছরে কিছুই হয়নি। এখন আমরা চাইছি এটাকে খুব একটা ওয়ারফুটিং হিসেবে চিন্তা করে এ কাজগুলি করব। এসব কাজ করতে গেলে আমাদের সশস্ত্র আধা-সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন হবে তাদের পাহারায় এসব কতগুলি কাজ করতে হবে কারণ সে সব এলাকাগুলিতো উগ্রপন্থীদের কিছু আনাগুনা আছে।

কারণ ওদের কাজ করতে হবে। কারণ এলাকাগুলিতে উগ্রপন্থীদের কিছু আনা-গোনা আছে। এর জন্য আমরা আগেই বলেছি যে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। যদিও আমরা রাজনৈতিক ভাবে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রায় ১৮০০ উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কিন্তু উগ্রপন্থী সমস্যা এখন পুরোপুরি সমাধান হয় নি। কিছু লোক এখনও আছে যারা এ সব কাজে লিপ্ত। কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে। ওদের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অরাজকতার চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ সব কাজ করেন তারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের শত্রু। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। ভবিষ্যতে ত্রিপুরার জনগণও তাদেরকে এভাবে চিনবে। কাজেই এটা খুব দরকার আছে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা এবং উন্নয়নের জন্য। ৯'৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আনুমানিক ১০ হাজার জনকে আই.আর.ডি.পি. প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এটা আমাদের বাজেটের ভিতরেই আছে। আই.আর.ডি পি. প্রকল্প নিয়ে আজকে সকালেও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। মাঝখানে আই.আর ডি.পির কাজ ব্যাহত হয়েছে। সেখানে ব্যাংকের একটা ভূমিকা রয়েছে। আপনারা জানেন আই.আর ডি.পির কাজগুলি যাতে ঠিকভাবে চালু করা যায়, এটাকে যাতে আরোও ব্যাপকভাবে চালু করা যায় সেজন্য আমি নিজে এ সরকারে আসার পরে অল ইণ্ডিয়া লেভেলে যেসব জেনারেল ম্যানেজার এবং ডিরেকটার আছেন তাদের নিয়ে আগরতলায় মিটিং করেছি। তাদের কাছে আপিল করা হয়েছে। এবং তাদের বলেছিলেন যে ঋণ আদায় যদি এত কম হয় তাহলে তাদের ব্যাংকগুলি ড্রাই হয়ে যাবে। তারপর কোথা থেকে টাকা দেবে। আমরা বলেছি আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করব, ক্যাম্প করে বিভিন্ন জায়গা প্রচার করব যাতে ব্যাংকের ঋণ আদায় যেন বাড়ে। আপনারাও দেখবেন। এ কাজ আমরা শুরু করেছি। সকালের প্রশ্নের মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে এ কাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি। আমাদের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে টার্গেট হয়ত এ বছর ফুল ফিল করা যাবে না। কিন্তু সরকার সব সময়ে সচেষ্ট থাকব যাতে আগামী বাজেটে ওদের সহযোগিতায় আই.আর. ডি.পির কাজটা আমরা যাতে সহজে করতে পারি। ১০ হাজার জনকে যাতে আই.আর ডি পির আওতায় আনতে পারি সেজন্য আমাদের শেয়ার হিসাবে ৯'৮৪ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

তারপর একটা কথা সব সময় উঠেছে যে এ.ডি.সিকে টাকা দেওয়া হয় না। তাদের মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা বিবৃতি দিয়েছেন যে তাদের টাকা সব আটকে রাখা হয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। কারণ এ কথাটা যাতে না বলা হয় তার জন্য আমরা স্টেনডিং কমিটি গঠন করেছি। তাদের ডেকে আলোচনা করে সমস্ত হিসাব তাদের দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কি পাওয়া গিয়েছে, আমার বাজেট কি, কত টাকা এ ডি সিকে দেওয়া হবে সব তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন রাজ্য সরকার যা পায় সবটাই কি এ ডি.সিকে দিয়ে দেবে? তাহলে রাজ্য সরকার কি কাজ করবে? আসল ঘটনা হচ্ছে আগের সরকার, তাদের সরকার, জোট সরকার ২৯ ৮৪ কোটি টাকা পি এল. একাউন্টে রেখে দিয়েছে। এক পয়সাও দেয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৪.৮৪ কোটি টাকা ট্রেজারী থেকে তাদের খাতে দিয়েছি। অর্ডার ইস্যু করে দিয়েছি। টাকা তারা তুলতে পারে নি। সবটা টাকা তুলতে পেরেছে কিনা তারাই জানে। ১৫ কোটি টাকা আমরা বলেছি যে পরে রিলিজ করব। কারণ আমাদের রিলিজ করতে হবে না। সেই টাকা ব্যাংকে থাকলে তবেইতো যাবে। কাজেই এটা আমাদের নিজস্ব বাজেট থেকে দিয়েছি। এমন ও বলেছি যে এ বছরের মধ্যে আর কি টাকা তাদের লাগে তারা বলুক। আমরা আমাদের দেওয়া সবই বিভিন্ন দপ্তরে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে যার যার শেয়ারের টাকা, বিভিন্ন দপ্তরের কতগুলি স্কীম আছে সেই স্কীম এ ডি সির মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। এ দপ্তরগুলি তাদের টাকা দেবে। কিন্তু দপ্তরগুলিকে অর্থ দপ্তর থেকে টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। রাজস্ব মন্ত্রী বলেছেন যে বাজেট তৈরী করার পরে হঠাৎ করে আমাদের বরাদ্দ কমানো হয়েছে, তারা ১২ কোটির উপর কমিয়েছে। এবং বলেছে আমাদের যে একসাইজ ডিউটি বা যে সমস্ত তারা আদায় করতেন সেটা তাদের এষ্টিমেটেড বাজেট যা ছিল সারা ভারতে আদায়টা নাকি কম হয়েছে। তারজন্য ১৫ কোটি টাকার মত ত্রিপুরার পাওয়ানা কেটে নিয়েছে। এই ১৪ কোটি টাকার উপর দাঁড়িয়েই আমরা বাজেট করেছিলাম আগে। সেটা পাওয়া যাবে না। কাজেই আমাদের আরোও কাট-ছাঁট করতে হলো। বিভিন্ন দপ্তরের কাট-ছাঁট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কাজ করব কি করে? অনেকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু কোথা থেকে টাকা দেওয়া যায়? শেষ পর্য্যন্ত এ.ডি.সিকে ডেকে আমরা আলোচনা করেছি এ ডি সির খুব বেশী টাকা কাটা হয়নি। অনেক দপ্তরের অনেকগুলি পরিকল্পনা তাদের কমানো হয়েছে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে এ ডি.সির টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ১৯৯৪ ৯৫ইং সালের জন্য বরাদ্দ গ্র্যাণ্ড ইন এইড ১৯ ৮০ কোটি টাকা এবং শেয়ার অব ট্যাক্সেস ৫.০২ কোটি টাকা ট্রেন্সফার অব ভেরিয়াস ডিপার্টমেন্টের ১৮ ১৫ কোটি টাকা। মোট হচ্ছে ৪১ ৯৭ কোটি টাকা তাদের জন্য রাখা হয়েছে। কাজেই এ ডি.সির টাকা খুব একটা কাটা হয় নি। তারা যা চেয়েছিল তার থেকে অল্প কিছু টাকা, কয়েক কোটি টাকা হয়তো কমানো হয়েছে।

এ, ডি, সি,-র প্রায় টাকাই হয়নি। তবে তারা যা চেয়েছিল তার থেকে অল্প কমানো হয়েছে। আমাদের কোন উপায় নেই। সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। সেই কমিটি বসেছে এবং আমরা আরও বসব। কাজেই এ, ডি, সি কে আমরা টাকা দেইনি, কাজেই অসুবিধা সৃষ্টি করছি এ অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আমরা মনে করি। এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দেশকে শাসন করা যাবে না। কারণ এ, ডি, সি, এবং রাজ্যসরকার তার রাজনীতি যাই থাকুক কিন্তু জনগণ তো এক। জনগণের উন্নতি সাধনের জন্য, জনগণের সেবামূলক কাজ করার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতেই যেতে হবে, এটাই নিয়ম।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রুখিয়াতে একটু আগে রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন, তা আমি আর বলতে চাইনা। ২২ কোটি টাকা এন, ই, সি, দিল, কিন্তু এই বৎসর আমরা পাই নি। তবে আগামী বাজেটে আমরা পাব আশা রাখি। তবে ১৯৩-৯৪ সালে যে কাজ হওয়ার কথা ছিল, এ বাজেটে তা পাওয়া যাবেনা। কেন্দ্র পরিস্কার এন, ই, সিকে জানিয়ে দিয়েছে। তবে ১৯৯৪-৯৫ সালে সেই টাকা আমরা পাব এবং এটা নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি, আশা করি তারা দেবে। ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে এরজন্য ১৭৫০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ-এর জন্য রাখা হয়েছে। তারপরে এন, ই, সির সহায়তায় ৮ মেগাওয়াট-এর দুইটি ইউনিট স্থাপন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ার জন্য খুব দেরী হয়েছে। তবে আমি নিজে চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যথেষ্ট দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। অনেক দরবারের পরও কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হতে উত্তর আসে নি। কাজেই কেন্দ্রী মন্ত্রিসভার শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এখনো দেয় নি। আমরা আশা করছি তা পাব। গোমতী প্রকল্পের নবীকরণ এবং উন্নতি সাধনের কাজ ১৯৯৪-৯৫ সালে শেষ করা হবে। আমাদের এ বাজেটে আমরা সেটাও ধরেছি, প্রোগ্রাম করেছি। এটা শেষ করার জন্য আমরা প্রোগ্রাম নিয়েছি। আশা করা যায়, করা যাবে।

বিদ্যুৎ চুরি, অপচয় অনেকাংশে কমানোর সম্ভব হয়েছে, এটা আপনারা জানেন। কারণ বামফ্রন্ট সরকার এসে এই অপচয় বন্ধ করার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা কার্যকরী করা হয়েছে এবং তাতে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজে ১৯৯২ সালে রামচন্দ্র নগরে বিদ্যুৎ প্রকল্পে যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং সেখানে রাজ্যসরকার জমি দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত বাজেটে কোন বরাদ্দ করেন নি। এ বিষয়টির প্রতি আমি

প্রধানমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করবেন। আমি যখন প্লেনিং কমিশনের ডেপুটি কমিশনারের সংগে আলাপ করি তখন তিনি বলেছিলেন এ বাজেটে ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এখন দেখলাম সেই টাকা পাই নি। তবে আশা করি দেবেন। স্বাস্থ্য পরিকল্পনা কল্যাণ ১৯৯৩-৯৪ সালে বরাদ্দ ৩২ কোটি টাকা ছিল। এই বরাদ্দ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৯.৮৭ কোটি টাকা করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে হেল্‌থ ক্যাম্প করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির জন্য আধুনিক সরঞ্জাম কেনার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগেও আমরা চেষ্টা করেছি এবং গত দশ বছর বামফ্রন্ট সরকার যদি না থাকত তাহলে পরে ট্রাইবেল এবং এস. সির মধ্যে এখন যে সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার সৃষ্টি হয়েছে, এত সংখ্যক হত না। কারণ তখন তাদের পক্ষে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পড়ার কোন স্কোপই ছিল না। কিন্তু আমরা এ রিজারভেশন মেইনটাইন করে তাদেরকে বাইরে পড়াশুনার সুযোগ দিয়েছি বলে আমাদের এখানে ট্রাইবেল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার করতে পেরেছি। তাতে মেয়েরাও আছে। এবং এ কাজে বামফ্রন্ট সরকার আরও বেশী অগ্রসর হবে। তারজন্য আমরা এ শিক্ষা বাবদে বাজেটে ১৪.৩৭ শতাংশ বরাদ্দ রেখেছি। এটা অত্যন্ত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বেশী উন্নত করা যাবে

তারপরে হল হস্তচাঁত। হস্তচাঁত শিল্প এটাকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। এ বাজেটে তারজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর পুনর্বাসন সম্পর্কে রাবার চাষ এবং আনুসঙ্গিক কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে উপজাতি পরিবারগুলি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এ রাবারের ভিত্তিতে আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। এবং এটা আরও করা হবে। একটা বাধা ছিল যে এই প্রটেক্‌ট ফরেষ্ট হিসাবে, আগে যেটা আমরা উঠিয়ে গিয়েছিলাম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেটা পুনরায় তারা চালু করেছে এবং কিছু লোককে উচ্ছেদও করেছে, যাদের আমরা জমি দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ আইন আমরা কিছুতেই চালু করতে দেব না। আমরা এ প্রটেক্ট ফরেষ্ট এ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি এবং এ আইন সংশোধন না করলেই এটা পারা যাবে এবং আমরা এটা করবই। ১৯৯২-৯৩ সালে কৃষি বাবদ ব্যয় ছিল ১৭ কোটি টাকা।

১৯৯২-৯৩ ইং সালে কৃষির বরাদ্দ ব্যয় ছিল ২৭ কোটি টাকা। সেখানে ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে বরাদ্দ ৩৫'৬৭ কোটি টাকা আমরা করেছি। আমরা সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে বীজ, সার ও কীটনাশম ঔষদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গত বৎসর খাদ্যশষ্য উৎপাদন ৫'২৯ লক্ষ মেট্রিক টন ছিল। ১৯৯৪-৯৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা ৬'২৫ লক্ষ মেট্রিক টন করা হয়েছে। কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের খামারগুলির কার্য্য সম্প্রসারণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। কারণ পশুপালন দপ্তরকে বৃদ্ধি করার একটা সুযোগ আছে, সেই পরিমাণে আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছি এবং খাদ্যের যাতে মজুত রাখতে পারি তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের যতটা সহযোগিতা পাওয়ার দরকার ততটা আমরা পাচ্ছিনা। এফ সি আই এর সঙ্গে কিছু কিছু গোলমাল মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়। এখনো তারা এখানে চাউল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা তাদের সঙ্গে সেই বিষয়ে যোগাযোগ করছি। এই যে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে, বাধার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য কি করা যেতে পারে, সেই ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব। উগ্রপন্থীদের পুনর্ব্বাসন এর ব্যাপারে আপনারা জানেন। ট্রাইবেলরা উগ্রপন্থী হয় কেন? ট্রাইবেলদের উগ্রপন্থী হওয়ার পেছনে কতগুলি সামাজিক ইত্যাদি কারণ আছে। প্রথমত: তারা জন্মগত ভাবে যেখানে তারা বসবাস করতেন, নিজেদের বাসভূমিতে, সেখানে তারা সম্পূর্ণ সংখ্যালঘু হয়ে গেছে তাতে আর একটা মানুষিক প্রতিক্রিয়া থাকবেই। শুধু সংখ্যালঘুতে পরিণত হলেই হলনা, তারা জীবনে সমস্ত রকম জীবিকা থেকে ক্রমশয় বিতারিত হয়ে যাচ্ছে। তারা এ প্রতিযোগিতায় পারছেন না। তারা হেরে যাচ্ছে। ফলে তাদের হাত থেকে সমস্ত জমিজামা চলে যাচ্ছে। ব্যবসা বানিজ্য করবার যোগ্যতা এবং সুযোগ তাদের নেই। লেখাপড়াও কম ছিল সেখানে তাদের চাকুরী বাকুরী খুব কম ছিল, তাতে তারা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। ফলে তারা এরকম ভাবে কোনঠাসা হতে হতে সমতল এলাকা থেকে চলে গেছে পাহাড়ে। সে পাহাড়েও তার কোন স্থান নেই। জোট সরকারে আসার আগেই কংগ্রেস সরকার সমস্ত বনকে রিজার্ভ এর অন্তভূক্ত করে এদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পথে দারুন বাধার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন কারণ আছে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবেলদেরও নিজেদের আত্মমর্যাদার বোধ তাদের সৃষ্টি হয়েছে। তারা মানুষ হিসাবে বাঁচতে চায়। তাদের অধিকার বোধ হয়েছে, অথচ যাঁরা সরকারে অধিষ্ঠিত, ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত, তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে দমিয়ে রাখতে চায়, তাদের অধিকার দিতে চায়না। এসমস্ত অনেকগুলি কারণের ফলেই, তাদের পুঞ্জিভূক্ত যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া, তারই ফলে সমস্ত উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের ট্রাইবেল এরিয়াগুলিতে উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ শুরু হয়। শুধু ত্রিপুরায়ই নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন জায়গা বাদ নেই, সব জায়গাই আছে। এসব ঘটনাগুলি আছে। আমরা জানি, তারা যে পথ নিয়েছে, এটা ভূল পথ, সেই পথে কোন দিনই নিজেদের সমস্যার এবং

জাতীয় সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্যের সমস্যারও সমাধান হবেনা। কাজেই আমরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আবেদন করেছি। তারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ১৮ শ লোক তাদের অস্ত্রসস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পন করেছে। তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। আমরা তাদের পূনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চেয়েছি. ৪৫ কোটি টাকা। এই টাকা কিছুই না। মাত্র চারশত কয়েক জনের টি. এন. ভি. পূনর্বাসনের জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ কোটি টাকা দিতে পারেন তাহলে এই ১৮ শ-এর ক্ষেত্রে ৪৫ কোটি টাকা কিছুই নয়। জনপ্রতি খুবই কম পরে এ অল্প টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও দিচ্ছেনা। তারা না-ও বলছেন না আবার হ্যাঁ ও বলছেনা. তা ঝুলিয়ে রেখেছেন কিন্তু আমরা তো এ অবস্থায় রাখতে পারিনা। পূনর্বাসনের অভাবে হতাশ হয়ে তারা যদি আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে দিতে পারিনা। কাজেই এ বাজেটে আমরা ১০.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যাতে আমাদের বাজেট থেকে কিছু টাকা খরচ করে, তাদেরকে অন্ততঃ পক্ষে আংশিক হলেও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়. এ ব্যবস্থাই করছি। কাজেই রাজ্য সরকার এ উগ্রপন্থীদেরকে পূনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে কত আন্তরিক-এর থেকেই তারাও বুঝতে পারবেন এবং ত্রিপুরাবাসি ও বুঝতে পারবেন। আগে অনেক বক্তারা এখানে বলেছেন। আমি নূতন করে বলতে চাই যে. ত্রিপুরার বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সব সহানুভূতি আছে, একথা আমরা বলতে পারিনা। ৫০ কোটি টাকার অনুদান এবং ১০০ কোটি টাকার ঋণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল. কিন্তু ইতিবাচক কোন সারা পাওয়া যায় নাই এবং মনে হয় তারা আর দেবেনা। বিভিন্ন কেন্দ্রের দপ্তর থেকে সেন্ট্রোলাইস স্পন্সার্স স্কীমের জন্য ব্যয়িত অর্থের রিএম্বার্সমেন্ট আদায় করতে অনেক দেরি হয়। এবং একটু আগেও রাজস্ব মন্ত্র উল্লেখ করেছেন বছরের কিছু সময় তারা মাঝে মাঝে সেন্ট্রেল স্পন্সর্স স্কীম আমাদের দেয় যেটা কার্যকরী করা পক্ষে ত্রিপুরার রাজ্যের বাজেটে বরাদ্দ হয়না। এর জন্য এবার আমরা এই যে কন্টিনিউশন থাবার জন্য ১০ কোটি টাকা রেখেছি। এটা এ কারণে মাঝখানে যদি কোন কারণে কেন্দ্র স্পন্সার কোন স্কীম যদি আমাদের পাঠায়, যাহাতে আমরা আমাদের টাকা দিয়ে সেই কাজ করে তারপরে তাদের কাছ থেকে তাদের শেয়ারটা আনা যায়। কারণ নিয়মটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের শেয়ারটা আগে খরচ করে তাদের হিসাব দেখালে পরে কেন্দ্রের অংশটা তাঁরা দেয়। তাহলে পরে আমাদের বাজেটে কিছু টাকা না থাকলে পরে আমরা সেই টাকাটা আগে থেকে খরচ করতে পারবনা। কেন্দ্রের স্পন্সর স্কীম যদি বলে আপনারা কার্যকরী করেন, করার কোন স্কোপ আমাদের থাকবে না। এর জন্যই এ কন্টিজেন্সি তহবিলে ১০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। কাজেই সমস্ত চিন্তা আছে আর অন্য সমস্ত বিষয়গুলি বেশী বলতে চাইনা। তবে একথা বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার কথা এখানে বলেছেন এটা আমি আবার বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যকে আইনের শাসনে পরিণত করার জন্য আমাদের কতটু উদ্যোগ আছে এবং আমরা

তাই করছি। এবং যাহাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এটা চাই, এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসাবে আমরা নিয়েছি। এ কাজ আমরা করব। এখন আপনারা দেখুন, এখন আমরা এ যে বামফ্রন্ট সরকার তৃণমূল স্তরে যে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রথমেই আমরা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করব। এবং আইনও তৈরী করা হয়েছে এবং কেন্দ্র সরকারেই আইনকে অনুসরন করে আমরা আইন করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী আমরা এই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য ইতিমধ্যে বিলও প্রনয়ন করেছি এবং সেটা রাজ্যপালের অনুমোদনও লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলগুলি দেখলো পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে যদি তৃণমূল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাদের সমূহ বিপদ, কাজেই এটাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং গনতন্ত্র যাতে তৃণমূল প্রসার না করতে পারে, সেজন্য তারা নানা রকমের চেষ্টা করে চলেছেন, যা আপনারা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছেন যে প্রথমে তার এর জন্য একটা এ্যাকশন কমিটি গঠন করেছিলেন, তারপরে রাস্তা রোকা আন্দোলম করেছেন। তারা বলছেন যে মানুষ নাকি ঘর ছাড়া হয়ে গেছে, আমরা তাদেরকে বলেছি, যারা বাড়ী ছাড়া হয়েছে, তাদের নাম ধাম দিন, আমরা সেগুলি তদন্ত করে দেখবো। কিন্তু তারা সেটা দিতে রাজি নন। তাহলে আমরা কি হাওয়ার উপর তদন্ত করবো যে কারা বাড়ীঘর ছেড়ে গেছে, আর কারা বাড়ী ঘর ছেড়ে যায়নি। কিন্তু তারা সেটা দিতে পারবেন না। যা কিছু মুখে মুখে বলেছেন, আমরা ইতিমধ্যে সেগুলির তদন্ত করে দেখেছি এবং তার রিপোর্টও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। ত্রিপুরাতে আইন শৃঙ্খলা নেই, এটা আদৌ ঠিক নয়, আগের তুলনায় আইন শৃঙ্খলার এখন অনেক উন্নতি হয়েছে, আমাদের পুলিশ বাহিনী এখন তত্পর হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের বামফ্রন্টের আত্ম সন্তোষ্টির অবকাশ নেই, আমাদের সর্বদায় সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য, তার সম্পর্কেও আমরা যথেষ্ট সচেতন, এই ব্যাপারে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সহযোগীতা আমাদের প্রয়োজন এবং আশা করছি যে ত্রিপুরার মানুষ আমাদের সেজন্য সহযোগীতা করতে এগিয়ে আসবে। আপনারা জানেন ত্রিপুরাতে যারা বসবাস করেন, তাদের অধিকাংশই গরীব অংশের মানুষ এবং এই গরীব অংশের মানুষদের উন্নতির জন্যই আমাদের এ বামফ্রন্ট সরকার, কাজেই এ গরীব অংশের মানুষ যাতে লাভবান হন, তা সব সময়ে আমরা দেখব। তবে এ রাজ্যের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছেন, কিভাবে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা যায়, তার জন্য তারা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। এর মধ্যে যে তাদের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, তা খুবই পরিষ্কার। এখানে মানুষ মারার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে যে কোন প্রকারে গণ্ডোগোল সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারকে ডিস্ ষ্টেবেলাইজ করা। আমি এ আশা করবো যে

এ ব্যাপারে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সচেতন থাকবেন। আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে মোহরছড়ার এলাকায় মানুষ-জনের বাড়ী ঘরে আগুন লাগানো একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছে, শুনা গেছে ঘরে তালা দিয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলির আসল উদ্দেশ্য হল এ এলাকার ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করা এবং বিগত জুনের দাঙ্গার মত একটা দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা। সেই দাঙ্গাতে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তার থেকে অনেক শিক্ষাও পেয়েছে। কাজেই এ রাজ্যে যাতে সেই রকম দাঙ্গা আর না হয়, তার দিকে আমাদের সবারই দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। সরকার যেমন এ ব্যাপারে সচেতন, তেমনি ত্রিপুরা সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকতে এ রাজ্যে জাতি উপজাতির মানুষ পাশাপাশি অনেক দিন ধরে বসবাস করে আসছে, তাদের মধ্যে যাতে আর কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি না হয়, তার দিকে দৃষ্টি রাখা শুধু সরকারেরই কর্ত্তব্য নয়, এ রাজ্যে ২৮ লক্ষ্য মানুষেরও কর্ত্তব্য। ১৯৯৪-৯৫ সালের যে বাজেট এ সভায় পেশ করা হয়েছে এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত প্রতিটি টাকা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি এ হাউসের প্রতিটি সদস্যকে অনুরোধ রাখছি, আর একথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা আগামী ১৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

তারকা চিহ্নিত
১৬৫ নং প্রশ্নের পরিপূরক

আরক্ষা দপ্তর ঃ— আরক্ষা দপ্তরে মোট ৭৩৮ জন পুলিশ ছাটাই হয় তার মধ্যে ৭১৮ জনের পুর্ণবহাল হয়েছে। তার হিসাব নিম্নরূপ্ ঃ—

পদের নাম	মোট ছাটাই সংখ্যা	মোট পুনঃ বহাল সংখ্যা	পুনঃ বহালের বাকী সংখ্যা	কারণ (ছাটাইয়ের)
হোমগার্ড (বর্ডার উইং)	৪২৯	৪২৭	১ জন মারা যায় ১ জন join করে নাই।	B.S.F ছাটাই করে দেয়।
পুলিশ	২৪৬	২৪২	৪ জনকে কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য এতখানি ঘটনার বরখাস্ত করা হয়।	২৪২ জনকে পুলিশ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য বরখাস্ত করা হয়।
হোমগার্ড (রাজ্য পুলিশ)	৬২	৪৮	১৪	৪৬ জন হোমগার্ডকে পুলিশ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য বরখাস্ত করা ১৬ জনকে অন্যান্য কারণে বরখাস্ত করা হয়।
চতুর্থ শ্রেণী	১	১	×	পুলিশ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য বরখাস্ত করা হয়।
মোট	৭৩৮	৭১৮	১৮	১ জন মারা গেছে ১ জন join করে নাই (বর্ডার উইং হোমগর্ড)

কৃষি দপ্তর

কৃষি দপ্তরে মোট ২৪৬ জন কৃষিকর্মীর ছাটাই হয়েছিল। তাদের সকলকে পুনঃ বহাল করা হয়েছে।

তথ্য দপ্তর

মোট ৯৩ জন চুক্তি বদ্ধ লোক শিল্পী এবং ৮ জন DRW ছাটাই হয়। এখনো কারোর পুন-বহাল হয় নাই।

কারা বিভাগ

মোট ৫ জন কারা কর্মী ৩১১ নং ধারাতে পুলিশ আন্দোলনে যুক্ত থাকায় বরখাস্ত করা হয়েছিল। পুনরায় ৫ জনকে বহাল করা হয়েছে।

জুট মিল

মোট ২৮৪ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল। কাওকে পুনঃবহাল করা হয় নাই। তবে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম
(T. I. D. C.)

ক) ৪২ জনকে স্বনির্ভর প্রকল্প অধীনে ১২ মাসের মেয়াদে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। পুনরায় তাদের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি।

খ) ১ (এক) জন ৪র্থ শ্রেণী কর্মী ছাটাই হয়েছিল।

গ) কারোরই পুনঃবহাল হয় নাই।

বিদ্যুৎ দপ্তর

অনেকদিন কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য মোট ২ (দুই) জনের চাকুরিচ্যুতি হয়। ১ (এক) জন পিয়ন এবং (১) এক জন lineman.

খ) পিওনের পূর্ণবহালের আদেশ হয়েছে। Lineman এর পূর্ণবহাল আদেশ হয়েছে।

খাদ্য দপ্তর

মোট ৫ (পাঁচ) জনের চাকুরি চ্যুতি হয়েছিল Inguisiy authourity তদন্ত মূলে।

তাদের মধ্যে ২ (দুই) জনের পুনরায় চাকুরী হয়েছে অফীল কোর্টের আদেশে এবং ২ (দুই) জনের Case এখনো Court-এর বিচারাধীন আছে।

ANNEXURE—"B"

১৮৮ নম্বর তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের অতিরিক্ত তথ্য

প্রশ্ন নং ১) এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে ৫৩৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয়েছে। তার মাধ্যমে সরাসরি ২১ লক্ষ ৮০ হাজার জনসংখ্যাকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বাকী অংশের জনসংখ্যাকে পরোক্ষ ভাবে এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। প্রায় ২৪ লক্ষ গ্রামীন জনসংখ্যার জন্য ৬৫০টী উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। সেখানে এখম পর্য্যন্ত ৫৩৬টি খোলা সম্ভব হয়েছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের Ben থাকার ফলে নূতন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যাচ্ছে না।

যেখানে ১০৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দরকার সেখানে এখন পর্য্যন্ত ৬২টি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

নূতন নম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে শয্যা সংখ্যা ২ থেকে ৪, সেখানে ১ জন ডাক্তার এবং ১ জন নার্স এর ব্যবস্থা আছে। রোগীদের খাবার দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এ রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের Concept এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি একটু আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে।

রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ৩ জন ডাক্তার ৫ জন নার্স এবং রোগীদের খাবার ইত্যাদি দেওয়ার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন নং ২) এ প্রকল্প রূপায়নের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার রয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ২১৫ জন নার্সের অভাব আছে এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ১১৬ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী এবং ৪৪ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব আছে। সংরক্ষণের কারণে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থী না থাকতে শূন্য পদগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স নিয়োগ করা যাচ্ছে না।

	REQUREMENT	EXISIING	SHORTFALL
Nurse	370	155	315
MPW (Male)	590	467	116
MPW (Female)	590	546	44
MPS (Male)	116	81	37
MPR (Female)	118	47	71

প্রশ্ন নং ৩) নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মী (পুরুষ এবং মহিলা) প্রশিক্ষণ চলছে যাতে অদূর ভবিষ্যতে লোক নিয়োগ করা যায়।

ANNEXURE-"C"

ADMITTED STARRED QUESTION : 73

NAME OF M.L.A. SHRI AMAL MALLIK.

Will the Hon'ble Msnister-incharge of the Health and Family Welfare Department be pleaased to state :—

১) ইহা কি সত্য Health Deptt. এর পক্ষে থেকে "আমিষ খাদ্যের চেয়ে নিরামিষ খাদ্য রোগীদের জন্য উপযোগী" শীর্ষক একটি আলোচনার চক্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহকুমায়, এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ এই আলোচনা শুরু করা হবে ?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health & Family Welfare Deptt.
(Name Of The Minister) :— Shri Keshab Majumder

১) ইহা সত্য নহে। উপরোক্ত শীর্ষকের উপর কোন আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে

২) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 74

Name of M.L.A. SHRI AMAL MALLIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতালগুলিতে আলাদা শিশু বিভাগ চালু আছে কিনা, এবং

২) না থাকিলে সরকার চালু করার কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা ?

ANSWER

(Name of the Minister) :— SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) নাই।

২) আলাদা শিশু বিভাগ চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রাপ্যতা (availability) অনুসারে বিভিন্ন মহকুমাগুলিতে শিশুদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পোষ্টিং দেওয়া হয়।

Admitted starred Qnestion No. 151 asked by
Shri. Dilip Kumar Choudhry, M.L.A.

QUESTION :

১) রাজ্য ৩য় বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং) সরকারী ন্যার্য মূল্যের দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহে জন্য কতজন নতুন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২) এ সকল নতুন ডিলার নিয়োগের কারণ কি ?

ANSWER

১) রাজ্যে ৩য় বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং) যে সকল ডিলার নিযুক্ত করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল,—

মহকুমার নাম	নিযুক্ত ডিলারের সংখ্যা
১) গণ্ডাছড়া	১৬ জন
২) সাব্রুম	২০ ,,
৩) অমরপুর	১৮ ,,
৪) বিলোনীয়া	১৫ ,,
৫) লংতরাই ভ্যালী	২৭ ,,
৬) ধর্মনগর	১০ ,,
৭) সদর	১৪ ,,
৮) আগরতলা (মিউনিসিপ্যালিটি)	৬ ,,
৯) উদয়পুর	৪৭ ,,
১০) খোয়াই	২৮ ,,
১১) কাঞ্চনপুর	১৮ ,,
১২) কৈলাশহর	১৭ ,,
১৩) কমলপুর	৮ ,,
১৪) সোনামুড়া	৩ ,,
	মোট—২৪২ জন

২) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রেশনসপ চালাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডিলারশিপ বাতিল হওয়ার ফলে এই সমস্ত স্থানে নূতন ডিলার নিয়োগ করা হয়।

Admitted Question :— 158 (STARRED)

Name of the Member :— Shri Dilip Kr. Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be please to state—

১। ত্রিপুরায় একমাত্র জুটমিলটি বেসরকারী সংস্থার হাতে হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা আছে কি।

২। বর্তমানে জুটমিলে কতটি লুম আছে এবং তারমধ্যে কতটি সচল এবং কতটি অচল অবস্থায় আছে।

৩। উক্ত জুটমিলে বর্তমানে লাভ বা লোকসানের পরিমাণ কত টাকা ?

উত্তর

১। জুটমিলটির ১৯৯২ এপ্রিল থেকে উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে এবং পুনরায় চালু করার জন্য সরকারীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছেনা দেখে মিলটিকে বে-সরকারী Financial Management এর সাথে চুক্তি করে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২। জুটমিলটিতে ১৫৮টি সেকিং লুম রয়েছে। বর্তমানে কোন লুমই সচল নহে। মিলটির সকল স্তরের সবগুলো যন্ত্রপাতি মেরামত করার পর সচল করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। শুরু থেকে বর্তমান বৎসর পর্য্যন্ত জুটমিলটিতে কখনও লাভ হয়নি। ত্রাস পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ (Accumulated Loss) দাঁড়িয়েছে ৩৬ কোটি টাকার উপর। বর্তমানে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

Admitted. Starred Question No. 161 asked by Shri Tapan Chakraborty M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies epartment be pleased to State—

১। দুর্নীতির অভিযোগে সারা রাজ্য গত ১১ (এগার) মাসে মোট কতটি রেশনসোপের ডিলারশীপ বাতিল করা হয়েছে ?

ANSWER

To be replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

১। উক্ত সময়ে মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি রেশন সোপ বাতিল করা হয়েছে।

Admitted Question No : 167 (STARRED)

Oame of the Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge ef the Industries Department be please to State:—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি সরকারী চা বাগান আছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, রাজনগর ব্লকে ডিমাতলীতে একটি সরকারী চা বাগান আছে সেটি ধ্বংস হওয়ার পথে এবং।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তার বাগানটির কাজ শুরু করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি ?

উত্তর

১। সরকারী সংস্থার অধীনে মোট ৫টি চা বাগান রয়েছে। কমলাসাগর, লক্ষীলুঙ্গা, তুফানীয়া লুঙ্গা, ব্রহ্মকুণ্ড ও মাছমারা। এছাড়া আরও দুটি চা বাগান নাহমপুর ও কালাছড়া (অধিগৃহীত চা বাগান) ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের পরিচালনাধীনে রয়েছে।

২। ডিমাতলী চা বাগানটি সমবায় সংস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত। ১৯৮২-৮৩ ইং সনে উক্ত বাগানটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কয়েক হাজার চারাগাছ লাগিয়ে Non Traditional area-তে বাগানটি শুরু করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সমবায় বোর্ডকে ভেঙ্গে দিয়ে বোর্ড অব্ এড্মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বাগানটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে। দু বছর পূর্বেও এ বাগানটিতে প্রায় ২৫ হাজারের মত চা গাছ বেঁচে রয়েছিল, কিন্তু সরকারী সহায়তার অভাবে কাঁচাপাতা বিক্রি করে বাগানের শ্রমিকদের জীবিকার কোন সংস্থান না থাকায় বাগানটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের অবস্থায় পড়ে আছে। বর্ত্তমানে নূতন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাগানটিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

৩। বর্ত্তমানে নূতন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাগানটিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTIONS: 168

Name of M L. A, Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department by pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বর্তমান অর্থ বৎসরে ডব্লিউ. এইচ. ও. (ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশান) "এইডস্ রোগ প্রতিরোধে সতর্কীকরণ" প্রচারের জন্য প্রচার তহবিল থেকে রাজ্য সরকারকে টাকা মঞ্জুর করেছিল,

২। সেই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হয়েছে বা আদৌ ব্যায়িত হয়েছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in charge of the Health & Family welfare Deptt.
Name of the Minister :— Shri Keshab Majumder

১। ওয়াল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশান থেকে সরাসরি "এইডস্ রোগ প্রতিরোধে সতর্কীকরণ" এর কোন

টাকা পাওয়া যায় নাই। ভারত সরকারের নিকট হইতে এ বাবদ ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

২। এই অর্থ এখনও ব্যয়িত নাই। এই বৎসর ৫ লক্ষ টাকা প্রচার এবং লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য ব্যয় করার মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে।

QUESTION

Subject of Admitted Question :— 185 (Starred)

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

১। গ্রামীণ কুটির শিল্পীদের ঋণদান প্রকল্পে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এবং

২। এই বৎসর কতজনকে এই ঋণদাণের আওতায় আনা হয়েছে।

৩। ইহা কি সত্য যে, এই ঋণদানের পদ্ধতিকে কঠিন করার ফলে দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের অনেক হয়রানি ও অর্থব্যয় করিতে হইতেছে ?

ANSWER

১। গ্রামীণ কুটির শিল্পীদের ঋণদানের জন্য ত্রিপুরা সরকারের একটি সংস্থা ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান বৎসরে মোট ৭৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ১২০ টাকা কুটির শিল্পীদের জন্য ঋণ ও অনুদান হিসাবে ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যেই ৩৪ লক্ষ টাকা উক্ত শিল্পীদের জন্য ব্যয় করার ব্লক ভিত্তিক তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে।

২। বর্তমান বছরের গ্রামীন কুটির শিল্প প্রকল্পে মোট ৮৫৬ জন শিল্পোদ্যোগীকে এই ঋণের আওতায় আনার নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, মঞ্জুরীকৃত ৭৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ১২০ টাকা ১৯৯৪-৯৫ ইং ৩১শে মার্চের মধ্যেই বিলি করার বিধি। সমবায় সংস্থা ও পর্ষদের নিজস্ব সংস্থা মোট ৬টি সংস্থার মাধ্যমেও কুটির শিল্প প্রকল্প রূপায়ণের কর্মসূচীও কমিশন অনুমোদন করেছে।

৩। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের প্রচলিত ঋণদান পদ্ধতি অনুসার প্রয়োজনীয় দলিল ও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণদান করা হয়। এই ব্যবস্থার যথেষ্ট জটিলতা রয়েছে এবং গ্রামীন শিল্পীদের অর্থব্যয় ও হয়রানী হতে হচ্ছে। জটিলতা কমানোর জন্য বিষয়টি পরীক্ষাধীন রয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO—197
Name of M. L. A.. Shri Sudhna Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ম্যালেরিয়ার দপ্তর থেকে বৎসরে কতবার ডি. ডি. টি. স্প্রে করা হয় ?

২। মোট কতজন শ্রমিক (সারা রাজ্যে) এই কাজে নিযুক্ত ?

৩। তারা বৎসরে কতমাস কাজ পায় এবং তাদের মাসিক বেতন কত ?

৪। ইহা কি সত্য, বিলোনীয়া বিভাগ সহ ২।৩ টা বিভাগে এই বৎসর পূরা কাজ হয়নি ?

৫। যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) Shri Keshab Majumder

১। স্বাস্থ্য দপ্তরের ম্যালেরিয়া বিভাগ হইতে বৎসরে দুইবার ডি. ডি. টি. স্প্রে করা হয়। মার্চ মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রতি বারে ৭৫ দিন করে মোট ১৫০ দিন এই ডি. ডি. টি. সারা রাজ্যে স্প্রে করা হয়।

২। মোট ৭৫৬ জন শ্রমিক এই কাজে নিযুক্ত। এই শ্রমিকরা ১৫৩টি দলে বিভক্ত। প্রতি দলে একজন শ্রমিক দলনেতা এবং ৫ জন শ্রমিক থাকে।

৩। তারা বৎসরে আড়াই মাস করে দুই বারে পাঁচ মাস কাজ পায়। দৈনিক হাজিরা কর্মী হিসাবে প্রতি দলনেতা প্রতিদিন ২২ টাকা এবং প্রতি শ্রমিক প্রতিদিন ২০ টাকা করে পায়।

৪। এই বৎসরের (১৯৯৪ ইং) প্রথম পর্য্যায়ের ডি. ডি টি. ছড়ানোর কাজ ১৮ই মার্চ থেকে শুরু হবে। ১৯৯৩ ইং সনের বিলোনীয়া এবং উদয়পুর মহকুমায় প্রথম পর্য্যায়ে ডি. ডি. টি. স্প্রে করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সারা রাজ্যে ডি. ডি. টি. স্প্রে করা হয়েছে।

৫। ডি. ডি. টির অভাব হেতু বিলোনীয়া এবং উদয়পুর মহকুমায় গত ১৯৯৩ ইং বর্ষে প্রথম পর্যায়ের ডি. ডি. টি. স্প্রে করা সম্ভব হয়নি।

ADMITTED STARRED QUESTION No.—198

Name of M.L.A. Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Healt and Family Welfare Department be pleased to state :

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের সংরক্ষিত ৯৬টি পদ সংরক্ষণ মুক্ত করা হয়েছে,

২) সত্য হলে পদগুলির বিবরণ এবং সংরক্ষণ মুক্ত করার কারণ ?

ANSWER

১) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) ষ্টাফ নার্স এর ৯০টি পদ।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 209

NAME OF M.L.A :— SHRI DILIP KR. CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের মহকুমা এবং গ্রামীন হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারীগুলিতে রোগীদের

প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না এবং এর ফলে গরীব এবং দুস্থ লোকদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে ?

২) ইহা কি সত্য যে, গ্রামীণ হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীগুলিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং নার্স নেই ?

৩) সত্য হলে, এ সকল ব্যাপারে প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১) রাজ্যের মহকুমা, গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারীগুলিতে অত্যাবশ্যক ঔষধের কোন অভাব নাই। বর্তমান বর্ষে উক্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ নিয়মিত সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঔষধ সরবরাহের স্কেল নিম্নরূপ—

Category of Institution	No. of items	Frequency of supply
District Hospital	124	Monthly as per prescribed scale.
Sub-Divisional Hospital	112	—do—
Rural Hospital	111	—do—
Primary Health Centre	106	—do—
Sub-Centre	41	—do—

২) গ্রামীণ হাসপাতালে সব জায়গাতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক দেওয়া এখনও পুরোপুরি সম্ভব হয় নাই এবং নার্স এর অভাব রয়েছে। নূতন নর্ম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার এবং নার্স দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

৩) ঔষধ সরবরাহের ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে অন্তত পক্ষে অত্যাবশ্যক ঔষধগুলির কোন অভাব না থাকে। ঔষধ সরবরাহের পদ্ধতিটাকে আধুনিক করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক প্রাপ্যতা (availability) অনুসারে পোষ্টিং দেওয়া হয়। নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Starred Question No 219 asked by Shri Khagendra Jamitia M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে রেশন সপের সংখ্যা কত ?

২) রেশন সপগুলিতে নিয়মিত ভোক্তাদের স্বার্থে সরকারী নিয়মনীতিগুলি কঠোরভাবে কার্যকরী করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

ANSWERS

To be replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supply Department.

১) বর্তমানে রাজ্যে রেশনসপের সংখ্যা হল ১.৩১০টি।

২) সরকার সর্বদাই ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সুষ্ঠ বন্টনের ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। কোথাও কোন শৈথিল্য দেখা গেলে সে রেশনসপ বাতিল করা হয়ে থাকে এবং সে সমস্ত ভোক্তাদের স্বার্থে বিকল্প ব্যবস্থা সাপেক্ষ পাশের রেশনসপে উপরিউক্ত রেশন কার্ডগুলি সাময়িক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Admitted Starred Question No. 226

Name of Member : Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'able Minister-in-charge of Appointment & Services Department be pleased to state :—

QUESTION

প্রশ্ন ১) রাজ্য সরকারের চাকুরীর জন্য নিয়োগ নীতি ঘোষণা করা হবে

প্রশ্ন ২) এখন পর্য্যন্ত নিয়োগনীতি ঘোষণা না করার কারণ কি ?

ANSWER

১) রাজ্য সরকারের চাকুরীর জন্য নিয়োগনীতি সংক্রান্ত আদেশ শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। ইহা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) বর্ত্তমানে প্রচলিত ১৯৮৮ ইং সনের নিয়োগনীতি বাস্তবানুগ পুনঃ প্রনয়ণের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় নতুন নিয়োগ নীতির প্রনয়ণে কিছু সময় নিচ্ছে।

ADMITTED STARD QUESTION No. 232

Name of M.L.A. SHRI BRAJENDRA MOG CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health and Famtly Welfare Department be pleased to state :—

১) জোলাইবাড়ী প্রাথমিক হাসপাতালে কয়জন ডাক্তার এবং কয়টি Ambulance গাড়ী আছে,

২) উক্ত হাসপাতালে Family Welfare এর বিল্ডিং নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৩) যদি থাকে কবে নির্মান এর কাজ শুরু হবে, এবং

৪) উক্ত হাসপাতালে জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা আছে কিনা ?

ANSWER

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER

১) জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩ জন চিকিৎসক আছে। কোন এম্বুলেন্স নাই।

২) নাই।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 261 asked by Shri Ranendra Chandra Debnath, M.L.A.

QUESTIONS

Will be Hon'ble Minister-in charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১) রাজ্য সরকার Public Distribution System (P.D.S.) quota মত কি পরিমাণ চাউল ও গম প্রতিমাসে পেয়ে থাকে।

২) গত ৪ (চার) মাসে P.D.S এর নির্ধারিত quota মত কি পরিমাণ চাউল ও গম তোলা হয়েছে। কোন ঘাটতি আছে কি না ?

৩) যদি ঘাটতি থাকে তবে তাহার কারণটা কি ?

ANSWERS

To be replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

১) রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রতিমাসে ১৬,২০০ মেঃ টন চাউল ও ১,৮০০ মেঃ টন গম P.D.S এর মাধ্যমে বিলির জন্য বরাদ্দ পেয়ে থাকে।

২) গত ৪ (চার) মাসে P D.S এ বন্টনের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ চাউল ও গম তোলা হয়েছে।

	চাউল	গম
সেপ্টেম্বর '৯৩—	১৬,২০০ মেঃ টন,	১,৭৪১ মেঃ টন,
অক্টোবর '৯৩—	১৬,১৭২ " "	১,৭১৫ " "
নভেম্বর '৯৩—	১৪,৮৯৯ " "	১,০২৪ " "
ডিসেম্বর '৯৩—	১১,১৬২ " "	১০০ " "

৩) ভারতীয় খাদ্য নিগমের নিকট এ রাজ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল ও গম মজুত না থাকায় মাসিক বরাদ্ধকৃত সম্পূর্ণ চাউল ও গম সরবরাহ করিতে পারে নাই।

Admitted Starred Question No. 273 asked by Shri. Ratan Lal Nath, M.L.A.

QUESTIONS

১) ইহা কি সত্য Ratining Authority Office এ বহুলোক নতুন রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন,

২) যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সারা রাজ্যে এর সংখ্যা কত,

৩) কবে নগাদ এই রেশন কার্ডগুলি দেওয়া হবে।

ANSWERS

To be replied by the Minister-in-charge Food & Civil Supplies Department.

১) হ্যাঁ।

২) ৩৭২টি।

৩) উপযুক্ত তদন্তের পর যদি সঠিক দেখা যায় তা হলে শীঘ্রই দেওয়া হবে।

Admitted Question : No—305 (Starred)

Name of Member : Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be please to state :—

১। ক) ইহা কি সত্য যে, জোট সরকারের আমলে জুটমিল কর্তৃপক্ষ জুটমিলের তৈরী ব্যাগ সরকারী সংস্থার কাছে বিক্রি করার প্রথা ভেঙ্গে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ও দালালদের কাছে নতুন ও ভাল ব্যাগ পুরানো ব্যাগ বলে সস্তা দামে বিক্রি করা হয় ;

খ) সত্য হলে এভাবে মোট কতগুলো ব্যাগ বিক্রি করা হয় এবং ব্যাগ প্রতি দাম কত ছিল ;

গ) তখন Gunney Trader Association-এর rate কত ছিল ;

ঘ) এই সমস্ত বে-সরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও দালালদের নাম কি ?

উত্তর

১। ক) জুটমিলের তৈরী ব্যাগের শতকরা ৮৫ ভাগ সরকারী সংস্থার কাছে বিক্রি করা হয়। যখন সরকারী সংস্থা থেকে ব্যাগ সরবরাহের অর্ডার না থাকে এবং টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয় তখন কিছু কিছু ব্যাগ বে-সরকারী সংস্থার কাছে বিক্রয় করা হয়। নতুন ব্যাগকে কখনও পুরানো ব্যাগ বলে বিক্রয় করা হয়নি। ব্যাগের বিক্রয়মূল্য Committee on Purchase and sale স্থির করতেন। সাধারণতঃ কলিকাতার Gunney Traders Association কর্তৃক প্রকাশিত দৈনন্দিন মূল্য তালিকা হতে আগরতলা থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত পরিবহণ খরচ বাদ দিয়ে ব্যাগের মূল্য স্থির করা হত। রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, গত কয়েক বৎসরে মোট ১০ (দশ) কোটি টাকার ব্যাগ বিক্রি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ব্যাগ বিক্রি হয়েছে সরকারী সংস্থার নিকট এবং বাকী দেড় কোটি টাকার ব্যাগ বে-সরকারী সংস্থার নিকট বিক্রয় করা হয়েছে।

খ) নূতন ব্যাগকে পুরানো বলে বিক্রয় করা হয়েছে এ তথ্য সঠিক নয়। তবে ইহা সত্য যে জোট সরকারের আমলে জুট নির্মিত ব্যাগ এবং কিছু পাটজাত দ্রব্য বে-সরকারী সংস্থার কাছে

বিক্রয় করা হয়, যার মোট মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা ব্যাগের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮২ হাজার ২০০টি।

গ) কলিকাতাস্থিত Gunney Traders Assoeialion প্রতিদিন ব্যাগের মূল্য তালিকা প্রকাশ করে থাকে যার ফলে উক্ত তালিকা উঠা নামা করে। সুতরাং এনতাবস্থায় প্রতিদিনকার মূল্য তালিকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঘ) যে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছিল সেই সংস্থাগুলির নাম যথাক্রমে :—

১) মেসার্স শঙ্কর বর্দ্ধন, কানপুর, উত্তর প্রদেশ।
২) মেসার্স সাক্ষী এন্টার প্রাইজ্ দিল্লী—৬
৩) মেসার্স মুন্না গানী ট্রেডার্স, নিউদিল্লী।
৪) মেসার্স নরেন্দ্র কুমার রাজেশ কুমার, নিউদিল্লী।
৫) গোয়েল ট্রেডিং কোং, নয়া বাজার, নিউদিল্লী।
৬) মেসার্স আগরবাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, নিউদিল্লী।
৭) নর্থবেঙ্গল ফিড্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, জলপাইগুড়ি।
৮) মেসার্স জেঠমল বিক্রমচাঁদ, বাধারঘাট, আগরতলা।
৯) দুলাল পাল, বাধারঘাট, আগরতলা।
১০) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপাল, কানপুর, উত্তর প্রদেশ।
১১) বজরং জুট ট্রেডিং, আগরতলা।

Admitted Question No—306 (STARRED.)
Name of Memoer : Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। ক) এটা কি সত্য জোট সরকারের আমলে জুটমিল কর্তৃপক্ষ জে. সি. আই-এর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ

করে বে-সরকারী দালাল ও ফড়িয়াদের কাছ থেকে বেশী দামে নিম্নমানেরও পচাপাট ক্রয় করেছে ?

খ) যদি করে থাকে কত পরিমাণ পাট ক্রয় করেছে এবং তার মোট মূল্য কত ?

ANSWER

১। ক) জে. সি আই-এর সাথে পাট কেনার যে চুক্তি জুটমিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিল তা ১৯৮৯ ইং সালে ভেঙ্গে যায়। ১৯৮২ ইং সনের এপ্রিল মাসে জে. সি. আই. কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে জুটমিলে জুটমিলে পাট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় জুটমিলে পাট সরবরাহ বন্ধ করে দেবার কারণ বলে জে. সি. আই. জানায়। মিল কর্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হয়ে মিল চালু রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত বে-সরকারী সংস্থা থেকে পাট ক্রয় করে। পাটক্রয়ে গুণগত মান রক্ষার জন্য মিলের নিজের একটি Purchase Committee গঠণ করা হয়েছিল।

খ) ১৯৮৯ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯১ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে পরিমাণ পাট কেনা হয়েছে তার পরিমাণ ২,১৫৩,৪৫২ কুইন্টাল এবং এই বাবদে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৫৩ টাকা।

গ) যে সব সংস্থা থেকে পাট ক্রয় করা হয়েছে এদের প্রতিষ্ঠান ও ঠিকানা যথাক্রমে :

১) মেসার্স জেটমল, ভিকমচাঁদ, বাধারঘাট।

২) মেসার্স বজরং জুট ট্রেডিং বাধারঘাট।

৩) মেসার্স দুলাল পাল, বাধারঘাট।

Admitted question No. :— 308 (STARED)

Name of Member :— Sri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state.

১। ত্রিপুরায় একমাত্র জুটমিলটি কবে নাগাদ পুনরায় চালু করা হবে ?

প্রশ্ন

১। জুটমিলটি চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। খুব শীঘ্রই মিলটি চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়। রাজ্য সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থান ও বর্তমান সুযোগ সুবিধাগুলিকে অক্ষুন্ন রেখে শ্রম-আইনের বিধান অনুসারে তাদের বেতন ও মজুরী প্রদানের ঘোষিত বামফ্রন্টের নীতি রূপায়ণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১। ইহা কি সত্য সদরের গান্ধীগ্রামে ত্রিপুরাতে একমাত্র Salt Iodisation Plant নামে একটি ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করা হয়ে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে স্থাপন করা হয়েছে এবং এরজন্য টি, আই, ডি,সি, থেকে কোন ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা ;

৩। এবং রাজ্য সরকার থেকে কোন Raw materials দেওয়া হয়েছে কি না ?

৪। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে, এর কারণ কি ?

উত্তর

১), ২), ৩), এবং ৪)—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ANNEXURE—3

Admitted Unstarred Question No—35.
Name of the Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে রাজ্যে রেজিষ্ট্রীভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত ?

২। তন্মধ্যে তফসলী উপজাতি ও তফসিলী জাতিভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত ?

(স্নাতকোত্তর, স্নাতক, এইচ, এস, (দ্বাদশ পাশ, মাধ্যমিক পাশ এবং মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৯৫ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্য জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিনে বিভিন্ন কর্ম বিনিযোগ কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ২, ১২, ২৫০ জন।

২। (ক) তন্মধ্যে তফসিলী উপজাতি বেকারের সংখ্যা ১২, ৬৮৩ জন।

খ) তপশিলী জাতি বেকারের সংখ্যা ১৯, ৭৩৬ জন।
তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী হিসাব নিম্নরূপ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা	তফসিলী উপজাতি	তফসিলীজাতি
১	২	৩
ক) স্নাতকোত্তর	১৯	১৩৪
খ) স্নাতক	২৯০	২,১২৪
গ) এইচ. এস (দ্বাদশ) পাশ	৪৩৩	১,১৮৩
ঘ) মাধ্যমিক পাশ	৩,২৫৩	৫,৪৪৯
ঙ) মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ও অন্যান্য	১৭,৬৮৮	১০,৮৪৬
	২১,৬৮৩ জন	১৯,৭৩৬ জন

Admitted Unstarred Question No. 36

Name of Member : Shri Amal Mallik

Will the Hon'able Minister-in-charge of the Manpower & Employment Departmemt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন কর্মচারী

আছেন (দপ্তর ভিত্তিক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী এবং কন্টিজেন্ট, ডি, আর, ডব্লিউ কর্মচারীদের আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

২। তন্মধ্যে উপজাতি ও তফসিলী জাতিভুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO—50

Name of Member : Shri Madhab Ch. Saha

QUESTION

১) T.I.D.C. থেকে গত ৫ বৎসরে কারা কারা ঋণ পেয়েছে এবং তার পরিমাণ কত (নাম সহ হিসাব) ;

২) এই ঋণ আদায়ে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে ;

৩) এখন পর্য্যন্ত কত ঋণ আদায় হয়েছে এবং অনাদায়ী সবচেয়ে বেশী ঋণ কাদের কাছে রয়েছে (নামওয়ারী হিসাব) ?

ANSWER

১) টি.আই.ডি.সি. এ পর্য্যন্ত ১৭৮ জন শিল্পোদ্যোগীকে মোট ৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছে। যাদে ঋণের পরিমাণ দশলক্ষ টাকার বেশী এরূপ সংস্থার সংখ্যা ১৪টি। এসব সংস্থা ও ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেয়া হল :—

	সংস্থার নাম	ব্যক্তির নাম	ঋণের টাকার পরিমাণ
ক)	মেসার্স হোটেল রাজধানী।	শ্রীমতী বন্দনা রায়।	২৬'২৫ লক্ষ

খ)	ত্রিপুরা ফাইবার গ্লাস।	শ্রীএস. সান্যাল	২২'৭৫ ,,
গ)	নিউজিন রাবার ইণ্ডাস্ট্রি।	শ্রীশান্তিরঞ্জন পাল।	২৩'৬০ ,,
ঘ)	মেসার্স বি.ডি. পাইপস্।	শ্রীবিপু চন্দ্র দেব।	৪৭'৬২ ,,
ঙ)	প্রিয়াট্রেন্সপোর্ট।	শ্রীরাজিন্দর সিং	৩০'০০ ,,
চ)	যমুনা প্রেস্	শ্রীসুবল দে।	২৮'৩৭ ,,
ছ)	মেসার্স ইমপ্রিন্ট।	শ্রীভুপেন দত্ত ভৌমিক।	৩২'৫০ ,,
জ)	পাইওনীয়ার রোলার ফ্লাওয়ার মিল।	শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ।	৪৮ ৬৫ ,,
ঝ)	হোটেল কাকলী।	শ্রীকিরণ শঙ্কর মোদক।	১৯'৫৫ ,,
ঞ)	সূর্য্য প্লাসটিক।	শ্রীমৃন্ময় দাস শর্মা	১৪'৩৬ ,,
ট)	এ. কে. ভিনীয়ার ইণ্ডাষ্ট্রি।	শ্রীঅজিতকুমার পাল।	২৩'৭৫ ,,
ঠ)	নির্মলা হোটেল।	শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী।	৭১'৫০ ,,
ড)	বিভিন্নেভা হোটেল।	শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ।	১৩.৫০ ,,
ঢ)	ত্রিনয়নী টায়ার টিউব।	শ্রীবি, দেবনাথ	৩৫'২৯ ,,

২) ঋণ আদায়ের জন্য টি. আই.ডি.সি. নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নিয়েছে :—

ক) ত্রৈমাসিক ডিমাণ্ড নোটিশ যথারীতি দেওয়া হচ্ছে।

খ) ব্যক্তিগতভাবে ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে।

গ) যেখানে স্বাভাবিকভাবে ঋণ আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩) এখন পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা আদায় হয়েছে এবং প্রায় সবটাই গত দশ মাস সময়ের মধ্যে।

Admitted Un-Starred Question No.— 51

Name of Member : Shri Sudhna Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleas to State :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে কতজন বেকারকে সেন্ট্রাল স্কীম এবং ষ্টেট স্কীমে স্বনির্ভর প্রকল্পে লোন দেওয়ার জন্য Select করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব);

২) এর মধ্যে কতজন লোন পেয়েছে, কতজন বাকী রয়েছে এবং

৩) যারা বাকী রয়েছে তারা কবে নাগাদ লোন পাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে রাজ্যে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকারদের স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ২৭০০ জন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বর্ত্তমানে স্বনির্ভর প্রকল্পে ৩টি Scheme চালু আছে। যথা ক) প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা, খ) কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্প, গ) রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্প।

বিভিন্ন প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা :

ব্লকের নাম	রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্প	কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্প	প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনা	
বিশালগড়	১৭০	৩৭	আগরতল মিউনিসিপ্যালিটি—	৯৫
মেলাঘর	৬৪	১৬	সোনামুড়া N.A,A.—	৪
মোহনপুর	১০৪	১৯	তেলিয়া N.A.A.—	১২
জিরানীয়া	১১৩	১৮	খোয়াই N.A.A.—	১০
জম্পুইজলা	১৮	২		
তেলিয়ামুড়া	১১১	১৮	রাজনগর N.A.A.—	৫
খোয়াই	১০১	১S		১২৬
আগরতলা পৌর এলাকা	২৬৪	১৫০		
মোট—	৯৫০	২৭৪		১২৬

			উত্তর ত্রিপুরা—	
কুমার ঘাট—	৫০	৪৪	কৈলাসরে N.A.A.	১০
পানিসাগর—	৭৩	৩৫	ধর্মনগর N.A.A.	১৬
ছাগুমনু	১১	৬	কমলপুর N.A.A.	১০
কাঞ্চনপুর—	--	৭	কুমারঘাট N.A.A.	১০
কমলপুর (সালেমা ব্লক)	২৪	২৭		
	১৬২	১১৯		৪৬

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্প	কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা
রামনগর	১০১	২৫	সাব্রুম NAA—৫
মাতার বাড়ী	১৯৩	৪৫	বিলোনিয়া NAA—১০
বগাফা	৯৫	২৬	অমরপুর—NAA—৫
সাতচাঁন্দ	৪৬	২২	উদয়পুর NAA—১২
অমরপুর	৫৩	২৩	
ডম্বুরনগর	১২		
	৫০০	১৪১	৩২

২) নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রকল্প রচনা স্ব-স্ব এলাকার জেলা শিল্পকেন্দ্র করে থাকে। প্রকল্প রচনা করে নির্বাচিত প্রার্থীদের Scheme গুলো ঋণের সুপারিশ করে বানিজ্যিক ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঋণ দেওয়ার পূর্বাহ্নে ব্যাঙ্ক ও জেলা শিল্প কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা যুগ্মভাবে সরজমিনে তদন্ত করে থাকে। প্রকল্প রূপায়ণের জায়গা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনুকূল বিবেচনা করলেই ঋণ দেওয়া হয়। কাজগুলো একটু সময় সাপেক্ষ বলে কোন প্রার্থী এখনো ঋণের টাকা পাননি।

৩) নির্বাচিত প্রার্থীরা মার্চ্চ মাসের মধ্যেই ঋণের Provisional Sanction পাবে বলে আশা করা যায়। গুণগত দিক থেকে অনুকূল বলে বিবেচিত হলে Joint Inspection-এর এক মাসের মধ্যেই প্রার্থীরা ঋণের টাকা পাবেন বলে আশা করা যায়।

ADMITTED UN-STRRED QUESTION NO 54

NME OF M.L.A. SHRI SUDHAN DAS.

Will the Hon'ble Msnister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleaased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাথমিক কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২) এর মধ্যে রোগী থাকার শয্যা বিশিষ্ট কয়টি, শয্যাহীন কয়টি, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩) প্রত্যেকটি প্রাথমিক হাসপাতালে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা,

৪) ইহা কি সত্য নিহারনগর হাসপাতালে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই ?

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health & Family Welfare Deptt.

(Name Of The Minister) :— Shri Keshab Majumder

১) রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৫২টি।

২) এরমধ্যে ৪৫টি শয্যা বিশিষ্ট এবং ৭টি শয্যা বিহীন। ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হইল।

৩) আছে।

৪) ইহা সত্য নহে।

Sl. No.	Name of block	Number of PHC	
		With bed	Without bed
1.	Jirania	—	—
2.	Mohanpur	4	—
3.	Bishalgarh	3	—
4.	Melaghar	4	—
5.	Khowai	1	1
6.	Teliamura	1	—
7.	Salema	3	2
8.	Kumarghat	3	—
9.	Chawmanu	3	—
10	Panisagar	3	—
11.	Kanchanpur	4	—
12.	Matabari	4	1
13.	Rajnagar	2	1
14.	Bagafa	3	1
15.	Satchand	4	1
16.	Amarpur	2	—
17.	Dumburnagar	1	—
	Total	45	7

Admitted Starred Question No :— 55.

Name of the Member :— Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর শূন্য পদের সংখ্যা কত? (পদের শ্রেণী ভিত্তিক দপ্তর অনুযায়ী হিসাব)

Minister-in-charge of the Employment and Manpower Department :—
Shri Ranjit Debnath.

:— উত্তর :—

তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UN-STARRED ASSEMBLY QUESTION No. 62

NAME OF MEMBER :— SHRI DILIP KR. CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpowar ad Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন দপ্তরে অফারপ্রাপ্ত কতজন বেকারকে এখন পর্য্যন্ত নিযুক্তিপত্র (পোষ্টিং) দেওয়া হয়নি? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) এ সকল অফার প্রাপ্তদের কবে নাগাদ নিযুক্তি পত্র (পোষ্টিং) দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

Minister-incharge of the
Employment and Manpower Department :— SHRI RANJIT DEBNATH.

—: উত্তর :—

১) জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন দপ্তরে অফারপ্রাপ্ত ৯৬ জন বেকারকে এখন পর্যন্ত নিযুক্তি (পোষ্টিং) দেওয়া হয়নি। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Aunexure— 'A' তে দেওয়া গেল।

২) এ সকল অফারপ্রাপ্তদের নিযুক্তি পত্র (পোষ্টিং) বিবেচনাধীন আছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমানে হাইকোর্টের বিবেচনাধীন রয়েছে।